Reg. No. C. 134

৫৭ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক, ১৩২৬—নবেম্বর, ১৯১৯।

সূচী

	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	
	অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্, বিদ্যারত্ন	
	নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	
৪।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	
৫।	পরলোকগতা কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতি	শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	
৬।	অভ্যাসের বিধি	শ্রীযুক্ত—	২২৫
৭।	প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীমতী শৈবলিনী দাসী	২৩১
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ		২৩৪
৯।	নিরুদ্দেশ (গল্প)		২৩৬

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।

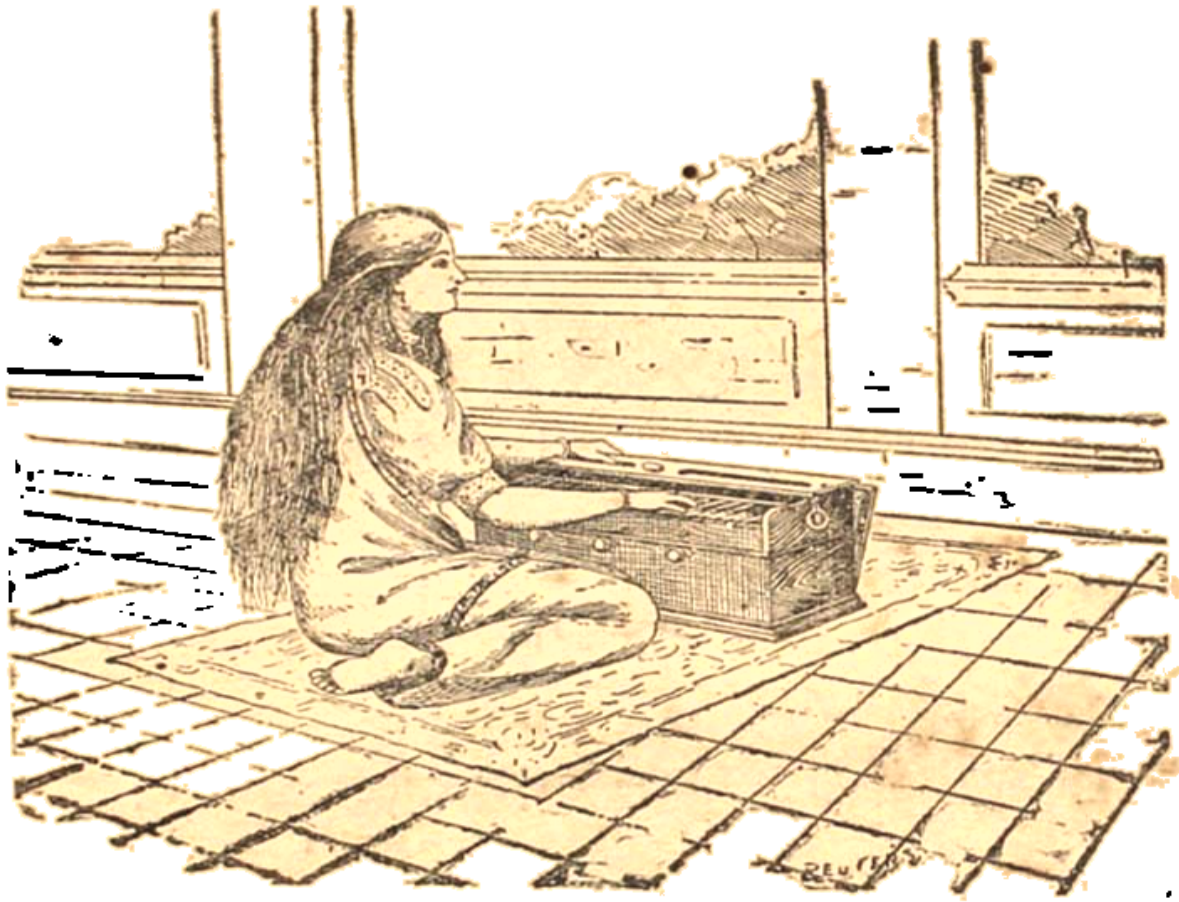

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৫৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲৫ ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহৌসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 675. November, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৫ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৬। নবেম্বর, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

প্রভাতী—উপাসনা।

ত্রৈতবী—ঠুংরি।

আজি এ প্রভাতে, উঠিনু জাগিয়া
তোমারে করিয়া প্রণতি,
দেহ গো হৃদয়ে নবীন আশা,
বাহুতে দেহ গো শকতি।

জীবনে মরণে, মননে বচনে
মতি গতি যেন রহে গো চরণে,
অবিরত যেন রাখি গো স্মরণে—
জীবন-সাধনা মহতী।

বরণে গন্ধে ছন্দে গীতে
আঁধারে আলোকে প্রদোষে নিশীথে
অবিরত যেন বহি আনে চিতে
তোমারই অনুভূতি।

(কর) আকাশের মত কান্ত বিমল,
শিশিরের মত শুভ্র শীতল,
প্রভাতের মত আলোক-উজল
দেহ গো প্রাণে ভকতি।

(কর) কুসুমের মত পূত নিরমল,
সুরভির মত পীযূষ-তরল,
বাতাসের মত মুক্ত সরল
দেহ গো অবাধ মুকতি।

স্থির চেতনা প্রাণের প্রাণ,
উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ে আন,
দৈন্য লজ্জা কর হে ম্লান;
জয় জয় তব জয়তি!

রচয়িতা—কথক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

৩ ০ ১ ২ ৩
II সা ঋা। পা পা। পা -া। মপা -দপা I দা পা। মা -া ।
আ মি এ প্র ভা ০ তে০ ০০ উ ঠি ছ ০

০ ১ ২ ৩ ০ ১
। মা -পা। মপা -দা I পা মা। জ্ঞা -রা। জ্ঞা -রা। জ্ঞা -মা I
জা ০ গি০ রা তো মা রে ০ ক ০ রি রা

২ ৩ ০ ১ ॥ ২ ৩
I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া I ঋা সা। পা পা ।
প্র ণ তি ০ ০ ০ ০ ০ মে হ গো ছ

০ ০ ১ ২ ৩ ০ ১
। সা -জ্ঞা : -া -রা I জ্ঞা জ্ঞা। -মা মা। জ্ঞা -া। সা -া I
ন মে ০ ০ ন বী০ ০ ন আ ০ শা ০

২ ৩ ০ ১ ২ ৩
I দা পা। সা সা। সা -ঋা। জ্ঞা -মা I জ্ঞা ঋা। সা -া ।
বা হু তে মে হ ০ গো ০ ন ক তি ০

০ ১
। -া -া। -া -া II
০ ০ ০

২´　৩　•　১　২´　৩
II { ঋা -জা। ঋা -া। দা -পা। জ্ঞা পা I পা র্সা। ঋ্সা পা ।
জী ব নে • ম • র শে ম ন নে ব

•　১　২´　৩　•　১
। র্সা -া। র্সা -া I পা -া। র্সা ঋ্সা। ঋ্সা -া। র্সা -া I
চ • নে • ম • ভি গ ভি • বে •

২´　৩　•　১　২´　৩
I পা -র্সা। ঋ্সা র্সা। পা পা। দা দা } I দা দা। দা দা ।
ন • র হে গো চ র শে অ বি র ত

•　১　২´　৩　•　১
। পা -া। পা মা I পা পা। দা -দপা। মা -া। -া মা I
বে • ন রা খি জা ম •• র • • শে

২´　৩　•　১　২´　৩
I মা পা। পা দা। পা -া। মা -পমা I জ্ঞা রা। জ্ঞা -া ।
জী ব ন সা ধ • না •• ম হ তী •

•　১　২´　৩　•　১
। -া -া। -া -া I *(১) I ঋা ঋা। ঋা ঋা। ঋা -া। ঋা -জ্ঞা I
• • • দে হ গো ছ দ • বে •

২´　৩　•　১　২´　৩
I সা জ্ঞা। ঋা ঋা। -সা -া। দ্সা -া I *(২) I দ্সা পা। সা -া ।
ন বী ন আ • শা • বা হ তে •

•　১　২´　৩　•　১
। মা -ঋা। জ্ঞা মা I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া I
বে • হ স্নে শ ক ভি • • • • •

২´　৩　•　১　২´　৩
*(৩) I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা রা। জ্ঞা -া। জ্ঞা -া I জ্ঞা পা। মা -মজ্ঞা ।
দে হ গো ছ দ • বে • ন বী ন • আ

১ ২´ ৩ ০ ১
। -া -া। জ্ঞা -া I ০(৪) I দ্া ণ্া। সা -া। সা -ঋা। জ্ঞা মা I
ঐ ০ না ০ ০ বা হ তে ০ রে ০ হ গো

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া II
ন ক তি ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II দ্া ণ্া। সা সা। সা -া। সা সা I সা জ্ঞা। জ্ঞা রা।
ব র পে গ ক্ষে ০ ছ দে গী তে ধাঁ ধা

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। জ্ঞা -া। মজ্ঞা -া I সা ঋা। ঋা ঋা। ঋা -া। ঋা জ্ঞা I
রে ০ ঋা ০ ০ লো কে প্র লো ভে ০ নি নী

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I -মজ্ঞা -ঋা। -সা -া। -া -া। -া -া I সা -দা। দা দা।
০খে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ বি র ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -া। পা -মা I পা পা। দা দপা। মা -া। -া -া I
যে ০ ন ব বি আ নে ০চি তে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I জ্ঞা -দা। দা দা। দপা পা। -া -মা I জ্ঞা রা। জ্ঞা -া।
তো ০ মা ০ র ই ০ অ ন্ত র্ভূ তি ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। -া -া। জ্ঞা জ্ঞা I দা দা। দা দা। দা -পা। -দা -পা I
০ ০ (ক র) আ কা শে র ম ত কা ন্ত

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I র্সা জ্ঞা। ঋা ঋা। র্সা -া। র্সা -া I পা -া। র্সা ঋা।
বি ম ০ ল নি ০ নি ০ ০ রে র ম ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ঋা -া। র্সা -া I পা র্সা। ঋা -র্সা। -া -র্সা। -পা -দা I
ত ০ ব্র ০ নী ত ল ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা দা। দা দা। দা দা। দা -া I দা পদা। পর্সা পদা।
প্র ভা তে র ম ত আ ০ লো ০ ক উ ০ ল ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। দা -া। পা -া I দা দুপা। মা মা। -া -া। -া -পমা I
ন ০ ০ ০ ০ যে হ ০ গো প্রা ০ ০ ০ ণে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I জ্ঞা রা। জ্ঞা -া। -া -া। জ্ঞা জ্ঞা I ঋা ঋা। ঋা ঋা।
ভ ক ভি ০ ০ ০ (ক র) কু ই মে র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। ঋা -া। ঋা -জ্ঞা I -সা -জ্ঞা। ঋা ঋা। সা -া। -দা -া I
ম ০ ত পু ০ ত নি র ম ০ ন ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা পা। সা সা। সা -ঋা। জ্ঞা মা I -জ্ঞা ঋা। সা সা।
হ র ভি র ম ০ ত পী ০ যূ ষ ত

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। সা -া। সা -া I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা রা। জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞা I
র ০ ন ০ বা জা সে র ম ০ ত মূ

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I -া পা। মা মজ্ঞা। -া -া। জ্ঞা -া I দা পা। সা সা।
০ জ্ঞ ন র ০ ০ ন ০ যে হ গো অ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। সা -ঋা। জ্ঞা -মা I জ্ঞা ঋা। সা -া। -া -া। -া -া I
বা ০ ধ ০ মু ক ভি ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা -া। দা দা। দা -া। দা পা I পা -া। র্সা -া।
ছি ০ ঘ চে ০ ত ০ না প্রা পে ০ র ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা -পা। র্সা -া I র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া। র্সা -া I
প্রা ০ ণ ০ উ ০ জ্ঞ ০ ল ০ ঝা ০

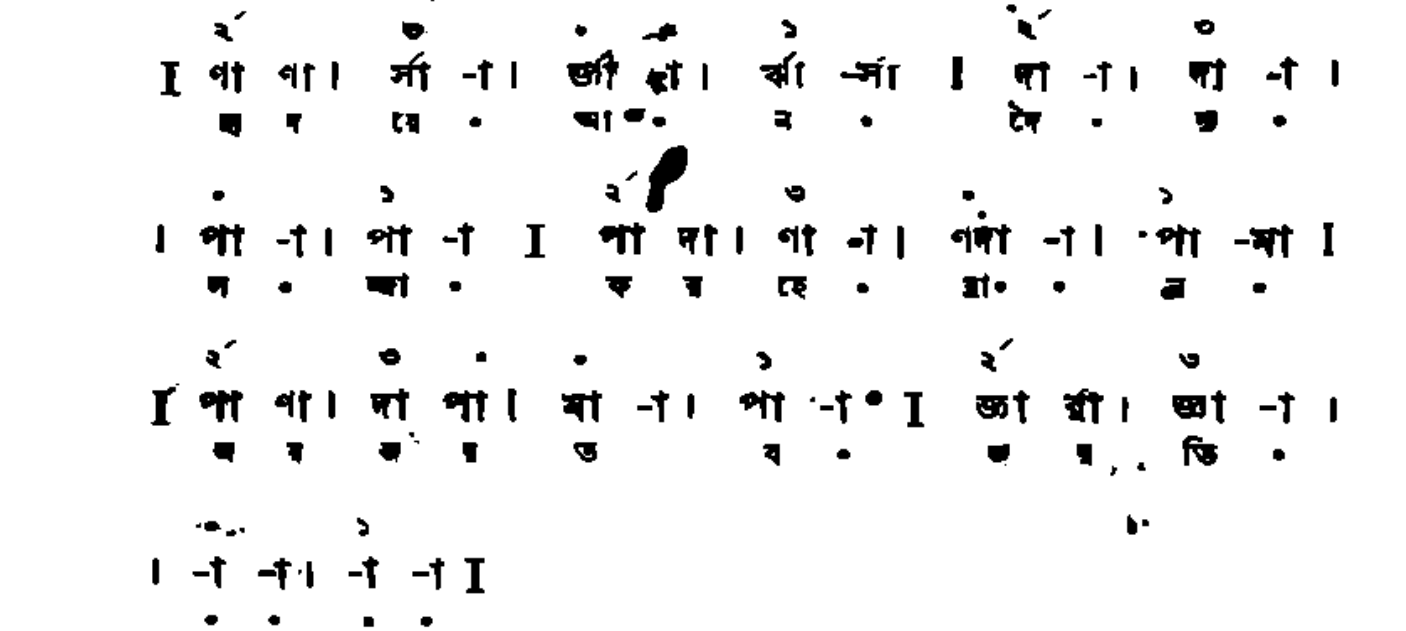

দ্রষ্টব্য—"জয়তি" পর্য্যন্ত গাহিয়া, তাহার পর উপরে লিখিত ০(১), ০(২), ০(৩) আর ০(৪) চিহ্নযুক্ত চারিটি পংক্তি গেয়।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শুদ্ধস্ফুরণরূপস্য দৃশ্যভাবমপশ্যতঃ।
ক বিধিঃ ক চ বৈরাগ্যং ক ত্যাগঃ ক শমোঽপি-বা ॥৭১॥

যিনি শুদ্ধচৈতন্যরূপী ও স্বপ্রকাশ, যাঁহার বহির্জগতের বোধ বিগত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে বিধি বা বৈরাগ্য, ত্যাগ বা শম, কিছুই নাই।৭১।

স্ফুরতোঽনন্তরূপেণ প্রকৃতিং চ ন পশ্যতঃ।
ক বন্ধঃ ক চ বা মোক্ষঃ ক হর্ষঃ ক বিষাদতা ॥৭২॥

যে আত্মজ্ঞানী অনন্তরূপে প্রকাশিত হন্, দেহমন-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়ে যাঁহার দৃষ্টি সংলগ্ন হয় না, তাঁহার সংসার-বন্ধন নাই, মোক্ষের ইচ্ছাও নাই, হর্ষও নাই, বিষাদও নাই ॥৭২॥

বুদ্ধিপর্য্যন্তসংসারে মায়ামাত্রং বিবর্ত্ততে।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নিষ্কামঃ শোভতে বুধঃ ॥৭৩॥

স্থূলজগৎ, তাহার কারণ, তাহার ভোক্তা সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি সমস্তই মায়ার বিবর্ত্তমাত্র; (জ্ঞানীর এই সকলে কিছুই প্রয়োজন নাই)। অতএব জ্ঞানী নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও নিষ্কাম হইয়া শোভা পান।৭৩।

অকর্ত্তৃত্বমভোক্তৃত্বং স্বাত্মনঃ পশ্যতো মুনেঃ।
ক বিদ্যা ক চ বা বিশ্বং ক দেহো মহদেব বা ॥

অবিনাশী সন্তাপরহিত আত্মাকে যিনি দেখিতেছেন, তাঁহার বিদ্যাই বা কি, জগৎই বা কি, দেহই বা কি, আর 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার ভাবই বা কি? (তাঁহার এ সব কিছুই নাই)।৭৩।

নিরোধাদীনি কর্ম্মাণি জহাতি জড়ধীর্যদি।
মনোরথান্ প্রলাপাংশ্চ কর্ত্তুমাপ্নোত্যতৎক্ষণাৎ ॥৭৪॥

যে মূঢ়বুদ্ধি দেহাভিমানী পুরুষ অতিপরিশ্রমসহকারে মনের নিরোধ সম্পাদন করে, তাহার নিরোধসমাধির অবসান হইলেই মন নানাপ্রকার সংকল্পবিকল্পে নিরত হয় ও অভিলাষ-প্রলাপাদি ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। এই কারণে জ্ঞানব্যতিরেকে কেবল হঠযোগাদিদ্বারা মনের নিরোধে কোনও লাভ নাই।৭৪।

মন্দঃ শ্রুত্বাপি তত্ত্বজ্ঞ ন জহাতি বিমূঢ়তাম্।
নির্বিকল্পো বহির্যত্নাদন্তর্বিষয়লালসঃ ॥৭৫॥

যে দেহাভিমানী মূঢ়পুরুষ হয়, সে বেদান্তশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থদ্বারা আত্মস্বরূপ শুনিয়াও দেহাভিমান ত্যাগ করে না। যদ্যপি তাহার অতিপরিশ্রমে উপর উপর ত্যাগের ভাব দেখায়, তথাপি মনে মনে তাহার অনেক বিষয়বাসনা থাকিয়া যায়।৭৫।

জ্ঞানাদ্গলিতকর্ম্মা যো লোকদৃষ্ট্যাপি কর্ম্মকৃৎ।
নাপ্নোত্যবসরং কর্ত্তুং বক্তুমেব ন কিঞ্চন ॥৭৬॥

যিনি আত্মজ্ঞানের পরিপাকবশতঃ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তিনি লোকদৃষ্টিতে কর্ম্ম করিলেও, বস্তুতঃ কোন কর্ম্ম করিবার অবসর পান না; এমন কি কিছু বলিতেও অবকাশ পান না।৭৬।

ক্ব প্রকাশো বা হানং ক্ব চ বা কিঞ্চন।
বিকারস্য ধীরস্য নিরাতঙ্কস্য সর্ব্বদা ॥৭৭॥

ধীর, নিরাতঙ্ক নির্বিকার ধীর ব্যক্তির অজ্ঞানই বা কি, জ্ঞানই বা কি? তাঁহার বন্ধনমোচনই বা কি? বস্তুতঃ তাঁহার কিছুই নাই।৭৭।

ক ধৈর্য্যং ক্ব বিবেকিত্বং ক নিরাতঙ্কতাপি বা।
অনির্ব্বাচ্যস্বভাবস্য নিঃস্বভাবস্য যোগিনঃ ॥৭৮॥

জ্ঞানীর স্বভাব কাহারও চিন্তার মধ্যেই আসে না; কারণ, তাঁহার কোন লৌকিকস্বভাবই নাই, তাঁহার ধীর স্বভাবও নাই, বিবেকিস্বভাবও নাই, এমন কি নির্ভয়ত্বও নাই।৭৮।

ন স্বর্গো নৈব নরকো জীবন্মুক্তির্নচৈব হি।
বহুনাত্র কিমুক্তেন যোগদৃষ্ট্যা ন কিঞ্চন ॥৭৯॥

সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানীর স্বর্গও নাই, নরকও নাই, জীবন্মুক্তিও নাই। অথবা বেশী বলার প্রয়োজন কি? প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টিতে লৌকিক কিছুই নাই।৭৯।

নৈবং প্রার্থয়তে লাভং নাশাতেনানুশোচতি।
ধীরঃ শীতলচিত্তমৃতেনৈব পরিতৃপ্যতি ॥৮০॥

ধীরব্যক্তি লাভের ইচ্ছা করেন না, লাভ না হইলে শোকও করেন না। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা জ্ঞানামৃতে-পরিপূর্ণ বলিয়া শীতল (অর্থাৎ তাপত্রয় রহিত)।৮০।

ন শাস্ত্রং ভোতি নিকামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি।
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি ॥৮১॥

কামনাশূন্য জ্ঞানী শাস্ত্রপুরুষকে দেখিয়া তাহার প্রশংসা করেন না, অথবা দুষ্ট লোক দেখিয়া নিন্দাও করেন না। তিনি সুখদুঃখে সমানভাবযুক্ত ও নিজেতেই নিত্য তৃপ্ত; এজন্য কোন কর্ত্তব্যই দেখেন না।৮১।

ধীরো ন দ্বেষ্টি সংসারমাত্মানং ন দিদৃক্ষতি।
হর্ষামর্ষবিনির্ম্মুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি।৮২॥

জ্ঞানী সংসারকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন না, আত্মদর্শনের জন্যও ব্যাকুল হন না। তিনি হর্ষ ও ক্রোধের অতীত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন; তিনি মৃতও নহেন, জীবিতও নহেন।৮৩।

নিঃস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিষ্কামো বিষয়েষু চ।
নিশ্চিন্তঃ স্বশরীরেঽপি নিরাশঃ শোভতে মুনিঃ ॥৮৪॥

জ্ঞানী পুরুষ পুত্রকলত্রাদির প্রতি মমতাকৃষ্টমানস নহেন। তিনি বিষয়ভোগেচ্ছা-বিরহিত, এমন কি নিজের শরীরের যোগক্ষেম বিষয়েও চিন্তিত হন না; সর্ব্বদাই আশাশূন্য হইয়া শোভা পান।৮৪।

তুষ্টিঃ সর্ব্বত্র ধীরস্য যথা পতিতবস্তুনি।
স্বচ্ছন্দং চরতো দেশান্ যত্রাস্তমিতশায়িনঃ ॥৮৫

ধীরব্যক্তি স্বচ্ছন্দে সকল দেশে বিচরণ করেন এবং যখন যেখানে সূর্য্য অস্তমিত হন, সেখানেই শয়ন করেন, এবং যখন যাহা জোটে, তাহার দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বদাই তুষ্টিলাভ করেন।৮৫।

পতত্বেতেষু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ।
স্বভাবভূমিবিশ্রান্তি-বিস্মৃতাশেষসংসৃতেঃ ॥৮৬॥

জ্ঞানী মহাত্মার দেহ থাকুক্ অথবা যাউক্, এ বিষয়ে কোন চিন্তাই করেন না। কারণ, তাঁহারা স্বরূপরূপে বিশ্রাম-সুখলাভ করিয়া সংসারের সকল কথাই ভুলিয়া থাকেন।৮৬।

অকিঞ্চনঃ কামচারো নির্দ্বন্দ্বচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
অসক্তঃ সর্ব্বভাবেষু কেবলো রমতে বুধঃ ॥৮৭॥

জ্ঞানী আত্মস্বরূপেই আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন; তিনি কিছুই চাহেন না বা রাখেন না; যথেচ্ছ আচরণ করিতে থাকেন; শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা আকুল হন না। তাঁহার সকল সংশয় দূর হয় এবং তিনি কিছুতেই আসক্ত হন না।৮৭।

নির্ম্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
মুক্তিস্বভাবমহাগ্রন্থির্বিনির্মুক্তরজস্তমঃ ॥৮৮॥

ধীরব্যক্তির কোনরূপ মমতা নাই, তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহার অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে ছিন্ন হইয়াছে। রজঃ ও তমোগুণের লেশমাত্রও তাঁহাতে থাকে না;—এইরূপে তিনি শোভা পান।৮৮।

সর্ব্বত্রানবধানস্য ন কিঞ্চিদ্বাসনা হৃদি।
মুক্তাত্মনো বিতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥৮৯॥

কোন বিষয়ই ধীরব্যক্তির মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ বাসনা নাই। আত্মতৃপ্ত মুক্তাত্মার তুলনা ত্রিভুবনে হয় না।৮৯।

জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
ব্রুবন্নপি ন চ ব্রুতে কোঽন্যো নির্ব্বাসনাদৃতে ॥৯০॥

বাসনাশূন্য জ্ঞানী ব্যতিরেকে আর এরূপ কে আছেন, যিনি জানিয়াও জানেন না, দেখিয়াও দেখেন না, বলিয়াও বলেন না।৯০।

ভিক্ষুর্বা ভূপতির্বাপি যো নিষ্কামঃ স শোভতে।
ভাবেষু গলিতা যস্য সোভনাশোভনা-
মতিঃ ॥৯১॥

উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাঁহার ইচ্ছাবুদ্ধি হয় না এবং অপকৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাঁহার দ্বেষবুদ্ধি হয় না, এরূপ সমবুদ্ধিসম্পন্ন কামনাশূন্য ব্যক্তি ভিক্ষুই হউন, আর রাজাই হউন, সর্ব্বদা শোভা পান।৯১।

ক স্বাচ্ছন্দ্যং ক সঙ্কোচঃ ক বা তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।
নির্ব্যাজার্জ্জবভূতস্য চরিতার্থস্য যোগিনঃ

অকপট সরলভাবযুক্ত চরিতার্থযোগীর স্বাচ্ছন্দ্যই বা কি, আর সঙ্কোচই বা কি, আর তাঁহার তত্ত্বনির্ণয়ই বা কি? (অর্থাৎ তাঁহার কোন বদ্ধভাবই থাকে না) ।৯২।

আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্ত্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়তে তৎ কথং কস্য কথ্যতে ॥৯৩॥

আত্মস্বরূপে বিশ্রামলাভ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন এবং এজন্য যিনি আর কিছুরই আশা হৃদয়ে পোষণ করেন না এবং তজ্জন্য যাঁহার সকল ক্লেশ অপগত হইয়াছে, এরূপ জ্ঞানী অন্তরে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা কিরূপেই বা বলা যায় এবং কাহাকেই বা বলা যায়? (অর্থাৎ সে আনন্দ অনির্বাচ্য ও তাহার অধিকারী দুর্লভ ।৯৩।

সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেঽপি শয়িতো ন চ।
জাগরেঽপি ন জাগর্ত্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে
॥৯৪॥

পদে পদে তৃপ্ত ধীরব্যক্তি সুষুপ্তিতে থাকিলেও সুপ্ত থাকেন না, স্বপ্নাবস্থায় থাকিলেও নিদ্রিত থাকেন না এবং জাগরাবস্থায় থাকিলেও জাগরিত থাকেন না;— অর্থাৎ তিনি তুরীয়াবস্থায় থাকেন, তাহা জাগরাদি অবস্থার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, বস্তুতঃ জাগরাদি অবস্থা নহে ।৯৪।

ঊঃ সচিন্তোঽপি নিশ্চিন্তঃ সেন্দ্রিয়োঽপি
নিরিন্দ্রিয়ঃ।
সুবুদ্ধিরপি নির্বুদ্ধিঃ সাহঙ্কারোঽনহঙ্কৃতী ॥৯৫॥

জ্ঞানী মহাত্মা লোকের নিকট সচিন্ত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নিশ্চিন্ত, এইরূপ সেন্দ্রিয় হইলেও নিরিন্দ্রিয়, সুবুদ্ধি হইলেও নির্বুদ্ধি, সাহঙ্কার হইলেও নিরহঙ্কার ।৯৫।

সুখী ন চ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন সঙ্গবান্।
মুক্তো ন বা ন মুক্তো ন কিঞ্চিৎ চ বিকল্পন ॥৯৬॥

জ্ঞানী সুখীও নহেন, দুঃখীও নহেন, বিরক্তও নহেন, অনুরক্তও নহেন, মোক্ষেচ্ছুও নহেন, মুক্তও নহেন। তিনি সঙ্কল্প অনির্বাচ্য।

বিক্ষেপেঽপি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্।
জাড্যেঽপি ন জড়ো ধন্যঃ পাণ্ডিত্যেঽপি ন
পণ্ডিতঃ ॥৯৭॥

জ্ঞানীই ধন্য; তিনি বিক্ষেপ সত্ত্বেও বিক্ষিপ্তচিত্ত নহেন, সমাধিসত্ত্বেও সমাধিযুক্ত নহেন, জড়তাসত্ত্বেও জড় নহেন, পাণ্ডিত্য থাকিলেও পণ্ডিত নহেন ।৯৭।

মুক্তো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্ত্তব্যনির্বৃতঃ।
সমঃ সর্বত্র বৈতৃষ্ণ্যান্ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্ ॥৯৮॥

জ্ঞানী মুক্তপুরুষ, যে অবস্থাতেই থাকুন, সুস্থচিত্তে থাকেন, কৃত বা কর্ত্তব্য-বিষয়ে অহঙ্কার বা উদ্বেগ প্রকাশ করেন না; তিনি সর্বত্র সমভাবযুক্ত এবং বৈতৃষ্ণ্যবশতঃ কৃতাকৃত কিছুই স্মরণ করেন না ।৯৮।

ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজতি মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥৯৯॥

জ্ঞানীর বন্দনা করিলেও তিনি অধিকতর প্রীত হন না, অথবা নিন্দা করিলেও অধিকতর কুপিত হন না; মরণ উপস্থিত দেখিলেও উদ্বিগ্ন হন না, বা জীবন পাইলেও হর্ষোৎফুল্ল হন না, (অর্থাৎ তিনি সর্বদা একরূপ)।

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথাতথা যত্র তত্র সম এবাবতিষ্ঠতে ॥১০০॥

উপশান্তবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যক্তি জনাকীর্ণ স্থানের জন্য ধাবন করেন না, বা নির্জন অরণ্যের জন্য ছোটেন না; তিনি সকল স্থানে ও সকল বিষয়েই একসমানভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় শান্তিশতক-নামক অষ্টাদশ প্রকরণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

নিবেদন।

আমার বাসনা যেন হয় না বড়।—
'অহং'এর অভিচারে সাজাইয়া নির্ম্মাল্যেরে
সাধনা করি না যেন শোভাতে দড়।—
চেতনা হয় না যেন জড়েতে জড়!—

শান্তি দিও এ-পূজায় যদি থাকে ভুল!
ফলত্বের মুখ চেয়ে, দুঃখে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হয়ে
নীচতা-চরণে যদি ঢালি অর্ঘ্য-মূল,
তখনি বেদনা দিও, হৃদে হানি শূল!

খুঁজিতে কলঙ্ক-মাঝে গৌরবের জয়,
লক্ষ্য করি আপনারে, যদি কাঁদি নিজ তরে,
উপলক্ষ্য রাখি তোমা, চোখে অশ্রু বয়,
তখনি এ আঁখি যেন দৃষ্টিহীন হয়।

দহিও কামনা-রাশি, করি শুষ্ক কায়
মর্ম্মভেদী জ্বালাদানে, জড়তা নাশিয়া প্রাণে
শক্তি দিও খুঁজিবারে, শান্তি সঞ্চায়।
ঢেলে দিতে তব পায়ে, সব ব্যথা তার।

আমায় ছলনা মোরে দিও না সহিতে।
ঘুচাইয়ে দুর্ব্বলতা, ঘৃণা-মূঢ়-কপটতা,
ছিন্ন করি আবরণ আপনা ঢাকিতে,—
তোমারে চিনিতে শক্তি ফুটাও আঁখিতে।"

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের মনুষ্যাবতার, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত আছে। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া মনুষ্যবৎ কর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন, তৎকাল-জাত মনুষ্যেরা যদি তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা অবলোকন না করিতেন, তবে কি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতেন। যদি বলা যায়, তৎকালে তাঁহাকে সকলে ঈশ্বর বলেন নাই; তাহার প্রমাণ,—শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজারা তাঁহাকে গোপোচ্ছিষ্টভুক্ ও গোপীজার দুরাত্মা বলিয়া অনেক নিন্দা করিয়াছেন। তাহার উত্তর,—ইহা সত্য, কিন্তু যে-সকল শাস্ত্রে এতদ্রূপ উক্তি আছে, সেই সকল শাস্ত্রেই তত্তদ্ব্যক্তির উক্তিতে পুনর্ব্বার তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতোক্ত পাণ্ডব-গীতায় দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছেন—"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"; এবং শিশুপালও সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-নিন্দাকরণানন্তর চক্রাহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন এবং মরণানন্তর সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে তদ্দেহোত্থিত তেজ উহার তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-চরণে লীন হইয়া যায়। ভাগবত কুসুমাঞ্জলির প্রথম মঙ্গলাচরণে গৌতমাচার্য্যও গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত প্রণামচ্ছলে লিখি-

ছিলেন, "কোঽপি গোপতনয়ো নমস্ততে" ইত্যাদি এবং তাহার টীকাকারেরও ঐরূপ আরো নমস্কার-সূত্র। যথা—"নূতনজলধর-রুচয়ে গোপবধূটী-দুকূলচৌরায়। তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসার-মহীরুহস্য বীজায়।" যদি রতি-কেলি-কলাপ্রেই পারদর্শী বলিয়া কৃষ্ণ উপাস্য হইতেন, তবে রাবণ ও কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি অনেকানেক রাজা রতি-কেলিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অবশ্যই লোকের উপাস্য হইতেন। আর যদি স্ত্রী-সম্ভোগ-ক্রীড়াকলাপে বিরত ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলাই নিশ্চয় হয়, তবে কৃষ্ণাবতার-কালে ভীষ্মাদি মহানুভব ব্যক্তি, যাঁহারা তত্তৎকর্ম্মে নিতান্ত বিরত ছিলেন, তাঁহারাই বা ঈশ্বররূপে উপাস্য কেন হইলেন না? বরং ঐ মহানুভবেরা সেই কৃষ্ণের লীলা-কথার আবৃত্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন।

যদি বলা যায়, কৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হন, তবে কেন তিনি শিবারাধনা করিয়াছিলেন? তাহার উত্তর এই যে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যে শিবারাধনা করিয়াছিলেন, তাহার মীমাংসা কূর্ম্মপুরাণে ২৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণ-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"পুত্র-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে শিবপূজায় রত দেখিয়া মার্কণ্ডেয় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে জগদীশ্বর, তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ পরম-ব্রহ্ম, নির্ম্মল নির্ব্বাণপদ, যোগীদিগের ধ্যেয় চিন্তনীয়, এবং কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মিগণের পূজ্য, তারাবতারণার্থ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব তোমা-কর্ত্তৃক শুভ-কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা কোন্ দেব আরাধনীয় হইয়াছেন, এই সংশয় ছেদ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।' কৃষ্ণ কহিতেছেন, "হে ভবে, তুমি যে কহিলে আমি তারাবতারণে প্রবৃত্তার হইয়াছি, ইহা সত্য; তাহাতে সংশয় কি? আমার কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নাই, অথচ সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তব্য; আমি ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমার প্রাপ্যার্থে প্রার্থনা কি? তথাপি মনুষ্যাবতার-প্রযুক্ত মনুষ্যধর্ম্ম দেখাইবার জন্য লোক-শিক্ষার্থ মনুষ্যহিতের নিমিত্ত শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিতেছি।"

উক্ত পুরাণে ভগবান্ লোক-শিক্ষার্থ গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও বেদবিদ্যা ও জ্ঞান-শিক্ষা, এবং দেবোপাসনা যাগ-যজ্ঞ-কর্ম্মকাণ্ডাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। যে ঋষিদিগের নিকট তিনি উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সকল ঋষির উক্তিতেই কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব সুব্যক্ত হইয়াছে। যথা :—

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে বিদ্যাশিক্ষার্থ মুনিদিগের আশ্রমে গমন করেন, তৎকালে মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কহিতেছেন, 'এই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ পরমেশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ, অজ, অব্যয়, পুরাতন পুরুষ, দীপ্ত তেজস্বী, সম্প্রতি আগমন করিতেছেন। ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের এক কর্ত্তা, ইনিই বেদবেদ্য অমূর্ত্ত পুরুষ, সংপ্রতি মূর্ত্তিমদ্রূপে মুনিগণের দর্শনার্থ এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন। ইনিই সর্ব্বনিয়ন্তা, ইহাঁর নিয়ন্তা কেহই নহেন; বিশ্বধারণ-কর্ত্তা সত্যসঙ্কল্প পরমাত্মা স্বীয় ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া আত্ম ঐশ্বরভাব লোককে জ্ঞাত করিবার জন্য বিচরণ করিতেছেন।'

আমরা পুরাণের কথা বলিলাম। এখন দেখা যাউক, শ্রুতিতে দেবকীপুত্রকে ঈশ্বর

বলিয়াছেন কি না। নারায়ণ, আত্মবোধ এবং মহোপনিষদাদিতে স্পষ্ট ঐ উক্তি দেখা যায় :—

ওঁ নমো নারায়ণায়। শঙ্খচক্রগদাধরং তস্মাদো। নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসনা-বৈকুণ্ঠং ভগবল্লোকং গমিষ্যতি। অথ যদিদং ব্রহ্মপুরমিদং পুণ্ডরীকং তস্য য আত্মা [বেদ-পুণ্ডরীকমধ্যে তস্মাৎ কারণরূপং বিজ্ঞানঘনং] তস্মাত্তড়িদাভমাত্রং দীপবৎ প্রকাশো ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ। ইতি শ্রুতিঃ।

শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণের ধ্যান করতঃ, অষ্টাক্ষর মন্ত্রোপাসনাতে বৈকুণ্ঠাখ্য ভগবল্লোক-প্রাপ্তি হয়, যাহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলে। (ইহা ঋগ্বেদের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বৈকল্পী শ্রুতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিকতত্ত্বে আত্মহৃৎপ্রদেশে ঐ ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন।) হৃদয়াকাশের মধ্য পুণ্ডরীক, যাহাকে ব্রহ্মপুর কহে। তাহাতে স্বর্ণবর্ণপদ্মমধ্যে যে জীবাত্মা কারণরূপ বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ ঘৃতকাঠিন্যের ন্যায় ঘনীভূত, বিজ্ঞানস্বরূপ তাহাতে বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় উদ্দীপ্ত দীপবৎ প্রকাশ, তন্মধ্যে পরব্রহ্ম, সর্ব্ব-বেদবেদ্য দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্যদেব মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বপ্রকাশ নিত্যসত্য মুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন।

যাহা হউক্, মোট কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে শ্রুতি ও পুরাণ একমত। এক্ষণে দেখা যাউক্, তাঁহার রাসলীলা কিরূপ?

মহারাস

বাহিরে বৃন্দাবন, রাসমণ্ডল, ও গোপীগণ, এ সমস্তই অধ্যাত্ম-বিষয়মাত্র। পরমাত্মা মনুষ্য-শরীরে তাবৎ তত্ত্ব রাসলীলা-ব্যপদেশে বাহ্যে বৃন্দাবন-ধামরূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্য-মাত্রকে উপদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করা জীবের সাধ্য নহে; তাঁহার এই মাধুর্য্যলীলা-শ্রবণে জীব কৃতার্থ হইবে। এই অভিপ্রায়ে তিনি যোগা ইচ্ছাশক্তি রাধিকার প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। সেই পরাশক্তি রাধিকাই সকল করেন, আর লোকে নিজের নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণেতে তাহার আরোপ করিয়া কহে, যে শ্রীকৃষ্ণই সকল লীলা করিতেছেন। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, তিনি নির্লিপ্ত, অতিশুদ্ধ, নির্গুণ; গোপীদিগের রাগে অনুরাগী হন এই মাত্র; যেমন স্বচ্ছস্ফটিক-সন্নিধানে রক্তবর্ণ কোন বস্তু থাকিলে তাহার রক্তাভাতে তৎকালে অতিশুদ্ধ স্ফটিককেও রক্তবর্ণ বোধ হয়। রাসেও "যোগমায়া-মুপাশ্রিত" করিয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যোগ-মায়াতে সমাশ্রিত হইয়া রাস করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্ব নাই, কেবল যোগ-মায়াই প্রবলা, যেহেতু '(উপ উপসর্গার্থে অধিক), আত্মাকে অধিকৃত করিয়া যোগমায়া-বিলসিত-রাসাদি-লীলা প্রকাশিতা হয়। যেমন নটদিগের রঙ্গভূমিতে কৌশলীমায়া অন্যরূপে স্বরূপবৎ সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ রাস-স্থলে মহানটী যোগমায়া রঙ্গভূমি সাজাইয়া নিজ-কৃত লীলাকার্য্য-সকল শ্রীকৃষ্ণ করিলেন, বেদই সর্ব্বলোকে জানাইয়াছিলেন। ঐ যোগমায়া রাধিকা ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, জীবশরীরে শিরোবস্থিত সহস্রদল পদ্ম যাহাই গোলোকাখ্য মহাধাম, তাহাতে নিত্য রাস করিতেছেন। সমস্ত পৌর্ণমাসীতে রাস হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্রি-পরিমাণ প্রলয় পর্য্যন্ত, [illegible]

প্রলয় না হয় তাবৎ, রাস হইতেছে। ইহাতে কোটী কোটি ব্রহ্মরাত্রি-পরিমাণ প্রলয় পর্য্যন্ত, যাবৎ প্রলয় না হয় তাবৎ, রাস হইতেছে। ইহাকে কোটী কোটী ব্রহ্মরাত্রি বলাতে "ভগবান্ পিতামহী" বলিয়া ভাগবতে দেখেন। মুক্তি-মুক্তিলয়কাল পর্য্যন্ত রাস হয়, এক এক জীবের কলেবর-ত্যাগকাল প্রলয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং, রাসেরও নিত্যতা থাকিল। • • • অতএব মৃগয়াদি-ক্রিয়া লইয়া যে রাসলীলা বর্ণন করা হয়, তাহা নহে।

নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে গুণবৎ ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করেন না, প্রকৃতিই সকল করেন। বেদান্ত বলেন, "ঈক্ষিতে নাঁ সঙ্গঃ :—" তাহার ঈক্ষণে প্রকৃতিই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। অধ্যাত্ম চিন্তকেরা প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্যকর্ত্রী ইহা জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করেন এবং প্রকৃতিই সর্ব্বজীবের বন্ধন-মোচনীও হয়েন। এ-কারণ পরমা প্রকৃতি যেমন জীবনিকায়কে সংসার-বন্ধে বন্ধন করিয়াছেন, তেমনই সংসারবন্ধন হইতে জীবকে মুক্ত করিবার কারণ। যাহে অধ্যাত্মতত্ত্বকে মূর্ত্তিমান করিয়া জীব-সকলকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; অর্থাৎ পরমাত্মাকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে দাজাইয়া রাসবিলাসাদি নানা লীলা প্রকাশ করেন, সেই সকল লীলা-কথার শ্রবণ-মননে জীবের পরমাগতিলাভ হইয়া থাকে। এজন্য পুরাণাদি শ্রীবৃন্দাবনকে গোলোকের ছায়া বলেন, অর্থাৎ শিরঃস্থিতাধোমুখ সহস্রদল-কমলাখ্য গোলোকমণ্ডল, তৎপ্রতিবিম্বরূপ এই বৃন্দাবন। যথা—

সহস্রপত্রকমলং গোকুলং মাথুরমণ্ডলম্। ইতি।

পদ্মপুরাণম্।

সহস্রপত্রকমলাকার এই বৃন্দাবন মাথুরমণ্ডল নামে খ্যাত। যদ্রূপ শিরঃসহস্র পত্রের মূল-সকল অধোমুখ, তদ্রূপ বৃন্দাবনস্থ তরুগণেরও অধোমুখী শাখা। যথা, "বৃন্দাবনস্থাস্তরবঃ সর্ব্বে চাধোমুখাঃ স্মৃতাঃ।" যেমন শিরঃস্থিতাধোমুখ কমলাভ্যন্তরে গুরুরূপী পরমাত্মার মুখ্যাবস্থান দ্বাদশদল পদ্মান্তরে, তদ্রূপ বৃন্দাবন-মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণাসন দ্বাদশ বন আছে।

ব্রহ্মরন্ধ্রসরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমদভ্রমদ্ভুতং
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ-
সরসীরুহং ভজে। বামনং।

ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদল-কমলোদরে নিত্যলগ্ন পরম বিষদবর্ণ অত্যদ্ভুত-শোভাবিশিষ্ট, কুণ্ডলীশক্তি তাহার বিবরকাণ্ড অর্থাৎ বোঁটা; সেই দ্বাদশদল পদ্মে আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান। বৃন্দাবনেও সহস্রবনমধ্যে দ্বাদশবন আছে তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাধিষ্ঠান। যথা :—

দ্বাদশৈববনীসংখ্যা কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বেপঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাপি গুহ্যমুত্তমম্ ইতি
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলং॥

পাদ্মে

যমুনার পশ্চিমে সপ্ত, পূর্ব্বে পঞ্চবন—এই দ্বাদশটী প্রধান বন। অতিগোপনীয় পরমোত্তম-তত্ত্ব তাহাতে নিহিত আছে অর্থাৎ অতিগূঢ়-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণাখ্য আত্মার নিত্যাধিষ্ঠান তাহাতে আছে। অন্যান্য যে সকল উপবন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়ারসের স্থান। পৌর্ণমাসী দেবী সেই বৃন্দাবনাখ্য পদ্মের মূলকাণ্ড। যদ্রূপ শিরঃস্থিতাখ্য বিরজা

ধরণিনী নাড়ী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অক্ষথাদি বৃন্দাবনে যমুনাও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া স্থিরেখারূপে সহস্রার-মধ্যে আছে, তদ্রূপ রহিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

পরলোকগতা কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতি।*

আজ আমরা যাঁহার কথা বলিতে এখানে আসিয়াছি, তিনি সেনানায়ক, বীর অথবা ধনসম্পদে মহিমান্বিত ব্যক্তি নহেন্। তিনি এই দুঃখিনী বঙ্গজননীর একটি কন্যামাত্র। তাঁহার নাম কৃষ্ণভাবিনী দাস। তিনি জমিদার-কন্যা এবং লক্ষপতি পরলোকগত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্রবধূ; সুশিক্ষিত ও স্বাধীন-চিত্ত ৺ দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহধর্ম্মিণী। দেবেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে আট নয় বৎসর জ্ঞানালোচনায় অতিবাহিত করিয়া সস্ত্রীক দেশে ফিরিয়া আইসেন। এখানে আসিয়া তিনি "মেডুরী কলেজ" স্থাপন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার শিক্ষাদান-কার্য্যে সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন্।

ভারতনারী জ্ঞান, ধর্ম্ম ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে, সীতার ন্যায় তেজোদৃপ্তা, গার্গীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী, মৈত্রেয়ীর ন্যায় কামনাশূন্যা হইয়া, জগৎহিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া কেমন পরিপূর্ণ হয়, কৃষ্ণভাবিনী তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন্।

এই শিক্ষিতা, মানসিক- ও আধ্যাত্মিক-উন্নতি-সম্পন্না মহীয়সী মহিলার আত্মবিলোপ-কারী সেবা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন। তিনি স্বামী ও একমাত্র কন্যার পরলোক-গমনের পর শোকের আগুনে পুড়িয়া খাঁটি মানুষ হইয়াছিলেন। জ্ঞান-ধর্ম্মের সংযোগে তাঁহার প্রাণের নিভৃতর হইতে পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামি-প্রেমে আত্মোৎসর্গকারী তপঃপ্রভাবে তিনি ভগবৎপ্রেমে পূর্ণ হইয়াছিলেন। একমাত্র-কন্যা-বিয়োগ-শোকে ভাষাহীন নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহে পরিপূরিত হইয়া তিনি দেশের অনাথ আতুর, অসহায়া বিধবা, রুগ্ন ও দুঃস্থের সেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর সামঞ্জস্যময়ী কল্যাণীয়-মূর্ত্তি আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্যের কর্ম্মশীলতা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা এবং প্রাচ্যের ভক্তিপূর্ণতা, বিনয় প্রভৃতি গুণ তাঁহার হৃদয় সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তিনি আমাদের দেশের এই অবরোধ বাসিনী বঙ্গমহিলা হইয়াও তেজোদৃপ্তা ছিলেন্। কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য এই জনতাপূর্ণ সহরের রাজপথে লজ্জা ও শালীনতার সহিত পদব্রজে তিনি বীরাঙ্গনার ন্যায় চলিয়া যাইতেন।

* ভারত-মহিলা-সমিতি হইতে তাঁহার স্মৃতিসভায় পঠিত।

তাঁহার তেজঃপূর্ণ-মূর্ত্তি দেখিয়া লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিত।

পতি ও সন্তানকে হারাইয়া আমাদের দেশের শত শত নারী অকূলে ভাসিয়া যান্ অথবা কোনমতে জীবন ধারণ করেন। শত শত নারী স্রোতের ফুলের ন্যায় সংসারে কেবল তরঙ্গাঘাতই সহ্য করেন। কত নারীজীবন অজ্ঞানান্ধকারে আপনার আপনার আত্মার প্রকৃত শক্তিকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া কত কষ্টেই আমরণ কাল কাটায়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে কৃষ্ণভাবিনীর আত্মশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বামী ও সন্তানকে হারাইয়া সংসারে তিনি মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আত্মবলে বলীয়সী হইয়া তিনি দেশের কল্যাণকর কার্য্যে আপনাকে বলিদান দিয়া অনাথা, বিধবা ও পতিতাদের সেবায় আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ধনৈশ্বর্য্যশালিনী ভোগ-বিলাসময়ী নগরীর সহস্র সহস্র নারীর মূর্খতা দূর করিবার জন্য তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভাবিনী এই কলিকাতা-সহরের ধনী, নির্ধন, সকল গৃহেই মায়ের স্নেহ লইয়া অবাধে বিচরণ করিয়া অবরোধ-বাসিনী অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্না নারী-দিগের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া-ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কত অবরোধ-বাসিনী মহিলা জ্ঞানের আলোকে আত্ম-প্রসাদ পাইয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারিয়াছেন্! যদিও তাঁহারা অবরোধে আবদ্ধ, তবুও আজিকার এই পবিত্র স্মৃতিসভা-তর্পণ-ক্ষেত্রে স্বর্গীয়া মহিলার প্রতি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা বাষ্প বহন করিয়া আনিতেছে।

কৃষ্ণভাবিনী অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীদিগের শিক্ষার যে রূপে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, যাহা এদেশের নারীহিতৈষী পুরুষগণও করিতে পারেন্ নাই। পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের জন্য বিদ্যালয়-স্থাপন করা ও অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলন করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। বালিকাবিদ্যালয়, বিধবাশ্রম ও পতিতাশ্রম-স্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য। পতিতারাও যাহাতে শিক্ষা ও ধর্ম্মে কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া জীবনটাকে ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে, সে-জন্য তিনি আশ্রম করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাছে যে-কোনও দুঃখিনী অনাথা আসিয়াছে, কাহাকেও তিনি ফিরাইতে পারেন নাই। কত বড় হৃদয় হইলে সংসারে এত প্রেম ও স্নেহ বিলাইতে পারা যায়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! এই সকল পুণ্যকার্য্যের জন্য সরকারী সাহায্য কখনও তিনি গ্রহণ করেন্ নাই। তিনি নিজ-অর্থদ্বারা কত সৎকার্য্য করিতেন, কেহ তাহা জানে না। 'দক্ষিণ-হস্ত দান করিবে, বাম হস্ত জানিবে না'—এই পুণ্যলীলা রমণীতে আমরা তাহাই দেখিয়াছি। শুধু কি বিধবা-অনাথারাই তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া-ছেন? না, কুমারীরাও তাঁহার আদর্শজীবনে জীবন গঠন করিবার জন্য আশা পাইয়াছে। তিনি নারীজাতির সম্মুখে নূতন আদর্শ ধরিয়া ছিলেন। নারীকে আপনার বিশাল ভগবৎ-প্রেমযুক্ত মাতৃহৃদয় লইয়া নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চলিবে না; অন্যের সুখে দুঃখে নিজেকে বিলাইতে না পারিলে নারীর জীবন বৃথা।

কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয় ভগবৎভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। আমরা তাঁহার বাটীতে যাইয়া দেখিয়াছি যে, ছাদের উপর তিনি অতি ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইল, এইটুকু ঘরে কি হয়?—তিনি লজ্জাবিনম্রচিত্তে বলিলেন, "এটি আমার উপাসনা-গৃহ।" এই কথা বলিয়া নববধূর মত তাঁহার মুখ আরক্তিম হইল। অবাক্ হইলাম,—এ কোন্ প্রেম!—এ যে স্বামীর স্বামী পরম-স্বামীর প্রেম! প্রকৃত ব্রহ্মপ্রেমে কি অবর্ণনীয় জ্যোতিঃ হয়, তাহা সেই সাধ্বী ভগবৎ-প্রেমিকা কৃষ্ণভাবিনীর মুখে সে-দিন যাহা দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

তবে বঙ্গের সমস্ত নারী, স্বর্গীয় মহিলা যে কাজ করিতে করিতে বিশ্বপতির আদেশে তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন,—নারীজগতের নবযুগের মুক্তপথনির্দ্দেশ করিয়াদিয়াছেন, সেই কার্য্য উদ্‌যাপনে তোমরাও ব্রতী হও। মন দিয়া, চিন্তা দিয়া, অর্থ দিয়া, সেবা দিয়া, সমস্ত নারী-জাতি কি একটি নারীর অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন না? বঙ্গমাতা ভগবৎপ্রেমিকা জনপদকল্যাণকারিণীর প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই দিব্য আত্মা দিব্যধামবাসিনীর তর্পণ অদ্য শেষ করি। জগদীশ্বর নারীজাতিকে বল দিন্।

তর্পণ-কবিতা।

—এই অন্ধ বঙ্গভূমে কে তুমি গো দেবী
এসেছিলে নামি?
শিক্ষার প্রকৃত মান তুমি দেখাইলে
জগৎ নিখিলে।
বিশ্বপ্রেমে, ভক্তি-স্নেহে, জ্ঞানে গরীয়সী
ওগো মহীয়সী,
অনাথ আতুর তারা, বিশ্বজন-স্নেহ
পায় তব স্নেহ!
বঙ্গনারী শিক্ষা-বিনা জগতে যে দীনা,
ছিল তব জানা;
নারী-আত্মা কত উচ্চ কত গরীয়ান্,
দেখা নাই জ্ঞান!
পিঞ্জরে পালিতা সে যে অতিক্ষুদ্র হীনা,
দেশ করে ঘৃণা।
সতীত্বে বিজয়ী সে যে বিলাসে সংযমী
—জানে না এ ভূমি!
গৃহকোণে রাখে তারে পশুপক্ষী মত,
ভাবে না মহত্ত্ব!
তুমি দেবী জ্ঞানালোক পুণ্য-হস্তে ধরি
বিতরিলে মরি,
মুক্তির মঙ্গলবার্ত্তা দিলে ঘরে ঘরে
এ নারী-জাতিরে!
অভাগা-অনাথা-মুখে ফুটাইলে হাসি,
তাপিতে সন্তাসি'।—
নিদারুণ ভুল-ক্রমে কে আছ পতিত,
আহা হা ব্যথিত!
স্নেহকোলে লয়ে অশ্রু মুছাইয়া দাও,
আদর্শে ফিরাও।
ঈশ্বর-বিশ্বাসহীনা কে আছ জননী
শান্তি না পাইয়া,
শোকে দুঃখে, পাপে তাপে, নিরাশায় প্রাণ
বিষাদে যে ম্লান;
ভগবৎ-প্রেম ঢালি স্নিগ্ধ করে দিয়া
জুড়াইছ হিয়া;
গোপনে পত্রান্তরাল ফুলের মতন
ছিলে সংগোপন।
শিক্ষার অমৃত-ভাণ্ড নিয়ে তুমি করে
ভ্রম ঘরে ঘরে!
আজ তুমি দিব্যলোকে, বঙ্গ-মাতা-হিয়া
উঠে যে কাঁদিয়া।
বঙ্গনারী, নবব্রত লও আজি তুলে,
সে যে গেছে চলে।

শ্রীলীলাবতী মিত্র

অভ্যাসের বিধি।

প্রত্যেক সন্তানের মাতাপিতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বা অন্য যে-সকল ব্যক্তির হস্তে সন্তানগণের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকে, তাঁহারা কি গুরুতর দায়িত্ব-ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া এই ধরাক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তাহার বিষয় একবার চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এইরূপ গুরুতর দায়িত্বের পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া নরনারী যে কিরূপে সুখে অবলীলাক্রমে বৈরাচারে সময়াতিপাত করে, তাহা ভাবিয়া কূল পাওয়া যায় না। আংশিকরূপে মাতাপিতার সদসদ্-গুণের অধিকারী হইয়া সুখদুঃখানুভূতি ও লেশমাত্র শক্তি লইয়া যে শিশুটী জন্মগ্রহণ করে, উহা কে? এই আনন্দ-প্রতিমূর্ত্তি—উহাই কি ভবিষ্যতের ঐ অত্যাচারী দানবপ্রকৃতি মাতাপিতৃবধকর্ত্তা পাষণ্ড সন্তান নহে? উহাই কি ঐ বিষয়াসক্ত সংসারকীট নহে? অথবা উহাই কি ঐ উদারপ্রকৃতি ধীমান্ সাত্ত্বিক-স্বভাব তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নহে? আমরা কি জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি না যে, জনকজননী যে সন্তানকে শতস্নেহের মূল্যে আবদ্ধ করিয়া পালন করিয়াছেন, তাহারই জন্য দেবতার শ্রীচরণে যাঁর বক্ষঃশোণিতধারা চন্দনের ন্যায় অনুলেপন করিয়াছেন, বয়ঃপ্রাপ্ত সেই সন্তানই মাতাপিতার শত আহ্বানে বধির হইয়া কুপথে ধাবিত হইয়াছে ও হইতেছে, আপনার বিলাসসাধনে উদ্যত হইতেছে! আবার কেহ বা মাতাপিতা ভক্তির ঋণতার উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে অবনত-মস্তকে জনকজননীর চরণ-সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিতেছে! কেহ বা সংসারস্থিত জনকজননীর শত স্নেহবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কাহার আহ্বানে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! এইরূপ বৈচিত্র্যের কারণ কি? ঐ সকল ব্যক্তির কার্য্যকলাপ ও মনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-ব্যক্তি যেরূপ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াছে, যেরূপ চিন্তার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছে, যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে অবতীর্ণ করাইয়াছে, সে ভবিষ্যতে সেইরূপই হইয়া গিয়াছে। বহুযুগ পূর্ব্বে উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি। পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" অর্থাৎ যে যেরূপ কর্ম্ম করে সে সেইরূপই হয়। সাধুকর্ম্মানুষ্ঠাতা সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। ইত্যাদি। অপরাপর শক্তিনিচয়ের সহিত মিলিত হইয়া অভ্যাসই তাহাদিগকে সেই সেই ব্যক্তিত্ব প্রদান করিয়াছে। সুতরাং, সকলের পক্ষেই অভ্যাসের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

যদিও আমরা বাস্তবিকই সদভ্যাস বা কদভ্যাসের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহা হইলেও, অধিকাংশ স্থলেই 'অভ্যাস' এই শব্দের উল্লেখ-দ্বারা কদভ্যাসের কথাই মনে হয়। কোনও ব্যক্তি কর্ম্মসম্পাদন-কালে অথবা বাক্যব্যয় না করিয়া থাকিতে পারে না, কেহ অহর্নিশ তাম্রকূট-সেবন ব্যতীত সুখানুভব করে না, কেহ তাহার প্রত্যেক বাক্যে শপথ

না করিয়া থাকিতে পারে না, কেহ বা প্রত্যেক উক্তিতে মিথ্যার আশ্রয় হইতে চ্যুত হইতে কুণ্ঠা বোধ করে। আমরা যখন এই সকল ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করি, তখন বলি, 'উহা তাহার অভ্যাস। ইহা কু-অভ্যাসের সম্বন্ধেই বলা হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াও যখন সত্য ভিন্ন মিথ্যার আশ্রয় লইতে চাহে না, শত উত্তেজনার মধ্যেও কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয় না, আপামর সকলের সহিতই বিবেচনা-পূর্ব্বক বিনীতভাবে বাক্যালাপ করে, তখন ত আমরা বলি না—'উহা তাহার অভ্যাস'। আমরা ধূমপানের অভ্যাস, শপথ করিবার অভ্যাস, চৌর্য্যের অভ্যাস, মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগের অভ্যাস, সুরাপানের অভ্যাস প্রভৃতিকেই 'অভ্যাস'-শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু বৈরাগ্যের অভ্যাস, মিতাচারের অভ্যাস, সংযমের অভ্যাস, সত্যকথনের অভ্যাস, বীর্য্যের অভ্যাস প্রভৃতিকে অভ্যাস শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে চাহি না। কিন্তু বস্তুতঃ, আমাদিগের দুরাচার বা ব্যভিচারের ন্যায় আমাদিগের সদাচার বা সদ্গুণাবলীও অভ্যাস-মাত্র। আমাদিগের জীবনকে আকৃতিসম্পন্ন—মূর্ত্তিবিশিষ্ট—করিয়া দেখিতে হইলে, দেখা যায়, আমাদের সমুদায় জীবন কেবল অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র—আমাদিগের সুখ বা দুঃখের অন্ত যথারীতি বিন্যস্ত, কেবল বাহ্য ভাবপ্রধান বা মানসিক অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। এই অভ্যাস-সমষ্টি আমাদিগকে অপ্রতিহতভাবে আমাদিগের সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভবিতব্যতা বা অদৃষ্টের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

যেহেতু বালকবালিকাগণ অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়ঃক্রমেই এই অভ্যাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ, এবং যেহেতু এই উপলব্ধি তাহাদিগের দায়িত্বজ্ঞান-বর্দ্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করে, সুতরাং অভিভাবক, শিক্ষক বা জনকজননীগণ যদি তাহাদিগের নিকট অভ্যাসের সরল দার্শনিকতত্ত্ব কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাতে যে নিশ্চয়ই সুফল প্রসব করে, তাহা নিঃসন্দেহ।

আমরা, বোধ হয়, শরীরধারী জীব বলিয়াই, অভ্যাস-নিয়মের বশবর্ত্তী। মৃত্তিকার কোমলতা-, নমনীয়তা-, আকারগ্রহণশীলতা-হেতু তদ্দ্বারা কুম্ভকার যেরূপ বহুবিধ ঘট-কলসাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে, তদ্রূপ সংক্ষেপতঃ আমাদিগের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর জৈবিক পদার্থের নমনীয়ত্ব-হেতু আমরা সর্ব্ব-প্রথমে একটী কার্য্য বহু বা অল্প ক্লেশের সহিত সম্পাদন করিলেও অচিরাৎ তাহা অপেক্ষাকৃত অনায়াসে বা সহজেই সম্পাদিত করিতে পারি এবং অবশেষে যখন তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়া যায়, তখন তাহা আমাদিগের দ্বারা অর্দ্ধ যন্ত্র-চালিতের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে দুই একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। শিশুটী যখন প্রথম চলিতে শিক্ষা করে, তাহার কত ক্লেশ, কত যত্ন, কত মনোনিবেশ! সে কতবার উঠে কতবার পড়ে! হয় ত, তাহার অগ্রজ, অগ্রজা বা মাতাপিতা উভয়ে তাহার দুইহস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে একটী পদের পর আর একটী পদ অগ্রসর করাইয়া তাহাকে চলিতে শিখাইয়া দেন। কিন্তু এই ক্লেশ বা আয়াস ক্রমে

দূরীভূত হইয়া যায় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে "চল" এই আদেশ শ্রবণমাত্রই সে কিরূপে পদের পর পদ অগ্রসর করিয়া চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই অগ্রসর হয়। আমরা যখন চলি, তখন কি আমরা চলন-বিষয়ে কোনওরূপ মনোযোগ প্রদান করি? না, অন্যমনস্ক ও কোনও ক্লেশস্বীকার না করিয়াই যন্ত্রের ন্যায় চলিয়া যাই। আজ এই লেখনী-পরিচালনাকালে একটীবারও ত ভাবিতেছি না—'ক' অক্ষরটী কিরূপ, 'খ' অক্ষরটী কিরূপ? কিন্তু যেরূপ চিন্তার পর চিন্তা আসিতেছে, তাহাই অমনি যন্ত্রের ন্যায় লেখনী-দ্বারা লিপিবদ্ধ হইতেছে; এই কার্য্যে বিন্দুমাত্রও চিন্তা নাই বলিলেও চলে। কিন্তু এইক্ষণে যদি কোনও অজ্ঞাত ভাষায়—তিব্বতীয় বা মালবীয় ভাষায়, তদ্দেশীয় অক্ষর-পংক্তিতে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে একদিন প্রথম বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা-কালে যেরূপ ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক বা অল্প ক্লেশ স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং, আমাদিগের স্নায়বিক প্রকৃতির নমনীয়তাই যে আমাদিগের অভ্যাসগঠনে সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কেবল কি বাহ্য শারীর ক্রিয়াতেই এই নিয়ম? তাহা নহে। মানসিক চিন্তা প্রভৃতিতেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যে বিষয়ে মানব যেরূপ অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করে, তদ্বিষয় তাহার পক্ষে সেইরূপই সহজ হইয়া যায়। যে-ব্যক্তি বাল্যকাল হইতেই জ্যামিতির [illegible] শিক্ষা করিয়াছে, কতশত দিন তাহারই [illegible] ব্যয়িত করিয়াছে, তাহার পক্ষে উহার চিন্তা কিংবা উহার কোনও তথ্য-মীমাংসা দুষ্কর বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু একটী গৃহিণী, যিনি কোনও দিবস তদ্বিষয়ে কোনও চিন্তা করেন নাই, তাঁহার পক্ষে তাহা অতীব দুরূহ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। যে-ব্যক্তি দিনের পর দিন গভীর ঈশ্বর-চিন্তনে কাটাইয়াছে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরচিন্তা, জটিল ঈশ্বরতত্ত্ব অতিশয় রম্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঐ অবিমৃষ্যকারী নীতিবিগর্হিত-কর্ম্মানুষ্ঠাতা তাহার অণুমাত্রও উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। যে ব্যক্তি কোনও দিন 'স পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ, তদেবত্তি তত্ত্বৈ-ত্তি' ইত্যাদি বাক্যের গভীরতা অনুসন্ধান করে নাই, তাহার পক্ষে 'ঈশ্বরের চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পান্, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পান; তিনি চলেন আবার চলেনও না', ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সুকঠিন। কিন্তু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতের নিকট তাহা সুস্পষ্টতর। একবার কোনও ব্যক্তি ঈশ্বর-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা শ্রবণ করিয়া-ছিলেন যে, 'ঈশ্বর সকলই দেখিতে পান্, সকলই শ্রবণ করেন, গুপ্ত পরামর্শও তাঁহার কর্ণকে অতিক্রম করিতে পারে না; তিনি সাধুহৃদয়ে আপনার বাণী বলেন, আমরা যেখানেই যাই না কেন, তিনি আমাদের সঙ্গেই যান্, সর্ব্বত্র তাঁহার মঙ্গলহস্ত বর্ত্তমান ইত্যাদি!' ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি অপর এক ব্যক্তির নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা কিরূপ। এ ঈশ্বরের ধারণা করিতে আমি অসমর্থ। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! ইত্যাদি।' যাহা হউক্, এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। উপরিউক্ত

দৃষ্টান্ত-সকল হইতে দেখা যায় যে, অভ্যাসই মনুষ্যগঠন করে। মানুষ যেরূপ অভ্যাস করে, পরবর্ত্তী কালে সে সেই অভ্যাসেরই বশবর্ত্তী হয়। মহামতি কার্পেণ্টার বলিয়াছেন, যেমন একখানি কাগজ পাট করিলে, তাহা সেই চিহ্নিত ভাঁজে ভাঁজেই চিরকাল পড়িতে চায়, সেইরূপ আমাদিগের মানুষগুলীকে যেরূপ-ভাবে ব্যবহৃত করা যায়, উহা তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। দারুণ শীত শুরুর প্রাতঃকালে ঐ যে বর্ষীয়সী মহিলাটী বা বৃদ্ধটী কম্পিতকলেবরে পদব্রজে ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাসলিলে স্বীয় ঘটটী পূর্ণ করিয়া স্নানান্তে আর্দ্রবসনে 'হরি-নাম' করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে দেখা যাইবে, যে বহু যুবক-যুবতী ঐ কার্য্য অতীব ক্লেশকর বিবেচনা করিলেও,—তাহাদিগের পক্ষে উহা অসম্ভব হইলেও,—ঐ বৃদ্ধা বা বৃদ্ধের পক্ষে ঐ কার্য্য অতিশয় স্বাভাবিক ও আনন্দজনক। বৎসরের পর বৎসর প্রাত্যহিক ঐরূপ স্নানে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন; উহাতে কোনও ক্লেশ নাই, বরং তাহার বৈপরীত্যেই তাঁহাদিগের অস্বস্তি।

এইরূপে দেখা যায়, অভ্যাস মানব-জীবনের উপর কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে।—ইহাই পরে মানবের স্বভাবে পরিণত হয়, তাহার প্রকৃতিগত হইয়া যায়। এই জন্যই ইংরাজিতে উক্ত হইয়াছে—Habit is second nature—অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব। Duke of Wellingtonএর মতে প্রৌঢ়-জীবনে ইহার গুরুত্ব-অনুসারে ইহাকে স্বভাবের অন্ততঃ ১০গুণ বলা যাইতে পারে। ১০গুণ কেন, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইত না। কারণ, ঐ সময়ে অর্জ্জিত অভ্যাসসমূহ, সমসাময়িক পূর্ব্ব হইতে বিরাজমান প্রায় হৃদয়ের সকল ভাব বা অভ্যাস-প্রবণতাকেই নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট করে। আমাদিগের কার্য্যের শতকরা ৯৯টী অথবা সম্ভবতঃ সহস্রের মধ্যে ৯৯৯ অংশ কেবলমাত্র আপনা-আপনি বা অভ্যাসবশতঃই ঘটিয়া থাকে। প্রাতঃকালে আমাদিগের শয্যাত্যাগের মুহূর্ত্ত হইতে প্রত্যহ রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্য—সাজসজ্জা, বস্ত্রপরিধান—বস্ত্রপরিবর্ত্তন, আমাদিগের পানাহার, বিদায়গ্রহণ, অভ্যর্থনা, আদর-আপ্যায়ন, নমস্কার-প্রণাম, উত্থান-উপবেশন, রমণীগণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন প্রভৃতি, কেবল শুধু ইহাই নহে,—আমাদিগের সাধারণ কথাবার্ত্তাটীও পর্য্যন্ত অধিকাংশই পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইয়া এরূপ বস্তুতে দৃঢ়রূপে পরিণত হইয়াছে যে, সেগুলিকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ধারণা বা জ্ঞানের সহিত তাহার উপযুক্ত একএকটী ভাব আমাদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। মানবজীবনে এই অভ্যাসের যে কি প্রভাব তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা সুকঠিন। সদভ্যাস যেরূপ মানবের হিতকারী বন্ধু, কদভ্যাস তদ্রূপ মানবের অজ্ঞানানুসারে ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, এরূপ কি, তাহার জীবন-সংশয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। একসময়ে একটী যুবতী ভাবী পরিণামের বিষয় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রত্যহ তাম্বূলের সহিত প্রচুর পরিমাণে তাম্রকূটপত্র বা দোক্তা সেবন করিতে অভ্যস্ত

করে। কিয়ৎকাল পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যায় এবং তথায় অল্পকাল পরেই তাহার উদর স্ফীত হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে সকলেই উদ্বিগ্ন হন্ এবং বালিকাকেও যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা সহ করিতে হয়। অবশেষে বহুঘটনার পর তাহার তাম্রকূটপত্রাহারে স্পৃহতা আগমন করে এবং এই কুঅভ্যাসের জন্য তাহাকে যাহারপর নাই লজ্জানুভব করিতে হয়। আফিং বা তৎশ্রেণীয় বিষদ্রব্য-সেবনকারীদিগের কথাও উল্লেখযোগ্য। কারাগারে প্রাণবিয়োগ-নিবারণ-জন্য কোনও কোনও কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে অল্পপরিমাণে আফিং প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থাও শুনা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কদভ্যাস আছে, যাহা সকল সময় শক্তিশালী বলিয়া বুঝা যায় না। কোনও ব্যক্তি হারমোনিয়ম-বাদন-রতা প্রেয়সীর সুকোমল-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেন। ক্রমে ইহা তাঁহার এরূপ কদভ্যাসে পরিণত হইল যে, প্রত্যহ তাঁহাকে নিদ্রাভিভূতা করিবার জন্য তাঁহার পত্নীকে ঐ বাদনযন্ত্র-বাদন করিয়া সঙ্গীত করিতে হইত। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে আর তাঁহার কিছুতেই নিদ্রা হইত না। সুতরাং অনেক সময় যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, তাহাই সময়ে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে।

মানবজীবন কতগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র হওয়ায়, মানব যেন ছাঁচে-ঢালা জীবরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার প্রাণ মন দেহ তাহার অতীত জীবনটীর অনুকরণেই ব্যস্ত থাকে। আমরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থান করি, দন্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বা আবশ্যক স্নান-শৌচাদি-সমাপনান্তে প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তৎপরে আহারাদির পর পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই ইত্যাদি। প্রত্যহই কি সেই একরূপেই জীবন অতিবাহিত হইতেছে না! সুতরাং, মাতা, পিতা, শিক্ষক, বা অভিভাবকগণ-কর্ত্তৃক বালক-বালিকাদিগের জীবনে এরূপ অভ্যাসশ্রেণী দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহা তাহাদিগের সমগ্রজীবনে হিতকারী বন্ধুর ন্যায়ই কার্য্য করে এবং যাহার প্রভাব তাহারা অতিক্রম করিতে না পারে। বর্ত্তমান সভ্যজগতে এই যে সংখ্যাতীত গ্রন্থরাশি প্রণীত হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য কি? কেহ কি বলিতেছে, 'কামনার উপভোগ কর, জগতের কার্য্য সম্পন্ন হইবে, জগতে যশস্বী হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে?' কখনই নহে। যদি কেহ তাহা বলে, তবে তাহা গ্রাহ্য অগ্রাহ্য। সকলেরই উদ্দেশ্য পুণ্যের জয় পাপের নিদারুণ পরাজয়—শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া মানবকে সদ্দৃষ্টান্তানুসরণে প্রবর্ত্তিত করা, সদাচারশীল [illegible]—ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। রামের মত হও, রাবণের মত হইও না।' কিন্তু এই সদাচার কিরূপে সম্ভব হইবে? মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই অভ্যাস-সমষ্টিই সেই সদাচারের স্রষ্টা—ইহা দ্বারাই সদাচার গঠিত হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা আমাদিগের স্নায়ুমণ্ডলীকে আমাদিগের শত্রু না করিয়া তাহাকে আমাদিগের মিত্র করিয়া দিবে। বৈষয়িক ব্যক্তি যেরূপ প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া সেই ধনকে মূলধনে পরিণত

করেন, যা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার মূলেই ব্যয়নির্ব্বাহ করেন, তদ্রূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আমাদিগের শিক্ষাকে— অর্জ্জিত জ্ঞানকে, মূলধনে পরিণত করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এজন্য যতদূর সম্ভব, আমরা যতগুলি উপকারী কার্য্যকে আমাদিগের অভ্যাসগত—স্বাভাবিক—করিয়া লইতে পারি, তজ্জন্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে, এবং যাহাতে কদভ্যাসের বশবর্ত্তী হইতে না পারি, তজ্জন্যও তাহার প্রতি বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে। যতদূর সম্ভব, আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমুদায় কার্য্যাবলীকেই স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়ার অনায়াসপ্রদ তত্ত্বাবধানে [illegible]ক্ষেপ করিতে হইবে; কারণ, ইহার দ্বারা [illegible]চিত্তর মানসিক শক্তিনিচয় স্ব স্ব কর্ম্মে [illegible]পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। প্রাত্যহিক [illegible]জনের কর্ত্তব্যভার এরূপভাবে নিয়মিত [illegible]তে হইবে, যাহাতে সেগুলি যেন স্বতঃই [illegible]ত হয়। যাহার নিকট অস্থিরতা, অসিদ্ধান্ত [illegible]ভীত কিছুই অভ্যাসগত নহে, যাহার প্রত্যেক [illegible]কার্য্যটী দোলায়িত [illegible]বহু চিন্তা করিয়া প্রকৃত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে [illegible] হয়, সেই প্রতিমুহূর্ত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তি [illegible] অপেক্ষা জগতে অধিকতর কৃপাই ব্যক্তি, বোধ হয়, আর নাই। এরূপ ব্যক্তির উষাকালে শয্যাত্যাগ চিন্তার বিষয়, মানসৌচাদি ভাবনা-যুক্ত; আহার-পান এবং গমনাগমনাদিও বহুল-পরিমাণে তুলোদিবেচনা ও [illegible] ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগের স্থল।

১। কোনও নূতন অভ্যাস বদ্ধমূল অথবা কোনও পুরাতন অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে দৃঢ়তম প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত সংকল্প লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে। সর্ব্ববিধ সাহায্যের দ্বারা এই প্রতিজ্ঞাকে বেষ্টন করিয়া রাখিতে হইবে এবং উচিত বিষয়ে প্রবৃত্তিকে অধিকতর দৃঢ় করিবার জন্য যেরূপ অনুকূল অবস্থাসমূহের প্রয়োজন, তাহারও সৃষ্টি করিতে হইবে। আপনাকে সোহাগে এইরূপ অবস্থানিচয়ের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে, যে অবস্থাকুল মানবকে তাহার নবপন্থানুসরণে বলপ্রদান করে—বল্গাবিচ্যুত অশ্বের ন্যায়ই উৎসাহে তাহাকে পরিপূর্ণ করে। এরূপস্থলে পূর্ব্বাভ্যাসের বিরোধী ব্যাপারে মানবকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং সম্ভবপর ও আবশ্যক হইলে মানব সাধারণসমক্ষে প্রতিজ্ঞাপাশবদ্ধ হইতেও ত্রুটী করিবেক না।

নবজীবন-দানে ও নূতন অভ্যাসগঠনে উপযুক্ত উচ্চচরিত্র মানবের সংসর্গ যে কি উপকার সাধন করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য কোনও সংবাদপত্রে, কোনও ব্যক্তি এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছিল যে, সে-ব্যক্তি তাহার পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আর মদ্যপান করিবেন না এবং যদি কেহ তাঁহাকে মদ্য [illegible] করিতে দর্শন করে, তাহা হইলে তিনি তদ্দর্শনকারীকে পঞ্চাশৎ স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিবেন। কথিত আছে, এই উচ্চচরিত্রা নারীর সংসর্গে উক্ত ব্যক্তি [illegible]

পরস্পরের উন্নতি-সাধনে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পরের নিকট অকপটতা লইয়াই নব-জীবন-লাভে—নূতন-অভ্যাস-গঠনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। উহাই কি একটী দৃষ্টান্ত? কি অতীতে, কি বর্ত্তমানে, ভারতের গৃহে গৃহে কি ইহার ঐরূপ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না? কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব না থাকিলেও ইহার বিপরীত-দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কোনও ব্যক্তি আক্ষেপ-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার কতকগুলি কদভ্যাস গঠিত করিয়া দিয়াছেন; —তন্মধ্যে একটী—তাম্বূলের সহিত বাদসাহী জরদা-গ্রহণ। অহোরাত্র প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক মানব, স্ব স্ব জীবনের সৌন্দর্য্য বা কদর্য্যের দ্বারাপাতে অন্যের জীবন সুন্দর বা মলিন করিয়া দিতেছে! এরূপ মানবচরিত্র, যাহার সংস্পর্শে আসিয়া অপর মানব কিছু ভাল না পাইয়া মন্দই লাভ করে, তাহাদের জীবনে ধিক্। অনেকে বাজী রাখিয়া টাকা নষ্ট করেন, বাজী যদি রাখিতেই হয়, তবে ঐ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় নবজীবন-গ্রহণেই বাজী রাখা উচিত।

২। দ্বিতীয় বিধি :—যতক্ষণ-পর্য্যন্ত নূত[illegible] অভ্যাস জীবনে বদ্ধমূল না হইয়া যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যাহাতে একটী স্খলনও সম্ভব না হয়; তজ্জন্য বিধিমত প্রাণান্ত যত্ন করিতে হইবে। একটী সূ[illegible]গুলি গুটাইতে গুটাইতে যদি তাহা হঠাৎ একবার হস্তচ্যুত হইয়া যায়, তবে তাহাতে যেমন অনেক সূতা খুলিয়া যায়, স্খলনেও ঠিক্ তদ্রূপ। একটী স্খলনে সকলই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। মধ্যপাকে যে সূতাটী গুটান হয়, একটী স্খলনে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খুলিয়া যায়। মানুষকে যথার্থভাবে ও সফলতার সহিত কার্য্য করিতে হইলে, সুদীর্ঘ-শিক্ষাই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যাপক বেন (Bain) বলিয়া গিয়াছেন, 'নৈতিক অভ্যাসের মধ্যে দুইটী পরস্পরবিরোধী শক্তি নিহিত আছে। একটীকে অপরটীর প্রভু করিয়া দিতে হয়। এই কার্য্যে কোনও সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। অন্যায়-শক্তির প্রত্যেক জয়লাভে ন্যায়-শক্তির বহু-জয়ের ফল নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধান যোগ্য বিষয় এই যে, এই দুইটী শক্তিকে এরূপ ভাবে চালিত—এরূপ ভাবে নিয়মিত করা আবশ্যক, যাহাতে ন্যায়-শক্তি অপর শক্তির উপরে অপ্রতিহত[illegible] ভাবে সুদীর্ঘ-কাল জয়লাভ করিতে পারে, [illegible] পর্য্যন্ত না পৌনঃপুনিক জয়লাভে ন্যায়শক্তি[illegible] এরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাপিত করে[illegible] যে-কোনও অবস্থাতে তাহা বলবান্ কদভ্যা[illegible] বিরোধ অনায়াসেই অতিক্রম করি[illegible] পারে।

৩। এক্ষণে [illegible] বিধি। প্রত্যেক দৃঢ় সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম-সুযোগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে মুহূর্ত্তেই সর্ব্বপ্রথম সুযোগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিতে হইবে। নব-জীবন-লাভের প্রত্যেক ভাব বা উদ্দীপনাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সংকল্প বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিবার মুহূর্ত্তেই তাহা মস্তিষ্কে নূতন গতি আনিয়া দেয় না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইহা মানবজীবনে তদুপযোগী স্বাভাবিক কার্য্য

উৎপন্ন করে, সেই মুহূর্ত্তেই মস্তিষ্কে নূতন ক্রিয়া আনয়ন করে।

জীবনে প্রত্যেক সুযোগে মানুষ যদি তাহার সংকল্পানুসারে কার্য্য না করে, তাহা হইলে, বহু মনোহর বিধি বা নীতিবাক্য মনুষ্যকে কখনও উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রদান করিতে পারে না। কোনও মহাত্মা বলিয়াছেন—মানবচরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত ইচ্ছার অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা জীবনের প্রধান প্রধান আবশ্যকঘটনায় দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দিষ্ট-পন্থানুসারে কার্য্য করিবার যে প্রবণতা বা প্রবৃত্তি, তাহাই। যে-পরিমাণ অপ্রতিহতভাবে পুনঃ পুনঃ কার্য্য-সকল অনুষ্ঠিত হয় এবং যে-পরিমাণে মস্তিষ্ক তাহাদের সম্পাদনসাধনে অভ্যস্ত হয়, সেই পরিমাণেই কোনও কার্য্যের প্রবৃত্তি আমাদিগের মধ্যে স্বভাবরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। হৃদয়ে যখনই কোনও সদ্ভাবের বা নব উচ্চ সংকল্পের উদয় হইবে, তখন তাহাকে বিফলে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উদ্যমবিহীন ভাবপ্রবণ [illegible] ব্যক্তি—যাহারা মানুষিক বাস্তব কার্য্যের অনুষ্ঠান [illegible] তাহাদের পক্ষেই সাধুসংকল্পকে ব্যর্থ করিয়া ফেলা [illegible]

৪। চতুর্থবিধি। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের নিকট, অত্যধিকমাত্রায় উপদেশচ্ছলে বক্তৃতা দেওয়া বা তাহাদিগের সহিত নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনায় অত্যধিক প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এরূপ উপদেশ ও আলোচনা শীঘ্রই নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহাদিগকে ব্যাবহারিক-জীবনে শিক্ষা দিবার অবসর খুঁজিতে হয়, এবং এইরূপে অল্পকালেই বালকবালিকাদিগের চিন্তা-, অনুভব- ও কার্য্য-শক্তির উন্মেষ হইতে পারে। ব্যাবহারিক জীবনের প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাতই চরিত্রকে নূতন আকার, নূতন ভাব প্রদান করে।

সকল সৎকার্য্যেরই অভ্যাস রাখা উচিত, নতুবা পরে আপনার দ্বারাই আপনাকে প্রতারিত হইতে হয়। দার্শনিক পণ্ডিত ড্যুগুইন্‌ বাল্যবয়সে অত্যন্ত কবিতাপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে একপংক্তি কবিতা-পাঠও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার হৃদয় পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর আলোচনা হইতে উৎসর্গ বা সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিবার যেন একটা যন্ত্র হইয়াছিল। এই বিশেষ বিশেষ শক্তির লোপ অতীব দুঃখজনক;—ইহা বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্রেরও ক্ষতিকারক;—কারণ, ইহাতে ভাবপ্রকৃতি শিথিল হইয়া যায়।

ব্যায়ামাভাবে আমাদিগের মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। কবিতা, আলেখ্য, সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মবিষয়ের সংস্পর্শে থাকিতে হইলে আমাদিগের রুচিকে যথোপযুক্ত আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে। নতুবা, বিলাসি-আকর্ষণে ঐ রুচি বা তদ্বিষয়ক প্রীতি লুপ্ত হইয়া যায়। প্রত্যহ কিঞ্চিৎ সময় কবিতা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব-পাঠ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতিতে ব্যয়িত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ রুচিকে অগ্রাহ্য করিয়া রাখা উচিত নহে, কারণ, তাহাতে ঐ রুচি বিনষ্ট হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালকবালিকাদিগকে এতদ্বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

৫। মানসিক ও দৈহিক বিশ্রাম-বিধি।—এতক্ষণে কেহ কেহ প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ নিয়মি[illegible]

প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করেন, অধ্যাত্ম-বিষয়ে ধ্যানধারণা করেন। ইহা যে কতদূর উপকারক, তাহা বলা সুকঠিন। ইহার ফল—(১) কায়িক বিশ্রাম, (২) শরীরযন্ত্রে অযথা চাপের অভাব, (৩) মুখাকৃতির শান্ত ও কোমলভাব, (৪) অস্থিরতার অভাব, ইত্যাদি। বালকবালিকাগণও তাহাদিগের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর মৃদু করিতে শিক্ষা করিবে, চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া পেশী-সকলকে বিশ্রাম দিবে এবং যখন বসিয়া থাকিবে, তখন শান্তভাবেই থাকিবে;—অধিক চঞ্চলতা থাকিবে না।

৫। পঞ্চমবিধি।—প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণ নিয়মিত ব্যায়াম-দ্বারা কার্য্যশক্তিকে সঞ্জীবিত রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ অথবা দুই বা এক দিবস অন্তর কিঞ্চিৎ কঠিন কার্য্য সাধিত করা কর্ত্তব্য, যাহাতে ভীষণ সংগ্রামের মুহূর্ত্তে, ঘোর পরীক্ষার ক্ষণে চিত্তকে ভীত করিতে না পারে। এইপ্রকার তপস্যা, বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস—যাহা মানুষকে স্থির মনঃসংযোগের, সোৎসাহ ইচ্ছার ও সামান্য অপ্রয়োজন দ্রব্যের জন্যও আত্মত্যাগের অভ্যাসে অভ্যস্ত করে, তাহাই মানবকে এইরূপে জীবনের মহ[illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেয়।

অভ্যাসবিধির সহিত অবিসংবাদী হঠাৎ পরিবর্ত্তন।—নব [illegible]সাহ ও উত্তেজনা [illegible] মানুষ নূতন নূতন অভ্যাস গঠন [illegible] পারে। সংকটাপন্ন অবস্থায়, [illegible] বিরোধানল প্রজ্বলিত হইলে [illegible] অভ্যাসমূলক [illegible] নূতন [illegible] এবং নূতন স্থায়ীভাবের আবেশে নূতন অভ্যাস গঠিত [illegible]। এইরূপে নূতন অভ্যাসের বশে [illegible]ান্ হইয়া তাহারা নূতন প্রকৃতি—নূতন জীবন, ধারণ করে।

স্বভাবের উপর অভ্যাসের অতি গুরুতর প্রভাব।—স্বভাবের কোমল বা নমনীয় অবস্থাতেই তৎপ্রতি যুবক-যুবতীগণের অবধান আবশ্যক। কারণ, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা গতিশীল-অভ্যাস-সমষ্টিমাত্র ব্যতীত কিছুই নহে। পাপ বা পুণ্যাচরণের ক্ষুদ্রতম ঘাতপ্রতিঘাতও মানব-হৃদয়ে দুরপণেয় চিহ্ন রাখিয়া যায়। আমরা একবার যাহা করি, তাহাকে কিছুতেই মুছিয়া ফেলা যায় না। বিভিন্ন কার্য্য, বিভিন্ন মুহূর্ত্তের সমষ্টিই সাধু-চরিত্র, সুনিপুণ কর্ম্মী প্রভৃতির সৃষ্টি করে। কর্ম্মাহের প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতিদণ্ড উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপেই মানব স্ব স্ব কর্ম্মে সুদক্ষ হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন বিচার-কার্য্য মনুষ্যকে নির্ভুল গভীর-বিচারে অভ্যাস দান করিবে, যাহা তাহার চিরদিনের সম্পত্তি হইয়া থাকিবে। সুতরাং, বালক-বালিকা ও [illegible]কে সদভ্যাস, [illegible] অবগত করাইয়া, তাহাতে [illegible]গকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য প্রত্যেক মাতা, পিতা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক বা অভিভাবিকার সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা কি গুরুতর দায়িত্বভার! এই দায়িত্বের উপেক্ষাতেই আজ বঙ্গদেশের এত হীনাবস্থা। কেবল সুযোগ্য পিতা, শিক্ষক বা অভিভাবক হইলে [illegible]চলিবে না, সুযোগ্য মাতার আবশ্যকতা।

[illegible] জননীর ন্যায় মহানিষ্কর্ম্মিণী আর কেহই

নাই। কিন্তু কত সংস্র সহস্র জননী আজ এই গুরুতর দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানপূর্ব্বক আপন সন্তান-সন্ততির মধ্যে [illegible] কদভ্যাসের বীজবপন করিয়া দিতেছেন, তাহা ভাবিলে কোনও মহাপ্রাণ ব্যক্তি অশ্রুপাত করিতে বিরত হইতে পারেন্ না।

জননীকে দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া প্রেমের সহিত সন্তানের প্রতি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে, তবে সন্তান মানুষ বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারিবে। একদিনে ইহা সম্ভবপর নহে, সুদীর্ঘ অভ্যাসই এই দুর্বল জাতিকেই এই শক্তি প্রদান করিবে। জননীই শিশুদিগের শিক্ষার গুরু দায়ী। তাঁহারা শৈশবে শিশুহৃদয়ে যে বীজ উপ্ত করিয়া যেন, তাহা সমগ্র জীবনেও শিশু ভুলিতে পারে না। কোনও মহাত্মা বলিয়াছিলেন—"আমাকে সুমাতা দাও, আমি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতির সৃষ্টি করিয়া দিব।" সুতরাং, কি গুরুতর দায়িত্ব লইয়া সংসারে নরনারী বিচরণ করিতেছেন্, তাহা তাঁহারা একবার উপলব্ধি করুন্। এতৎ-প্রবন্ধ-পাঠে শুধু জনক নহেন, সন্তানের জননীগণও যদি স্ব স্ব দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া, আত্মোন্নতি-কল্পে দৃঢ়সংকল্প হন্ এবং সন্তান-হৃদয়ে সদভ্যাস-গঠনে গভীর মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রী—

প্রার্থনা।

[illegible]য়, পাই যেন তোমারি করুণা ;—
[illegible]তে অভয় দিও শোকেতে সান্ত্বনা।
[illegible]রণা-রূপেতে হৃদে ক'রো অধিষ্ঠান,
[illegible]রাশা-জীবনে যবে উঠিবে তুফান।
[illegible]শোকের আঁধারে [illegible] হৃদিধান্
করুণা-সলিলে তব করিও নির্ব্বা[illegible]
অশান্তি আমার যদি থাকে এ ধরায়,
সমুচিত শাস্তি যেন তোমা হ'তে পায়!
ঐশ্বর্য্য-গৌরবে যেন হৃদয় আমার,
মত্ত হয়ে নাহি উঠে ওগো সারাৎসার!
কুচিন্তা মানসে যেন নাহি পায় স্থান,
সতত মনে পালি যেন তোমারি বিধান।
জনমে, মরণে তব রাতুল চরণে
রেখো সদা বিশ্বরাজ, অধম এ-জনে।

শ্রীমতী শৈবলিনী দাসী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডের ন্যাসানাল সোসিয়ালিষ্টদিগের সভার তাম্রপত্রের কথা।—এইরূপ প্রকাশ, গত ১৭ই আগষ্ট ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্ম্মাম-টন নগরে ইংলণ্ডের ন্যাসানাল সোসিয়ালিষ্ট-দিগের বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ হিণ্ডম্যান এই প্রস্তাব করেন্ যে, সত্বর ইংলণ্ড [illegible] স্বাধীনতা হইতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে হইবে। কি প্রণালীতে স্বাধীন করা হইবে

তাহা ভারতের প্রতিনিধিবর্গ ও ইংলণ্ডের জনসাধারণ নির্দ্ধারণ করিবেন। সোসিয়ালিষ্ট সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিমানপোতে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাইবার ব্যবস্থা।—ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিমানযোগে নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা হইবে। তদুদ্দেশ্যে তিনখানি অতি-বৃহৎকায় 'সি-প্লেন'-নামক বিমানপোত গত ১৮ই আগষ্ট ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সের সেণ্টরা-ফেলে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে মিশরযাত্রা করিয়াছে। উক্ত বিমানপোত-তিনখানি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিবে।

ছাত্রীদিগের পরীক্ষার নিয়ম।—এতদিন এই নিয়ম ছিল যে, ছাত্রীরা কোন স্কুল হইতে পরীক্ষার্থিনী না হইলেও প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। সম্প্রতি ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পরীক্ষার পূর্ব্বে একবৎসরের মধ্যে, যে-সকল ছাত্রী কোনও স্কুলে পড়িয়াছে, তাহারা সিণ্ডিকেটের অনুমতি ভিন্ন প্রাইভেট ছাত্রীরূপে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। এই নূতন নিয়মে ছাত্রীদের প্রাইভেট পরীক্ষা দিবার কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাযুদ্ধের ব্যয়—গত ১৮ই আগষ্ট বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ পার্লামেণ্টের কমন সভার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইউরোপের মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষরূপে মোট খরচ হইয়াছে, চারি হাজার কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ আট হাজার কোটি টাকা। এত অর্থব্যয়ের পর পৃথিবীকে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে বহুদিন লাগিবে।

মহাসমরে হতাহতের সংখ্যা।—গ্রেট-ব্রিটেনের মোট ২৪,৫৩,২৬৬ অর্থাৎ পুরুষ-জন-সংখ্যার ১০·৯১ ব্যক্তি মহাসমরে হত, আহত বা বিকলাঙ্গ হইয়াছে। ফ্রান্সের ২১,৩৫,০০০, বেলজিয়ম ৯৩,০৬১ ইটালীয় —১,৯,৩৭,০০০ হতাহত হইয়াছে। জন-সংখ্যার অনুপাতে হতাহতের শতকরা হার এইরূপ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ৪·৫১, ফ্রান্স ৪·৩২, সার্ব্বিয়া ৩·৫৬, বেলজিয়ম ·১৮, মার্কিণ যুক্তরাজ্য ·২২।

ভারতবর্ষে সিবিল-সার্বিস-প্রবেশপ্রার্থী-দিগের যোগ্যতা-বিচারের পরীক্ষা।—সিবিল সার্বিস-প্রবেশের সময় বিভাগীয় প্রার্থীদের যোগ্যতা-বিচারের জন্য ভারতবর্ষে কোয়েটা, লাহোর, লক্ষ্ণৌ এবং পুনা, এই চারি কেন্দ্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

বড়লাটের অনুরোধ।—"ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" পত্রে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বড়লাট বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে বড়লাট বাহাদুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার "স্যার"-উপাধি-ত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।—ছাত্রীদিগের বিশেষ [illegible] ছাত্রীগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণী—মাসিক ২০৲ টাকা।

জ্যোৎস্নাময়ী দাস—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী—মাসিক ১৫৲ টাকা।

সুষমা কুলভী—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, অমিয়া গুহ—চট্টগ্রাম খাস্তগির, [illegible]-মিত্র—ডাওসিশন, লাবণ্যপ্রভা দাস—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী, সুধীভা রায়—ডাওসিশন, মৃণ্ময়ী বসু—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী।

তৃতীয় শ্রেণীর—মাসিক ১০৲ টাকা।

লীলাময়ী দাসগুপ্ত—ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী, সুষমা সেনগুপ্ত—ঢাকা ইডেন, [illegible]তা দাসগুপ্ত—ডায়োসিশন, বীণা বা[illegible]জী—দার্জ্জিলিং মহারাণী, গ্লাডিস জ্যোতির্ম্ময়ী সেন—ডায়োসিশন, প্রীতিলতা ভট্টাচার্য্য—বেথুন, রেণুকা চৌধুরী—ইউনাইটেড মিশনরি, হিমানী সরকার—বেথুন, করুণা চক্রবর্ত্তী—ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়, মণিকুন্তলা সেন—ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টি।

ইংলণ্ডে নারী-প্রতিনিধি-প্রেরণ ও বোম্বাই-য়ের মহিলাদের কার্য্য—ভারত-নারীগণ যাহাতে নির্ব্বাচনের অধিকারে বঞ্চিত না হন্ সেই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে নারী-প্রতিনিধি-প্রেরণের জন্য এক সভা হয়। শ্রীমতী পেটিট্ ঐ সভার সভাপত্নীর কার্য্য করেন। শ্রীমতী পেটিট্ জানাইয়াছেন যে, তার শঙ্কর নায়ার মহিলা-প্রতিনিধিদিগকে জয়েণ্ট কমিটিতে তাঁহাদের বক্তব্য জ্ঞাপনের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তিনি এই কার্য্যে মহিলাদিগকে সর্ব্বথা সহায়তা করিবেন। শ্রীমতী বীরাবাই তাতা ও তাঁহার কন্যা কুমারী আর ডেসিব তাতা মহিলা-প্রতিনিধি মনোনীতা হইয়া বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন।

নিরুদ্দেশ।

(গল্প)

১

কৃষ্ণবিহারীবাবু বসন্তপুরের জমিদার। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বৈঠকখানায় প্রকাণ্ড মজলিস্ বসে, খুব গান-বাজ্‌না আমোদ-প্রমোদ চলে, খাওয়া-দাওয়ার খুব ধুমধাম হয়। [illegible] অনেক মোসাহেবও সেখানে আসিয়া উপস্থিত [illegible] পাশাখেলার খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছে, [illegible] দিকে গান্‌বাজ্‌না চলিতেছে, কিন্তু কৃষ্ণবিহারী বাবু সে-দিন ইহার কোনদিকে যোগদান করিতেছেন না। তিনি কয়েকজন লোক লইয়া গল্পগুজব করিতেছেন। এমন সময় রাধানাথ আসিয়া কৃষ্ণবাবুকে বলিলেন, "দেখুন কৃষ্ণবাবু, গরীবের আবার এত স্পর্দ্ধা কেন?" কৃষ্ণবাবু বলিলেন, "আপনার কথার ত কোন অর্থ সংগ্রহ করতে পারলাম না; একবার স্পষ্ট করেই বলুন্ না, কি হয়েছে।" রাধানাথ একটু ক্রোধের ও ক্ষোভের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হবে আবার কি? বলি, গরীব গরীবই থাকবে, তার আবার অত কেন? আজ ইস্কুলে ইনেস্পেক্টরবাবু এসে-ছিলেন, জানেন্ বোধ হয়। তা রামজীবন মুখুজ্যের ছেলে সুন্‌লে বুঝি, একটু ভাল বলতে পেরেছে, সেই জন্যে রামজীবন মুখুজ্যে গাঁয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে,—'আমার ছেলে ফার্ষ্ট হয়েছে, ইনিস্পেক্টর আমার ছেলেকে এবার [illegible] করবেন।'" আরও একটু অতিরঞ্জিত করিয়া যোগ করিয়া রাধানাথ বলিলেন, "আরও জানেন না কি বলছে যে, রত্নের কিছুই পাবে [illegible] এ কি কখনও হয়? আপনার [illegible] রূপে গুণে সেরা কার্ত্তিকটী! আহা!

পার্‌লে না, আর ঐ হতভাগা ছোঁড়াটা সব বল্‌লে ?”

রাধানাথের কথা শুনিয়া কৃষ্ণবাবু বলিলেন, “তা হবে। তা' কি হ'তে পারে না ? জমিদার বলে কি ভগবানের উপর জমিদারী চলে ? তিনি যা'কে যে-রকম বুদ্ধিমান্ ক'রে গড়ে তুলেছেন, সে সেই রকমই হবে।” এই কথাগুলি তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের না পারার কথা ভাবিয়া তাঁহার মুখখানি ঈষৎ রোষে লাল হইয়া উঠিল এবং তিনি একটু ভ্রূকুটী করিলেন। এই সময় তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি পুত্রকে ডাকিয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করেন্ এবং তাহাকে একটু তিরস্কারও করেন ; কিন্তু কোন দিন যাহাকে কিছু বলেন্ নাই, তাহাকে পরের কথায় কেন তিরস্কার করিতে যাইবেন্ ? এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি কিছুই বলিলেন না।

এই সকল কথা-বার্ত্তার পর কৃষ্ণবিহারী বাবু আমোদ-প্রমোদে আর তত মন দিতে পারিলেন না ; কিয়ৎক্ষণ পরে সকলকে বিদায় দিয়া অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অন্যদিনের ন্যায় প্রথমে আহার করিতে বসিলেন না। সহধর্ম্মিণী মায়াদেবী বলিলেন, “কি, অমন ক'রে এসে শুয়ে পড়্‌লে যে আজ কি খাওয়া দাওয়া কর্‌তে হবে না ? রাত্ ত কম হয় নি। রাত্রি [illegible] স্ত্রীর কথায় উত্ত[illegible] কিছুক্ষণ [illegible] “ম[illegible]

তৎক্ষণাৎ তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, “সংসা[illegible] মানুষ এইরকম করিয়াই জলিয়া মরে ! দেখিতেছি, সংসারের লোক [illegible]পয় পশু, নতুবা এরূপ পত্রের অনিষ্ট-চিন্তায় ফিরিত না, এবং তাহাকে এরূপ জলিতে পুড়িতেও হইত না। বালক সুনীলের কেমন সুন্দর আকৃতি ! আহা ! কেমন কোমল স্বভাব ! কেমন মিষ্টভাষী ! আমি তাহাকে কত ভালবাসি ! তা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ! না। কখনই শুনিব না। যাক্, সে ভাল বলিতে পারিয়াছে, আর রমেন্দ্র পারে নাই, তাহাতে কি ? রমেন্দ্র আর সুনীলে আমি কোন পার্থক্য দেখিব না। আর মায়াও যে তাহাকে ঠিক্ মায়ের মত ভালবাসে !” এই সমস্ত ব্যাপার মনে[illegible] আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় [illegible] দেবী পুনরায় আসিয়া বলিলেন, “[illegible] কতক্ষণ শুয়ে থাক্‌বে ? এস।” বিহারীবাবু উঠিয়া খাইতে গেলেন, ভাল করিয়া খাইতে পারিলেন [illegible] মায়াদেবী তাহা দেখিয়া বলি[illegible] আজ কিছুই [illegible]

আসিয়া 'তোমাকে কি বল্‌লেন?'' শান্তি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'তুমি কি প[illegible] আমি বল্‌লাম, 'সাহিত্যনীতি।' তিনি আমাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও উত্তর দিলাম!" কৃষ্ণবাবু বলিলেন, "রবেনদের ক্লাসে কে ভাল বল্‌তে পেরেছিল, বল্‌তে পারিস্?" শান্তি বলিল, "হেডমাষ্টার-ম'শয় আমাদের মাষ্টার-ম'শয়কে বল্‌ছিলেন, আমি শুন্‌লাম যে, সুনীল-দা সকলের চেয়ে ভাল বলতে পেরেছে এবং তিনি আরও বল্‌লেন, 'সুনীলের ন্যায় বুদ্ধিমান ছেলে খুব কমই দেখা যায়।' কিন্তু দাদাও বেশ বলেছেন, বলছিলেন। ইন্সপেক্টর ওই ক্লাসের ছেলেরই খুব প্রশংসা করে গেলেন, [illegible]লেন্। তিনি এবার এসে সুনীলদাকে পুরস্কার দেবেন, বলেছেন। "কৃষ্ণবিহারী [illegible]বানাথের মিথ্যা বিদ্বেষপূর্ণবাক্য মন [illegible]ভূতীভূত করিয়া সুস্থ হইলেন এবং [illegible]কে চুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন।

২

পুস্তিচর দেওয়া [illegible] অনেক ছাত্র গরীব দেখিয়া কৃষ্ণবিহারী বাবুকেই বিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত ভার বহন করিতে হয়। সুরেন্দ্র ঐ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। কন্যাটী নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত কোন পৃথক্ বন্দোবস্ত না থাকায় সেও ভ্রাতার সহিত ঐ স্কুলেই যায়। শিক্ষকমহাশয় পৃথক্‌ভাবে বসাইয়া তাহাকে শিক্ষা দেন। মন্মথদেবী কৃষ্ণবিহারী বাবুর স্ত্রী। তিনি একজন শিক্ষিতা রমণী। তিনি কন্যাকে স্বয়ংই শিক্ষা দিতে পারিতেন এবং দিতেনও, কিন্তু কন্যা দাদার সহিত বিদ্যালয়ে যাইতে চাওয়ায় অগত্যা তাঁহারা তাহাকে বিদ্যালয়ে ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সে নিত্যই মায়ের নিকট সুশিক্ষা পাইত এবং বিদ্যালয়েও যাইত। রামজীবন মুখোপাধ্যায় গ্রামের একজন মধ্যবিত্তলোক, কোন রকমে সংসার নির্ব্বাহ করেন্। তবে শুনা যায়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকা ছিল, সেইজন্য রামজীবন মুখুজ্যে এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হাত পাতে নাই। তাঁহারই পুত্র শ্রীমান্ সুনীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। [illegible]রের প্রায় সমবয়সী এবং এক-শ্রেণীতেই পড়িত। দুইজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব [illegible]সাধারণ বন্ধুর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া [illegible]জীবন মুখুজ্যের কেবল এক [illegible]কে লেখাপড়া [illegible] তাঁহার ঐ [illegible]তেন,

তিনি একজন বড় ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক, ব্রাহ্মণের নিত্যকৃত্য সম্পন্ন না করিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। কাজেই তিনি ভগবানের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যাক্; তার ভাবনা কি? সে ত ভগবানের সন্তান! তাঁর সন্তান তিনি একরূপ করিয়া মানুষ করিবেনই।" রাধানাথ, সে দিন যাহার কথা বলিতেছিলাম, তিনি একজন মহাবিষয়ী লোক এবং মহাসংসারী। মিথ্যাকথা বলা? এবং চতুরতায় তিনি একজন প্রধান। এবং কখনও কখনও তিনি গর্ব্ব করিয়া বলেন, "এ-জগতে পয়সা যদি কর্‌তে কেহ চায়, তবে রাধানাথের কাছে যেন আসে।" তাঁর চরিত্র সুন্দর বলা সাধুলোকেরও সাধ্যাতীত। কাহার একহাত জায়গা নিজে লইতে পারিবেন, মনে মনে দিবারাত্র তিনি তাহারই আলোচনা করিতেন। নিজের ইষ্ট না থাকিলেও পরের অনিষ্ট করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কৃষ্ণবিহারীবাবু সুনীলকে ভাল বাসিতেন, রাধানাথের তাহা সহ্য হইত না। কাজেই তিনি যে কোন উপায়ে এই ভালবাসার বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারেন, তাহার জন্য বিবিধমতে চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু এবার কৃতকার্য্য না হওয়াতে, সূত্র অন্বেষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগি

কৃষ্ণবিহারীবাবু
সুনীলকে নি
দেখাই

এইরূপে কতদিন কাটিয়াছে এবং প্রত্যহই এইরূপ কাটিতেছে।

[redacted]দিন খাবার খাইয়া তিনজনে নদীর ধারে বেড়াইতেছে, এরূপ সময় রমেন্দ্র বলিল, "ভাই সুনীল, এস এইখানে বসি।" এই বলিয়া নদীর ধারে একটী বড় অশ্বত্থ গাছের তলে তিনজনে উপবেশন করিল। রমেন্দ্র প্যাণ্টালুন পরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সুনীল কোথায় পাইবে? সে সেই বিদ্যালয়ের কাপড় আর জামাটী পরিয়াই আসিয়াছিল। শান্তি বলিল, "সুনীল-দা! তুমি দাদার মত পোষাক প'রে আস নি কেন?" সুনীল বলিল, "বোন্, আমরা গরীব লোক, ও-রকম-ভাব পোষাক কি করে পরে আস্‌ব?" ঐসময় রমেন্দ্র শান্তির দিকে একটু মুখ ঘুরাইয়া তাকাইতেই শান্তি ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও বুঝিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ কথা উল্টাইবার জন্য বলিল, "দেখ, সুনীল-দা, কেমন পাখীর ছানা দেখ! ঐ গাছের উপর। আমাকে ঐরকম একটা পাখীর ছানা দেবে?" সুনীল বলিল, "যদি ওর মায়ের

বলিল, "না ভাই! তুমিও ত বেশ বল্লে। তবে কেন আর দুঃখ করি, ইনেস্পেক্টার বাবু তোমার কি সুখ্যাতি করেন ইনেস্পেক্টারবাবু যে পুরস্কার দেবেন হেড্‌মাষ্টার-মহাশয়কে বলে দুইজনে ভাগ ক'রে নেব।" এমন সময় হঠাৎ শান্তি বলিল, "সুনীলদা, তুমি বড় হ'লে আমাদের ভুলে যাবে না? তখন তুমি একজন মস্ত বড়মানুষ হবে, বড় চাকরী ক'রবে, তখন কি তোমার আমাদের মনে থাকবে? এখন কেবল আদর কর, তখন আর মনেও হবে না।" আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "থাক্, তোকে আর বক্‌তে হবে না, তোদের যেদিন ভুলে যাব, সে-দিন আর এ-জগতে থাকব না। তখন তোরাই ভুলে যাবি। রমেন্দ্র তখন কত বড় জমিদার হবে, কোন্ রাজার ঘরে রাণী হবি। আমাদের গরীবের কথা কি তোদের মনে থাকবে?" সুনীলের কথা শুনিয়া লজ্জাচ্ছলে শান্তি সুনীলের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল। ইহাতে সুনীল ঈষৎ হাসিল।

হে বালিকা! তুমি জান না, একটু হাসি করিয়া তুমি সন্ধ্যারজনীর অস্ফুটস্ত কুসুম হইতে তোমার সুবাস একটু করিয়া জগতে বিকীরণ করিতেছ। তুমি তখু একদিনের জন্য ধারণ করিয়া কেমন সুন্দর করে চুলবেঁধে দিয়েছেন, দেখ, আবার কেমন ফুল গুঁজে দিয়েছেন, দেখ। সুনীল শান্তির চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ রে শান্তি, তোকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।" শান্তি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "নাও, নাও, তোমার আর আদর ক'রতে হবে না। আমাকে তিনি কত খাবার দেন, তোমাদের ত দেন না? আমি পেঁপে খেতে বড় ভালবাসি, তাই রোজ আমাকে খেতে দেন।" রমেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তাই বুঝি আমরা পাই নে! তুই বুঝি সব খেয়ে আসিস্?" এই বলিয়া ভাই বোনে ঝগড়া বাধাইল। সে ঝগড়া অতিসুন্দর। রমেন্দ্র হাসিতে হাসিতে বোন্‌কে একটা আতে কীল মারে, আবার তাহাকে চুম্বন করে। তাহাদের আদরের ঝগড়া থামিলে পর, সুনীল বলিল, "চল ভাই রমেন্দ্র, বাড়ী যাই।" তখন তিনজনেই উঠিয়া পড়িল।

সূর্য্যদেব তখন দিবসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পশ্চিমগগনে বিশ্রামের আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগতের নিকট একটী ক্ষুদ্র নিশার জন্য বিদায় লইতেই যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল। সেই নিমিত্তই বুঝি, তাঁহার তেজোদীপ্ত বদনখানি অরুণরাগ-রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। নদীর জল, বৃক্ষের পত্র, সমস্তই যেন সমদুঃখে দুঃখিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল। বিহগগণ কাকলী করিয়া যেন দিবাকরের নিকট নিবেদন করিতেছিল, "হে [illegible] আমাদের [illegible] ও না, এ দীর্ঘনিশায় [illegible] করিব?" [illegible] নিকট পৌঁছিলে, [illegible] সুনীলের [illegible]

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা

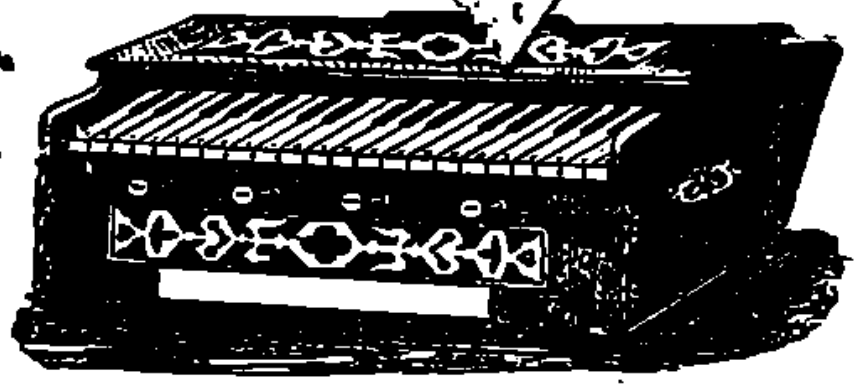

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, ঝিঁ ঝিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25	হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. ১ &
,, Dble. ,, 5 ,, ,, 35, 40 & 45	আসিয়াবার গানের স্বরলিপি—
Other Varieties— from ,, 50 to 300	

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা
গৌরহরি

Bangabandhini Patrika, No. 6[illegible] Registered No. C[illegible] November, 1918

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"লেখ আন্দু"

মূল্য ১৷৷০

মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন :—".....লেখ আন্দু কর্ম্মবলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতেছে বলিয়াই, সে শ্রেষ্ঠত্বের মূলে,— তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান যে "ভদ্রলোকের" ই অনুকরণযোগ্য,....." গৃহিচারিকা (কোচবিহার) :—"প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, সর্ব্বকর্ম্মীয় শ্রেণীসবল পুষ্টদেহের নম্র-স্নিগ্ধ-নির্ম্মলনয়ন রেখায়-লাবণ্য-শোভিত মূর্ত্তির আদর্শ, তাসলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সুগঠন সন্দর্শনে কবিয়াছিলেন। — আন্দু-চরিত্রের সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, স্নিগ্ধ, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমদ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্বল্পনিশ্চিত, আন্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব। [illegible] চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইবে। [illegible] শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড়লোকের বদ্‌গাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবণ-মতিকান্ত—কর্ম্মী, পুষ্টদেহ, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে [illegible]—জ্যোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম-রাগের [illegible] চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, ধীরতা—কোমলা পূর্ণা জ্যোৎস্নার [illegible] আন্দুতে'চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—দর্শনার্থ [illegible] কিরূপে কোন "মরণের অবলম্বনে নিখেকে নিশ্চিন্ত, পুষ্টিতে সার্থক [illegible] তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় [illegible] পড়িয়া আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝুন—[illegible]"

[illegible] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত কালীপদ [illegible] প্রশংসাপত্র আছে। পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

[illegible] C/o Dr. N. [illegible] Dhokra

[illegible] কলিকাতা।

Reg. No. C. 134

৫ম বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৬—ডিসেম্বর, ১৯১৯।

সূচী

১।	পঙ্কে শতদল (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ...	২৪১
২।	অষ্টাবক্র গীতা	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল্	২৪১
৩।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	২৪৫
৪।	সোণার কমল (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	২৪৮
৫।	শিক্ষ প্রয়াণ (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	২৫৬
৬।	আমাদের শাস্ত্রিমহাশয়	শ্রীমাঃ	২৫৩
৭।	শিবনাথ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	২৫৮
৮।	নিরুদ্দেশ (উপন্যাস)		২৫৯
৯।	গোধূলি তারা (কবিতা)	শ্রীমতী চারুবালা দত্ত গুপ্ত	২৬৬
১০।	সুবিশাল মিদং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম		২৬৬
১১।	বিবিধ		২৬৯
১২।	অন্তরের বিশুদ্ধি ও অভিসন্ধির সরলতা	...	২৭১

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৪৫৲,৪০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৪৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকারদ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

December, 1919.

"জন্মার্য্যং বাদনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৬ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৬। ডিসেম্বর, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

পঙ্কে শতদল।

পঙ্ক-মাঝারে লুকা'য়ে রেখেছ শতদল,
মেঘের মাঝারে লুকা'য়ে রেখেছ হাসি,
মরুর মাঝারে রেখেছ ঝরণা-জল,
দুখের মাঝারে সুখের রশ্মি-রাশি।
মধ্যাহ্নে মোর হেরি ঘন মেঘজাল,
জানি জানি তবু ফুটিবে রবির হাসি;
যতই আঁধারে কাটুক্ নিশীথ-কাল,
জাগিবে প্রভাত আলোক-সাগরে ভাসি!
বিচ্ছেদ-কাঁটা দেয় সে দারুণ দুখ,
মিলন-পদ্ম উঠিবে রে তবু ভাসি,
আসিবে রে প্রভু, জুড়া'বে পরাণ বুক,
নিবিড় মিলনে দিলা'বে ব্যথার রাশি॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

অষ্টাবক্র গীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একোনবিংশপ্রকরণ।

তত্ত্ববিজ্ঞানসন্দংশমাদায় হৃদয়োদরাৎ।
নানাবিধপরামর্শশল্যোদ্ধারঃ কৃতো ময়া॥১॥

আমি তত্ত্বজ্ঞানরূপ সাঁড়াশীর দ্বারা হৃদয়ের মধ্য হইতে নানাবিধ সঙ্কল্পবিকল্পরূপ কণ্টক তুলিয়া ফেলিলাম।১।

ক ধর্ম্মঃ ক চ বা কামঃ ক চার্থঃ ক বিবেকিতা।
ক দ্বৈতং ক চ বাদ্বৈতং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে॥২

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত। এখন আমার ধর্ম্মই বা কি, কামই বা কি, অর্থই বা কি, বিবেকজ্ঞানই বা কি, ভেদজ্ঞানই বা কি, অভেদজ্ঞানই বা কি?

ক ভূতং ক ভবিষ্যদ্বা বর্ত্তমানমপি ক্ব বা।
ক দেশঃ ক চ বা নিত্যং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে॥৩

আমি নিজের মহিমায় নিত্য অবস্থিত। আমার পক্ষে এখন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-কালও নাই, দেশও নাই, কিছুই নাই।৩।

ক চাত্মা ক চ বা নাত্মা ক শুভং কাশুভং তথা।
ক চিন্তা ক চ বাচিন্তা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৪॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত। আমার এখন আত্মা অনাত্মা, শুভ অশুভ, চিন্তা অচিন্তা কিছুই নাই ।৪।

ক স্বপ্নঃ ক সুষুপ্তির্বা ক চ জাগরণং তথা।
ক তুরীয়ং তদ্বয়ং বাপি স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৫॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত; আমার এখন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থা কিছুই নাই, কোন ভয় নাই। (কেহ কেহ ইহাকে তুরীয়াতীত অবস্থা বলেন)।

ক দূরং ক সমীপং বা বাহ্যং কাভ্যন্তরং ক বা।
ক স্থূলং ক চ বা সূক্ষ্মং স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৬॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত। আমার এখন কোন পদার্থই দূর বা সমীপ নহে, বাহ্য বা আভ্যন্তর নহে, স্থূল বা সূক্ষ্ম নহে ।৬।

ক মৃত্যুর্জীবিতং বা ক লোকাঃ কাস্য ক লৌকিকম্।
ক লয়ঃ ক সমাধির্বা স্বমহিম্নি স্থিতস্য মে ॥৭॥

আমি নিজের মহিমায় অবস্থিত; আমার এখন জীবনমৃত্যু, লোক, লৌকিকভাব, লয় বা সমাধি কিছুই নাই ।৭।

অলং ত্রিবর্গকথয়া যোগস্য কথয়াপ্যলম্।
অলং বিজ্ঞানকথয়া বিশ্রান্তস্য মমাত্মনি ॥৮॥

আমি এখন আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়াছি; এখন ধর্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গের কথায় প্রয়োজন নাই, যমনিয়ম আসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণা ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি যোগের কথায় প্রয়োজন নাই, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতির দ্বারা আত্মবিজ্ঞানের কথারও প্রয়োজন নাই ।৮।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় আত্মবিশ্রান্তিনামক একোনবিংশপ্রকরণ।

বিংশপ্রকরণ।

ক ভূতানি ক দেহো বা কেন্দ্রিয়াণি ক বা মনঃ।
ক শূন্যং ক চ নৈরাশ্যং মৎস্বরূপে নিরঞ্জনে ॥১॥

আমার স্বরূপ নিরঞ্জন অপরিবর্তনীয় উপাধিরহিত; ইহাতে পঞ্চভূত দেহ ইন্দ্রিয় মন শূন্য বা নৈরাশ্য কিছুই নাই ।১।

ক শাস্ত্রং কাত্মবিজ্ঞানং ক বা নির্বিষয়ং মনঃ।
ক তৃপ্তিঃ ক বিতৃষ্ণত্বং গতদ্বন্দ্বস্য মে সদা ॥২॥

আমার ভাবাভাবরূপ সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব অপগত হইয়াছে, অতএব এখন শাস্ত্রাভ্যাস আত্মতত্ত্ববিচার, বিষয়চিন্তা দূর করিয়া মনের লয়সাধন, স্বরূপতৃপ্তি, বিষয়বৈরাগ্য—এ সমস্ত কিছুরই প্রয়োজন নাই ।২।

ক বিদ্যা ক চ বাবিদ্যা কাহং কেদং মম ক বা।
ক বন্ধঃ ক চ বা মোক্ষঃ স্বরূপস্য ক রূপিতা ॥৩॥

আত্মস্বরূপে অবস্থিত আমার বিদ্যা, অবিদ্যা, অহংজ্ঞান, জগতের জ্ঞান, 'আমার দ্রব্য'—এইরূপ জ্ঞান, বন্ধন, মোক্ষ বা রূপ কিছুই নাই ।৩।

ক প্রারব্ধানি কর্মাণি জীবন্মুক্তিরপি ক বা।
ক তদ্বিদেহকৈবল্যং নির্বিশেষস্য সর্বদা ॥৪॥

আমি নির্বিশেষ আত্মস্বরূপে অবস্থিত, আমার প্রারব্ধকর্ম, জীবন্মুক্তি বিদেহকৈবল্য, এ সমস্ত কিছুই নাই ।৪।

ক কর্তা ক চ বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয়ং স্ফুরণং ক বা।
ক চাপরোক্ষং ফলং বা ক নিঃস্বভাবস্য মে সদা ॥৫॥

আমার কোনরূপ স্বভাব নাই অর্থাৎ কোনরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত অবস্থাই আমার প্রকৃত

ভাব নহে। অতএব কর্ত্তা, ভোক্তা, নিষ্ক্রিয় স্ফূর্ত্তিমাত্রাবস্থা, অপরোক্ষানুভূতি, বা বিষয়াকারবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ফল—এরূপ কোন ভাবই নাই।৫।

ক লোকঃ ক মুমুক্ষুর্বা ক যোগী জ্ঞানবান্
ক বা।
ক বদ্ধঃ ক চ বা মুক্তঃ স্ব-স্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥৬॥

অদ্বয়াত্মরূপ স্ব-স্বরূপে ত্রিলোক, মুমুক্ষু, যোগী, জ্ঞানী, বদ্ধ, মুক্ত, কিছুই নাই।

ক সৃষ্টিঃ ক চ সংহারঃ ক সাধ্যং ক চ সাধনম্।
ক সাধকঃ ক সিদ্ধির্বা স্ব-স্বরূপেঽহমদ্বয়ে ॥৭॥

অদ্বয়াত্মরূপ স্ব-স্বরূপে সৃষ্টিসংহার, সাধ্য-সাধন, সাধক-সিদ্ধি, কিছুই নাই।৭।

ক প্রমাতা প্রমাণং বা ক প্রমেয়ং ক চ প্রমা।
ক কিঞ্চিৎ ক চ ন কিঞ্চিদ্বা সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥৮॥

উপাধিরহিত বিমল আত্মরূপ আমার প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় প্রমা, অথবা আর কিছুই নাই, এমন কি কিছুই নাই—ইহাও নাই।৮।

ক বিক্ষেপঃ ক চৈকাগ্র্যং ক নির্ব্বোধঃ ক মূঢ়তা
ক হর্ষঃ ক বিষাদো বা সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়স্য মে ॥৯॥

আমি নিষ্ক্রিয় আত্মরূপ, আমার বিক্ষেপ, একাগ্রতাভাব, সর্ব্বজ্ঞতা, মূঢ়তা, হর্ষ, বিষাদ, কিছুই নাই।৯।

ক চৈষ ব্যবহারো বা ক সা পরমার্থতা।
ক সুখং ক চ বা দুঃখং নির্ব্বিমর্শস্য মে সদা ॥১০॥

সর্ব্বদা সঙ্কল্পবিকল্পরহিত আমার ব্যাবহারিক দশাও নাই, পারমার্থিক দশাও নাই, সুখও নাই, দুঃখও নাই।১০।

ক মায়া ক চ সংসারঃ ক প্রীতির্বিরতিঃ ক বা।
ক জীবঃ ক চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বদা বিমলস্য মে ॥১১॥

সর্ব্বদা উপাধিরহিত বিমল আত্মরূপ আমার পক্ষে মায়া, সংসার, প্রীতি, বিরতি, জীবভাব, ব্রহ্মভাব কিছুই নাই।১১।

ক প্রবৃত্তির্নিবৃত্তির্বা ক মুক্তিঃ ক চ বন্ধনম্।
কূটস্থনির্ব্বিভাগস্য স্বস্থস্য মম সর্ব্বদা ॥১২॥

সর্ব্বদাই আত্মস্বরূপে অবস্থিত কূটস্থ নির্ব্বিকার ভেদশূন্য আমার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মুক্তি-বন্ধন কিছুই নাই।১২।

কোপদেশঃ ক বা শাস্ত্রং ক শিষ্যঃ ক চ বা
গুরুঃ।
ক চাস্তি পুরুষার্থো বা নিরুপাধেঃ শিবস্য
মে ॥১৩॥

উপাধিশূন্য নিত্যানন্দস্বরূপ আমার পক্ষে উপদেশই বা কি, শাস্ত্রই বা কি, শিষ্যই বা কে, গুরুই বা কে, পুরুষার্থই বা কি আছে ?।১৩

ক চাস্তি ক চ বা নাস্তি কান্তিরৈকং ক চ স্বয়ম্
বহুনাত্র কিমুক্তেন কিঞ্চিন্নোত্তিষ্ঠতে মম ॥১৪॥

আমি আত্মস্বরূপ, এ-কারণ আমার পক্ষে অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, একত্বও নাই, দ্বৈতভাবও নাই; অথবা এইরূপ কল্পিত পদার্থের প্রতিষেধ কোটি বৎসরেও সম্ভব নহে। অতএব অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমার নিকটে কল্পনার কোনপ্রকার আভাসই উত্থিত হয় না; কারণ, আমি একরস চৈতন্যমাত্র।১৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় জীবন্মুক্তি-নামক বিংশপ্রকরণ।

একোনবিংশ প্রকরণ।

ঋষভউপদেশে স্যুঃ শ্লোকাশ্চ পঞ্চবিংশতিঃ।
সত্যাত্মানুভবোল্লাসে উপদেশে চতুর্দশ ॥১॥

ষড়ুল্লাসে লয়ে চৈবোপদেশে চ চতুশ্চতুঃ।
পঞ্চকং স্যাদনুভবে বন্ধমোক্ষে চতুষ্টয়ম্ ॥২॥

নির্বেদোপশমে জ্ঞানে এবমেবাষ্টকং ভবেৎ।
যথাসুখং সপ্তকঞ্চ শান্তৌ স্যাদ্বেদসম্মিতম্ ॥৩॥

তত্ত্বোপদেশে বিংশচ্চ দশ জ্ঞানোপদেশকে।
তত্ত্বস্বরূপে বিংশচ্চ শমে চ সপ্তকং ভবেৎ ॥৪॥
অষ্টকং চাত্মবিশ্রান্তৌ জীবন্মুক্তৌ চতুর্দশ।
ষট্‌সংখ্যাক্রমবিজ্ঞানে প্রত্যেকাদ্যাং ততঃ পরম্ ॥৫॥
বিংশত্যেকমিতৈঃ খণ্ডৈঃ শ্লোকৈরাত্মাদি-মধ্যতৈঃ।
অবধূতানুভূতেশ্চ শ্লোকাঃ সংখ্যাক্রমা অমী ॥৬॥

এই গ্রন্থের গুরূপদেশ-নামক প্রথম প্রকরণে শ্লোকসংখ্যা	১৬	(?১৯)
" সত্যাত্মানুভবোল্লাস-নামক দ্বিতীয় " "	২৫	
আক্ষেপোপদেশ-নামক তৃতীয়	১৪	
" অনুভবোল্লাস-নামক চতুর্থ	৬	
লয়-নামক পঞ্চম	৪	
" উপদেশ-নামক ষষ্ঠ	৪	
" অনুভব-নামক সপ্তম	৫	
" বন্ধমোক্ষ-নামক অষ্টম	৪	
" নির্বেদ-নামক নবম	৮	
" উপশম-নামক দশম	৮	
" জ্ঞান-নামক একাদশ	৮	
" এবমেব-নামক দ্বাদশ	৮	
" যথাসুখ-নামক ত্রয়োদশ	৭	
শান্তি-নামক চতুর্দশ	৪	
তত্ত্বোপদেশ-নামক পঞ্চদশ	২০	
জ্ঞানোপদেশ-নামক ষোড়শ	১০	(?১১)
" তত্ত্বস্বরূপ-নামক সপ্তদশ	২০	
শম-নামক অষ্টাদশ	১০৬	
" আত্মবিশ্রান্তি নামক উনবিংশ	৮	
" জীবন্মুক্তি-নামক বিংশ "	১৪	
" সংখ্যাক্রমবিজ্ঞান-নামক একবিংশ "	৬	
তাহার পর গ্রন্থসমাপ্তি। সর্বসমেত একবিংশতিখণ্ডে "	৩০২(?)	

অবধূতানুভূতির শ্লোক ও সংখ্যাক্রম এইরূপ। ১—৬।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার সংখ্যাক্রম-বিজ্ঞান-নামক একবিংশ প্রকরণ।

গানের স্বরলিপি ।

শরতের গান ।

ভৈরবী—একতালা ।

আকাশের এই নীল আবরণ
ভালো বাসি !
গন্ধ-বিভল রঙ্গিন পবন
ভালো বাসি ।
এই যে শ্যামল তরু-বীথি,
মর্ম্মরিয়া উঠ্‌চে নিতি ,
কুঞ্জবনের আবছায়া এই
ভালো বাসি ।
এই কোকিল-কূজন অলি-গুঞ্জন
ভালো বাসি !
এই জলে ছায়া-ছবি সৃজন
ভালো বাসি !
ভালোবাসি ফুলের রাশি,
তারার আলো, চাঁদের হাসি ;
এই দুঃখ-সুখের মধুর বাঁশী
ভালো বাসি ॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল, বি-এল্ ।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ।

আস্থায়ী ।

২ ৩ ০ ১
II {মা মা -া । মা -া মা । মপদা -পা দা । পমা জ্ঞা -ঋসা ।
আ কা • শে র এই নী• • ল আ -ব• র •ণ

২ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা । ঋমা ঋজ্ঞা ঋা । সা -া -া । -া -া -া } I
ভা • • লো • বা সি • • • • •

২ ৩ ০ ১
I সা -া দা । পা পা -া । পণা দা ঋপা । ঋজ্ঞা জ্ঞা -া ।
গ ন্ ধ বি ভ ল ম• ধি ন প -ব ন

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা পা -মা। দা -া -া। -পমজ্ঞা -ঋা -সা I
তা • •• লো • বা • সি • • •••• • •

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা। ঋমা -মজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া -া II
তা • • লো • বা সি • • • • •

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
II {পদা -া দা। দা দা -পা। পা পা -র্সা। র্সা -া র্সা I
এই • যে তা ম ন ত ক • বী • ষি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া র্ঋা। র্ঋা র্সা -পা। -র্সা -র্ঋা র্ঋা। র্সা পা -দা} I
ম ব্ ম রি যা • উ ঠ্ চে নি ভি •

২´ ৩ ০ ১
I দা -া দা। দা দা -া। পপা -া দা। পা -মা জ্ঞা I
কু ক্ ল ব নে র আ • ব্ ছা যা • এই

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা -া পমা। দা -া -া। -পমজ্ঞা -ঋা -সা I
তা • •• লো • বা • সি • • •••• • •

২´ ৩ ০
I সা -া -ঋা। মা -মজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া II
তা • • লো • বা সি • • • •

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১ ০
সা II ঋা -া সপা। দা দা -পা। সা -া জ্ঞা। জ্ঞরা -মজ্ঞা -ঋসা I
এই কো • কিল কু ল ন অ • লি ত ক্ ল • ন

২´ ৩ ০ ১
I সা -া -ঋা। ঋমা -মজ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া সা I
তা • • লো • বা সি • • • • "এই"

২´　　৩　　০　　১
সা I সা সদা -া। পা পা -া। পা দা -পা। মা জ্ঞা -া I
এই অ লে০ ০ ছা য়া ০ ছ বি ০ স্থ জ ন

২´　　৩　　০　　১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা -া পমা। পদা -া -া। -পমজ্ঞা -ঋা -সা I
তা ০ ০০ লো০ ০ বা০ সি০ ০ ০ ০০০ ০ ০

২´　　৩　　০　　১
I সা -া -ঋা। ঋমা জ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া সা II
তা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ "এই"

আভোগ।

২´　　৩　　০　　১
II (পা -মা মা। দা দা -পা। পা পা -র্সা। র্সা র্সা -া I
তা ০ লো বা সি ০ ফু লে র য়া শি ০

২´　　৩　　০　　১
I র্সা র্ঋা -া। ঋা র্সা -পা। র্সা র্ঋা -ঋা। র্সা পা -দা) I
তা মা র আ লো ০ চা দে র হা সি ০

২´　　৩　　০　　১
I দা দা দা। দা দা -া। পপা দা -া। পা -মা জ্ঞা I
এই দুঃ খ ম খে র ম০ ধু র বা ০ ণী

২´　　৩　　০　　১
I জ্ঞা -া -পমা। পমা পা -মা। দা -া -া। -পমজ্ঞা -ঋা -সা I
তা ০ ০০ লো০ বা ০ সি ০ ০ ০০০ ০ ০

২´　　৩　　০　　১
I সা -া -ঋা। ঋমা -জ্ঞা ঋা। সা -া -া। -া -া -া II II
তা ০ ০ লো ০ বা সি ০ ০ ০ ০ ০

সোনার-কমল।

(১)

মাঘ মাস; বেলা অপরাহ্ণ। পল্লীগ্রামে শীতের প্রকোপ এখন অত্যন্ত অধিক। তাহার উপর সকাল হইতেই মেঘ করিয়া, বাতাস বহিয়া, দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের অঙ্গে যেন তুষার ঢালিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ মেঘগুলা পশ্চিমদিকে জড় হইয়া তুমুল ঝড় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। পলাশপুর-গ্রামের এণ্ট্রান্স্ স্কুলে একটী সভার অধিবেশন ছিল। তথাকার জমীদার শ্রীমান্ শ্রীপতিমোহন সেই স্কুলের সম্পাদক। সেই অধিবেশনে যোগ দিবার নিমিত্ত সে-দিন তাঁহাকেও পলাশপুর-গ্রামে আসিতে হইয়াছিল। ফিরিবার সময় অকস্মাৎ পথে এই দুর্যোগ। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অপরিসর পথ, ঘোড়ার গাড়ী চলে না। শ্রীপতি সাইকেলে আসিয়াছিলেন এবং তাহাতেই ফিরিতেছিলেন্। তাঁহার পূর্ণ যৌবন, সুস্থ সবল দেহ; দেহে অপরিসীম শক্তি; হৃদয়ে পূর্ণ উদ্যম, মনে প্রবল উৎসাহ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেল, ঝাপ্টার পর ঝাপ্টা আসিয়া প্রতিপদে তাঁহার গমনে বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু তিনি সে-সমস্তই অবহেলা করিয়া সাইকেল দ্রুত চালাইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু আর যাওয়া চলে না। মাথার উপর করকা-বর্ষণ আরম্ভ হইলেও সাইকেলের চাকা খারাপ হইয়া গেল। শ্রীপতি এবার বিপদে পড়িলেন। এখান হইতে এখনও তাঁহার বাটী দুই ক্রোশ পথ। এই প্রবল ঝড় দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া দুইক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাওয়া সহজে সাধ্য নয় ভাবিয়া, তিনি নিকটে একখানি কুটির দেখিয়া সেই কুটীর-দ্বারে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। ভিতরে একটী ছিল; কুকুর সে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে কে বলিল, "ভুলি! চুপ্ কর্! চুপ্ কর্!" ভুলি কিন্তু তাহাতে চুপ না করিয়া আরও বিগুণভাবে চিৎকার করিতে লাগিল। শ্রীপতি দ্বার ঠেলিয়া বলিল, "ভিতরে কে আছেন? অনুগ্রহ ক'রে একবার দরজাটা খুলে দিন না? বাহিরে বড় বৃষ্টি!"

ভিতর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর হইল— "কে?"

শ্রীপতি বলিলেন, "আমি পথিক। বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাচ্ছি। অনুগ্রহ ক'রে দরজাটা যদি খুলে দেন, তাহলে একটু ভিতরে দাঁড়াই।"

দ্বার মুক্ত হইল। জনৈক বিধবা রমণী দ্বার খুলিয়া দিলেন। শ্রীপতি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া বিধবা স্ত্রীলোকটী মাথার কাপড়টী টানিয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। কুকুরটা শ্রীপতিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কুকুরটাই তাঁহাদের রক্ষক। কুকুরকে অতিথির উপর আক্রমণোদ্যত দেখিয়া একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তাহাকে ডাকিয়া সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। কুকুরটা তখন শান্ত হইয়া শ্রীপতির পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরে বালিকাটী

গৃহের মধ্যে গিয়া বিধবা মাতার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া চুপি চুপি তাঁহার কানে কানে বলিল, "মা, উনি আমাদের জমিদার।"

মাতা জমীদারের নাম শুনিয়া শঙ্কিতভাবে বলিলেন, "কে বল্লে?"

বালিকা বলিল, "আমি ওঁকে চিনি। গত বৎসর যখন আমাদের স্কুলে প্রাইজ হয়, উনি আমাকে প্রাইজ দিয়েছিলেন্। উনি খুব ভাল লোক।"

শ্রীপতির জমিদারির এলাকার মধ্যে প্রত্যেক গ্রামেই বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি ছিল। এ-সমস্ত শ্রীপতির ইচ্ছা ও যত্নেরই ফল। দেশের উন্নতি-কল্পে যুবক তাঁহার জমিদারীর আয়ের অধিকাংশই ব্যয় করিতেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে কৃষি-বাণিজ্যাদিরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। দেশমধ্যে তাঁহার সুনাম সর্ব্বত্রই শ্রুত হইত।

সিক্তবস্ত্রে দারুণ শীতে শ্রীপতি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। মাথার চুলের ভিতর হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। বিধবা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ভিতরে আসুন্।" বিধবা আগে আগে চলিলেন, পশ্চাতে শ্রীপতি কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাস্তবিক শ্রীপতির সুন্দর-সৌম্য-মূর্ত্তি-দর্শনে ভয়ের কোন কারণই ছিল না। তাঁহার মুখে যেন একটা অপূর্ব্ব শ্রী এবং সরলতা প্রতিভাত ছিল। বিধবা শ্রীপতির হাতে একখানি ধৌত বস্ত্র দিয়া বলিলেন, "কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন্, শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন্।"

শ্রীপতি কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া বিধবার নিকট হইতে কাপড়খানি লইয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফেলিলেন, এবং নিজের চাদরটা নিংড়াইয়া মাথাটা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। বিধবা একটী মাদুর পাতিয়া শ্রীপতিকে বসিতে দিলেন। শ্রীপতি দেখিলেন, ঘরে আসবাব-পত্র অতি-সামান্য! দরিদ্রের ঘরে যেরূপ হইয়া থাকে। ঘরের একপার্শ্বে একখানি চৌকি, তাহাতে অতিসামান্য শয্যা; এক কোণে খানকতক কাঁসা-পিতলের তৈজস ও একটি টিনের বাক্স; দেয়ালের গায়ে একটা ছোট আল্না, তাহাতে মাতা ও কন্যার কয়েকখানি ধৌতবস্ত্র। আর একধারে দেয়ালের গায়ে একখানা তক্তা আঁটা; তাহার উপর কতকগুলি বই। সমস্ত জিনিষগুলিই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আচার-ব্যবহার দেখিয়া শ্রীপতির মনে হইল না যে, তাঁহারা কোন হীন-বংশোদ্ভবা, মনে হইল, যেন অতীত কালে তাঁহারা কোন সম্ভ্রান্ত গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন; দৈবদুর্ব্বিপাকে এই অবস্থা। শ্রীপতি বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া কৌচার খুটটা গায়ে দিয়া মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। কিছু দূরে মাটির উপর বিধবা রমণীটি বসিলেন। বালিকা নীরবে শ্রীপতির পরিত্যক্ত সিক্ত বস্ত্রগুলি লইয়া বেশ করিয়া নিংড়াইয়া দাওয়ায় টাঙ্গাইয়া দিল। বিধবার সহিত শ্রীপতিমোহনের বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। বৃষ্টি সমভাবেই পড়িতেছিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে কুটীরখানি ছাইয়া ফেলিল। বালিকা দীপ জ্বালিল। শ্রীপতি বলিলেন, "আপনার মেয়েটি ত বেশ শান্ত দেখ্‌ছি। আর এই বয়সে কাজকর্ম্মও ত বেশ শিখেছে।"

রমণী বলিলেন, "হাঁ, সংসারের সমস্ত

কাজই ঐ করে; আমাকে কিছুই কর্‌তে দেয় না; রাঁধ্‌তেও সব শিখেছে।"

শ্রীপতি। কি আশ্চর্য্য! এইটুকু মেয়ে রাঁধ্‌তে পর্য্যন্ত জানে?

বিধবা। হাঁ্যা পারে। আর না পার্‌লে চল্‌বে কেন গরিবের ঘরে?

শ্রীপতি। আচ্ছা, আপনার এই মেয়েটিকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে আমার মনে হচ্ছে।

বিধবা ধীরে ধীরে বলিলেন, "ও আপনার পলাশপুরের বালিকা-বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী।"

শ্রীপতি তখন পূর্ব্বস্মৃতিবলে বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহো! ঠিক্ ঠিক্, তুমিই না গত বৎসর ফার্ষ্ট হয়ে ছিলে? তোমারই নাম বুঝি—কমলরাণী?"

বালিকা সলজ্জ মৃদু হাস্যের সহিত কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জানাইল—'হাঁ্যা', তাহার পর লজ্জাবনত-বদনে মাতার পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিল। শ্রীপতি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কি সুন্দর সে মুখখানি! এমন স্নেহভারে অবনত, সরলতা-মণ্ডিত মুখ তিনি যেন জীবনে আর কখনও দেখেন নাই।

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রীপতি একবার বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "তাই ত! আজকের রাত্রের মধ্যে যে বৃষ্টি থামে, তা তো মনে হয় না!" বিধবাও তাঁহার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, 'সেই রকম গতিক ত' দেখ্‌তে পাচ্ছি!" শ্রীপতি আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাদুরে উপবেশন করিলেন। একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে ভীষণ দুর্য্যোগ; বাহিরে সূচিভেদ্য অন্ধকার। শ্রীপতি তাঁহার হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রায় নয়টা বাজে। তিনি চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "তাই ত! রাত ন'টা বাজে, বৃষ্টি ত এখন পর্য্যন্ত কম্‌ল না। আমি মনে করেছিলুম্ আধ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি থেমে যাবে, কিন্তু বৃষ্টি থাম্‌বার ত কোন লক্ষণই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমি আপনাদের বড়ই কষ্ট দিলুম্। এইবার উঠি তা হলে।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিধবা রমণী ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি! এই বৃষ্টি-অন্ধকারে দু' ক্রোশ পথ হেঁটে কেমন করে বাড়ী যাবেন্! সে কি হয়?" শ্রীপতি বলিলেন, "আমি রাত্রে থাক্‌লে আপনাদের বড়ই কষ্ট হবে!" বিধবা বলিলেন, "আমাদের কষ্ট কিছু হবে না, বাবা! তবে এ কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তে আপনারই কষ্টের সীমা থাক্‌বে না।"

শ্রীপতি বলিলেন, "আমার কষ্ট! ওঃ, আপনার এই আশ্রয়টুকু পেয়ে বেঁচে গিয়েছি। নইলে আজ আমাকে যে কি বিপদে পড়্‌তে হ'ত তা বল্‌তে পারি না।" উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা সে রাত্রির মত সেই কুটীরে বাসই তাঁহার স্থিরীকৃত হইল। তখন বিধবা অতিবিনয়-সহকারে বলিলেন, "এতক্ষণ আপনাকে কিছু বল্‌তে পারি নি, কিন্তু রাত্রে যখন থাক্‌বেন্ তখন সমস্ত রাত্ উপবাসী থাক্‌বেন্ কেমন করে? তবে আমাদের গরীবের ঘরে আপনার খাবার উপযুক্ত কোন জিনিষই নেই। আপনি আমাদের রাজা, তাতে অতিথি। আপনি

উপবাসী থাকলে আমাদের ভয়ানক পাপ হবে। যদি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি করেন, তা'হলে যাই হোক্ খুদ-কুঁড়া যা আছে,—"

বাধা দিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "বেশ ত মা! তার জন্যে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? কি আছে নিয়ে আসুন, খাচ্ছি। কিদেও ত পেয়েছে। কিন্তু আপ্‌নি আমাকে এমন "আপ্‌নি" "আপ্‌নি" বল্‌ছেন্ কেন? তা ভাবেন না। আমি যখন আপ্‌নার ছেলের মতন, তখন আমাকে 'তুমি' বল্লেই ভাল শুনায়। তাই বল্‌বেন্।"

শ্রীপতির সৌম্য মূর্ত্তি, আমায়িক ভাব, এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া রমণীর অন্তরের সমস্ত সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়া, তাঁহার প্রতি কেমন একটা বাৎসল্য ভাব জন্মিতে লাগিল। কমলের দিকে চাহিয়া, তিনি বলিলেন, "কমল, দেখ ত মা, কি আছে? দু'টী রান্না চড়িয়ে দাও।" কমল মাতার আদেশমাত্র উঠিয়া গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে উনুন ধরাইয়া খেচরান্নের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। বাহিরে দাওয়ার এক পার্শ্বে খানিকটা স্থান ধরমা দিয়া ঘেরা ছিল; সেইখানেই তাঁহাদের রন্ধন-কার্য্য চলিত। কমল অতিসত্বর রন্ধন শেষ করিয়া, ঘরের ভিতর শ্রীপতির আহারের স্থান করিয়া দিল।

আহার করিতে বসিয়া শ্রীপতি রন্ধন-কর্ত্রী কমলের রন্ধনের যথার্থই বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আপনার মেয়েটি ত ঠিক্ অন্নপূর্ণা! কি সুন্দর রেঁধেছে।" তাহার পর কমলের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এবার রান্নার জন্যে তোমাকে একটা ভাল প্রাইজ দিতে হবে" ইত্যাদি।

বৃষ্টির বেগ ক্রমে ঈষৎ প্রশমিত হইল; কিন্তু অন্ধকার গভীর রজনীতে গ্রাম্য-পথে একাকী পদব্রজে বাটী যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায়, শ্রীপতি বিধবার একান্ত অনুরোধে আহারাদি করিয়া চৌকির উপর সেই সামান্য শয্যাতেই শুই হইয়া শয়ন করিলেন। একখানি ভিন্ন আর ঘর ছিল না,; সুতরাং বিধবা কমলকে লইয়া সেই কুটীরের অন্যপ্রান্তে শয়ন করিলেন। শ্রীপতির নিদ্রা হইল না। শয়ন করিয়াও কত কি গল্প করিতে লাগিলেন। হঠাৎ শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আপনাদের কি এই আদি-নিবাস?"

বিধবা কণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, আমাদের আদিনিবাস ছিল দেবীপুরে। দৈবদুর্ঘটনা-বশতঃ আমাদের সব গিয়েছে, তাই এখানে বাস কর্‌ছি।" শ্রীপতি বলিলেন, "ওঃ দেবীপুরে! দেবীপুরে আমার মামার বাড়ী। রামনিধি চৌধুরীকে জান্‌তেন্ কি? তিনি আমার মাতামহ।"

বিধবা যেন কেমন শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি শ্রীপতির কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্য কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় না দিলেও কথায় কথায় শ্রীপতি তাঁহাদের অনেক কথাই জানিয়া লইলেন। কথায় কথায় বিধবা এ ইচ্ছাটুকুও প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, কমলকে একটী সৎপাত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি কাশীবাসিনী হইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু

পরিবের মেয়ে কেহ সহজে বিবাহ করিতে চাহে না বলিয়া মনের মত পাত্র এখনও জুটে নাই। তাই কমল এখনও অবিবাহিত! এবং যত্ন করিয়া কমলের জন্ত সু-পাত্র অনুসন্ধান করিবে এমন আত্মীয়ও তাঁহার কেহ নাই।

শ্রীপতি শুনিয়া বলিলেন, "এমন রূপে গুণে লক্ষ্মীস্বরূপা মেয়ের সৎপাত্রের অভাব!"

বিধবা বলিলেন, "টাকা না পেলে ত কেউ বিয়ে কর্‌তে চায় না, বাবা!"

শ্রীপতি বলিলেন, 'আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা বিনা টাকায় এমন পত্নী লাভ কর্‌তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন্। আচ্ছা, আমি আপনার কমলের জন্ত পাত্র অনুসন্ধান ক'রে দোব। আপনার কোন ভাবনা নাই।'

(২)

উপরিউক্ত ঘটনার পর আরও আট মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীপতি আর আসেন্ নাই। তিনি যে কমলের জন্ত পাত্র অনুসন্ধানে করিয়া দিবেন বলিয়া বিধবার নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, বিধবা সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়া পথ চাহিয়া থাকিতেন। প্রত্যেক অপরিচিত শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিতেন, 'ঐ বুঝি শ্রীপতি আসিয়াছেন! ঐ বুঝি তিনি ডাকিতেছেন।' কতদিন তিনি ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কই শ্রীপতি! শ্রীপতির কত কাজ। ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী যুবকের আর কি এ দরিদ্র বিধবার কথা মনে আছে! কিন্তু বিধবা এখনও আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এমনই করিয়া আশা-নিরাশার ভিতর দিয়া, একমাস দুইমাস করিয়া আট মাস অতীত হইয়া গেল। শীতের পরে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ চলিয়া গিয়া, হিমবিন্দু ও উত্তরে বাতাস সঙ্গে করিয়া হেমন্ত দেখা দিল। কমল দশম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবনের চিহ্ন তাহার সকল দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার দেহের লাবণ্য যেন আরও সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। কন্যার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিধবা আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিতেছেন্। তিনি সহায়-সম্পত্তি-হীনা। একমাত্র ভগবান্ ভিন্ন এ জগতে তাঁহার বন্ধু কেহ ছিল না। তিনি আকুল প্রাণে তাঁহাকেই কেবল ডাকিতেন্। প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে সে ডাকা কখনও নিষ্ফল হয় না। এ জগতে অসহায়ের একমাত্র সহায় ভগবান্।

একদিন অপরাহ্ণে বিধবা দাবায় বসিয়া কমলের কেশ-বিন্যাস করিয়া দিতেছিলেন। বেণী বিনান শেষ হইয়াছে, খোঁপা বন্ধ করিলেই হয়, এমন সময় দ্বারে কে করাঘাত করিল। বিধবা বলিলেন, "কমল, দেখ ত মা, কে কপাট ঠেল্‌ছে।"

কমল উঠিয়া কপাটের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, "ও মা, সেই তিনি।"

মা বলিলেন "কে রে?"

"সেই যে তিনি! জমিদার বাবু।" কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কমলের আকর্ণ রাঙা হইয়া উঠিল। বিধবা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "কে? দে দে—শীগ্‌গির দোর খুলে দে।"

কমল কপাটটী খুলিয়া দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পৃষ্ঠে বেণীটী দুলিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের তির্য্যক্ ছটা

তাহার মুখের উপর পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিল। শ্রীপতি প্রবেশ করিয়াই একবার সস্মিতনেত্রে কমলের মুখের দিকে চাহিলেন, অমনি চারি চক্ষুর সম্মিলন হইল। লজ্জায় কমল মস্তক নত করিল। কমলের মাতা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এস বাবা! কমল, একখানা আসন পেতে দে ত মা।"

কমল তড়িতের ন্যায় নীরবে জননীর আদেশ পালন করিল। শ্রীপতি দাওয়ার উপর উঠিয়া কমলের মাতাকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আপনি হয় তো মনে কচ্ছেন, আমি আপনাদের কথা ভুলে গেছি, কিন্তু তা নয়, মা! আমি এতদিন আস্‌তে পারি নি। আশা করি, আপনি এর জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

শ্রীপতির কথায় প্রীত হইয়া বিধবা বলিলেন "কোথায় গেছ্‌লে বাবা? শরীর বেশ ভাল আছে ত?"

শ্রীপতি বলিলেন "হ্যাঁ। শরীর ভালই আছে। সেই যে ঝড়বৃষ্টির পরদিন সকাল বেলায় আপনার এখান থেকে যাই, গিয়েই শুন্‌লুম, রামনগরে আমাদের যে জমীদারি আছে, সেখানে দুর্ভিক্ষ আর সঙ্গে সঙ্গে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সব দেখা দিয়েছে। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই সাধারণ গৃহস্থ আর দরিদ্র কৃষক। সংক্রামক রোগের হাত থেকে কেমন ক'রে আত্মরক্ষা কর্‌তে হয়, তা তারা মোটেই জানে না। আর অবস্থার অস্বচ্ছলতা-হেতু ঔষধ-পথ্যের অভাবে টপ্‌পটপ্ লোক মারা পড়্‌ছে। শুনে ত' আর চুপ করে থাক্‌তে পার্‌লুম্ না। সেই দিনেই আমি জনকতক লোক আর সহকারী দু'জন ডাক্তার নিয়ে সেখানে চলে গেলুম। গিয়ে তাদের যে রকম অবস্থা দেখলুম তা আর আপনাকে কি বল্‌ব? তা দেখ্‌লে পাষাণেরও প্রাণ ফেটে যায়! না পাচ্ছে খেতে, না পাচ্ছে একটু ওষুধ। কাজে কাজেই মারা পড়্‌ছে। তার উপর দেশে অত্যন্ত জলকষ্ট। সে গ্রামে নদী টদী নেই, পুকুর টুকুর লোকের যা আছে, তা বহুদিন সংস্কারাভাবে কা'রো জল শুকিয়ে গেছে, কোনটা বা পানায় ভরে গেছে, আবার কোন পুকুরের জল এমন বিশ্রী পচে গেছে যে, তার দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ান যায় না। সেই সব জল লোকে ব্যবহার কচ্ছে, খাচ্ছে। সেইজন্যে ব্যায়রাম না কমে আরও বরং বৃদ্ধি হচ্ছে। তাদের চিকিৎসা করে, ঔষধ পথ্য দিয়ে, তাদের আরাম করে তুল্‌তে, তাদের চাষ-আবাদের জন্যে একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে, দুই একটা পুকুর কাটিয়ে —এই সব বন্দোবস্ত কর্‌তে কর্‌তে এত দিন দেরি হয়ে গেল। জানেন্ ত, নিজে না থাক্‌লে পরে, শুধু লোক-জনের দ্বারায় কোন কাজই হয় না। সবে কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। এসেই আপনার সঙ্গে আজ দেখা কর্‌তে এলুম্।" কিছুক্ষণ এ-কথা সে-কথার পর বিধবা বলিলেন "চেয়ে দেখ বাবা, কমল কত বড় হয়ে উঠেছে। আর ত' ওকে আই-বড় রাখা যায় না।"

শ্রীপতি মুহূর্ত্তের জন্য কমলের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিধবা আবার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তুমি যে বাবা, বলেছিলে কমলের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান কর্‌বে, তার কিছু হয়েছে কি?"

শ্রীপতি কি উত্তর দিবেন প্রথমে তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না। কণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "দেখুন্ মা, কমলের যোগ্য সুপাত্র আমি ত' কোথাও দেখ্‌তে পেলাম্ না।" এই কথা শুনিয়া বিধবার এত দিনের সঞ্চিত আশা মুহূর্ত্ত-মধ্যে নিরাশায় পরিণত হইল, তাঁহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া গেল। শ্রীপতি আবার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আপনার কমলকে আমায় দান করুন্।"

কথাটা শুনিয়া বিধবা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, তাঁহার শুনিবার ভ্রমই হইয়াছে। তাই বলিলেন, "কি বল্‌ছ বাবা?"

শ্রীপতি সলজ্জে নতমস্তকে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে কমলের নিতান্ত অযোগ্য মনে না করেন, তা হ'লে আপনার কমলকে আমায় দান করুন্।"

বিধবা বুঝিলেন, এবার আর তাঁহার ভ্রান্তি নহে। কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বাছা, তোমার মতন জামাতা লাভ করা পরম সৌভাগ্য, তা'তে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর আমার সে অবস্থা নেই যে, তোমাকে আমাই কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখ্‌বো! কমল এখন দরিদ্র বিধবার মেয়ে, কোনও সচ্চরিত্র দরিদ্র যুবকের হাতে তাকে দিতে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই।"

শ্রীপতি বলিলেন, "মা, আপনি বৃথা চিন্তা কর্‌ছেন। ভগবানের কৃপায় আমার টাকার অভাব নেই, আর অর্থ বা সম্পত্তি-লালসায় বিয়ে করার আমি পক্ষপাতী নই। আর তা আমি কর্‌বোও না। সুতরাং আপনি যে চিন্তা কর্‌ছেন, সে চিন্তার কোনও প্রয়োজন নেই।"

বিধবা বলিলেন, "কিন্তু তোমার অভিভাবকেরা এতে সম্মত হবেন্ কেন, বাবা। গরীবের—"

বাধা দিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "একমাত্র মা ভিন্ন এ জগতে অপর অভিভাবক আমার আর কেউ নেই।"

বিধবা। তবে তোমার মায়ের অনুমতি নেওয়া আগে দরকার। নইলে শেষে তিনি গরিবের মেয়ে দেখে অসন্তুষ্ট হবেন; তুমিও মনে দুঃখ পাবে।

মৃদু হাসিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "আপনার এ চিন্তাও অমূলক। আমার মা সে রকম প্রকৃতির নন্। আমার কাজে কখনও তিনি কোন বাধা দেন্ নাই। সন্তানের প্রতি তাঁর এত বিশ্বাস যে, কখনও তাঁহাকে পুত্রের কাজে দুঃখ করিতে হয় না। তাঁর পূর্ণ সম্মতি নিয়েই এসেছি।" কণেক উভয়েই নীরব। তার পর শ্রীপতি আবার বলিলেন "আমি একদিন আপনার কমলকে দেখেই চিনেছি, আপনার কমল সামান্য রমণী নয়।—সে রত্ন। এ রত্ন যে কণ্ঠে পর্‌বে সে পরমভাগ্যবান্। তবে যদি আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে আপনার আপত্তি ও প্রতিবন্ধক থাকে, আমি অবশ্য জোর কর্‌তে পারি না।"

এবার অশ্রু-বিজড়িতস্বরে বিধবা বলিলেন, "আমার আপত্তি? আমি এখনও বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছি না, তুমি এ-কথা সত্যই আমাকে বল্‌ছ, কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

এবার শ্রীপতি হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই ত মা! এই আমি আদৎ মানুষটা আপনার সাম্‌নে বসে রয়েছি। তা হ'লে একবার আপনাদের পুরোহিতকে ডাকুন, দিনটা স্থির হয়ে যাক্।"

বিধবা আর কিছু বলিলেন্ না; ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। নিকটেই দামোদর শর্ম্মার বাটী। পলাশ-পুর গ্রামের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত এবং ভদ্রসমাজেও বিশেষ সম্মানিত। লোকটি অতিনিষ্ঠাবান্। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু শরীরে এখনও এতদূর সামর্থ্য যে অনায়াসে তিন চারি ক্রোশ পথ পদব্রজে গমনাগমন করিতে ক্লান্তিবোধ করেন না। বিধবাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন্ এবং যথেষ্ট সম্মানও করিতেন্। বিধবা তাঁহার নিকটে যাইবামাত্র তিনি বিধবার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং পাঁজি পুঁথি খুলিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কালকের দিন বাদ্ই ত আর বিয়ের দিন নেই! সাম্‌নে পৌষ মাস পড়্‌বে, তার পর অকাল!"

শ্রীপতি বলিলেন, "বেশ, তা হ'লে কালকেই বিবাহের বন্দোবস্ত করুন্।"

বিধবা একবার শ্রীপতির এবং একবার দামোদর শর্ম্মার মুখের দিকে চাহিলেন। মাথা নাড়িয়া দামোদর শর্ম্মা বলিলেন, "তা কি করে হয়ে উঠ্‌বে! পার্‌বে কি মা, কালকের মধ্যে সব উদ্‌যুগ কর্‌তে?" এই বলিয়া তিনি বিধবার দিকে চাহিলেন। শ্রীপতি বলিলেন, "উদ্যোগ আর কি? অনর্থক টাকা খরচ করবার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল বিবাহে কি কি লাগ্‌বে সেইগুলো আপনি ঠিক্ করে রাখ্‌বেন্। আর এ-মাসে দিন যখন নেই, তখন কালই এ বিবাহ সম্পন্ন করা আবশ্যক। বিলম্বে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে।"

বিধবারও সেই অভিপ্রায়। "বিশেষতঃ বিবাহে শ্রীপতির আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তিনিও মনে মনে প্রীত হইলেন। কমলকে এই দেবদুর্লভ স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি-লাভের বাসনা মনে মনে তাঁহারও প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনিও শ্রীপতির কথার সমর্থন করিলেন। অগত্যা দামোদর শর্ম্মাও আগামী কল্য উভয়ের বিবাহ দিতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীপতিও বিধবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভুলো কুকুরটা তাঁহার পায়ের কাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল। শ্রীপতি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, আদর করিয়া আর একবার সপ্রেম দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে সাইকেল আরোহণে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

পরদিন গোধূলি-লগ্নে বিনা আড়ম্বরে ধনাঢ্য যুবক জমিদার শ্রীপতিমোহনের সহিত দরিদ্রা বালিকা কমলরাণীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

শিব-প্রয়াণ।

শিবনাথ শিবপুরে করিল প্রয়াণ।
দেববালা পুষ্পবীথি করিয়া চয়ন
গাঁথিল মোহন মালা করিতে অর্পণ!
শিবধামে ভক্তপূজা হলো আয়োজন।

চন্দনের সুসৌরভে চর্চ্চিত বদন,
শ্বেত-শতদলব্রজ শোভে গলদেশে।
কুসুম পল্লবে ঢাকা সুন্দর বিমানে
শিবনাথ শিবলোকে করিল গমন।

'দশদিক্ জাগাইয়া ব্রহ্মনাম-গানে',
কাঁদিছে ভকতবৃন্দ শোকার্ত্ত পরাণে—
'ছেড়ে গেল বিশ্বম্ভরা পুত্রকন্যাগণে!'—
প্রকৃতি মলিনমুখী হেরে সে বয়ানে!

বঙ্গনারী কাঁদে আজি করুণ হৃদয়ে
বিসর্জিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী উন্নতি-সাধকে!
অবলা বালার তরে দীপ জ্বালাইয়ে
কে যাবে লইয়ে আর আলো দেখাইয়ে।

নারীর সম্মান তরে কা'র ব্যাকুলতা
দেশে দেশে জাগাইবে উৎসাহ উদ্যম?—
ভারতে আবার সেই আর্য্য-সুসভ্যতা,
নরনারী-ভেদাভেদে দিবে স্বাধীনতা?—

"শিবনাথ" মহাযোগী ত্যজিয়া সংসার
আনন্দে অমরধামে করিতে বিশ্রাম
ধরণীর কাছে হায় ল'য়ে অবসর
অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে লভিছে আরাম।

ধার্ম্মিক নির্ভীক-চিত্ত দৃঢ় কর্ম্মবীর,
বিশ্বাসে অটল সদা বিনম্র সুধীর,
সাহিত্য আকাশে রবি আলোক-মণ্ডিত,
কবিতা-কাননে পিক বসন্ত-শোভিত!

বঙ্গের উজ্জ্বল দীপ নিভে গেল হায়!
এই ক্ষতি কে পূরাবে নব মহিমায়।
মহতের মহাকীর্ত্তি ঘোষিয়া ধরায়,
শিবনাথ স্মৃতিপূজা কর গো ত্বরায়।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আমাদের শাস্ত্রিমহাশয়।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনে)

আমি বাল্যকালে "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" পড়িতাম। "পড়িতাম" অর্থে 'ফুলে' নহে। চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না দেখিলে মন যেমন স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হয়, নবস্ফুট ফুলের বিমল ছটা দেখিলে মন যেমন স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হয়, নদীর তরঙ্গায়িত সুনীল জলরাশি দেখিলে মন যেমন স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হয়, নির্ব্বাসিতের বিলাপ পড়িতে পড়িতে আমার মন তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িত। তাই আমি একটু অবসর পাইলেই উহা পড়িতে বসিতাম। তাই ঐ গ্রন্থ যখন পড়িতে বসিতাম, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাউক্ গুরুজনদিগের আবেশপূর্ণ আহ্বান পর্য্যন্ত

আমার কানে যাইত না! তখন গ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তাই অমন মধুর অমন হৃদয়গ্রাহী কাব্যের কবিকে জানিবার জন্ত আমার মন বড়ই আকুল হইত। যদিও সে আকাঙ্ক্ষা তখন পূর্ণ হয় নাই, তথাপি পুনঃপুনঃ ঐ গ্রন্থ পড়িয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম না। তাহারপরে কত সাময়িক পত্রে "শ্রী শিঃ—" স্বাক্ষরিত কত সুমধুর কবিতা পড়িতাম, লেখকের সম্পূর্ণ নাম জানিতাম না। ক্রমে ক্রমে "মেজবৌ, পুষ্পমালা" প্রভৃতি পড়িলাম। শেষে জানিলাম 'নির্ব্বাসিতের বিলাপে'র গ্রন্থকার, সাময়িক পত্রের কবি "শ্রী শিঃ—"মেজবৌ, পুষ্পমালা প্রভৃতির লেখক আমাদের দেশের একজন পরমধার্ম্মিক, সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ অদ্বিতীয় বাগ্মী, প্রকৃত কর্ম্মযোগী, উদারচেতা, বঙ্গ-মহিলাগণের হিতৈষী বন্ধু, সদাশয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। আমি নির্ব্বাসিতের বিলাপ পড়িয়া বাল্যকাল হইতে সুকবি ও সহৃদয় ব্যক্তি ভাবিয়া যাঁহাকে মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহার পরিচয় জানিয়া, তাঁহাকে বহুবিধ সদ্‌গুণান্বিত সাধু জানিয়া আমার প্রাণ পুলকিত হইল। আমি যেন কৃতার্থ হইলাম। আবার যখন শুনিলাম, তিনি নিজ ভক্তি ও বিশ্বাসানুমোদিত ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ-জন্ত একান্ত ভক্তিভাজন মাতাপিতা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, যখন শুনিলাম তাঁহার মাতৃজাতির প্রতি তিনি এত অনুকূল এত শ্রদ্ধাবান্ যে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত তিনি সর্ব্বতোভাবে যত্ন ও চেষ্টা করেন, যখন শুনিলাম সেই শুভচেতা বিতেন্দ্রিয় জগতের পূজ্য পতিতা কুলটাদিগকেও ঘৃণা করিয়া সৎপথে আনিবার সহায়তা করিতে পারেন, তখন এই দূরে থাকিয়াই তাঁহার চরণে মনে মনে শত সহস্র প্রণাম করিয়াছি। আর ভাবিয়াছি, তাঁহার মত যিনি নরদেবতা, তিনি হিন্দু হউন্, ব্রাহ্ম হউন্, খ্রীষ্টান হউন্, আর মুসলমান হউন্, তিনি সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেরই নমস্য। তাঁহার আবির্ভাবে মাতৃভূমি কৃতার্থা ও পবিত্রা হইয়া থাকেন্।

হায়! আমাদের সেই শাস্ত্রিমহাশয় আর এ জগতে নাই। যিনি ধর্ম্মের জন্ত, দেশের জন্ত দারিদ্রতা সাধিয়া লইয়াছিলেন, পরোপকার যিনি জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, যাঁহার বক্তৃত্বে পরম শত্রুও মুগ্ধ হইয়া রহিত, যিনি বাঙ্গালি জাতির গৌরব, মহিলা-কুলের বিশ্বস্ত সুহৃদ্, মাতৃভূমির অলঙ্কার, আমাদের সেই শাস্ত্রিমহাশয় আর নাই! তাঁহার গৃহ আঁধার করিয়া পতিব্রতা পত্নীর বুকে শোকের আগুন জ্বালিয়া, স্নেহের পুতলী সন্তান-সন্ততিদিগকে জনমের মত কাঁদাইয়া, আমাদের দেশকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া তিনি তাঁহার মায়ের কোলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে কাহারও সাধ্য হইল না! মায়ের ডাক শুনিয়া মায়ের ছেলে মায়ের কোলে চলিয়া গেলেন। তখন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য সহসা নিভিয়া যাইতেছিল, শরতের বাতাস "হায়! হায়" করিতেছিল, বিহঙ্গম-কণ্ঠ যেন আর্দ্র হইতেছিল, জনতা-কোলাহল-পূর্ণা কলিকাতা-নগরী যেন অজানা, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। শাস্ত্রিমহাশয়ের "খাটি থাক" কবিতা সেই দিন বামাবোধিনী-পত্রিকা-শীর্ষে প্রকাশিত হইয়া পাঠক-

পাঠিকার মনকে উদাস করিয়া তুলিয়াছিল! সেই ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবারে, হিন্দুমতে দুর্গা-ষষ্ঠীর পুণ্য দিনে আমাদের পুণ্যময় শাস্ত্রিমহাশয় আমাদিগকে এ-জনমের মত ছাড়িয়া গেলেন! দিনের পর দিন আসিবে, বিশ্বজগৎ যেমন ছিল তেমনি থাকিবে, পৃথিবী আবার মেরুদণ্ডে ঘুরিবে, কিন্তু হায়, আমাদের শাস্ত্রিমহাশয় আর আসিবেন্ না। তাঁহার অমৃত মাখা কথা এ জগৎ আর শুনিবে না! তিনি নাই!

তিনি নাই, তবু ও তিনি আছেন; তিনি আমাদের দেশ-জননীর অনেক অভাব মোচন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্মের মধ্যে, মাতৃভূমির বুকের মধ্যে, বাঙ্গালির প্রাণের মধ্যে দেবতার মত তিনি আছেন এবং থাকিবেন। সেই অক্লান্তকর্ম্মা নির্ভীক বীরকে মৃত্যু কখনই স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি আনন্দময়ী মায়ের বরপুত্র, তিনি সূর্য্যদেবের মত কর্ম্মাবসানে শান্তিলাভ করিতে আনন্দের হাসি হাসিতে হাসিতে মায়ের কোলে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য আমাদের ভয়েরও কিছু নাই, ভাবনারও কিছু নাই। তবে আমরা যে তাঁহাকে হারাইলাম, তাঁহার শূন্য আসন পূর্ণ করিবার মত আর যে কাহাকেও দেখিতেছি না,—তাঁহার অভাব যে কত যুগে পূর্ণ হইবে না, সেই কথা ভাবিতেছি আর বুক ফাটিয়া যাইতেছে! আমরা মানব, আমরা স্বার্থপর।

লেখিকা

শ্রীমা—

শিবনাথ।*

তিনি নাই, জানি নাই, শুনেছিনু শুধু
আলো করি' ছিলে তিন পথ,—
'নবীন' কিরণ মাখা যেন তিন গ্রহ,
'পুরাতন' আমাদের নহ যেন কেহ।
দূর হ'তে দেখিতাম্ চেয়ে তব রথ।

নিজের জগৎ ল'য়ে থাকিতাম্ পড়ি',
দেখিতাম্ গ্রহদলে তা'র;
তাদেরই কিরণ মেখে বেড়াতাম্ ছুটে,
মমিতাম্ নভশিরে বুক করপুটে;
নাহি ছিল অবসর তোমার চিন্তায়।

সুবিমল সমুজ্জ্বল তোমার মূরতি
মাঝে মাঝে পড়িয়া নয়নে
করিত পলকহীন। কি সৌম্য সুন্দর!
কিন্তু তিন পথে তুমি যেতে নিরন্তর,
ফিরায়ে লইতে হ'ত তখনি বদনে।

শুনিতাম্ জিজ্ঞাসিয়া তোমার বারতা,—
তুমি নাকি ছিলে এ জগতে,
নূতনের আকর্ষণে পুরাতনে ভুলি',
গিয়াছিলে নাকি তুমি অন্য পথে চলি,'
আপনার বলিবার রাখ নি তোমাতে।

---

* সংস্কৃত কলেজে ইহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র পরলোকগত মহাত্মা ৺ শিবনাথ শাস্ত্রি-মহোদয়ের স্মৃতিসভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বারু, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য-প্রমুখ বক্তৃগণের মুখে ৺শাস্ত্রিমহোদয়ের সুপণ্ডিত চরিত-কথা শুনিয়া লেখকের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাই কবিতাকারে গ্রথিত হইয়াছে। লেঃ

সহসা হেরিনু এক আঁধারের ছায়া
　　পড়িল এ জগত-উপরি ।
　　দেখি হেথা 'সত্য'-ভূমে সে আঁধার আসে,
　　'ত্যাগের' অনন্ত দীপ সে হাসি না হাসে,
　　বিমল 'ভক্তি'র পথ সেই ছায়া ধরি' ।
দেখিনু পড়ে সে ছায়া মলিন রেখায়
　　হেথা ব্রহ্মতেজের আগারে,
　　উদারতা, বিশ্বপ্রেম, চরিত্রের ভূমে
　　আঁধার লইয়া যেন সেই ছায়া নামে !
　　বুঝিনু সে মলিনতা অন্তর-মাঝারে ।
কেন হেন বিপর্য্যয় ? চাহিয়া বিস্ময়ে
　　নেহারিনু অন্তর্গত তুমি ।
　　তাই কি আঁধার আসে মোদের জগতে ?
　　তবে কি মোদের তুমি পারোনি ত্যজিতে ?
　　এত আপনার তব ছিল এই ভূমি ?
বুঝি নাই, বুঝি নাই, ভ্রান্তিবশে হায় !
　　ওগো সাধু ! মহিমা তোমার ।
　　হেথা যাহ অনুষ্ঠান যার যাঁর পানে
　　সেই ব্রহ্মে বেঁধেছিলে আপন পরাণে,
　　অনুষ্ঠান ভাবি' শুধু বিঘ্ন সাধনার ।
হেথাকার ব্রাহ্মণ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানে
　　করেছিলে নিজেরে গঠন ;
　　ব্রহ্মতেজে হিয়া তব করি' আলোকিত
　　স্বাধীন রাখিয়াছিলে করমে নিয়ত,
　　ত্যাগ, সত্য জীবনের করিয়া ভূষণ ।
হেথাকার ভক্তিনীর বিমল প্রবাহে
　　বহি' যেত তোমার শিরায় ;
　　এ দেশের সংযমের কঠোর সাধনে
　　ব্রতী রেখেছিলে মুনি ! আপন জীবনে,
　　আদরে লইয়াছিলে তুলি' দীনতায় ।
এখানেরি অনাকাঙ্ক্ষা ধরিয়া যতনে
　　রেখেছিলে পুষিয়া হৃদয়ে ;
　　সরলতা, বিশ্বপ্রেম লইয়া হেথায়
　　সাজায়ে রাখিয়াছিলে অন্তর তোমার,
　　পূতভার শুভ্রজ্যোতিঃ সতত ধরিয়ে ।
বলিয়া গিয়াছ কবি ! এখানেরি বাণী
　　কি মধুর সরল গাথায়,—
　　'আড়ম্বর ব্রাহ্মপথে শুধু বাধ ল'য়ে
　　মহত্ত্ব বাহিরে নহে, বিরাজে হৃদয়ে,
　　অন্তর ভাসিত কর সত্যের আভায় ।'
বুঝি নাই ভ্রান্তিবশে,—ছিলে তুমি জানি !
　　ব্রাহ্মণের সার ল'য়ে সাথে ;
　　নূতন আলোক নহে, নহে নব ভূমি !
　　নাহি ছিলে আমা সবে পরিহরি' তুমি,
　　এখানেরি আলো ল'য়ে ছিলে এ জগতে ।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন ।

নিরুদ্দেশ ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪)

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে । অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সবাই পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন । একদিন রাধানাথ বাবু রামজীবন মুখুজ্যেকে বলিলেন, "তুমি ত কোনো কাজ করতে কিছুতেই পার না । তা তোমায় একটা পরামর্শ দিচ্ছি ।—তোমার বাড়ীর

পার্শ্বের ঐ জমিটুকু আমাকে দাও, আমি তোমাকে সমস্ত দেনার দায় হ'তে নিষ্কৃতি দিচ্ছি। আর তা হ'লে আমিও একটা পুকুর কাটাতে পারি।" রামজীবন মুখুজ্যে তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন "ভাই, তুমি ঐ জমিটুকু কি ব'লে লইতে চাও? ওতে যাহোক্ শাকটা গাছপাতাটা বুনে অনেকটা সংসার-খরচ চ'লে যায়। আর বুঝ্‌তেই পার, একটা ছেলে কি সহজে মানুষ হয়? ওই ছেলে মানুষ করা এবং সংসার, দু'দিক্ চালাতে গিয়ে জমি জায়গা প্রায় সব বেচেছি; এর উপর যদি এইটুকু বেচে ফেলি, তবে যে ভাই না খেতে পেয়ে মরব। কৃষ্ণবিহারীবাবু তবু গরীবের উপর দয়া ক'রে ছেলেটীকে চারটী খেতে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন, নচেৎ আমার মত লোক কি মানুষ কর্‌তে পার্‌ত? স্কুল-কলেজের মাইনে, কাপড় চোপড় বইএর খরচ যোগাইতেই আমি কতুর হ'য়ে গিইছি। তবু যাহা কত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া শিখ্‌ছে, তার আর কি বলি!"

রাধানাথ পরের দুঃখ-কষ্ট বড় বেশী বুঝিতেন না। রামজীবন মুখুজ্যের কাতর বচন বজ্রকেও বোধ হয়, দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু রাধানাথের বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত করিতে তাহা সমর্থ হইল না। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত সুরে বলিলেন, "তা আমাকে দেবে কেন, দাদা? অন্য লোককে বিক্রী কর্‌তে পার, আমাকে দিলে তোমার জলে পড়্‌বে!" মনে মনে বলিলেন, "আচ্ছা, থাক বেটা! তুমি কতক্ষণ না দিয়ে থাক্‌তে পার, দেখি। তোমাকে এমন কৌশলে ফেল্‌ব, দেখ্‌তে পাবে মজা! তোমার ভিটে মাটী উৎসন্ন ক'রে ছাড়্‌ব। আমি মনে মনে ফন্দী আঁট্‌ছি।" তাহার পর রামজীবন মুখুজ্যেকে ডাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "ওহে মুখুজ্যে, ভাল কথাই বল্‌ছিলাম, তা তোমার ভাল লাগ্‌ল না। তা টাকাটা কবে দিচ্ছ বল দেখি নি? আমি রাখি কি করে বল দেখি নি? এখন আমার বড় টাকার দরকার পড়েছে। ওদিকে বড় মেয়েটাও সেয়ানা হ'য়ে উঠ্‌ল, তার ত আবার বিয়ে দিতে হবে?" কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবিলেন, 'বড়মেয়েটাকে বিক্রয় করিয়া অন্ততঃ দুইশ টাকা নেবই নেব।' আবার বলিলেন, "যদি শীঘ্র না দাও, তবে বাধ্য হ'য়ে আমাকে আদালতের আশ্রয়-গ্রহণ কর্‌তে হবে। তোমার ত আর শুধ্‌বার দিন হবে না? তোমার ছেলে এন্ট্রান্স পাশ কর্‌ল, তাকে চাকরীতে একটা ঢুকিয়ে দিলেই ত পার্‌তে? তাহ'লে এতদিন আমার সাড়ে তিনশ, টাকা অনেক দিন শোধ হ'য়ে যেত? তুমি গরীব, তোমার আবার ছেলেকে এফ-এ, বি-এ, পাশ করান কেন? এতদিন একটা ব'লে টলে কিংবা সদাগরি আফিসে ঢুকিয়ে দিলে ত সে অনায়াসেই সংসারটা চালাতে পার্‌ত! আর হয়ত সে দু'চার পয়সা উপরি ও পেত; তা'তে দেনা শোধ হ'ত। ঐ দেখ না ওপাড়ার কৃষ্ণমিত্রের ছেলে রমানাথ মিত্র মাসে ২০৲ টাকা মাইনে পায়, কিন্তু তার উপরি পাওনা প্রায় ৫০৲ টাকা।"

রামজীবন শুনিয়া একটু শিহরিলেন,—রামজীবন মুখোজ্যের ছেলে চুরি করিবে? প্রকাশ্যে বলিলেন, "সে যখন হয় নাই, তখন ছেলেটার কি হয় দেখই না কেন ভাই?

তোমার টাকা সে নিশ্চয়ই শোধ্ করবে।" ইহা বলিয়া রামজীবন মুখুজ্যে আরও কিছু বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু রাধানাথ মাঝে হইতে বলিলেন, "নাও নাও, তোমার আর আশা দিতে হবে না। সে ১৫৲ টাকা বৃত্তি পায়, তাতেও যেনা শোধ হ'ল না, আবার চাকরী ক'রে, সংসার চালিয়ে আমায় যেনা শোধ করবে! সে এখন অনেক জলের মাছ, দাদা, অনেক জলের মাছ! বি-এ, পাশ ক'রে পেটের ভাত করতে পারে কিনা দেখ, তারপর যেনাশোধ। যাক্, আগামী কল্য আমি কল্‌কাতায় যাচ্ছি, চার্ পাঁচদিন সেখানে থাক্‌ব। হাঁ, হয় একটা বন্দোবস্ত কোরো। আমি এসে যা হয়, একটা কর্‌ব।

রামজীবনবাবু বলিলেন, "রমেন-সুনীলকেও একবার জিজ্ঞাসা কোরো, তারা কি বলে।" রাধানাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমরা কাল কর্‌ব আবার দুধের ছেলেদের কাছে পরামর্শ নিতে। বুড়ো হয়ে তোমার সব বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছে না কি?" এই বলিয়া রাধানাথ গম্ভীর ভাবে বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন, রামজীবনও বাটীতে যাইলেন।

৫

দীর্ঘ পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে রমেন্দ্র, শান্তি, সুনীল কোথায় কি করিল, এবং রমেন্দ্র সুনীল কলেজে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে কোথায় ছিল, তাহা একটু বলা প্রয়োজন। রমেন্দ্র, সুনীল মাইনর পাশ করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে অন্নরোগে আক্রান্ত হওয়ায়, পরীক্ষার শীর্ষস্থান অধিকার করিতে না পারায় সুনীল মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পায় নাই। পাশ করিয়া রমেন্দ্র কলিকাতায় যাইয়া হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইল, শান্তিও দাদার সঙ্গে কলিকাতায় পড়িবে বলিয়া জিদ্ ধরায় অগত্যা তাহাকেও কলিকাতায় লইয়া গিয়া মহাকালী পাঠশালায় ভর্ত্তি করা হইল। কলিকাতায় কৃষ্ণবাবুর দুইখানি বাড়ী ভাড়া খাটিতেছিল; নোটীশ দিয়া একখানির ভাড়াটীয়াদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং সেইখানে রমেন্দ্র, শান্তি এবং তাহাদের দূরসম্পর্কীয়া এক পিসীমা তাঁহার একটী পুত্রকে লইয়া তাহাদের সহিত থাকিলেন। সুনীলের পিতা সুনীলের কোনই উপায় করিতে পারিলেন না। এই সময় হইতেই কিছুকাল প্রকৃত বিচ্ছেদ হইল। রমেন্দ্র কলিকাতা যাইবার সময় সুনীলের নিকট অনেক কাঁদিল, সুনীলও কাঁদিল, কিন্তু উপায় কি? অবশেষে সুনীলকে তাঁহাদের বাসায় রাখিবার জন্য রমেন্দ্র মাতার নিকট অনুরোধ করিল। রমেন্দ্রের মাতা কৃষ্ণবাবুকে তাহা বলিলেন, কিন্তু তখন কৃষ্ণবাবু সম্মত হইলেন না। তাহার পর রমেন্দ্র ক্রমাগত মাতাকে পত্র লিখিতে লাগিল। ফলে, কৃষ্ণবাবু সম্মত হওয়ায় সুনীলও যাইয়া তাঁহাদের বাসায় রহিল, এবং একটি বিদ্যালয়ে অর্দ্ধ-বেতনে পড়িতে লাগিল। দুইজনেই একবাড়ীতে থাকে, কিন্তু দুইজনের চালচলন বিভিন্ন রকমের। একজন জমিদারপুত্র, তাহার ভয়ে দাসদাসী প্রভৃতি সদাই শঙ্কিত। আর একজন জমিদারপুত্রের বন্ধু হইলেও সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান, জমিদারপুত্রের আশ্রিত—নগণ্য। যদিও বিদ্যায় তাঁহারা সমান, বরং রমেন্দ্র অপেক্ষা সুনীল অধিকতর সুনিপুণ।

সুনীল প্রতিবৎসর প্রথম হয় এবং সুন্দর সুন্দর পুস্তকাদি পুরস্কার পাইয়া থাকে, কিন্তু হিন্দু স্কুলে উচ্চস্থান অধিকার করা সহজসাধ্য নয়; এ জন্য রমেন্দ্র সকল বৎসর ভাল পারিতোষিক পায় না।

রমেন্দ্রের পাঠাগার দ্বিতলের একটী সুন্দর প্রকোষ্ঠে। অপরাপর ঘরগুলির মধ্যে একটী ঘরে তাহাদের পিসীমা, তাঁহার পুত্রটী, এবং শান্তি শয়ন করে। অপর ঘরটীতে, কৃষ্ণবাবু যখন কলিকাতায় আসেন তখন থাকেন। কৃষ্ণবিহারী বাবু প্রায়ই সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়া থাকেন্। একেবারে বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকিলে তাঁহাদের চলে না, এইজন্য তাঁহারা সকল সময় এখানে থাকিতে পারেন না। রমেন্দ্রের পড়িবার ঘরটী অতিশয় সুন্দর, চতুর্দ্দিক্ নানারূপ বহুমূল্য ছবিদ্বারা সুশোভিত! ঘরটী সর্ব্বদাই ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সুনীল একতলার একটী ঘরে থাকে; তাহার ঘরটী সে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তিদ্বারা সাজাইয়াছে, অনেক সাধুলোকের প্রতিকৃতি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছে। সে ঘরে ঢুকিলে বাস্তবিকই যেন নিজেকে পবিত্র বলিয়া মনে হয়। শান্তি মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। সে অতিশয় বুদ্ধিমতী; অল্প সময়ের মধ্যেই কত সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত বাঙ্গলা শ্লোক লিখিয়াছে—পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানে কত উন্নত হইয়াছে! তাহার শ্রেণীর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা ছাত্রী ও সর্ব্বোত্তম পারিতোষিক, বৃত্তি প্রভৃতির অধিকারিণী। কিন্তু তাহার এই উন্নতির মূলে তাহার সুনীলদাদা। অবশ্য, ভগবৎপ্রদত্ত তাহার প্রখরবুদ্ধি একটী প্রধান সহায়। সুনীল তাহার পাঠে এরূপ সহায়তা করে, তাহার জ্ঞানার্জ্জনে এরূপ ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দেয় যে, সে জ্ঞানে উন্নত না হইয়া পারে না। কিছুদিন পূর্ব্বে রমেন্দ্র তাহার ভগিনীর পাঠে সাহায্য করিবার জন্য অধিক সময় ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাহার পাঠে সাহায্য করিবার জন্য একটী শিক্ষক নিযুক্ত করিবার কথা হয়। কিন্তু রমেন্দ্রের পিসীমা, একটী অপর ব্যক্তি তাঁহাদের বাটী বসিয়া বসিয়া স্বকার্য্যসিদ্ধি করিবে এবং উপকারের মধ্যে তাঁহাদের কেবল অন্নধ্বংস করিবে, ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। এ-জন্য অবসর বুঝিয়া তিনি রমেন্দ্রের মাতাকে সুনীলের উপর ঐ ভার অর্পণের জন্য নানা ভাবে বুঝাইয়া নানা উপদেশ দিলেন্। সুনীলকে এই কার্য্য গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবামাত্র সে কিঞ্চিন্মাত্র প্রত্যুপকার করিবার অবকাশ পাইল ভাবিয়া, তাহাতে যারপর নাই প্রীতিলাভ করিল এবং শান্তি ও তাহার পিসীমাতার পুত্রের অধ্যাপনার ভার সানন্দে গ্রহণ করিল। শান্তি সুনীলের নিকট পড়া বলিয়া লয় এবং তাহাতে সে অত্যন্ত আনন্দ পায়। কারণ, সুনীলের বুঝাইবার অসাধারণ শক্তি, ও তাহার বয়সের অপেক্ষা তাহার জ্ঞানরাশি অধিক ছিল। বালিকা স্পষ্টই রমেন্দ্র অপেক্ষা সুনীলের শ্রেষ্ঠত্ব পদে পদে অনুভব করিত। সে কত ধর্ম্ম কথা, কত সুন্দর গল্প সুনীলের কাছে শুনে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সুনীলের কথা শুনিয়া কখনও কখনও সে আনন্দে অথবা শোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। কখনও কোন রাজপুত্র অথবা রাজকন্যা বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার স্বকীয় সিংহাসনে উপ-

বেশন করিলেন, শুনিয়া সে অতিশয় আনন্দিত হয়, আবার কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইল শুনিয়া তাহার দুটী-নয়ন জলে ভরিয়া যায়। কখনও কখনও কোন রাজপুতবালার আশ্চর্য্য সতীত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার মনে এক ভীষণ তেজের উদ্দীপনা হয়, এবং তাহারও মনে হয় সেও যদি ঐরূপ অকৃত্রিম পরাকাষ্ঠা জীবনে দেখাইতে পারে তবে তাহার জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু হায়, সরলা বালিকা জানিত না, কি ভীষণ আলে সে ক্রমশঃই জড়িত হইতেছিল! জ্ঞানস্পৃহার সহিত সুনীলের সান্নিধ্যও তাহার যেন সর্বক্ষণ বাঞ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল। শান্তি অনেক সময়ই সুনীলকে অকপটে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিত, যাহা হয়ত, যাহাকে পর বলিয়া জানা থাকে, তাহার নিকট ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু সুনীলকে রমেন্দ্র এবং শান্তি কোনও দিনই পর ভাবিতে পারিত না। সুনীলের পিতা বাটী হইতে সুনীলের স্কুলের বেতন, কাপড়-চোপড়, পুস্তক প্রভৃতির জন্য যে টাকা পাঠাইতেন, তাহাতে কুলাইত না। সুনীল মুখে তাহা ব্যক্ত না করিলেও দুইজন ব্যক্তি তাহার সকল অভাবই বুঝিতে পারিত। বিশেষতঃ শান্তি তাহার অভাব এরূপ বুঝিতে পারিত যে, নিজে যে টাকা পাইত তাহার দ্বারা সুনীলের অভাব-মোচনে ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া বা সকলের অজ্ঞাতভাবে সাহায্য করিত। সুনীল এরূপ সাহায্য লইতে চাহিত না, কিন্তু তাহারা ছাড়িবার পাত্র নহে। ছলে বলে কৌশলে শান্তি সুনীলকে তাহার অজ্ঞাতসারে কৃতজ্ঞতার পাত্র করিত। রমেন্দ্রও বহু সময় স্বীয় সন্দেহ-স্থলগুলি সুনীলের নিকট লইয়া গিয়াছে এবং উভয়ের গভীর অভিনিবেশে সে সকল স্থান সুপরিস্ফুট হইলেও,রমেন্দ্র স্পষ্টই অনুভব করিত যে, সুনীলের মেধাই সে সন্দেহ-ভঞ্জনের প্রধান কারণ। এজন্য সে সুনীলকে যেরূপ প্রগাঢ় ভালবাসিত, সেইরূপ মনে মনে তাহাকে যথেষ্ট ভক্তিও করিত। সে সুনীলকে তাহাদের একটি বহুমূল্য সমগ্রীর মধ্যে গণ্য করিত এবং ভগবান্ যে তাহাদিগকে এরূপ একজন সহায় দিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিত। এজন্য সেও প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সুনীলের অভাব-মোচন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত। ক্রমে তাঁহারা এণ্ট্রান্স পাশ করিল। সুনীল ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইল, রমেন্দ্র পাইল ১০৲ টাকার।

এখন আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় রমেন্দ্র ও সুনীলের বয়স প্রায় ঊনবিংশতিবৎসর এখন তাঁহারা এফ্ এ ক্লাসে দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। শান্তির বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই।

রমেন্দ্র এবং শান্তি যে সুনীলকে এত ভালবাসিত, তাহাদের পিসীমা তাহা দেখিতে পারিতেন না। তিনি সামান্য কারণেই সুনীলকে উভয় মধ্যম তিরস্কার করিতেন। উভয় ভ্রাতা ও ভগিনীরই প্রাণ তাহাতে কাটিয়া যাইত। এইরূপ সুখদুঃখের মধ্যে মধ্যে সুনীল এত বড়টী হইয়াছে।

রমেন্দ্রের মাতার বহুকাল হইতেই অভিপ্রায় যে তিনি সুনীলের সহিত শান্তির বিবাহ দেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারেন নাই। কারণ, গরীবের পুত্রের সহিত জমিদার-কন্যার বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু

হইলেও হইতে পারে, এই ভাবিয়া তাহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখেন নাই, অধিকন্তু তাহাদের আনন্দে নিজেও অনেক সময় আনন্দ ভোগ করিতেন।

এই রকমে যখন সুখে দুঃখে দিন কাটিতেছে, এমন সময় একদিন রাধানাথ রায় কলিকাতায় আসিলেন এবং পূর্ব্বেকার ন্যায় রমেন্দ্রের বাটীতেই বাসস্থান লইলেন।

৬

রাধানাথ রায় পল্লীগ্রামের লোক। দরিদ্র-পুত্রের সহিত জমীদার-পুত্রীর এরূপ পরিচয় তিনি মোটেই পছন্দ করিলেন না। রমেন্দ্র, সুনীল ও শান্তির প্রণয় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও তিনি তাহা দেখিয়া হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তাহাদের পিসীমাও এ সমস্ত ত মোটেই দেখিতে পারিতেন না। কারণ, সুনীলকেই তিনি তাঁহার দুই চক্ষের বিষ দেখিতেন। সময় সময় এ বিষয় লইয়া কথা উত্থাপনা করিলেও রমেন্দ্র তাঁহার কথা মোটেই গ্রাহ্য করিত না। এখন রাধানাথকে পাইয়া পিসীমা সুযোগ পাইলেন এবং দুইজনে এই বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।—

রাধানাথ। দেখ, মোহিনীদিদি, তোমাদের বাড়ীর কাণ্ড দেখে আর তোমাদের বাড়ী আস্‌তেও ইচ্ছা করে না, থাকা ত দূরের কথা। ছিঃ ছিঃ! তোমাদের কি একটুও আক্কেল নেই? বলি, শান্তি জমিদারের মেয়ে; বয়স প্রায় ১৩।১৪ বৎসর হ'তে চল্‌ল, আর সুনলে গরীবের ছেলে, সে ছোঁড়ার সঙ্গে একজায়গায় বসে হাসি-তামাসা! তোমরা কি তা চোখেও দেখ্‌তে পাও না? আর রমেন্দ্র-বাবাজীও কি একেবারে লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েচেন্? লেখা-পড়া না হয় শিখেইচে, তাই বলে কি আমাদের ঘাড়ে চড়ে বেড়াবে না কি? সুনলে ও গরীবের ছেলে গরীবের মতই থাক্‌বে, বড়লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে একটু লজ্জা করে না? তার উপর শান্তির তার সঙ্গে অত মেশামিশি কর্‌তে প্রাণে ভয় ও কি হয় না? কৃষ্ণবাবু শুনলে একেবারে লেখাপড়া ঘুচিয়ে দেবেন্। এত কেন?

মোহিনী।—দাদা, তুমি ঠিক্ বলেছ। ও ছোঁড়াটা ঐ রকমই। আমি রমেন্‌কে এত বলি সেও বারণ করে না শান্তিকে। আর আমি যদি শান্তিকে বারণ করি সে উত্তর করে—"কেন? সুনীলদার কাছে যাই, তাতে তোমার অনিষ্ট হয় না কি? তুমি যেন তাকে দেখ্‌তে পার না, তা ব'লে তুমি মনে কর যেন কেউ ওকে না দেখ্‌তে পারে। সে আমায় কত ভালবাসে, আমার কত উপকার করে, তা জান? আমাকে সে কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলে।"

পিসীমাতা আরও একটু মাত্রা বাড়াইয়া বলিলেন, "আবার বলে কি জান? বলে, 'আমি যদি না যাই তবে সে রাগ কর্‌বে।' আমাদের ত হাঁড়ি চড়্‌বে না, সে রাগ কর্‌লে? কেমন দাদা তুমি কি বল?" রাধানাথ তাহাতে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক্।" তখন মোহিনী পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "আর বলেন্ কি, 'সুনীল-দার কাছে না পড়্‌লে আমার পড়া হয় না।' চং দেখে আর বাঁচি নে। আমি বল্‌লাম—'তবে সুনীলদাকে না হয় বিয়ে কর্।' সে উত্তর দিলে কি জান?

'-ওগো অমন একজন বর পেলে তুমি ধন্যি হ'য়ে যেতে গো, তুমি ধন্যি হ'য়ে যেতে।' দেখেছ দাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! কি বল্‌ব দাদা, সুখে দুঃখে আমাদের দিন একরকম কাট্‌লেই হ'ল। বিধবামানুষ চারটে একবেলা একমুঠো খাই, আর ওদেরই সংসারধর্ম্ম দেখি। ছেলেটা এখানে থাকে, স্কুলে পড়ে; তাকে মানুষ কর্‌বার জন্যেই আমার এত অপমান সহ্য ক'রে থাকা। এ দুরদৃষ্টের কথা আর কি বল্‌ব।"

রাধানাথ।—তা দিদি, চুপ কর না। এবার বাড়ী গিয়ে যা হয় একটা কর্‌ব। ছোঁড়াটাকে তাড়িয়ে তবে আমার আর কাজ। দেখি, কেমন করে লেখা-পড়া শেখে, আর কেমন ক'রেই বা কি করে। এই শ্রাবণ মাসের আজ ২০শে, আশ্বিন মাসের পূজার বন্ধের পর বাছাধনকে আর কৃষ্ণবিহারী-বাবুর বাড়ী পদার্পণ ক'র্‌তে হবে না। তবে কৃষ্ণবিহারীবাবুর স্ত্রী ছোঁড়াটাকে বড় ভাল-বাসেন, নচেৎ যেমন বল্‌তাম অমনি হ'য়ে যেত। এখন একটু দেরী হ'লেও হ'তে পারে। তবে বাছাধনকে যদি কৃষ্ণবাবুর বাড়ী থেকে না তাড়াতে পারি, তবে আমার নাম রাধানাথই নয়। জান্‌লে দিদি! কি আর দুঃখের কথা বলি, রামজীবন মুখুয্যের ত সর্ব্বস্ব গিয়েছে। বাড়ীর পাশে এক টুক্‌রা জমি আছে, সেইটে আমি চাইলাম; বল্‌-লাম, 'যা-দাম হয় তার চেয়ে কিছু বেশী দিতেও রাজী আছি। ওখানে একটা পুকুর কাটাতে ইচ্ছা আছে। তা হ'লে তোমারও উপকার হবে, পাড়াপ্রতিবাসীরও হবে, আমারও হবে।' বেটা বল্‌লে কি না, 'আমি প্রাণ থাক্‌তেও ও-জমিটা ছেড়ে দেব না।' বাড়ী গিয়েই আমার নিকট তার যে দেনা আছে, তার দরুণ নালিশ কর্‌ব, ডিক্রী চড়াব, দেখি, ছেড়ে দিতে হয় কিনা? আর দিদি, আমি এত জিদ্ ক'রে বল্‌চি, দেশে যে কলেরা রোগের আরম্ভ হ'য়েছে, তাতে কার কি হয়, দেখ। তবে জেলে-পাড়ায় কুমোর-পাড়ায় বেশী আরম্ভ হয়েছে। তবে তারা রক্ষেকালী পূজাও ক'রেচে; শীঘ্র থেমে গেল বলে। আমাদের পাড়ায় বাড়ী গিয়ে একটা পূজার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে। ইতোমধ্যে আমাদের পাড়ায় না হ'লেই বাঁচি।

এইরূপ কথা, গ্রামের আরও অন্যান্য কথা, কে কোথায় কি করিয়াছে, সমাজে কাহাকে একঘরে করা হইয়েছে, কে মস্ত একটা ভোজ দিয়াছিল বলিয়া তাহাকে সমাজে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর রাধানাথ বলিলেন, "তবে দিদি, একটু বেড়িয়ে আসি। আজ দুদিন এখানে থাকলাম, আরও দিন ২।৩ থেকে কতগুলো জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বাড়ী যাব। আর ভাই একলা কতই বা পেরে উঠি। গিন্নী বছর বছর একটী ক'রে কন্যা প্রসব কর্‌তে আরম্ভ করেছেন, তাতেই পেটের ভাত চাল হ'য়ে যাচ্চে। এখন কোন রকমে দু-পয়সা বাইরে থেকে আন্‌তে না পার্‌লে, যে কাল পড়েছে তাতে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভার হবে। তাই দু-পয়সা টেনে টুনে আন্‌বার চেষ্টা করি, তা লোকের সহ্য হয় না। বদ্‌-মায়েস লোকগুলো আমার নামে কুৎসা রটনা করেচে—আমি নাকি সুদখোর নরপিশাচ।" এইবলিয়া রাধানাথ উঠিলেন।

মোহিনী কহিলেন, "দাদা, নানালোকে নানা কথা ব'লেই থাকে, সবতাতে কান দিতে গেলে আর চলে না। ও-সব তুমি গ্রাহ্যি করো না। তা বেড়াতে যাবে, একটু জলটল খেয়ে যাও না।" এই বলিয়া মোহিনী কিছু খাবার ও জল আনিয়া দিলেন। রাধানাথ খাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

(ক্রমশঃ)

গোধূলি তারা।

কত যুগ কত যুগ যাইতেছে চ'লি,
কেন তুমি তৃপ্তি-হীনা অমর-কুমারি!—
নির্জ্জন সায়াহ্ন-নভে কা'র প্রতীক্ষায়
কা'র তরে চেয়ে থাক বল ত সুন্দরি!

প্রীতিভরা হৃদিখানি, স্মৃতিভরা আঁখি।
আপনা হারায়ে কেন নিতি সাঁঝ-বেলা
অই দেশে অইখানে কি মিলন-আশে
অনাদি অনন্ত হ'তে চেয়ে আছ বালা?

সোনার কমল-সম প্রস্ফুটিত আঁখি,
কি মাধুরী অনুপম, আহা মরি মরি!
পরাণে জড়ায়ে বালা কাহার মূরতি
সারাটী জনম-ভরা আছ গো নেহারি?

নীরবে ফুটিয়া ধনি, গগনের কোলে
জীবনের উষা-ভাগ কর কি স্মরণ?—
গাঁথিয়া মরম-গীতি প্রীতি-মালাকারে
গোপনে হৃদয়-মাঝে করিতে বরণ।—

সারাটী জীবন ভরে করে আরাধনা,
পেলে না যারেক দেখা! হায়, অভাগিনী!
কি আশায় তবু জাগ যুগ-যুগ-ব্যাপী
আপনা-বিহ্বলা অয়ি প্রিয়বিরহিণি?

এদেশের মত কি গো ও-দেশ কঠিন—
ঘৃণা তুচ্ছ অবহেলা হিংসা-দ্বেষে ভরা?
কঠিন সমাজ-বাঁধ সেথাও কি রাজে
অপূরণ সাধ আশা, সুখ-শান্তি-হারা!

শ্রীমতী চারুবালা দত্তগুপ্ত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম-মন্দিরম্

আমাদের অধিষ্ঠান-ভূমি এই ভূলোক কত বড়? ইহার ব্যাস প্রায় ৮,০০০ এবং পরিধি ২৫,০০০ মাইল। এই পৃথিবীতে কত সাগর, মহাসাগর, নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, প্রান্তর, অরণ্য, এবং জীব-জন্তু ও মানবের বাসভূমি আছে! কিন্তু সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় এই পৃথিবী একটী বালুকণা! এক আমাদের সৌর জগতে এই পৃথিবীর ন্যায় কত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে! কিন্তু যখন ভাবি যে, আকাশের এক একটী নক্ষত্র এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য, তাহাদিগের চারিদিকে আবার কত গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন কতই আশ্চর্য্য হই! কিন্তু এই আকাশটা কত বড়? ইহার আরম্ভ, শেষ ও দিগন্ত-সীমা কে নির্ণয় করিতে পারে?

দূরে হইতে সুদূরে কত নক্ষত্রলোক রহিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মানবের অসাধ্য। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন আকাশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে ছায়া-পথ রজনীকালে দেখা যায়, তাহা অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ। কতকগুলি নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোক লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের হইতে বহু দূরে যে-সকল নক্ষত্র স্থিতি করিতেছে, তাহাদিগের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে আরও কত কোটী কোটী বৎসর লাগিবে! আমাদের পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ জলরাশি ও বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি লইয়া যেমন ভূলোক; আকাশস্থ অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল লইয়া সেইরূপ দ্যুলোক। ভূলোক ও দ্যুলোক কত বড় প্রকাণ্ড! কিন্তু ইহাদের সীমাতীত আর একটী লোক মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষুর গোচর হইয়াছে; তাহা স্বর্গলোক বা অধ্যাত্ম-লোক। তাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও ভূলোক ও দ্যুলোকের মত অমোঘ সত্য। মৃত্যুর পর জীব-সকল ইহলোক হইতে সেই পরলোকে গমন করিয়া থাকে, আমরাও সকলে যাইব। ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌গণ কেহ সপ্ত-লোক, কেহ চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ ভুবন ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া থাকেন। কবিবর্ণিত গোলক বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি দেবলোকও ইহার মধ্যে পরিগণিত। এই সকল লোক-মণ্ডলের বৃহত্ত্ব ও অসীমত্ব চিন্তা করিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি বিশাল—কি প্রকাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি-পালনকর্ত্তা যিনি, তিনি কি মহান্ অনন্ত! তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই অধিবাস করিতেছেন।—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

তিনি জলবিন্দু ও বালুকণার অণু হইতেও সূক্ষ্মতর হইয়া এবং বৃহৎ বৃহৎ সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়া স্বরাট্ ও বিরাট্ মূর্ত্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি সকল দিক্ অধিকার করিয়া আছেন।

"স এষাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ স
পুরস্তাৎ স দ ক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এ বাদ্য স উ শ্বঃ।"

তিনি অধঃতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন।

গীতাতে বর্ণিত আছে, অর্জ্জুন এই জগন্নিধান পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে করিতে বলিতেছেন:—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।"

হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি, আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি, আমি তোমার চতুর্দ্দিকে নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অপরিমিত-বিক্রমসম্পন্ন; তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

ভক্ত নানক এই দেবতাকে আরতি করিতে গিয়া গাহিয়াছেন্—"গগনমৈঁ থালু রবচন্দ্র দীপক...

"গগনের থালে রবি-চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন
তব আরতি,
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী রে।"

পরমেশ্বর সমস্ত প্রকৃতিরাজ্য পূর্ণ করিয়া আছেন। এই বিশাল বিশ্বমন্দিরে ব্রহ্মবাদিনী প্রকৃতি নানাসাজে সজ্জিত হইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা করিতেছেন। দিবসে রজনীতে, উষা প্রদোষ মধ্যাহ্নে প্রকৃতি কত বিভিন্ন বেশ পরিধান করিয়া বিভিন্ন ভাবে সেই দেব-দেবের স্তবস্তুতি, ধ্যান-ধারণা ও অর্চ্চনা বন্দনা করিতেছেন্—ছয় ঋতুতে নানা পত্র-পুষ্প-ফলের ডালি মাথায় লইয়া ইহারই চরণে ঢালিয়া দিতেছেন! ভক্তজন নদীর লহরীতে, সমুদ্রের তরঙ্গ-রঙ্গে, পর্ব্বতের উন্নত শিখরে, অরণ্যের গাম্ভীর্য্যে এবং সৃষ্টির শান্ত ভাবে অথবা ঝটিকা, তুফান, বৃষ্টিপাত, বজ্রাঘাত জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প প্রভৃতির ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিতে সেই মহেশ্বরের লীলা দর্শন করিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অসভ্য ও প্রাচীন কালের লোক এই এক সত্যস্বরূপ সর্ব্বারাধ্য দেবতাকে না জানিয়া বহুরূপে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়াছে। তাই প্রাচীন বৈদিক যুগে আকাশের দেবতা ইন্দ্র, জলের দেবতা বরুণ, অগ্নির দেবতা বৈশ্বানর, সূর্য্যের দেবতা সবিতা ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। এবং অজ্ঞানলোক এই অপরিচ্ছিন্ন দেবতাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া এক এক ক্ষুদ্র স্থানে তাঁহার পূজা করিয়াছে। বস্তুতঃ, এক বিশাল বিশ্বমন্দিরের দেবতা ব্রহ্ম। যাঁহারা বিরাট্ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সহস্রশীর্ষ পুরুষ সহস্রপাণিপাদ ইত্যাদি কবিত্বচ্ছন্দে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদ্ যথার্থই বলিয়াছেন—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ
সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক, সর্ব্বলোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণ বহু-সাধনে হৃদয়ের প্রিয়ধনকে হৃদয়ে পাইয়া বিশ্ব-সংসারে সর্ব্বত্র তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন।

বৈদিকযুগে যেমন অজ্ঞতা-বশতঃ লোকে সূর্য্যে, চন্দ্রে, জলে, অগ্নিতে জগতের এক এক বিভাগে ইষ্টদেবতার বাসস্থান কল্পনা করিয়া পরিমিত ভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছেন, পৌরাণিক যুগে সেইরূপ নরনারীগণ কাশী, শ্রীক্ষেত্র, মক্কা, জেরুজিলম্ প্রভৃতি এক একটী স্থানকে ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ও মানবের পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া মনে করিয়াছে। এবং সেখানে মন্দির, মস্‌জিদ, সিনাগগ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে সেই অনন্ত বিশ্বেশ্বরকে আরাধনা করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর দেবালয় এবং দেবভূমি-সকলের মধ্যে, এই জন্য ইহারাই পবিত্র, ইহাদের বাহিরে যাহা তাহা পবিত্র নহে, ইহা বিষম ভ্রান্তি।

ভ্রান্তিবশতঃ মানুষ মানুষের হাত-গড়া মন্দিরে মানুষের মনগড়া দেবতাকে সীমাবদ্ধ

করিতে পারে, কিন্তু যিনি ভূমা মহান্, অসীম অনন্ত, প্রকৃত পক্ষে কে তাঁহাকে কোন্ প্রাচীর-মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে? তিনি জলে, তিনি স্থলে, তিনি অগ্নি-বায়ুতে, তিনি অন্তরীক্ষে, তিনি অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বস্থান পূর্ণ করিয়া আছেন।

জড়ের এক অণু পরমাণু তাঁহা ছাড়া নহে, শরীরের এক রক্তকণা তাঁহার শক্তি ভিন্ন থাকিতে পারে না এবং বুদ্ধি, মন ও আত্মার সত্তাও তাঁহার অবলম্বনে। তিনি যে স্থান স্পর্শ করিয়া আছেন, তাহাই পবিত্র স্থান এবং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পুণ্যজ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল; সুতরাং, এই বিশাল বিশ্বমন্দির পবিত্র দেবমন্দির এবং ব্রহ্মোপাসকগণ এই মন্দিরে তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। দেব-পূজার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ কোনও দেবালয়ে যাইতে হয় না; এবং সুদূর তীর্থস্থানের পথশ্রমও স্বীকার করিতে হয় না। ভক্ত এই বিশ্বমন্দিরের যেখানে বসিয়া বিশ্বনাথকে পূজা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ সেইখানেই তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন। কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত মানুষের হাতগড়া দেবতা যেমন বিনষ্ট হয়, ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিত মানুষের হাতগড়া দেবমন্দিরও সেইরূপ ভগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত-নির্ম্মিত বিশ্বমন্দির তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি, ইহা চির নূতন, চিরসরস ও চিরসুন্দর। ইহা কখনও ভক্তজনকে পূজার আসনদানে বঞ্চিত করিবে না। মানব-হস্তনির্ম্মিত দেবালয় যত সুন্দর হউক, যত বৃহদায়তন হউক, কালে তাহা বিনষ্ট হইবে এবং আমরাও তাহাতেও চিরকাল বসিয়া উপাসনা করিতে পারিব না। ঈশ্বরের স্বহস্ত-নির্ম্মিত আমাদের আত্মাতে, যে প্রাণমন্দিরে এবং বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যে তাঁহার বিশ্বমন্দির, তাহাই চিরস্থায়ী এবং তাহাতে চিরদিন আমরা উপাসনার অধিকার পাইব। কাহারও সাধ্য নাই সে অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে। মর্ত্ত্যধামে অমরধামে এই দেবমন্দিরে দেব-উপাসনা করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করি। অতএব এখন নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে বল—"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং"। এই সুবিশাল বিশ্বমন্দিরকে পবিত্র ব্রহ্মমন্দির বলিয়া দেখ এবং তথায় সকলে ব্রহ্মবাদিনী প্রকৃতি ও নিত্যযুক্ত ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদয় হৃদয়-মনঃ-প্রাণের সহিত বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হও।

বিবিধ।

১। সমুদ্র পরিষ্কার।—যুদ্ধের পরে এখন সমুদ্র-মধ্যস্থ বারুদ-ভাণ্ডার সকল পরিষ্কার-করণ কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ তৎপরতা দেখাইতেছেন। এই কার্য্যের ভার বহু পরিমাণে গ্রেট ব্রিটেনের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহা অতিকষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক কার্য্য। এক্ষণে ইহা এতদূর সাধিত হইয়াছে, যে কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে

নবেম্বর মাসের মধ্যে কার্য্য শেষ হইবে। এই গুরুতর কার্য্যক্ষেত্র ৪০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত। এই জলরাশির মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে ব্রিটিশ ও জার্ম্মাণদিগের ১৯,০০০ বারুদ-ভাণ্ডার এবং ভূমধ্য-সাগরে ৩,৫০০ বারুদভাণ্ডারের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বারুদ-ভাণ্ডার-ধ্বংসকারী তিনখানি জাহাজ ব্রিটিশ সমুদ্রে ও দুইখানি ভূমধ্য সাগরে নষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রে নিরাপদে গতিবিধির জন্যই এই কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন।—মহিলা বান্ধব।

২। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুনিপুণ কাষ্ঠশিল্পকর একজন জাপানী; সে জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে বাস করে। সে কাষ্ঠে তাহার নিজ মূর্ত্তি এমন ভাবে ক্ষুদিয়াছে, যে সেটীকে তাহার পার্শ্বে স্থাপন করিলে বলা যায় না যে কোন্‌টী জীবন্ত কোন্‌টীর মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, আর কোনটীর মধ্যে বহিতেছে না। বহু শিল্পপণ্ডিত এই কাষ্ঠমূর্ত্তিটীকে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পকর ইহার অবয়বের উপর প্রত্যেকটী ক্ষত-চিহ্ন, শিরা ও লোমচিহ্ন এমন ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে, যে প্রত্যেকটী অতি স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটী দুই হাজার কাষ্ঠখণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছে; কাষ্ঠগুলি এমন ভাবে জোড়া দেওয়া হইয়াছে যে, জোড়ের একটী মুখও ধরা যায় না। চুল বসাইবার জন্য যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র করা হইয়াছে, ইহাতে কাচের যে চোখ বসান হইয়াছে, এবং ইহার চক্ষুর পাতায় যে লোম আছে, এই সকলে শিল্পকরের নিজ মূর্ত্তির সহিত যে কোন অসামঞ্জস্য আছে, তাহা ধরিবার যো নাই। জাপানী শিল্পকর এই মূর্ত্তি-গঠনকালে আপনাকে দুইটী দর্পণের মধ্যে স্থাপন করিত, এবং মূর্ত্তিখানি সমাপ্ত হইলে পর সে প্রায়ই এটীকে নিজের পার্শ্বে স্থাপন করিত; তাহাতে দর্শকগণ বিষম গোলযোগে পড়িত। কারণ, কোন্‌টী কাষ্ঠমূর্ত্তি ও কোন্‌টী শিল্পকর তাহা চিনিতে পারিত না। মূর্ত্তিটীর এক হস্তে একটি মুখস ও অপর হস্তে তাহা ক্ষুদিবার একটি যন্ত্র রহিয়াছে। সজীব-চক্ষুবৎ চক্ষু-দুইটি মুখসটির দিকে তাকাইয়া আছে এবং মুখখানি দেখিলেই বোধ হয়, যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—মহিলা-বান্ধব

৩ আমাদের যুবরাজ প্রিন্স-অব-ওয়েলস আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথমে অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিবেন, এবং আগামী শীতকালে ভারতে আসিবেন এইরূপ প্রচার।

৪। লর্ড সিংহের বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুদয় দত্ত মহাশয় জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে তার পাঠাইয়াছিলেন যে, (লর্ড সিংহের) তাঁহার পৈত্রিক বাস ভূমি বীরভূমের জন সাধারণ তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিতেছেন। প্রত্যুত্তরে লর্ড সিংহ জানাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকট জন্মভূমির অভ্যর্থনার তুল্য মিষ্ট আর কিছুই নাই।

অন্তরের বিশুদ্ধি ও অভিসন্ধির সরলতা।

সংসারাসক্ত মানুষ মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব ক্ষুদ্রতার গণ্ডী দেখিয়া সেই ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 'মুক্তি মুক্তি' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠে। কিন্তু 'মুক্তি মুক্তি' করিয়া বৃথা বাক্যব্যয় করিলে মুক্তি পাওয়া যায় না। এই মুক্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে ক্রমে ক্রমে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হয়। গভীর অভিনিবেশ-দ্বারা সাধুজনগণ জানিয়াছেন, মানুষ দুইটী বস্তুকে আশ্রয় করিয়া পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। সেই দুইটী বস্তু—পবিত্রতা ও সরলতা,—মানুষের মনের অভিসন্ধির সারল্য বা অকপটতা এবং প্রীতির নির্ম্মলতা। সরলতা মানবকে ঈশ্বরলাভে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং বিশুদ্ধি তাহাকে তাঁহার বিধান বুঝিতে সামর্থ্য প্রদান করে ও তাঁহার রসাস্বাদনে শক্তিদান করে।

মানুষ নিজের মনটীকে এরূপ ভালবাসে যে, সর্ব্বক্ষণ তাহারই সন্তোষের জন্য সে ব্যস্ত হয়—সে যাহা বলে তাহারই সমর্থন করিয়া তাহারই অধীন হইয়া থাকিতে চাহে। দেহের প্রতিও মানুষের যথেষ্ট ভালবাসা আছে। ইহা আমরা প্রত্যহই উপলব্ধি করি। মানুষের এই দেহ-মনের প্রতি ভালবাসাই অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা জগতে তাহার অধিক অপকার করিতেছে। যেরূপ অস্বাভাবিক প্রীতি ও আসক্তি মানুষ কোনও বস্তুর উপর স্থাপন করে, ঠিক্ সেই পরিমাণেই মানুষ সেই বস্তুর দ্বারা বশীকৃত হইয়া থাকে—ঠিক্ সেই পরিমাণেই তাহার প্রভাব অনুভব করে। কিন্তু ঐ প্রীতি যদি বিশুদ্ধ, সরল ও সামঞ্জস্যময়ী হয়, তাহা হইলে পার্থিব বস্তুর বন্ধন হইতে মানুষ সহজেই মুক্ত হইয়া যায়।

সংযমাদির অভ্যাস,-দ্বারা মনকে এরূপ ভাবাপন্ন করিতে হইবে যে মন স্বভাবতঃই বলিতে থাকিবে, "যে বস্তুর প্রাপ্তি বিধিসম্মত নহে, তৎপ্রতি আমার লোভ হইবে না।" এরূপ বস্তুর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে, যাহা মানুষকে ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ করিয়া ফেলে বা তদ্দ্বারা তাহার আভ্যন্তর স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়। মানুষের যাহা কিছু আছে—যাহা কিছুর জন্য সে লালায়িত—সে সমুদয় লইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বৃথা দুঃখান্বিতে বসিয়া বসিয়া দগ্ধ হইলে কি হইবে? অন্যান্য চিন্তার ভার বহন করিয়া করিয়া ক্লান্তি বোধ করিলে কি হইবে? ঈশ্বর-প্রীতিতে বাস না করিলে হৃদয়ে শান্তি আসিবে না। যে মুহূর্ত্তে মানব ঈশ্বর-প্রীতিতে বাস করিবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার আর কোনও আশঙ্কা থাকিবে না—তাহার কোনও ক্ষতি হইবে না।

মরুমরীচিকায় ভ্রান্ত জলার্থী পথিকের ন্যায় সুখের অন্বেষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলে কি হইবে? ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, মানব সুখের আশায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, ততক্ষণই সে সুখের অভাব অনুভব করে; সে যতই সুখ পাউক্ না কেন, তাহার মন নিরন্তর বলিতে থাকে—'আরও

একটী হইলে হয়, আর একটী হইলে হয়।'

মানুষের সুখ বা মঙ্গল বাহ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে বা তাহার উপভোগে নহে। বাহ্যবস্তুর পরিহারেই সুখ—অন্তঃকরণ হইতে বাসনার মূলোচ্ছেদেই সুখ। কেবল ধনাগম, বিভবাতিশয্যের বাসনাকে পরিত্যাগ করিলে হইবে না, সম্মানেচ্ছা, যশঃস্পৃহা, গুরুপ্রশংসা-লিপ্সা—এই সকলকেও পরিবর্জ্জন করিতে হয়।

সূচ্চ-পদবীতে আরোহণ করিলে কি হইবে? হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থা বায়ুস্তরে বিক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্রেরই ন্যায়। ইহাতে মনের শান্তি স্থায়ী হয় না। বাহিরে যে শান্তির অন্বেষণ, সে শান্তি চিরস্থায়ী হয় না। জীবনের মূলভিত্তি যদি ঈশ্বরে সংস্থাপন না করিয়া অন্য কোনও বস্তুর উপর স্থাপনা করা হয়, তাহা হইলে, ইহা ধ্রুবরূপে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, বহু পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে মানব ঘুরিতে পারে, কিন্তু তাহার যথার্থ উন্নতি সে-স্থানে নাই।

মানুষ যদি কোনও বস্তুর প্রতি অস্বাভাবিক ভালবাসা বা আসক্তি পোষণ না করে, তাহা হইলে কোনও সৎকর্ম্মই মানুষের প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীত হয় না। যদি কেবলমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাই—অন্য কিছু নহে—জীবনে প্রতিফলিত করিতে ঐকান্তিক বাসনা হয়, এবং আত্মীয় স্বজনে, জ্ঞাতি, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণের মঙ্গল-কামনা ও মঙ্গল সাধনই মানুষের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তবে পূর্ণ আভ্যন্তর স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারে।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে, প্রত্যেক সৃষ্টজীব মানবের নিকট এক একখানি স্বচ্ছ দর্পণ ও পবিত্র মন্ত্রপুস্তক বলিয়া প্রতীত হয়। জগতে এতাদৃশ হেয়, ক্ষুদ্র সৃষ্টবস্তু নাই, যাহার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ প্রকাশিত না হয়। অন্তরকে নির্ম্মল করিতে পারিলে, সাধু করিতে পারিলে, মানুষ সকল বস্তুর মধ্যেই প্রবেশলাভ করিতে পারে ও সকলই বুঝিতে সমর্থ হয়। স্বর্গ হইতে নরক পর্য্যন্ত এরূপ বস্তু থাকিতে পারে না, যাহা বিশুদ্ধান্তঃকরণের অগম্য থাকে। বিশুদ্ধ চিত্ত সকলই বুঝিতে সমর্থ।

মানুষের অন্তরটি যেরূপ হয়, বাহিরের জিনিষকেও সে সেইরূপই দেখে, সেইরূপই মনে করে। বাস্তবিক জগতে প্রকৃত আনন্দ যদি থাকে, তবে নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিই তাহার একমাত্র অধিকারী; এবং নিদারুণ ক্লেশ বা যন্ত্রণা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে অবিবেকী, দুরাচারই তাহা উত্তমরূপে জানে।

লৌহখণ্ডকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহা যেমন মরিচা হইতে বিমুক্ত হইয়া শুভ্র জ্যোতিতে দীপ্তি পাইতে থাকে, তদ্রূপ মানুষ তাহার মনটীকে একবার সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিলে, তাহার সকল আলস্য, সকল জড়তা নিমেষের মধ্যে পরিহার করিয়া নূতন মানুষ হইয়া যায়। মানুষ আন্তরিকতাশূন্য, উদ্যম বিহীন ও আলস্যপরতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিলে, স্বল্প পরিশ্রমেই শ্রান্ত হয় এবং বাহ্য সুখ সম্ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু মানব একটীবার সম্পূর্ণরূপে আপনাকে জয় করিতে আরম্ভ করিলে, ঈশ্বরের আদেশবাণী শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে বীরত্বের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলে, সে সকল বস্তুর মোহই অতিক্রম করে। যে মোহ পূর্ব্বে তাহার নিকট অতিগুরু বলিয়া বোধ হইত, তাহা অতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, সে মুক্ত হইয়া যায়।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

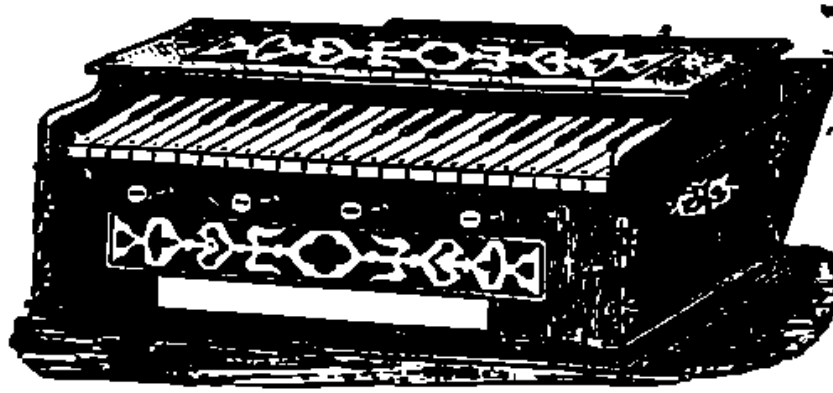

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, খিঁ খিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25	হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
„ Dble. „ 5 „ „ 35, 40 & 45	আলিবাবার গানের স্বরলিপি— 1-8
Other Varieties— from „ 50 to 300	

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ——২৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আব্দু"

মূল্য ১৷৷০

মানসী ঃ—"……সেখ আব্দু কর্ত্তব্যবলে শোকেদারগিরি করিয়াছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,— তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু ভদ্রলোকেরই অনুকরণযোগ্য……।" পত্রিচারিকা (কোচবিহার) ঃ—"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কান্তি লাবণ্য-উদ্ভাসিত, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নগ্ন স্নিগ্ধ নির্ম্মলনয়ন প্রেম-কোমল শোভিত মূর্ত্তির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। আব্দু-রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর-তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমদ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসীম প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিক্ষিত, আব্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব।

তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড়লোকের বদ্‌গাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-লতিকার—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমত্বশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আব্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম-রাজত্বের অক্ষিপ্ত চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকভাবে 'আব্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—অকাম্য কি শান্তি—প্রেমিক কিরূপে কোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।……সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আব্দুকে' গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন পণ্ডিতপ্রবরেন্দ্র-কুমারী কাব্যার্ণব এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে। পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—MASTER KAMAL KUMAR NANDI, C/o Dr. N.-M. Ghosh, Dhakra Sahid, Burdwan, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা

শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী-সুকুমার ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারস সিটি।

বিজ্ঞাপন।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত নূতন পুস্তক "চিত্রাঙ্কণ" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অন্দেশীয় সামাজিক ও গার্হস্থ জীবনের কয়েকটী ছবি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। উপহার দিবার এবং নিজে পড়িয়া সুবিমল আনন্দলাভ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও ২৫।২ রূপনারায়ণ মন্ধনের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা ভবনে পাওয়া যাইবে। মূল্য ১।০।

Reg. No. C. 154

৫৭ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

পৌষ, ১৩২৬—জানুয়ারী, ১৯২০।

সূচী

১।	নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	
২।	প্রাণের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	২৭৪
৩।	সোনার কমল (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	২৭৬
৪।	ঘা আর ফল (গল্প)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	২৮৫
৫।	উচ্ছ্বাস (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অরুণেশ্বর রায়	২৯৭
৬।	নিরুদ্দেশ (উপন্যাস)		২৯৮
৭।	গান	দরবেশ	৩০৪

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৵১০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়াকিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।

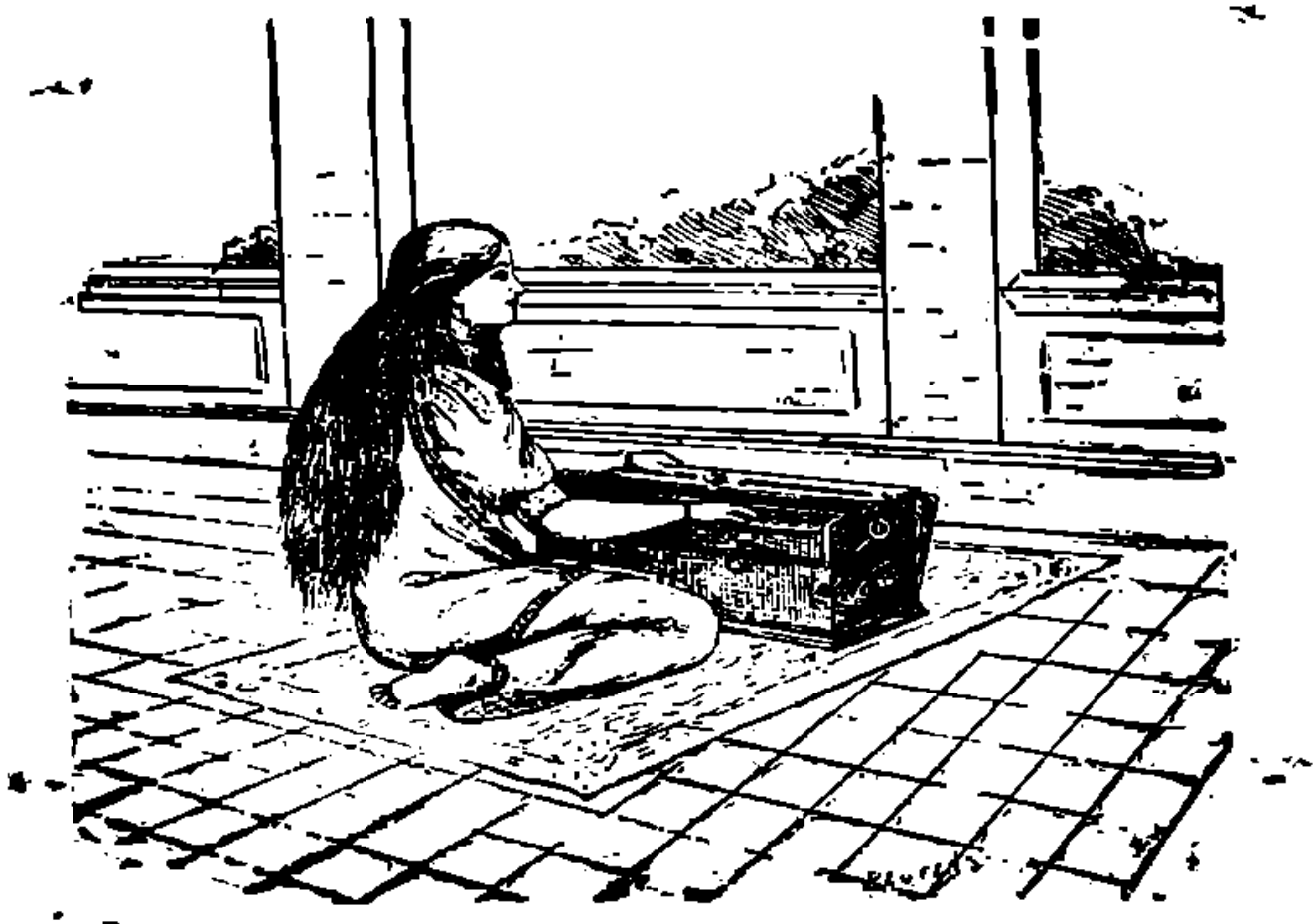

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৪৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স,

৩৮।১ নং ক্যানাডাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

৫২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র ধরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বসুমতীর ২৪শ বর্ষের সার্ব্বজনীন উপহার বিতরণের বিপুল অনুষ্ঠান

উপহার গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক গ্রাহককে বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ৯৲ দিতেই হইবে।

১ম উপহার :—উপন্যাস-রাজ্যে বিপর্য্যয়!

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সাহিত্যাকাশের দীপ্তসূর্য্যসম প্রভাশালী প্রতিভাবান্ মহা ঔপন্যাসিকের কীর্ত্তিগরিমা—অবদান-মহিমা, কথার প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইতে গিয়া ঘাড়াশ্রাপ হইব না!

যাহা কস্মিন্‌কালেও নির্দ্দিষ্ট মূল্যের এক পয়সা কমে বিক্রীত হয় নাই, তাই এবার বসুমতীর গ্রাহকগণ নামমাত্র মূল্যে পাইবেন।

কি কি উপন্যাস রত্নহার ১ম উপহারে :—

১। বড়দা ২৷৷০, ২। শ্রীকান্ত ৩৲, ৩। অরক্ষণীয়া ৷৷০, ৪। পরিণীতা ১৲, ৫। একাদশী বৈরাগী ১৲, ৬। মেজদিদি ১৷৷০, ৭। মামলার ফল ১৲। বসুমতীর গ্রাহক-মহোদয়গণ এই ১০৷৷০ মূল্যের উপন্যাস-রত্নহার মাত্র ১৷৷০ দেড় টাকায় পাইবেন।

২য় উপহার :—কাব্যের নন্দনকানন।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠকবি—কাব্যসুধাকর—কল্পনার মানসপুত্র—কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

১। মহিলা ১৷৷০, ২। বর্ষবর্ত্তন ১৲, ৩। সবিতাদর্শন (সুধাক্ষরিত সুধাধারা) ১৲, ৪। ভূলরা ৷৷০, ৫। হাম্মির (বীরত্ব মহিমাদীপ্ত মহানাটক) ১৲, ৬। কবিবর-জীবনী (প্রতিভা বিশ্লেষণ) ৷৷০। এই কাব্যনন্দনের পরিজাত-মালা ৬৷৷০ মূল্যের কাব্য-গ্রন্থরাজি বসুমতীর গ্রাহকগণ মাত্র ৷৷০ আনায় পাইবেন।

৩য় উপহার :—সর্ব্বরসের বিচিত্র সম্মিলন।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-প্রিয়—সর্ব্বরসের সাগর—সর্ব্বজন-চিত্তবিনোদন——একাধারে সুপ্রসিদ্ধ কবি—নাট্যকার—ঔপন্যাসিক—রসরাজ—সাহিত্যামোদী, সুধীজন সমাজের চিরসমাদৃত—চির নূতন

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী

১। হিরণ্ময়ী (সুপ্রকাণ্ড উপন্যাস) ৩৲, ২। লোকেন্দ্র-গবেন্দ্র (ব্যঙ্গ নাট্য) ৷৷০, ৩। হরিহর-লীলা (পৌরাণিক মৃদুকাব্য) ৷৷০, ৪। টাটকা টোটকা, (হাসি-রাশিভরা) ৷৷০, ৫। বেলুনে বাঙ্গালী বিবি (হাসির তুফান-বিদ্রূপের প্রবাহ) ৷৷০, ৬। জুজু, (বিদ্রূপের চাবুক—ভণ্ডের দণ্ড) ৷৷০, ৭। সাময়িক কবিতা, (কাব্যের মধুমা) ৷৷০, ৮। বঙ্গভূষণ, (মহাত্মগণের জীবনী) ১৲, ৯। অবসর-সরোজিনী, (মণি-মাণিক্য মালা) ১৲, ১০। হেয়ালি অভিনয় (বড় মজার) ৷৷০, ১১। ব্রজ-বিহার (প্রেমভক্তির সুধাধারা) ৷৷০। ৭৷৷০ মূল্যের উপন্যাস-নাটক, প্রহসন-পঞ্চক, কবিতার মণিরত্ন-ভাণ্ডার এই মাত্র ৷৷০ আনায় বসুমতীর গ্রাহকবৃন্দ পাইবেন।

৪র্থ উপহার :—উপন্যাসরাজ্যের অমূল্যনিধি!

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক মহারথী—বাঙ্গালার ডিকেন্স, সাহিত্যজগতে প্রতিভাশালী প্রথিতনামা সুলেখক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের

শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১। শক্তিকানন ১৷৷০, ২। ফুলজানি ১৷৷০, ৩। সয়ংবর ৷৷০, ৪। সদানন্দ ১৲, ৫। রাজরু-বিপ্লব ৷৷০, ৬। জামাই-ষষ্ঠী ১৲, ৭। রায়গৃহিণী ৷৷০, ৮। ভীমফুলহা ৷৷০, ৯। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৷৷০। এই ৭৲ মূল্যের উপন্যাসরত্নমঞ্জুষা বসুমতীর গ্রাহকমহোদয়গণ মাত্র ৷৷০ আনায় পাইবেন।

৫ম উপহার :—ধর্ম্মগ্রন্থ বিতরণ।

ভারতের শ্রেষ্ঠকবি অদ্বিতীয় বৈদান্তিক-সুচিন্তাশীল মহামনিষী সুপণ্ডিত মহাত্মা

কালীবরের গ্রন্থাবলী

এমন অসীম শক্তিশালী বেদান্তব্যাখ্যাতা শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের পরে অবতীর্ণ হন নাই।

১। আত্মরামায়ণ ৫৲, ২। পরলোক-রহস্য ১৲, ৩। চরিত্রানুমান-বিদ্যা ১৲। এই তিন খানি ৬৲ টাকা মূল্যের জ্ঞানের ত্রিধারা বসুমতীর গ্রাহকবৃন্দ ৷৷০ আনায় পাইবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,—স্বত্বাধিকারী,
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৪৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহুদিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্টলিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য ৷৷০। ২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য ৷৷০। ৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রশংসিত। মূল্য ৷৷০। ৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু কবিতা-পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস্ ও মেডিক্যাল লাইব্রেরী, যথাক্রমে ২২ নং ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

The All-India Hindu-Socio-Religious Association.

General President : H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund ; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free* ; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-forth price. PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১২ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মদীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালার কুষ্ঠরোগী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
৪৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

মণ্ডল ফ্লুট।

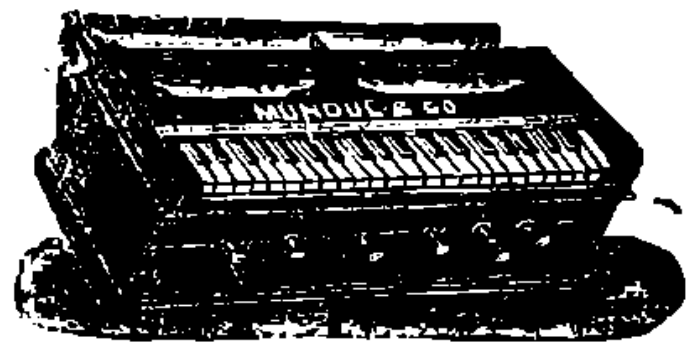

দেশবিখ্যাত রাজা, জমিদার, ব্যারিষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—কেদারা এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রশংসিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিটি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিলনে ও প্রীতি-উপহারে

"গৌরীদের সুগন্ধি কেশতৈল"

ব্যবহার করুন।

গুণে, গন্ধে, বিজ্ঞান-জগতে অভিনব সৃষ্টি।

মাথাধরা—ঘোরা, কপালব্যথা, অকাল পক্কতা, টাকপড়া, দৃষ্টিশক্তির অপ্রাখর্য্য ও কেশহীনতা অচিরে দূর হয়। এইরূপ প্রশংসিত বহুদিবস-স্থায়ি-গুণ-গন্ধ-বিশিষ্ট তৈল ব্যবহার করুন। মূল্যবান্ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হইলেও সুলভ মূল্য চারি আউন্স বড় বোতল ১৷০ মাত্র। আর অর্থ নষ্ট করিয়া বাজারের বৈজল কিনিয়া হতাশ হইবেন্ না। কোন মহিলা ইহাতে উপকার অনুভব করিতে না পারিলে, আমায় জানাইবেন; মূল্য ফেরৎ দিব।

"মনোলা" এসেন্স এক আউন্স ১৸০ মাত্র, ভি, পি, ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীগৌরিবালা দে, খড়্গপুর।

সোল এজেণ্ট, আর, কে, দে এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ খড়্গপুর (মেদিনীপুর)

গ্রাহকগণ পত্রে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকার উল্লেখ করিবেন্।

আমাদের জীবন-দশা।

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৷১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ঔষধকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৹;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 677. January, 1920

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৭ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৬। জানুয়ারী, ১৯২০। | ১১শ কল্প। ৬ষ্ঠ ভাগ।

নিবেদন।

যে যা বলে বলুক, যেন তাতে টলি না।
সব ভুলে রে ভুলতে যেন, তোমায় ভুলি না!—
অ-পর যদি হতে চায় পর
পায়ে ঠেলে, নাই কিছু ডর
আমি যেন ভুলে কারেও,—মাথায় ঠেলি না।
ঝঞ্ঝাঘাতের আঘাত বেগে পিছে হেলি না॥

চক্র দিয়ে সজল যারে সর্প তাহার নাম
জানি,—তবু মানি তোমার সৃষ্টি-শোভা সাম!
চক্র' পরে চরণ তোমার
স্পষ্ট দেখি ভুল কোথা তার
দংশনে তার বিষের জ্বালাও তুচ্ছ বলি না।
তবুও সে সৃষ্টি তোমার, যেন ভুলি না!

দন্ত নখর ভীষণ প্রখর, উজল কটোর দৃষ্টি,
ব্যাঘ্র!—ওগো হোক না, তবু সেও ত-
তোমার সৃষ্টি!
তর্জ্জনে তার বধির শ্রবণ
নরশোণিতে আকুল জীবন
হয়ত হোক, তবুও বিধান মন্দ বলি না,
আমি যেন হিংসিতে তার হিংসা তুলি না!

মিছে করি তর্ক দম্ভ মনের মলাতে
হিসাব নিকাশ থাক তোমার পায়ের তলাতে!
লাঞ্ছনা-ঘায় জড়ে দলে
এস মম চেতন-মূলে,—
হৃদয়-পদ্ম পরিমলে, ফুটাও সান্ত্বনা
আঘাত-ব্যাঘাত তুমিই যেন, ভুলেও ভুলি না!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গানের স্বরলিপি।

ভৈরবী—একতালা।

আর দুখেরে ভয় করবো না—
দুঃখ-রূপে তুমিই আস,
আমি মরণ এলেও মরব না!
আস্‌চো তুমি প্রাণে আমার
সুখে আমার—দুঃখে আমার;
যে দিন আকাশ ঘন আঁধার
সে দিনও যে ডরব না!
আসে আসুক্ নিবিড় কালো,—
আমি তোমার স্নেহ-করুণ
দৃষ্টি আছে সমান ভালো!
মৃত্যু হানা দিক্ না দ্বারে
জান্‌বো তোমায় বারে বারে;
আমায় নূতন করে 'ফুটা'তে চাও
আমি মরব না যে ঝরব না॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

অস্থায়ী।

[দা]

২´	৩	০	১	
সা II {জ্ঞা -া জ্ঞা।	জ্ঞা জ্ঞরা -সা।	সঋা -জ্ঞা ঋা।	সা -া -া}I	
আর	দু ০ খে রে	ভ০ য়	ক০ র্ ব	না ০ ০
২´	৩	০	১	
I সা -া সা।	ঋাঃ সঃ -ণ্‌া।	সা জ্ঞা -া।	রা ^জ্ঞা -ঋসা I	
দু ঃ খ	র খে ০	তু মি	ই আ	স ০ ০
২´	৩	০	১	
I সসা সা সঋা।	ঋা ঋা জ্ঞা।	সা ^সজ্ঞা ঋা।	সা -া -া II	
আমি ম	রণ্ এ	লে ও	ম র্	র না ০ ^আর^

অন্তরা।

২´
[-দা দা মা] ৩ ০ ১
II {-পা মপা দা। দা দা -পা। পা পা সা। সা সা -া I
০ আস্ চো ছু মি ০ প্রা ণে ০ আ মা র্

২´ ০
স´ স´
I জ্ঞা জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞর্সা -সা। জ্ঞা জ্ঞা -া। ঋা সা -া]I
হ খে ০ আ মা০০ র্ হ খে ০ আ মা র্

২´ ৩ ০ ১
I সা সা ঋা সা -া। পা পা দা পা -াI
যে দি আ কা শ্ ব ন ভাঁ রা র্

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞরা সা। সরা -জ্ঞা ঋা। সা -া -া II
সে দি ন্ ও যে০ ০ ড০ র্ ব না ০ "আর"

সঞ্চারী ও আভোগ।

২´ ৩
[ঋা সা -ণ্া। দা দাঃ -দঃ]

০ ০
II { সা সা -া.। ঋা সাঃ -ণ্ঃ। সা রজ্ঞা -া। রা ঋজ্ঞা -ঋসা I
আ সে ০ আ হ্ ক্ নি বি০ ড্ কা লো ০০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা -কা। ঋা ঋা -া। ঋরা ঋা ঋা জ্ঞা -জ্ঞা I
আ নি ০ তো মা হ্ যে০ হ ক রু ণ্

২´ ৩ ০ ১
I সা -া ঋা। ঋা ঋা -জ্ঞা। সা ঋসা -া। ণ্া সা -া] I
দূ ০ ষ্টি আ ছে ০ স মা০ ন্ ভা লো ০

২´
[-দা দা মা]
৩ ০ ১ র্´ জ্ঞ´
I { -পা মপা০ দা। দা দা -পা। পা -সা সা। সা জ্ঞা ঋসা I
০ মু০ ক্তা হা মা ০ ঝি ক মা ঘা বে, ০০

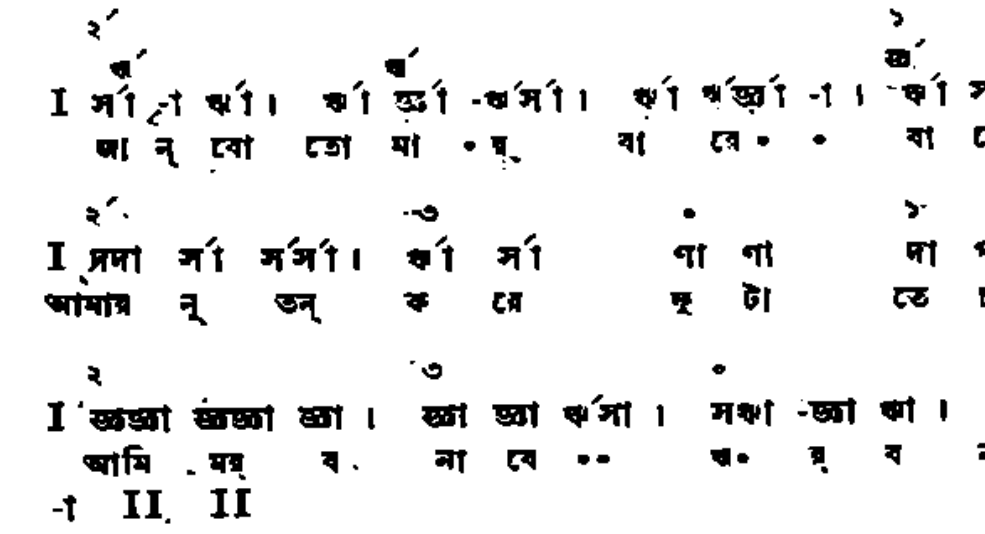

"আয়"

সোনার কমল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

বড় সুখেই শ্রীপতির জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। ধন, মান, যশঃ, রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, অনুরূপা প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহাধার জননী—এ সংসারে তাঁহার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কমলকে গৃহে আনিয়া তাঁহার সুখের মাত্রা যেন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এত সুখ বুঝি মানুষের অদৃষ্টে ঘটে না! বালিকা কমল "রূপে লক্ষ্মী" "গুণে সরস্বতীর" ন্যায়, তাঁহার অন্তরের ভিতরে বাহিরে মধু ঢালিয়া দিয়াছিল। কমলের মত গুণবতী বধূ লাভ করিয়া শ্রীপতির মাতাও অল্প সন্তুষ্ট হন নাই। কমল শাশুড়ীর সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া শাশুড়ীর পূজার ফুল তুলিয়া আহ্নিকের স্থান করিয়া, মায় তাঁহার জলখাবারের ফলগুলি পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখিত। তাহার পর তাঁহার হবিষ্যান্নের যোগাড় করিয়া দিয়া কাছে বসিয়া থাকিত, শাশুড়ীর অনুমতি পাইলে তবে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত। এমন রূপ, এমন গুণ যে বধূর, কোন শাশুড়ী সে বধূকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন? দুইদিনেই যেন কমল সকলকার চিরপরিচিত হইয়া উঠিল। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলে কে বলিবে সে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র! কে বলিবে অতিশয় অল্পদিন তাহার বিবাহ হইয়াছে! এ যেন তাহার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত গৃহ। এ গৃহের সহিত যেন তাহার যুগ যুগান্তর হইতে সম্বন্ধ বন্ধন ছিল। কমল যে রকম ভাবে সংসারের কাজ করিত, অনেক নিপুণ গৃহিণী-

রাও সে-রকম পারেন না। শ্রীপতির ঘরটী সে এমন ভাবে সাজাইয়াছে, যাহা ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কোন ভৃত্যই পারে নাই। প্রত্যহ নিজের হাতে টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আল-মারি প্রভৃতি গুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইয়া ছুঁচটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া, স্বামী কখন্ কোন্ কাপড়গুলা পরিবেন, সেগুলি সম্মুখে গুছাইয়া রাখিত। কাগজ, কলম, খাতা, বই, পেন্‌সিল প্রভৃতি যখন যা কিছুর দরকার হয়, শ্রীপতি তখনি তাহা সম্মুখে দেখিতে পান। কোন জিনিষ চাহিবার পূর্ব্বেই কমল তাহা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করে। তখন তিনি দুই হস্তে সাদরে কমলের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া বলেন, "তুমি আমার মনের কথা কেমন করে জান্‌তে পার, বলত! এটা যে আমার এখন চাই, তা, তোমাকে কে বলে দিলে?"

কমলরাণী হাসিয়া উত্তর করে, "কে আবার বল্‌বে? তুমি যে আমার দেবতা, আমি যে তোমার সেবিকা। দেবতা কি কথা ক'য়ে তাঁর সেবিকাকে বলে দেন, তাঁর কি চাই? দেবতার মন বুঝেই সেবিকা তাঁর কাজ করে যায়!

শ্রীপতি সস্নেহে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া বলেন, "তুমি ভারি দুষ্টু! তোমার কাছে কথায় পার্‌বার যো নেই! এইটুকু বয়সে এত কথা কোথ্‌কে শিখ্‌লে বলত?"

শ্রীপতি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে বলেন "কত জন্মের সুকৃতি-বলে এমন প্রেমময়ী মধুরা স্ত্রী পেয়েছি।" আর কমলের মনের ভাব অবর্ণনীয়, এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য এমন দেবছর্লভ স্বামী যে তাহার অদৃষ্টে মিলিয়াছে, সে যেন একথা বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহার মনে হইত সে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। সর্ব্বদাই যেন কেমন "হারাই" "হারাই" আশঙ্কা তাহার হৃদয় অধিকৃত করিয়া থাকিত। রাত্রিতে শয়ন করিয়া গল্প করিতে করিতে শ্রীপতি যখন ঘুমাইয়া পড়িতেন, কমল তখনও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া হয় পা টিপিত, না হয় বাতাস করিত। কিম্বা কেবল অনিমেষনেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। অর্দ্ধ-রাত্রে নিদ্রা-ভঙ্গের পর হয়ত, শ্রীপতি চাহিয়া দেখিতেন, সেবানিরতা কমল তখনও পর্য্যন্ত বসিয়া আছে। তখন তিনি কমলকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতেন, "একি কমল! তুমি এখনও ঘুমোও নি? অসুখ কর্‌বে যে!" কমল তখন স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িত। ঘুমের ঘোরে কত সুখ-স্বপ্ন দর্শন করিত। আর শ্রীপতি সেই নিমিলিত চক্ষু-যুগলে চুম্বন করিয়া হৃদয়ে অসীম তৃপ্তি অনুভব করিতেন। এমনই সুখে তাঁহাদের দিনগুলি ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু চিরদিন অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। তাঁহাদেরও এ মিলনের মধুর দিনগুলি সহসা বিষাদে ভরিয়া গেল। এ সুখ-স্বপ্ন অচিরে ভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহাদের সুখের অঙ্কে যবনিকা পড়িল।

আশ্বিন মাস আসিল। বঙ্গে দুর্গোৎসব সমাগত। শ্রীপতির বাটীতে বরাবর মহা সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। সরকার গোমস্তাগণ বাজারের কর্দ্দ লইয়া ব্যস্ত। ভৃত্যবর্গ চারিদিকের কাজে ছুটাছুটি লাগা-ইয়াছে। যাত্রার দল বায়না লইয়া গিয়াছে।

নববস্ত্র এবং নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে শ্রীপতির ভাণ্ডার পূর্ণ। মহবতে সানাই আগমনী গাহিতেছে। হালুইকরগণ মাথায় গামছা বাঁধিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছে। শ্রীপতির মাতা কমলের কাছে বসিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, কমল অতি নিপুণভাবে বরণডালা সাজাইতেছে। সে প্রতিমা বরণ করিবে, তাহার আনন্দ দেখে কে?

সুদক্ষ শিল্পি দ্বারা কমলের জন্য এক স্যুট অলঙ্কার গহনা প্রস্তুত করাইয়া শ্রীপতি নিজের হাতে কমলকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "কেমন! গয়না-গুলো তোমার পছন্দ হয়েছে ত?"

কমল বলিল, "তোমার পছন্দ হলেই আমার পছন্দ! যার এমন দেবদুর্লভ স্বামী গয়না কি আর তার চ'খে বেশী সুন্দর ঠেকে!"

শ্রীপতি তাহার খোঁপাটী নাড়িয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কথায় তোমাকে কোন দিন এঁটে উঠ্‌তে পারলুম্ না।"

আজ সপ্তমী তিথি। রসুন-চৌকি ও সানাইয়ের গানে শ্রীপতিমোহনের বৃহৎ বাটী মুখরিত করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণ পূজায় বসিলেন। বালকের দল কাঁসর ও ঘড়ী বাজাইবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। কমল নব বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া "ঠাকুর দালানে" আসিয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া নিজের জন্ম সার্থক মনে করিল। কিন্তু অন্যান্য বারে যেমন সমাগত দর্শকমণ্ডলীতে শ্রীপতির বৃহৎ দালান ও প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যায় এবার তাহার কিছুই দেখা গেল না। বাড়ীর ভৃত্যবর্গ কয়েকজন এবং জনকতক বালক ভিন্ন এবার দর্শক আদৌ নাই। পুরোহিত পূজা সমাপনান্তে আরতি শেষ করিলেন। দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনেরও দেখা নাই। শ্রীপতি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সরকারকে ডাকিয়া কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সরকার তালিকা পাঠ করিয়া সকলের নাম শুনাইল। কাহারও নাম ভুল হয় নাই। প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় নিজগ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যেখানে যেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়, এবারও সেই সমস্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তবে তাঁহাদের না আসিবার কারণ কি? শ্রীপতি ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতিবেশিগণকে আহারের নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, তাহারা এই আহ্বানের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বাছা বাছা কতক জন দলপতি শ্রীপতির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীপতি অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আসুন, আসুন, আপনাদের এত দেরি হ'ল কেন? অনুগ্রহ করে আহারে বসে যান, পাতা প্রস্তুত, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাহারা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া ইঙ্গিতে যেন কি বলাবলি করিল। তাহার পর এক ব্যক্তি বলিল, "মাপ্ করবেন্। আমরা আপনার বাড়ীতে খেতে পারবো না।"

কথাগুলি শুনিয়া শ্রীপতি বিস্মিত ; তাঁহার সমস্ত লোকজন স্তম্ভিত। শ্রীপতির মুখের উপর এমন অপমান-সূচক উত্তর শুনিবার আশা কেহ করে নাই! উচ্ছ্বসিত ক্রোধবেগ প্রশমিত করিয়া শ্রীপতি বিনীতভাবে বলিলেন, "এর কারণ? আপনাদের কথার অর্থ ত কিছু বুঝতে পারলুম্ না।"

সে ব্যক্তি দৃঢ়স্বরে বলিল, "অর্থ আবার কি! আমরা আপনার বাড়ীতে খেতে পারব না, এই আর কি?

ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "আমার অপরাধ?"

সে সেইরূপ উত্তেজিতভাবেই বলিল, "অপরাধ আপনার কেন হতে যাবে, অপরাধ আমাদেরই। আপনি বড় লোক যা করবেন, তাই শোভা পাবে। আমরা গরিব মানুষ, পাঁচজন জাতিকুটুম্ব নিয়ে আমাদের থাকতে হয়, জাত কুল মেনে চলতে হয়, সমাজ-বিরুদ্ধ কোন কাজও' আমরা করতে পারি না।"

শ্রীপতি বলিলেন, "আপনাদের এ সমস্ত হেঁয়ালির কথা ত' আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কি হয়েছে আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন্! প্রতি বৎসর সকলেই ত' মায়ের প্রসাদ পেয়ে থাকেন্, এ বৎসর কি ত্রুটি হ'ল আমাকে বুঝিয়ে দিন্।"

আর এক ব্যক্তি জিহ্বা কাটিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'মা মাথায় থাকুন, মায়ের প্রসাদে ত্রুটি হবে কেন? আপনি আমরা কন্যা বিবাহ করেছেন, সুতরাং আপনার বাড়ীতে খেলে পর আমাদের সমাজচ্যুত হতে হবে।"

অতিরিক্ত অপমানে, লজ্জায় ক্রোধে শ্রীপতির মুখখানা আস্বাভাবিকরূপে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িলেন! লোকগুলা চলিয়া গেল। তাহারা যে পরামর্শ করিয়াই শ্রীপতিকে অপমানিত করিবার জন্য আসিয়াছিল। শ্রীপতি প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নীরব নিঃস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি খুল্লতাতের নিকট গিয়া বলিলেন; "কাকা, এ সব কি শুনতে পাচ্ছি।"

খুড়া-মহাশয় তাঁহার নেয়াপাতি কুঁড়িটি বাহির করিয়া একখানি আটহাতি লালপাড় ধুতি পরিয়া তাঁহার গৃহের দাওয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, উত্তপ্তমস্তিষ্ক শ্রীপতি একেবারে তাঁহার নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকা, এসব কি শুনতে পাচ্ছি!" তিনি বলিলেন কি সব শুনতে পাচ্ছ, শ্রীপতি?"

কিছু ইতস্ততঃ করিয়া শ্রীপতি বলিলেন, "আপনারা সব নাকি আমার বাড়ীতে খাবেন্ না?"

মুখটা ভার করিয়া খুব গম্ভীরভাবে খুড়া-মহাশয় বলিলেন, "তা কেমন ক'রে খাব বাবা! তুমি যদি জাত দাও, আমরা ত' তোমার সঙ্গে জাত দিতে পারব না!"

শ্রীপতি স্তম্ভিত। সরলচিত্ত সংসারানভিজ্ঞ যুবক বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা এই খুড়া মহাশয়। শ্রীপতির অতুল ঐশ্বর্য্য এবং দেশভরা যশঃ সমস্ত

জাতিগর্বেরই ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কি প্রকারে তাহাকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবে, তাহারই সুযোগ অনুসন্ধানে তাহারা রত ছিল। উত্তরের আশায় খুড়া মহাশয় শ্রীপতির মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীপতি কোন কথা কহিলেন না। নীরব নিঃস্পন্দভাবে নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। তখন খুড়া মহাশয় পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমরা এখনকার সব ছেলেরা বাপু, দুপাত ইংরিজি পড়ে একেবারে খ্রীষ্টান হয়ে উঠেচ। জাতিধর্ম্মও মান না, গুরুজনের পরামর্শও নাও না, যা মন যায়, তাই কর। এমন কর্‌লে কি আর জাতিকুটুম্ব নিয়ে বাস করা চলে? কি বল্‌ব বাপু, তোমরা ত আর আমাদের চাও না। যদি চাইতে তাহলে আর এমন কাজ কর্‌তে পার্‌তে না।"

শ্রীপতি সমস্ত মনটা সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনাদের চাই না এমন কথা কে বল্লে? আপনাদের না হলে থাকব কাকে নিয়ে?"

উদ্ধতভাবে খুড়া মহাশয় বলিলেন, "কই আর আমাদের চাও বাপু, চাইলে কি আর এমন কাজটা কর্‌তে পার্‌তে?"

ধীরে ধীরে শ্রীপতি বলিলেন "জ্ঞান-কৃত এমন কি অপরাধ করেছি তাতো বুঝতে পাচ্চি না। যদি না জেনে করে থাকি আমায় ক্ষমা করুন্। আমি ত আপনাদের সন্তান।"

শ্রীপতিকে এমনি কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া খুড়া মহাশয়ের অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া মুখে গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া বলিলেন, "এই যে বাপু, যখন বিয়েটা করেছিলে একবার আমাদের মত নিয়েছিলে কি? মত নেওয়া চুলোয় যাক্, একবার মুখের কথাও বলনি যে কোথায় বিয়ে ক'চ্ছ। একবার পরামর্শ করা তখন দরকার মনে কর্‌লে না, যা মন হল, তাই করলে, একেবারে দুম্ ক'রে বিয়ে করে নিয়ে এলে।"

কুণ্ঠিতভাবে শ্রীপতি বলিলেন, "কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেছল্, পরামর্শ করবার সময় পাইনি। তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।"

খুড়ামহাশয় বলিলেন "এমন কি তাড়াতাড়ি বাপু! বিয়ে না করলে তোমার কি জাত যাচ্ছিল! কথায় বলে লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না। যেমন তাড়াতাড়ির বিয়ে তার ফলও তেমনি হয়েছে। তখন যদি একবার আমাকে জানাতে বাপু তাহলে আর এ বিভ্রাটটি ঘট্‌ত না! ক্ষমা চাইলে আর এখন হবে কি? যে কাজ করেছ, তাতো আর ফির্‌বে না। রায় বংশের এতবড় নামটা ডুবুলে? বাপ-পিতামহর মাথা হেঁট করালে? তোমার জন্যে আমি শুদ্ধ লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। সবাই বলে, দুর্লভবাবু, তুমি থাক্‌তে তোমার ভাইপো এমন একটা অপরের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এল! যাই হোক্, তুমি আমার ভাইয়ের ছেলে ত বটে! তোমার বাপ্ আমার স্বর্গীয় দাদা মহাশয় আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই কর্‌তেন্ না। আহা! কি ভালই বাস্‌তেন আমাকে! তোমরা কি আর বাপু, এখন আমাদের গ্রাহ্য কর? আমরা মুখু, আমরা গরিব।"

নিতান্ত অপরাধীটির মত শ্রীপতি

বলিলেন, "আমি যে অঘরের মেয়ে বিবাহ করেছি তার প্রমাণ কি ?"

খুড়ামহাশয় বলিলেন, "প্রমাণ আছে বই কি, বাবা! আমরা ত আর কাঁচা ছেলে নই যে, প্রমাণ না পেয়ে এত বড় একটা কথা বল্‌ব! তোমার শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণটীর বাড়ী কোথায় তা জান কি ?"

শ্রীপতি ধীরে ধীরে বলিলেন দেবীপুরে।

খুড়ামহাশয় বলিলেন, "হাঁ দেবীপুরই বটে! কিন্তু কি সূত্রে তিনি এখানে এসে বাস করছেন ? নিজের দেশ ভুঁই ঘর ভিটে ত্যাগ করে তাঁর পলাশপুরে থাক্‌বার কারণটা কি, সে খপর কিছু রাখ কি ?"

পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে শ্রীপতি বলিলেন, "না"।

মুখ টিপিয়া একটু বক্র হাসি হাসিয়া খুড়ামহাশয় বলিলেন, "তবে ? দেশভুঁই ফেলে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এমন ভাবে বিদেশ বিভুঁইয়ে কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে থাকে কি, বল্‌তে পার ?

শ্রীপতি নীরব। খুড়া-মহাশয় পুনর্ব্বার একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে একটা চাষার সঙ্গে এখানে পালিয়ে আসেন। তার পর তোমার স্ত্রীর জন্ম হয় বুঝ্‌লে কি না! আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে তুমি অনুসন্ধান করে দেখ্‌তে পার।"

শ্রীপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চক্ষে সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল বুঝি তাঁহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবীটা সরিয়া যাইতেছে। দুই হাতে মাথাটা জোরে টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "এর কি কোন প্রতিকার হতে পারে না ?"

গর্ব্বিত ভাবে খুড়ামহাশয় বলিলেন, "প্রতিকার আর এখন কি হবে বাপু! আগে যদি একটু আমি জান্‌তে পারতুম তাহলে কি আর এ কাণ্ডটি ঘট্‌তে দিই!" বলিয়া তিনি একটু চুপ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে যদি এক কাজ কর্‌তে পার, বউটিকে ত্যাগ ক'রে একটা প্রায়শ্চিত্ত টায়শ্চিত্ত করে ফেল্‌তে পার, তা'হলে সব গোলই মিটে যাবে। পুরুষের কি আর জাত যায় ? সমাজই আর কেরে বাপু, সেও ত আমরাই। একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল্লে, বউটিকে ত্যাগ কর্‌লে, আর কার সাধ্যি কিছু বলে! আর কাজটাও এমন কিছু শক্ত নয়! খুব সহজই!"

শ্রীপতি নীরবে চলিয়া গেলেন। খুড়া-মহাশয় কাজটা যত সহজ বলিয়া বর্ণনা করিলেন শ্রীপতির তত সহজ বলিয়া মনে হইল না। কোন্ অপরাধে সরলা বালিকা পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন ? কোন্ প্রাণে তাহাকে জন্মের মত বিদায় দিবেন ? শ্রীপতি তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সে ভালবাসার কোন-খানে স্বার্থগন্ধ ছিল না। শ্রীপতি বাড়ী আসিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন না। বাহিরের একটা প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার অন্তর মধ্যে যে কি বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহা তিনিই জানেন। প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যরাশি দীন-দরিদ্রগণ যত পারিল খাইল, বাকি প্রচুর পরিমাণে বাঁধিয়া লইয়া গেল। তাহাদের জন্য যে সকল নূতন কাপড় আসিয়াছিল তাহা কতক তাহারা পাইল কতক কৃত্যারর্থ আত্মসাৎ

করিল। শ্রীপতি কিছুই দেখিলেন না। যাত্রার দল আসর সাজাইতেছিল, শ্রীপতি নিষেধ করিয়া দিলেন—"যাত্রা হইবে না।" এমেচার পার্টির যুবকের দল থিয়েটার করিবার জন্য ষ্টেজ বাঁধিতেছিল, শ্রীপতি বলিয়া দিলেন —"থিয়েটার বন্ধ করে দাও।" মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ যেন ঘোর বিষাদে পরিণত হইয়া গেল। সমগ্র গ্রামময় এই কথাটা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিল। নিষ্কর্ম্মা নরনারীর দল ঘাটে পথে এই আলোচনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এদিকে শ্রীপতি সমস্ত দিন জলবিন্দুও স্পর্শ করিলেন না; স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি চোখ মুখ ফুলাইয়া ফেলিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "যে বিধবাকে দেখিলে অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হয় তাহার এই চরিত্র! যাহার মূর্ত্তি পবিত্রতা এবং সরলতার আধার বলিয়া মনে হয়, তাহার ভিতর এত কুটিলতা! ছি! ছি! তার এই হীন চরিত্র! তিনি আকুল হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "কমল! কমল! সত্যই কি তুমি তাই! সত্যই কি তোমার দেহে নীচ শোণিত প্রবাহিত? না না কখনই তা নেই! আমার মন বল্‌ছে—তুমি নির্ম্মল, পবিত্র! তোমাকে ছেড়ে আমি যে বাঁচ্‌ব না!"

আবার ভাবিতে লাগিলেন, "যদি সত্যই তাই হয়, তবে সে দোষ কি কমলের? কমলের জন্মের জন্য কি কমল দায়ী? কমল যে অনাঘ্রাত পবিত্র কুসুম, দেব-পূজার যোগ্য, আমি তাকে বুকে তুলে নিয়েছি, এখন কোন্ প্রাণে পাষণ্ডের মত তাকে দূরে নিক্ষেপ ক'র্‌ব! কেমন ক'রে সে কোমল কমলকে পদদলিত ক'র্‌বো! না, না, আমি তা পার্‌ব না। যে যা বলে বলুক,—আমি কারও কথা শুন্‌ব না। আমি দেশ চাই না, সমাজ চাই না, জাতি চাই না, সবাই আমাকে ত্যাগ করুক, নিন্দুকের সহস্র রসনা আমার নিন্দা বাদ করুক, তবু আমি কমলকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না। কমলকে নিয়ে আমি দেশান্তরে বাস ক'র্‌বো; নির্জ্জন স্থানে গোপনে থাক্‌ব সেও ভাল।

শ্রীপতি যখন মনে মনে এই সংকল্প স্থির করিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তুলিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "শ্রীপতি! একি সর্ব্বনাশ করেছিস্ বাবা! বউমা নাকি অম্বরের মেয়ে? এই কথা নিয়ে ও পাড়ার অতুলের মা আমাকে নানান কথা শুনিয়ে দিলে। ঘাট থেকে যখন নেয়ে আসি তখন আমার জল একটু তার গায়ে লেগেছিল ব'লে সে মাটির কলসীতে জল নিতে এসেছিল, কলসীটা ছুম করে ফেলে দিলে। আর যে কথা বল্‌লে সে আর তোর কাছে কি বল্‌ব! কি কর্‌লি বাবা, জাত কুল মান সব গেল! এখন আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?"—

শ্রীপতির সকল সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। মাতৃ-বৎসল পুত্র সব সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু মাতার কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না। মায়ের কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "চুপ্ কর মা! কেঁদ না। আমি তোমার চখে জল দেখ্‌তে পারি না, এখনি আমি সমস্ত আপদ দূর ক'রে দিচ্ছি, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও।"

মাতা চলিয়া গেলেন। তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছিল, শারদ সপ্তমীর শশী গাছের আড়াল হইতে উঁকি দিয়া ধরণীর কার্য্য দেখিতেছিলেন। দিনের আলোক মনে করিয়া কাকগুলা মাঝে মাঝে 'কা কা' করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ দেবীর আরতির আয়োজন করিতেছিলেন। শ্রীপতি বাহিরে আসিয়া বাটীর বৃদ্ধ গোমস্তা নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির বেহারা দের ডাকতে পাঠান, পাল্‌কি নিয়ে এখনি কমলকে তার মায়ের কাছে পলাশপুরে রেখে আসুক্।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া শ্রীপতি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি, কথাটা কানে গেল না নাকি?"

বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ তখন ভয়ে ভয়ে জড়সড়ভাবে বলিল, "হুজুর, ভাল করে না জেনে শুনে শুধু পরের কথায় মা লক্ষ্মীকে আজকের দিনে কাল সাঁজিতে ঘরের বার করে দেবেন না।"

বজ্রগম্ভীরস্বরে শ্রীপতি বলিলেন, "তাতে তোমার কি? তোমার কাছে আমি কোন উপদেশ চাইনি। তোমাকে যা বল্‌ছি, শীগ্‌গির আমার আদেশ পালন কর। আর তুমি যদি সঙ্গে যেতে না পার, একটি বেহারাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।"

নীলকণ্ঠ আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শ্রীপতির মুখের ভাব দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। শ্রীপতির এ রকম ক্রোধ, এমন রূঢ় কথা, এ প্রকার মুখভাব, তিনি জীবনে কোন দিন দেখেন নাই। তিনি অতি সত্বর প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। পাল্‌কি শ্রীপতির নিজের ছিল, বাহকগণ আসিয়া তাহা নামাইয়া ঠিক করিয়া রাখিল। অনেক দাসী কমলকে ডাকিতে গেল। কমল ইতঃপূর্ব্বে সমস্তই শুনিয়াছিল। শুনিয়া সে পাষাণের ন্যায় বসিয়াছিল। তাহার মুখে কোন কথা কহিল না, একটী প্রতিবাদ করিল না। তাহার নয়ন হইতে একটী অশ্রুকণাও নির্গত হইল না। তাহার হৃদয়ের উৎস যেন একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। দাসী আসিয়া ডাকিল "এস মা, বাবু বলে দিলেন তোমাকে পলাশপুর যেতে হবে।" কমল সমস্তই বুঝিল। বলিল "একটুখানি দাঁড়াও ঝি, এখনি আস্‌চি।" এই বলিয়া কমল নিজের শয়নকক্ষে গিয়া শ্রীপতিদত্ত নূতন গহনা গুলি একে একে সমস্ত খুলিয়া একটা বাক্সে রাখিল, পরিধেয় মূল্যবান কাপড়খানি রাখিয়া একখানি অতি সামান্য জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিল। তাহার পর গহনার বাক্সটি হাতে করিয়া স্বপ্নাদিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ফির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যাইতে যাইতে কমল বলিল, "ঝি কোথায় তিনি? একবার কি দেখা হতে পারে না? জন্মের-শোধ একটিবার।"

কমলের কথা শুনিয়া ফির চক্ষেও জল দেখা দিল। আঁচলে চোখ দু'টা মুছিয়া বলিল "আহা! এমন লক্ষ্মী বউ কপালে এই ছিল গা"—বাবু বাইরে টেরের ঘরে শুয়ে আছেন। এস মা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কমলকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ঘরটা দেখাইয়া দিয়া ঝি বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আজ যে কমলের বুকটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল! এ ভয় আর তার নয়। এ যে চরণতলে স্বামীর শ্রীপদ লাভ

তাহার কোনও অধিকার থাকিবে না। কমল দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইল। ঝি বলিল, "যাওনা মা, বাবু একলা শুয়ে আছেন।"

কম্পিত পদে কমল প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শ্রীপতি বালিশে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। কমল গহনার বাক্স ও চাবির থলেটী ধীরে ধীরে পালঙ্কের এক পার্শ্বে রাখিয়া পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নত হইয়া শ্রীপতির দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইল। এইবার তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ যেন হৃদয়ের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। অন্যের মত সে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রাণ যে চায় না। এ দেবসেবায় বঞ্চিত হইয়া তাহার ব্যর্থ নারীজন্ম লইয়া কেমন করিয়া সে জীবনের সুদীর্ঘ দিনগুলা অতিবাহিত করিবে? এই ত তাহার জীবনের মধুর প্রভাত মাত্র দেখা দিয়াছিল। এখনই তাহার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যাইবে, সে কথা সে ত ভাবে নাই। কিন্তু বালিকা তাহার হৃদয়ের অপরিসীম শক্তিবলে শীঘ্রই আত্মসংবরণ করিয়া লইল। ভাবিল, "ছি ছি—আমি এমন স্বার্থপর! আমার নিজের দুঃখের ভারেই অবনত হয়ে পড়্‌ছি, স্বামীর কথাতো ভেবে দেখ্‌ছি না। আমি কাছে থাক্‌লে স্বামীকে যে লোক-সমাজে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হবে। ধিক্ আমাকে, আমার নিজের সুখই কি বড়?" এই ভাবিয়া তখন কমল আবার দুই হস্তে স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া সেই হস্ত নিজের মাথায় ও বুকে ঠেকাইল; এবং কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, "তবে যাই!"

শ্রীপতি নীরব। কথা কহিবার সামর্থ্য বোধ হয় তাঁহার ছিল না। প্রবল অশ্রুবেগ তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছিল। কমল আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস করিল না। অশ্রুসোধ একবার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তিখানি চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর একটা গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বহুক্ষণ পরে শ্রীপতি যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, কমলের গহনার বাক্সটী তাঁহার সম্মুখে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কমল! কমল! তোমার গহনার বাক্স নিয়ে যাও, এ কার জন্যে রেখে গেলে?" কিন্তু হায়! কমল তখন কোথায়? কমল তখন শিবিকারোহণে পলাশপুরের পথে। অভাগিনী একবস্ত্রে, রিক্তহস্তে পতিগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে!

আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীপতির কাণে আজ সমস্তই বেসুরা শুনাইতে লাগিল। সপ্তমীতে বিজয়ার বাদ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল। সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেছিল, "ওগো সে চলে গেছে, সে নাই গো নাই!"

কাংসঘণ্টা শঙ্খ সব যেন সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছিল "সে নাই। নাই! নাই!" একজন ভৃত্য একটা ছুবড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিল, শ্রীপতি বাজীর শব্দ শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খপরদার!"

আর এক ব্যক্তি প্রতিমার পার্শ্বে মশাল জ্বালিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ক্রুদ্ধ শ্রীপতি তাহা দেখিয়া বলিলেন, "মশাল নিবিয়ে ফেল!"

সমস্ত আনন্দ-উৎসব নিবিয়া গেল। সমস্ত বাড়ীটাময় কেবল বিষাদের ধ্বনি যেন হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। (ক্রমশঃ

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যাত্রার ফল।

৩

যথা সময়ে মোগল সরাইয়ে দুইজনেই নামিয়া পড়িলেন। চুঁচুড়ার পাঞ্জাব মেল দাঁড়ায় না, সুতরাং কলিকাতা মেলে আসিতে হইয়াছিল; কলিকাতা মেল এলাহাবাদ যায় না, সুতরাং মোহিতকেও সেইখানে গাড়ী বদলাইতে হইবে। শরৎ যখন ছেলেদের লইয়া কাশীর গাড়ীতে উঠিল, তখন ললিত বাপের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। স্বামীকে সঙ্গ ছাড়া করিতে শরতের প্রাণ কেমন করিতেছিল, সে বলিল "আর এলাহাবাদ নাই বা গেলে? তুমিও এস না; ছুটিটা আমোদ করে কাশীতেই কাটান যাক্।" মোহিতের প্রাণটাও এই দিকেই টানিতেছিল। স্ত্রীপুত্রের টানের অপেক্ষা কোন্ টান অধিক? কিন্তু অবিনাশকে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে। কথার অন্যথা করা যায় না—তা ছাড়া একেত্রে শরতের সঙ্গে গেলে, মোহিতের বন্ধুদের হাতে যে লাঞ্ছনার সম্ভাবনা রহিল, তাহার সীমা যে কতদূর তাহা মোহিতের অজানিত ছিল না। কেন না এই অপরাধে দুই একটি বন্ধুর বেলায় মোহিতও শাস্তিদাতা দলের একজন ছিল; সুতরাং শরতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "পাটনায় হরেনের কথা মনে আছে তো? তাতে রাজী থাক তো তোমাদের সঙ্গে যাই।" "না না রক্ষে কর, যে তোমাদের ধিঙ্গীর দল। তার চেয়ে দুই এক দিনে ফিরতে চেষ্টা ক'র, দেখো খুব সাবধানে থেকো, আমোদ পেয়ে একেবারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ো না, হিম লাগিয়ে কি অনিয়ম ক'রে অসুখ করলে মজা দেখবে, আর কখন কোথাও যেতে দেব না"। মোহিত ছেলেরা যা অপরে দেখিতে না পায় এই ভাবে হাতজোড় করিয়া বলিলেন "যে আজ্ঞে"। "শুধু তাই নয় রোজ চিঠি দেওয়া চাই। যদি ছুটি ফুরিয়ে চ'লে যাবে তা হলে তবে না আমি একা চুঁচড়োয় ফিরবো; এখনকার মত কাশীবাসের ব্যবস্থা করব।" মোহিত সহাস্য দৃষ্টিতে শরতের মুখের প্রতি চাহিল। তাহার অর্থ "তুমি ভারী দুষ্ট"। শরৎ জানিত এই দণ্ড স্বামীর পক্ষে অযোগ্য।

শেষে ছেলের বিষয়ে মোহিত অনেক সতর্কতার উপদেশ দিয়া নিয়মিত চিঠিপত্র দিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কাশী ক্যান্টনমেণ্টে বাড়ীর গাড়ী ও লোকজন মজুত ছিল, শরৎ ছেলেদের লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যথা সময়ে বাড়ীতে পৌঁছিল। শরতের মাসীমা শারদাসুন্দরী জমীদার-গৃহিণী; স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি কাশীতেই বাস করিতেন, তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকার নাম ছিল "শারদা ভবন"। কাশীতে এ নাম বলিলে প্রায় অনেকেই চিনিত। শারদা সুন্দরীর দান-ধ্যানও কম ছিল না, সুতরাং নামের খ্যাতিও যা না হইবে কেন? আগে হইতে সংবাদ দেওয়া ছিল; মোগা ছেলেদের লইয়া কোন অসুবিধায় পড়িতে হইল না। এখানে আসিয়া ললিত, সরিৎ মহা স্ফূর্ত্তিতে খেলিতে লাগিল। বিশেষ আমোদ যাদুদের দল দেখিয়া। ছেলেদের

আনন্দ দেখিয়া শরতের কাশী আসা সার্থক মনে হইতে লাগিল।

মোহিত তো যথা কালেই এলাহাবাদ পৌঁছিলেন; মোহিতকে পাইয়া বন্ধুবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; মোহিতের মত সরল-প্রাণ আমোদপ্রিয় অকপটহৃদয় বন্ধু দুর্লভ; প্রবাসাগত অধরের অভিনন্দনে মোহিতের সম্বর্দ্ধনাই বোধ হয় অধিক হইল; দিন চার পাঁচ এলাহাবাদে মহা হৈ চৈয়ে কাটিয়া গেল, শেষে সকলে স্থির করিল, অনেক দিন সকলে একত্র তাজমহল দেখা হয় নাই, আগরার তাজ মহল দেখিয়া উৎসবের অবসান করা যাইবে। এলাহাবাদবাসীরা এলাহাবাদ আসিবে, অপর সকলে সেইখান হইতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিবে। যেমন পরামর্শ তেমনই কাজ, সদলবলে সকলে আগরা যাত্রা করিলেন।

ট্রেণে সেদিন অত্যন্ত ভিড়। আগে যদি ঠিক থাকিত তাহা হইলেও না হয় গাড়ী রিজার্ভের ব্যবস্থা দেখা যাইত; একে ট্রেণেই লোক ঠাসা, তার উপর নিজেদের দলটিই একটি "বিপুলা বাহিনী"। আবার যাঁহারা বিদেশাগত তাঁহাদের ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি রীতিমত সরঞ্জাম সঙ্গে। এলাহাবাদবাসীরা এ বিষয়ে বন্ধুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এক একটি বন্ধুর স্কন্ধেই নিজেদের শয্যাবস্ত্রের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাদ-ছাদ দিয়াও সঙ্গে যে জিনিষ ছিল এ ক্ষেত্রে তাহাই এক বিরাট ব্যাপার; যা হক্ মহা ঠেলাঠেলি গুতাগুতির পর এক কামরায় সকলে গুছাগুছি হইয়া উঠিলেন।

"যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতে দু জন" তা এ ট্রেণ তো তেঁতুলপাতি অপেক্ষা খুবই বড় খাঁচায় করিতে হইবে, সুতরাং মনে আনন্দ ও দেহে শক্তি থাকিলে এ ভিড়ে কি যায় আসে! কিন্তু এ মনের মিল বন্ধুদল ছাড়া তো সকলের সঙ্গে হইতে পারে না, বিশেষ বসিবার স্থান লইয়া যখন পশ্চিমবাসীদের সঙ্গে তর্ক বাধে তখন তাহার মীমাংসা সহজে করা বড় দুষ্কর। কেন না তাঁহারা 'টিকস্', তাহার মূল্য, ক্রয়স্থান, বিক্রয়কারী প্রভৃতির এরূপ সুসঙ্গত নিদর্শন দেখাইয়া অধিকার সাব্যস্ত করেন যে, বঙ্গে শত শত নায়রবাগীশ, তর্ক-বাগীশ উপাধিধারী থাকিলেও এমন ধৈর্য্যবাগীশ কেহই নাই যে, স্থিরভাবে সে তর্কের মীমাংসা করিতে পারেন; সুতরাং উষ্ণরক্তধারী বঙ্গবীর-দের সহিত দুই একজনের হাতাহাতির সূত্র-পাতেরও ত্রুটি হইল না। মোহিতের হাকিমি-গৌরববাহি-শোণিতই বা কি করিয়া স্থির থাকে? বরং একটু বিশেষ রকমই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তবে সংখ্যাধিক্য থাকায় "মারবার সময় ধরবার লোকের"ও অভাব হইল না, কিন্তু যখন কোন পক্ষেরই ট্রেণ ত্যাগ করিবার সম্ভব নাই তখন অগত্যা সন্ধি স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত পরামর্শ স্থির করিয়া কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বা ঝুলিয়া চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু গভীর রাত্রে যখন ঘুমে চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া স্কন্ধদেশ আলোড়িত হইবার উপক্রম হইল, তখন বন্ধুদল একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ঘুমান যায় বটে, যদি ঘরের ঢেঁকি কুমীর না হয়; অর্থাৎ ঘাড় যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে! মুণ্ডটাকে সে যদি একটু শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে তবে অনায়াসেই বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নিদ্রাকে আকর্ষণ

স্বীকার করিতে পারা যায়। কিন্তু সারাটা দিন সেই প্রভাত হইতে অর্দ্ধ রাত্র বা তদূর্দ্ধ সময় ও ভার বহিয়া বহিয়া যখন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া কেবলি এদিক হইতে ওদিক হেলিয়া হেলিয়া ঘাড় বলিতে থাকে "আর পারি না" "পারি না", তখন মস্তকটাকে একটা ঠেক্‌নো দিয়া রাখিতে না পারিলে কিছুতেই তো চলে না। যাঁহারা কাঠের দেওয়ালে মাথা রাখিয়া চোখ বুঁজিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, দেওয়াল সজোরে ধাক্কা দিয়া তাঁহাদের জানাইল "এখানে নয়" "এখানে নয়" কিন্তু সে কথা শুনিলে ট্রেণের যাত্রীর চলে না; তাহারাও জোর করিয়া মাথা চাপিয়া ধরিল; সুতরাং সেখানেও উভয় পক্ষের আপত্তি-সম্মতিতে ঠকাঠক্ ঠকাঠক্ ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিয়া গেল; তখন আরোহীর দল নিরুপায় হইয়া একটু আশ্রয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলে একদল নামিয়া পড়িয়া যে যেখানে পাইলেন এক আধটু স্থান অধিকার করিয়া মহানন্দে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন, বাকিগুলি যথাসাধ্য ইহার মধ্যেই শয়নের জোগাড় করিতে লাগিলেন। বিদেশে যাহারা চাকরী করে তাহাদের স্বাভাবিক একটু কষ্টসহিষ্ণু হইবার কথা, কিন্তু যাহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া 'ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা প্রায় ইহার বিপরীত হইয়া পড়ে; সর্ব্বদা আদর ও সেবা যত্নের মধ্যে থাকিয়া কষ্ট সহাটা নিতান্ত অনভ্যাসের মধ্যে হইয়া যায়। মোহিতও একজন সেই শ্রেণীর; সুতরাং যখন ট্রেণ একটু খালি হইয়া গেল, তখন অনর্থক কষ্টটুকু না সহিয়া একটু বিশেষ আরামের জন্য মেঝের নিজের বিছানাটা খুলিয়া পাতিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আরও ২।৩ জন সে সুখশয্যার অংশপ্রার্থী হইয়া আসিয়া জুটিল। সে রাত্রে শীতও বড় কম নহে, এক জায়গায় কুণ্ডলী হইয়া পা গুটাইয়া শোওয়া যে চলে না তাহা নহে তবে এরূপ "ডেপুটি বাবু দেহে" সেরূপ ঘুমে গড়াগড়ি অতি অশোভন হয় সুতরাং কাল-উপযোগী ধরা চূড়া পরিয়া প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন হইল।

মোহিতের সঙ্গে যে হিন্দুস্থানীটির মারামারী হইয়াছিল তিনি বহুপূর্ব্ব হইতেই উপরের বেঞ্চের অর্দ্ধেকখানি অধিকার করিয়া, কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পরম আরামে শুইয়া ছিলেন, স্থানাভাবে যখন কতকগুলি লোক অপর গাড়ীর সন্ধানে নামিয়া গেল, তখন শুধু মুখখানি বাহির করিয়া সকৌতুকে দেখিতেছিলেন, তার পর মোহিত প্রকৃতির অল্পস্থানে শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন।

মোহিত এলাহাবাদে আসিতে হইবে বলিয়া, অর্ডার দিয়া নূতন সুটটি তৈয়ার করাইয়াছিলেন, শরতের হিসাবের তাগাদা সত্ত্বেও ৭০।৮০ টাকার কম দামে হইয়া উঠিল না, জুতা জোড়াটিও আসিবার সময়েই ১৬ টাকায় কিনিয়া আনা হইয়াছিল, কারণ মোহিত পোষাক-পরিচ্ছদে কায়দা দুরস্ত, নূতন সুটের সঙ্গে পুরাণ জুতা চালান তাহার কাজ নয়, মোহিত সযত্নে জুতা জোড়াটি খুলিয়া রুমালে ধূলা মুছিয়া একটু গরাইয়া রাখিয়া ট্রাঙ্ক খুলিলেন। সচরাচর বাহিরে যাইতে হইলে যত বড় ট্রাঙ্ক হইলে একজনের চলে মোহিতের ট্রাঙ্কটি তাহা অপেক্ষা একটু বিশেষ বড়ই ছিল; তাহার কারণ মোহিতের সাজসজ্জার কোন অঙ্গের হীনতা তাহার সহিত না, বাবুর সাজ সাহেবিসাজ ঘামুলি

সাজ যাহাই হউক না সবই পুরাদস্তুর তাহার সঙ্গে মজুত থাকিত, শাল দোশালা হইতে গামছা তোয়ালে আতর পমেটম আয়না চিরুণী প্রভৃতি করিয়া কিছুই বাদ পড়িত না। শয়নশয়ীর মোছানর হাতও অতি পরিপাটী; সুতরাং কিছু ভুল চুক হওয়ার তো সম্ভব ছিলই না বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যে ট্রাঙ্কের উদরটী পরিপূর্ণ থাকিত। মোহিত একটী ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিয়া আগে তাহাতে সোণার ঘড়ি ঘড়ির চেন খুলিয়া রাখিল; অতিরিক্ত সাবধান জন্য অঙ্গুলের হীরার আংটিটীও খুলিয়া তাহাতে রাখিয়াছিল মুখস্থ অবস্থায়, (কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে?) আংটি কেহ খুলিয়া লওয়া আশ্চর্য্য নয়; পরে জামার পকেট হইতে মণিব্যাগটি বাহির করিয়া একবার মুখ খুলিয়া টাকাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া লইল। পরে টিকিটখানি তাহাতে রাখিয়া বাক্সের ভিতর সেটিও বন্ধ করিয়া ট্রাঙ্কের এক পাশে রাখিল। পরে নিজের ব্যবহার-প্রস্তুত নূতন সুটটি খুলিয়া ভাঁজ করিয়া ট্রাঙ্কে তুলিল, পরিধানে ধুতি জামার উপর ওভার কোটটা পরিয়া লইল, পরে ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া চাবিটি পকেটে ফেলিয়া মোহিত কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। অপর বন্ধুদের এত বালাই ছিল না, তাহারা ততক্ষণ নাক ডাকাইতে সুরু করিয়াছিল।

লোকে বলে কষ্টোপার্জ্জিত ধনে অধিক মমতায়; এই শয়নের স্থানটুকু ও এই নিদ্রা-টুকু যে কত কষ্টোপার্জ্জিত তাহা মোহিতরাই জানে; আর সেই নিদ্রা সে যে কি তৃপ্তিকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে। যখন কম্বল সেই শয্যায় দেহ ঢালিল তখন রাত্রের অধিকাংশ ভাগ অতীত হইয়াছে; তাহার পর কখন যে প্রভাত হইয়া গিয়াছে তাহা কেহই জানিতেও পারে নাই। "ও অতুল অতুল, ও মহেন, ও মোহিত! কি ভয়ানক তোরা মরে আছিস্ না ঘুমুচ্ছিস্?" চোখ মুছিতে মুছিতে অতুল হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল, জড়িতকণ্ঠে বলিল "কেন বল দেখি? এখানে তো তোমার সাত রাজার ধনটি নেই, যে কেড়ে নিতে ডাকাত এসেছে! অমন ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন?" বলিতে বলিতে আরও তিন জন জাগিয়া পড়িলেন।

"বলি নাম্‌তে হবে মনে আছে? বেরিয়ে এস"। "সত্যি নাকি?" ধড়মড় করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন, বাহির হইতে তখন তাগাদা আসিল "দাও দাও তোমাদের ট্রাঙ্ক ফ্রাঙ্কগুলো এগিয়ে দাও, আমরা নামিয়ে নিই।" সকলে যথাসাধ্য আপন আপন জিনিষ বাহির করিয়া দিতে লাগিল, মোহিতও বিছানাগুলা তাড়া-তাড়ি ভাঁজ করিয়া ঠেলিয়া দিয়া ট্রাঙ্ক দিতে গেল; একি! মোহিত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ট্রেণে পূর্ব্ব দিনের সকল যাত্রীই উপস্থিত আছে, নাই কেবল সেই মোহিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুস্থানী বীরটী; তিনি যে কখন কোন ষ্টেসনে নামিয়া পড়িয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। লোকে ট্রেণে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর নাম-ধাম অনেক পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার সহিত প্রথম হইতে বিবাদের সূচনা হইয়া তাহার উপর সকলের মন এত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহই তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হয় নাই; সে ব্যক্তি তো নয়ই, পরিচয় জানিলেও যে কোন কিনারা হইত, সে

আশাও ছিল না ; আর ভাবনা বৃথা ; শুষ্ক মুখখানি চুপ করিয়া মোহিত গাড়ী হইতে নামিল। কিন্তু টিকিটখানি পর্য্যন্ত নাই, রেলের লোক চুরির কথা শুনিবে না "হয় টিকিট দাও, নয় টাকা দাও"। মোহিতের প্রয়োজন-উপযোগী অর্থ মণিব্যাগে রাখিয়া আর সব ট্রাঙ্কে বন্ধ ছিল, রাত্রে মণিব্যাগটিও ট্রাঙ্কে রাখিয়া আজ মোহিত কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মোহিতের বৃহৎ ট্রাঙ্কের তরসায় যাঁহারা দ্বিতীয় বস্ত্রশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন মোহিতও তাঁহাদেরই দলের অন্যতম ইলেন। তখন অপর বন্ধুরা পকেট ঝাড়িয়া কোন মতে মোহিতকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। অতঃপর উপায়! ফিরিয়া যাওয়া তো চাই ; এত অধিক অর্থ কাহারও কাছেই নাই যে, মোহিতকে দ্বিতীয় বার সাহায্য করিতে পারে। তখন শরতের কাছে টেলিগ্রাফ গেল, টেলিগ্রাফে টাকা পাঠাও।

আগরার টেলিগ্রাফ দেখিয়া শরৎ ভাবিল মোহিত দেশভ্রমণেই বায় করিবার জন্য টাকা চাহিয়াছে, স্বামীর সুখ বা তৃপ্তিতে শরৎ কখনও বিন্দুমাত্র আপত্তি জানায় নাই ; সে কিছু অধিক অর্থই পাঠাইয়া দিল।

মোহিতের আগরার আনন্দ আর জমিল না, সে বন্ধুদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া কাশী রওনা হইল ; কিন্তু জিনিষপত্র হারাইয়া মন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া যাওয়ায় শরৎকে যাওয়ার দিবস পূর্ব্বে সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না।

মোহিত ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কাশী আসেন নাই, বরাবর সহরে সহরে ঘুরিয়া বেড়ান। ছিল কাশী সহরটাও তাহারই অন্যতম। গাড়ীতে উঠিয়া ত্রিকালা বলিলেই সকল স্থানেই পৌঁছান যায় ; কিন্তু কাশীর মতো গলির যে গোলকধাঁধাঁ আছে, সে যে কি বিষম ব্যাপার তাহা যদি মোহিতের ঘুণাক্ষরেও জানা থাকিত তবে এমন দুঃসাহসের কাজ করিতে কখনও প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু মোহিতের মাহেন্দ্রক্ষণের যাত্রাটিই এবার কিছু বিষম ছিল, তাই মোহিতের বুদ্ধি দুষ্ট সরস্বতীর বশীভূত হইয়া পড়িল। গাড়োয়ান যখন একটা গলির মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া বলিল "নামুন বাবু, এখান থেকে আর গাড়ী যাবে না আমার ভাড়া চুকিয়ে দিন," তখন মোহিত চারিদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শারদা ভবন দেখতে পাচ্চিস?" "সে এখানে কোথায় বাবু, ভেতরে চ'লে যান।"

"তুই আমার সঙ্গে গিয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারিস্?"

"না বাবু আমার ঘোড়া বড় খেটেছে, তাদের দানা জল না দিলে ম'রে যাবে।"

মোহিত আর কি করেন? অগত্যা ভাড়া দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া বিশ্বনাথের নাম স্মরণ পূর্ব্বক গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, দুধারের বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতে গিয়া মোহিত সহসা ধাক্কা খাইলেন ; কাশীর গলির পরিসর মোহিতের বিশেষ জানা না থাকিলেও যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। তার উপর মানুষেরা যাতায়াত করিবার সময় তবু আগন্তুককে কষ্টে একটু পথ করিয়া দিয়া চলে, কিন্তু গলিতে গলিতে বিশ্বনাথের গদাই লস্কর ষণ্ডমহাশয়েরা কাহারও খাতির-সম্ভ্রমের ধার ধারেন না। পথের সম্মুখে একটা ষণ্ড ছিলেন, সুতরাং গজেন্দ্রগমন যুবকের দেহসংঘর্ষে মোহিত তাল সামলাইতে

না পারিয়া পাশে পড়িয়া গেলেন, সেই একমাত্র জামা-কাপড় তাও কাদা-মাখা হইয়া গেল; মাথার চুলগুলি ও মুখখানিও বাদ গেল না। ঠেলাঠুলি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য কোঁচার কাপড় দিয়া মোহিত মুখের ও মাথার কাদা ধূলা মুছিয়া লইল। তখন ক্ষোভে দুঃখে চক্ষে জল আসিবার যো হইয়া পড়িল, মনের ভাব মনেই রাখিয়া মোহিত আবার চলিতে লাগিলেন।

"মশাই অনুগ্রহ ক'রে বলতে পারেন, '৮২ নং শারদা ভবন' কোথায়?"

"আপনি 'শারদা ভবন' যাবেন? এই সোজা গলি ধ'রে চ'লে যান; তার পরে বাঁ হাতি একটা গলিতে গিয়ে আবার পুব মুখো একটা গলি পাবেন তারই দুটো বাড়ীর পাশে একটা বাড়ীর পিছনে দেখতে পাবেন।"

ঠিকানা শুনিয়া মোহিত পরম বাধিত হইলেন। তবু কি করেন যথাসাধ্য ডান বাঁ উত্তর পূব হিসাব করিতে করিতে চলিলেন, আধ ঘণ্টা। উপরেও যখন কিছু আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা ফুলাইল না, তখন মোহিত আবার একজনের শরণাপন্ন হইলেন; "ওঃ শারদা ভবন! এই তো কাছেই চ'লে যান মশাই সাম্‌নে আর খানিকটা গেলেই পাবেন।" আবার দুধারে দেওয়ালের পাথর দেখিতে দেখিতে গমন। এবারেও তিন চারিটী স্ত্রীলোকের গায়ে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। "আমর্-মিন্‌সে কানা নাকি?" "ন্যাকা মিন্‌সে ঢং ক'রে গায়ে পড়ে দ্যাখ্‌না" প্রভৃতি মধুর আপ্যায়নে মোহিত বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন মোহিতের ধৈর্য্য শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মাথার উপর রৌদ্রের তাত; তবু যাই শীতকাল তাই তখনো চলিবার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু আর বুঝি তাও থাকে না! এবার একজন দোকানীকে কিছু দিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল "বাবু ৮২নং 'শারদা ভবন' কোথায় বলতে পার?" "ওঃ সে যে আপনি অনেক দূর ফেলে এসেছেন!" "ফেলে এসেছি? কতদূরে?" "তা প্রায় পোয়াটাক পথ হবে।"

"বাপু একবার দেখিয়ে দিতে পার?"

"না মশায় দোকান ছেড়ে যেতে পারি না।"

মোহিত আবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন, কখন ডান, কখন বাম, কখন সম্মুখ, কখন পশ্চাৎ চলিতে চলিতে সেই শীতকালেও মোহিতের গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটিয়া গেল, ক্লান্ত হইয়া এক দোরগড়ায় বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই বাড়ীর দ্বার খুলিয়া একজন স্ত্রীলোক বাহির হইল, মোহিতকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা একটা মাতাল মিন্‌সে কোত্থেকে এল! নেশা ক'রে থানায় পড়েছিলেন, এখন বস্‌বার আর জায়গা পেলেন না, এখানে এসেছেন মরতে; উঠে যা মিন্‌সে এ গেরস্তর বাড়ী।" ব্যথিত মর্ম্মাহত দৃষ্টিতে মোহিত তাহার দিকে চাহিল, সে দ্বিগুণ ঝঙ্কারে বলিতে লাগিল, "আর কোথাও জায়গা না থাকে সাম্‌নে মা গঙ্গা আছেন যাও, আমার দোর থেকে শীগ্‌গির না উঠ্‌লে ভাল হবে না বল্‌ছি, আমায় চেনেন না।"

মোহিত তাহাকে চিনুন আর না চিনুন, গঙ্গার পথটা চিনিবার জন্য একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল "কোন দিকে গঙ্গার

পথ বলতে পার? "তোমার যমকে জিজ্ঞাসা করগে" বলিয়া ভামিনী সশব্দে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। নিকটেই একটা ভিখারী বালক দাঁড়াইয়া ছিল; মোহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গঙ্গার ঘাটে আমাকে নিয়ে যেতে পারিস? তোকে চারটে পয়সা দেব।" পয়সার লোভে সম্মত হইয়া বালক পথ দেখাইয়া চলিল, ক্ষণ পরেই মোহিত দেখিলেন সম্মুখেই কাশীর সৌন্দর্য্যের সার গঙ্গা কুলু কুলু স্বরে প্রবাহিতা!

দর্শনেও যেন মোহিতের দেহ শীতল হইল। ইচ্ছা ছিল পায়ের জুতা মোজা খুলিয়া ফেলিয়া জলে নামিয়া হাত মুখ ধোন; কিন্তু পথের সম্বল জুতা জোড়াটি যদি যায় তাহা হইলে লোকের গালি খাইয়াও পথ চলিবার উপায় থাকিবে না ভাবিয়া মোহিত সে আশা ত্যাগ করিলেন। কূলে বসিয়াই যথাসাধ্য মুখ হাত পরিষ্কার করিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিলেন। তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে; মোহিত উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া গিয়া, বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

শীতকাল, একে বেলা ছোট, তার উপর সন্ধ্যার আগেই হিম পড়ে; সুতরাং বায়ু-সেবনার্থীর দল এই সময়েই গঙ্গার ধারে বাহির হইয়াছে, মোহিত তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন যদি কোন পরিচিত মুখ চোখে পড়ে। অনেক ভদ্রব্যক্তিকে সেখানে দেখিলেও শারদা ভবনের ঠিকানা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না, কারণ সে সব প্রদর্শিত পথ অনুসন্ধান করা এখন মোহিতের চরণের সাধ্যাতীত; তার উপর সে অনুসন্ধানের পরিণামে এত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে পুনরায় সে অনুষ্ঠানে আর তাঁহার রুচি নাই। "যা থাকে কপালে" বলিয়া মোহিত হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু অকূলেও লোকে কূল পায়। অগতিরও তো গতি হয়! মোহিতও সম্মুখে দেখিলেন চাকরের কোলে ললিত সরিৎকে দিয়া শরৎশশীও ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। প্রথমে ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা বাবা"! শরৎ প্রথমে চমকিয়া উঠিল; কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল "চুপ কি বলছিস্?" "ওই দেখনা মা বাবাই তো বসে আছেন" বলিয়া সজোরে চাকরের কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া সম্মুখে ছুট দিল। "তাইতো, মুখখানি যেন ওঁরই মত ভাব আসে বটে! আমারই যেন চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে; কিন্তু ছেলে কি পাগল, ভদ্রলোকটী কি ভাব্‌বেন এখন?" হ'য়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল "মা বাবুই নাকি? কিন্তু তিনি অমন ক'রে পাগলের মত ঘাটে বসে থাক্‌বেন?" "দূর তুইও যেমন ক্ষেপেছিস্, তাঁর মত মুখের ভাব দেখে ছেলে ছুটে গিয়েছে। যা ললিতকে ভুলিয়ে নিয়ে আয়, বলিস্ তিনিও আজই হয় তো আস্‌বেন।" চাকর ললিতকে আনিতে চলিল, ললিত ততক্ষণ ঝাঁপাইয়া পিতার বক্ষে উঠিয়া দুই হাতে গলা ধরিয়াছে আর ললিতের কোমল গণ্ডে চুম্বনের উপর চুম্বন দিয়া মোহিত আপনার সকল সাধনার অবসান করিতেছেন। এই দৃশ্যে শরৎ একটু বিস্মিত হইল; ইনি কি তবে ললিতকে চেনেন না কি? আপনার কেউ হবেন হয়তো। শরৎ মাথার ঘোমটা একটু ভাল করিয়া দিল। ততক্ষণে পায়ে পায়ে

তাঁহারাও প্রায় পিতাপুত্রের নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন শরতের কাণে গেল; মোহিত চাকরকে বলিতেছেন "কোন চুলোয় তোদের বাসা নিয়েছিস্? সারাদিন ঘুরে ঘুরে তার কূল কিনারা পেলুম না! না খাওয়া না দাওয়া বাপ্‌রে প্রাণটা বার হয়ে গেছে।" শরৎ মুখের ঘোমটা ফেলিয়া দ্রুতপদে যাইয়া বলিল "তুমি? তোমার এমন চেহারা কেন? জিনিষপত্র সব কোথায়? কখন এসে পৌছুলে?" "বাড়ী গিয়ে সে সব কথা হবে, এতক্ষণ প্রাণে বেঁচে আছি এই ঢের। চলিতে চলিতে মোহিত হাসিয়া শরৎকে বলিলেন, "পাতিব্রত্যের গরব কর, আর আমায় চিন্তেও পাল্লেনা, এতেই বলে নারী কেবল সুখের পায়রা! আমার ছেলে দেখ, বাপের এই বেশ এই চেহারাতেও এক পলকে চিন্তে পেরেছে।" শরৎ বলিল, "তা ঠাট্টা ক'রে যাই বল, আজই কিন্তু আমার কাশী আসা সার্থক হল। আজ সত্যই আমি অন্নপূর্ণার দুয়ারে শঙ্কর-ভিখারী দর্শন করিলাম, আমার রাজ-রাজেশ্বর কাঙ্গালবেশে বসিয়া আছেন, এ আমি কি করিয়া মনে ভাবিব!"

৪

কাশীতে বাকি কয়টা দিন মন্দ কাটিল না, এদিকে ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, সুতরাং শরৎশশী তল্পি-তল্পা গুছাইতে সুরু করিলেন। অবরুদ্ধা বঙ্গবালা যখন তীর্থস্থানে ঘরের বাহির হন, তখন দেখিয়া শুনিয়াও গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি কিনিয়া তাঁহাদের আর আশ মেটে না; শরতের সঙ্গে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই বস্তাবন্দী হইল। মোহিত বৃথা আস্ফালনে শরৎকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু এ বিষয়ের ফলাফল চিরকাল যাহা হইয়া আসিয়াছে তাহাই হইল। মোহিত বেটা লইতে নিষেধ করিলেন সেটা গোপনে লওয়া হইল। ব্যাপার বুঝিয়া মোহিত হাল ছাড়িয়া দিয়া চরমের পরম বুলি আওড়াইলেন "যা খুসি করগে।"

এবার সারাপথ মন্দ কাটিল না কিন্তু একটা মুস্কিল হইল, অত্যন্ত বাদলা নামিল। ট্রেণের মধ্যে অবশ্য বৃষ্টি-বাদলায় তত বেশী কিছু যায় আসে না, কিন্তু যখন চুঁচুড়া ষ্টেশনে নামিলেন, তখন এজন্য মহা অসুবিধায় পড়িতে হইল। যদিও তখন বৈকাল, কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টিতে অন্ধকার করিয়া সন্ধ্যার মত দেখাইতেছিল। তাহার উপর ষ্টেশনে এক খানিও গাড়ী নাই, রুগ্ন ছেলেপিলে লইয়া কোন রকমে বাড়ীতে পৌছাইতে পারিলে হয়। কিন্তু এই জিনিষপত্র লটবহর লইয়া কি করিয়া যে যাওয়া যায়, প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িল। মোহিত তখন শরতের উপর রাগ মিটাইতে লাগিলেন; "নাও সঙ্গে আরও জিনিষ! বল্লে তো একটিও কথা শুন্‌বে না কেবল একগুঁয়েমী; এখন থাক্ এ সব ষ্টেশনে পড়ে।"

"তা থাক্ না, এ গুলো আজকেই বাড়ী নিয়ে যাবার তো কোন দরকার নেই, রাম্ আজ ওগুলো আগ্‌লে ষ্টেশনে থাকুক, কাল একখানা গরুর গাড়ী বন্দোবস্ত করে নিয়ে গেলেই হবে।" "সেটা বড় সুবিধে, একে এই দুর্য্যোগ, তাতে চাকরটা এখানে থাক্‌বে, বাড়ী গিয়ে তুমি সব কর্‌বে তো?" "আচ্ছা গো আচ্ছা তোমার কোন কষ্ট না হ'লেই তো হল? এখন গাড়ীর কি হয়?"

মোহিত উত্তর করিলেন "একটা কুলিকে কিছু বক্‌সিস্ দিয়ে পাঠিয়েছি তো ; ওই যে আসছে দেখ্‌ছি, কিরে গাড়ী টাড়ী পেলি ?"

সে নিকটে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে বাবু একখান গাড়ী পেয়েছি, কিন্তু সে বলে আমি অন্য সওয়ারী হ'লে যেতুম ; ডেপুটি বাবুকে নিয়ে যেতে পার্‌ব না।"

"কেন রে ডেপুটি বাবু কি অপরাধ কর্‌লে ?" "আজ্ঞে তার গাড়ীখানা তত ভাল নয়। চাকাগুলোও একটু বে-মজবুত আর ঘোড়া দুটোও তত সুবিধে নয় ; সে বলে ডেপুটিবাবুকে পৌছুতে গিয়ে যদি ভেঙ্গে টেঙ্গে পড়ে হুজুর গোসা কর্‌তে পারেন।"

মোহিত শরতের দিকে চাহিলেন, অর্থ "কি বল ?" শরৎ বলিলেন, "না যাওয়ার চাইতে যাওয়াই ভাল। গাড়ী ভাঙ্গিতে পারে, নাও ভাঙ্গিতে পারে তো ; তা ছাড়া জিনিষ খুব সামান্যই সঙ্গে যাইবে ; গাড়ী বোঝাই হইবে না।" তখন মোহিত মুটেকে বলিলেন "কই তোর গাড়োয়ান ? ডাক দেখি।" "বাবু একটু বাইরের দিকে আসুন।" তখন সদলবলে মোহিত পুষ্পক রথের নিকটস্থ হইলেন। শরৎ বলিলেন "তাই তো, মজা দেখেছ ? গাড়ী ঘোড়ার অবস্থা যাই হোক গাড়োয়ানটি তো খুব জাঁকাল. গায়ে আবার ওভারকোট তা সেটি যেমন তেমন নয়, তোমার কোটটির ঠিক জোড়া বলে মনে হচ্চে ! পায়ে জুতা মোজায় বাহার দেখেছ ? ওগো মিন্‌সে চোর নয় তো ? এই দুর্যোগের রাত্রে ওর গাড়ীতে উঠে শেষ কালে গলাটলা অপঘাতে মর্‌তে হবে না তো ? আজ যে রাত ; রাস্তায় চেঁচিয়ে মরে গেলেও একটা লোকের মুখ দেখা যাবে না।" "অপঘাতে মরা আশ্চর্য্য নয় ; কিন্তু হাকিমের স্ত্রী হয়েও তোমার বুদ্ধি খুল্‌ল না ? চোরাই মাল নিয়ে চোরেরা এমন বাহার দেয় না।" পরে গাড়োয়ানকে বলিলেন, "বাপু একবার এদিকে এস, আমার লোক বেশী নেই, দু একটা জিনিষ তুমিও গাড়ীতে তুলে নাও।" গাড়োয়ান নিকটে আসিলে বলিলেন "গাড়ীখানির অবস্থা তো চরম ক'রে রেখেছ, কিন্তু নিজের জামা কাপড়গুলি তো খুব বাবুর মত দেখ্‌ছি হে ?" দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া হাসিয়া দুই হাত জোড় করিয়া গাড়োয়ান বলিল, "এজ্ঞে হুজুর সে আপনাদেরই দয়া ; কাল চন্দননগরে সোয়ারী নিয়ে গেছ্‌নু ফিরবার উয্যুগ কর্‌ছি এমন সময়ে এক বাবুর ছেলে মটর গাড়ী নিয়ে বাড়ী সেঁধুবে একেবারে আমার গাড়ীর চাকায় ধাক্কা মেরে দিয়েছে, চাকাখান তখুনি তো ভেঙ্গে পড়ার মত হ'ল, গাড়ীখানও যেন কেমন কেমন হ'য়ে গেল। তা হুজুর কর্ত্তাবাবু সাক্ষিত দেবতা, আমায় ডেকে তখুনি গাড়ী সারাতে ১০টা টাকা দিয়ে দেলেন, সওয়ারী বইতে গিয়ে ভিজে গেছনু, আমায় নিজের গা হ'তে সব খুলে দিয়ে দেলেন।" "আর তুই ব্যাটা টাকাকটি ট্যাকে গুঁজে, দিব্যি বাবু সেজে ভাড়া গাড়ী নিয়ে ভাড়া খাট্‌তে এসেছিস্ ?"

"না কত্তা তেমন নেমকহারাম আমি না, আমি সারাদিন গাড়ীর কারখানায় যাবার নেগেই বসেছেনু তা দেবতা আর ধরে না, শেষে পড়্‌তি বেলায় দুয্যাগেতেই বেরিয়ে পড়নু, তা আসাই বেরথা হল, আজ কারখানায় কেউ নেই বন্ধ, গাড়ী নিয়ে ফিরে যাচ্ছিনু, পথে আমায় এই লোকটি কত্তার নাম ক'রে ডেকে

নিয়ে এল।" "তা বেশ করেছে, সে এখন চল; গাড়ীর বাতি টাতি আছে তো? এর মধ্যেই তো অন্ধকার হয়ে এল।" "এজ্ঞে সে সব ঠিক আছে; উঠুন মা ঠাকরেণ।"

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শরৎ ছেলেদের লইয়া উঠিল; রামু ষ্টেশনে জিনিসপত্র আগলাইয়া রহিল, সকালে যাইবে। শরতের ক্যাস বাক্স, হাত বাক্স প্রভৃতি গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দেওয়া হইল। এখন বিছানার মোট লইয়া হ্যাঙ্গাম পড়িল। সেটা যদি গাড়ীর ছাদে লওয়া যায় তো সঙ্গে লওয়া না লওয়া বৃথা হইবে, কারণ সমস্ত পথ বৃষ্টির জল লাগিয়া একেবারে ভিজিয়া গেলে রাত্রে তাহাতে আর কি করিয়া শোওয়া যাইবে? আবার গাড়ীর মধ্যে বিছানা লইলে একদিকের বেঞ্চ তাহাতেই ভরিয়া যাইবে, মোহিতের পর্য্যন্ত বসিবার স্থান থাকিবে না। হ'বের তো নয়ই। শরৎ বলিল, "বিছানা ভেজে ভিজুক, তোমাকে আমি কিছুতে কোচবাক্সে বসিতে দিব না, ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইলে তখন কি হইবে?"

"আর সমস্ত রাত বুকে হাত দিয়া হি হি করিয়া কাটাইলে শরীর খুব সুস্থ থাকিবে। এ তবু মাথায় ছাতি থাকিবে, গায়ের মোটা কোটটা যদিও ভেজে, বাড়ী গিয়া ছাড়িয়া ফেলিলেও চলিবে, আর কতক্ষণই বা সময় লাগিবে।"

তবু শরৎশশী কিছুতে মত করিবে না, তখন মোহিত বিরক্ত হইয়া বলিল, "সব তাতে অমন জেদ পাকড়াগিরি ক'র না দেখি; পথে ঘাটে যখন যেমন তখন তেমন না হ'লে চলে না, যা বলি শোন তো চল, নইলে ষ্টেশনে ব'সে থাকো।" অগত্যা শরৎ নিরুত্তর রহিল, মোহিত গিয়া কোচবাক্সে উঠিল, হরে পিছনে সহিসের স্থানে দাঁড়াইল, কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। বৃষ্টি আরও দ্বিগুণ চাপিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে শীতের কন্‌কনে বাতাস, একে কৃষ্ণপক্ষের রাত, তাতে দারুণ দুর্য্যোগ, অন্ধকারে সামান্য দূরের বস্তুও দেখা যায় না, গাড়ীর ভিতর আরও অন্ধকার, ললিত দুই হাতে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া ঘুমের উদ্যোগ করিতে লাগিল। সরিৎকে বুকে চাপিয়া শরৎশশী বসিয়া রহিল; কেবল মনে করিতে লাগিল "বাড়ী পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি।"

খানিক পথ এক রকমে চলিয়া গিয়া সহসা এক বিপদ ঘটিল। পথের পাশে ইটই হউক কি কাঠই হউক পড়িয়া ছিল, গাড়ীর খল্ল চক্রখানি তাহাতে হড়াৎ করিয়া ঠোক্কর খাইল। যেমন লাগা অমনি সুদর্শন চক্রের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতন। গাড়ীও অমনি সেই দিকে কাৎ হইয়া পড়িল, গাড়ীও যেমন কাৎ হইয়াছে সেই দিকের আরোহীও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া গেল; মানুষের পতনের শব্দ পাইয়াই হরে পিছন হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। কাছে আসিয়া হরের চক্ষুঃ স্থির; "কি সর্ব্বনাশ, বাবু যে"! শরৎ তখন দুই হাতে দুই ছেলেকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সভয়ে দুর্গানাম স্মরণ করিতেছে; গাড়ীর দুই দিকেরই দরজা বন্ধ। একজন লোকের পড়িয়া যাওয়ার শব্দ কাণে গিয়াছিল, কিন্তু সে কেহ ইচ্ছা করিয়া লাফাইল কি পড়িয়া গেল বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু হরের কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই শরৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে কি হ'ল রে?" যে দিকের চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সেদিকে একটা ঘোড়াও শুইয়া পড়িয়াছিল, আর

একটা তাহার উপর ঠেলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সুতরাং বাবুই পড়ুন আর যাই হোক, তখন ঘোড়া না সামলাইয়া আর কোন কাজ হইতে পারে না; সুতরাং গাড়োয়ান সেইদিকেই মনোযোগ দিল। এ দিকে হ'রে শরতের কথা শুনিয়া আরও চেঁচাইতে লাগিল "ওমা বেরিয়ে এস গো বাবু যে কথা কয় না কি হ'ল গো!" শরৎ তখন তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিবা মাত্র দুই ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সেই অন্ধকারে মা ফেলিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া দুই ছেলে চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ওদিকে ঘোড়া তুলিতে তুলিতে কোচম্যান চেঁচাইতে লাগিল, 'ভয় কি! কি হয়েছে?" যেখানে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল সে স্থানটায় দুইপাশেই বাগান, দুই একখানি ঘর মধ্যে মিশেলে থাকিলেও সে রাত্রে কোন লোকই হঠাৎ বাহিরে আসিতে রাজী নয়; সুতরাং এত গোলমালেও একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল না।

শরৎ এদিকে মহা-বিপদে পড়িল, স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া কাদার উপর পড়িয়া আছেন, সে আর এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না, এদিকে উপরে বৃষ্টি ও নীচের এক হাঁটু কাদায় ছেলেদের বাহিরে আনিতেও পারে না। হ'রেকে কেবল বলিতে লাগিল "ওরে তুই গাড়ীর ভিতর ছেলেদের কাছে আয়।" চারিদিকের চেঁচামেচিতে কে যে কি বলিতেছে, কিছুই ভাল বোঝা যাইতেছে না। শরৎ আর থাকিতে না পারিয়া ছেলেদের ফেলিয়াই নামিয়া পড়িল; ছেলেরা খুব উচ্চগ্রামে সুর চড়াইয়া দিল; শরৎ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে স্বামীর মাথার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। সে ভাবে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল তাহাতে আর শরতের জ্ঞান রহিল না, সে মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল "ওগো কি সর্ব্বনাশ হল; ওগো একবার মুখ তুলে চাও, আমি কিক্ষণে তোমায় নিয়ে বেরিয়েছিলুম গো, শেষে এই হ'ল!" তখন উঠাইয়া বসাইবার চেষ্টায় শরৎ দুই হাতে ধরিয়া খানিক টানাটানি করিয়া শেষে হরেকে ডাকিতে লাগিল, "দাখমারে বাবুকে তুলতে পারিস্ কি না, গাড়োয়ান মিন্‌সে কোন্ চুলোয় গেল, ডাক্ না দুজনে মিলে বাবুকে গাড়ীর মধ্যে বসিয়ে দেনা বাবা।" গাড়োয়ান তখন গাড়ীর একটা আলো নামাইয়া লইতেছিল। শরৎ শুনিল সে বলিতেছে "ভয় কি!" রাগে শরৎ গর্জ্জিয়া উঠিল, "মর্ মিন্‌সে তোর কাছে কেউ অভয় চায়নি ভারী বীর পুরুষ এত ডাকাডাকি কর্‌ছি আস্‌বার নাম নেই ওখান থেকে বল্‌ছে ভয় কি! কি কুবুদ্ধিই আমার ঘটেছিল? লক্ষ্মীছাড়া মিন্‌সের গাড়ীতে না উঠ্‌লে আমার আজ এ বিপদ হয় না!"

শরতের চীৎকার আস্ফালন সত্ত্বেও গাড়োয়ান নিজের কাজে তন্ময় দেখিয়া শরৎ আরও জ্বলিয়া গেল। "হরে তুই কি মরে আছিস্ আয় না, আর এ মিন্‌সে যেন নবাব বাদসা কাণে কথাই যায় না, বাবু যদি না বেঁচে উঠেন জানিস্ হতভাগা তোকে জেল খাটাব, আয় বল্‌ছি এদিকে।

ভিতরে তখন ছেলেরা আরও চেঁচাইতেছে তাহাদের নিকট গাড়ীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া হরেও একবার "বাবু গো!" একবার "কি

হ'ল গো" করিয়া চীৎকার করিতেছে, শরতের কথা তাহার কাণেই যাইতেছে না; এদিকে শরৎ নিরুপায়ভাবে স্বামীর মাথা কোলের কাছে তুলিয়া ধরিয়া খুব কাঁদিতেছে; মোহিত কিন্তু একই ভাবে পড়িয়া আছে।

তখন কোচম্যান মহাশয় ধীরে সুস্থে নিজের কাজ সারিয়া আলোটী হাতে লইয়া শরতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ব্যাপার কি বল দেখি?" মুখ তুলিয়া চাহিয়া শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, "একি তুমি?" "আজ্ঞে হ্যাঁ" "আর তুমি একি করছ?" শরৎ তখন লাফ দিয়া উঠিয়া "তুমি পড়নি? এতক্ষণ তবে ছিলে কোথা? একটা কথার সাড়াও তো দিতে হয়।"

"দিই নি? পঞ্চাশবার বল্‌ছি কি হয়েছে? ভয় কি? কে শোনে! উল্টে আবার গালমন্দ দিয়ে ছেলে পুর্‌ছিলে, অন্য কেউ হ'লে সে তর্জ্জনের পরেওকি আর এমুখো হয়, আমার যাই বড় বুকের পাটা!!"

"নাও যাও যাও, বাঁচলুম বাপু আমাতে কি আর আমি ছিলুম! ছেলে দুটো কেঁদে কেঁদে গেল, আমি ওদের কাছে যাচ্চি। নিজের সর্ব্বাঙ্গ তো ভিজে গোবর হয়ে গ্যাছে— এলোকটার কি হল দ্যাখ।"

লোকটা পড়িয়াছিল বটে কিন্তু হয় নাই বেশী কিছু। প্রথমে যখন পড়ে চোটটা খুব লাগিয়াছিল, তাহার পর যখন হরে তাহাকে চাপিয়া চীৎকার করে তাহার হরেকে সরাইয়া ফেলিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, হরেও প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার যখন এমন সুযোগ পাইয়াছে তখন বাবুকে যথাসাধ্য চাপিয়া না ধরিয়া কেমন করিয়া চেঁচায়?

হরে যখন একটু সুখ দিল তখন সে উঠিবার ইচ্ছা করিতে না করিতে শরৎশশী আসিয়া পড়িল, তখন গাড়োয়ানের ভাগ্যে যে সৌভাগ্য ঘটিল তাহার প্রলোভন সে তো সামান্য গাড়োয়ানমাত্র অনেক ভাগ্যবানেও ত্যাগ করিতে পারেন কি সন্দেহ; শেষে যখন বাবু স্বয়ং আসিয়া দুই হাতে মাথা তুলিয়া ধরিলেন, তখন সে চোখ চাহিল। "কোথায় লেগেছে বলতো বাপু, উঠে বস্‌তে পারবে কি?"

"আজ্ঞে তা পারব" বলিয়া বেচারি বসা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; এমন সময় শোনা গেল দূরে যেন একখান গাড়ী আসিতেছে। এবার যা যাত্রার ফল মোহিত হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে, এ পর্য্যন্ত প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইয়া তো এতদূর হইল, এখন এই অন্ধকারে ঘাড়ের উপর একখান গাড়ী আসিয়া যদি পড়ে তবে তো সকল দফাই রফা হইয়া যাইবে। মোহিত আলোটা যথাস্থানে বসাইয়া কোচম্যানকে বলিলেন, "তুমি আর হরে ভাঙ্গা চাকার জায়গাটা ধরে গাড়ীটা একটু ঠ্যাল দেখি।"

নিজে ঘোড়া দুটার মুখ ধরিয়া আস্তে আস্তে টানিয়া একটু পাশের দিকে আনিতেই গাড়ীখান নিকটে আসিয়া পড়িল; অন্ধকারে পথের মাঝে আধ ভাঙ্গা গাড়ী ও লোকজন দেখিয়া কৌতুকপরবশ হইয়া আরোহী গাড়ী থামাইতে আদেশ দিলেন। অল্প মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এখানে?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কে অমর?" "আরে তুমি কে? মোহিত না? এ পাণ্ডব-সারথি-বেশে এখানে? এমন সময়ে?"

"হাঁ গো, সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ, তুমি এ সময়ে কোত্থেকে ?

"আমি এলাহাবাদ থেকে কল্‌কাতা হ'য়ে আস্‌চি তোমার সঙ্গে কেউ আছেন নাকি ?

"কেউ বলে কেউ !"

"বটে ! তবে তো আমি খুব সময়ে এসে পড়েছি তুমি তা হ'লে খুব বিপদে পড়েছিলে বল ?"

"ওঃ একেবারে পদচ্যুতি হবার উপক্রম।"

"সে কি রকম ?"

"এই তোমাদের ডেপুটিবাবু থেকে একেবারে রথের সারথিতে পরিণত।"

"ব্যাপারটা ভেঙ্গে না বল্লে বুঝ্‌ব কি করে।"

"সে সব বাড়ী গিয়ে হবে ; এখন এই অকূল পাথার থেকে তো আগে উদ্ধার হই।"

তখন অমরের গাড়ীতে শরৎশশী ছেলেদের লইয়া উঠিলেন ; ভিতরে অমরের স্ত্রী ছিল ; সুতরাং দুই বন্ধুতে ভাঙ্গা গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিলেন। কোচম্যানকে বলিয়া দিলেন, মেয়েদের পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে।

পরদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া মোহিত দেখেন, শরৎশশী কাগজ পুড়াইয়া ছাই করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" শরৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মাহেন্দ্রক্ষণের সদ্‌গতি করিলাম।

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

উচ্ছ্বাস।

(রাগিণী বাহার)

তোমার লাগিয়া জীবন ভরিয়া
ভেবে ভেবে সারা হই
তবু প্রাণসখা নাহি দিলে দেখা
বিরহ-যাতনা সই ॥
আঁখিজলে ভেসে কত নিশিদিন
শয়ন অশন বিনা তনু ক্ষীণ
আজেরি মত মুগ্ধ এ দীন
পথপানে চেয়ে রই ॥

নিলনেরি আশে পরাণ পিয়াসে
কোথায় কোথায় ঘুরি আসে পাসে
বাঁধিয়া রাখিব হৃদয়েরি দেশে
দেখিবারে যদি পাই ॥
এই আশা প্রাণে রাখি অনুদিনে
সদাই তোমারে নেহারি নয়নে
জনমে জনমে জীবনে মরণে
আর কিছু নাহি চাই ॥

শ্রীঅরুণেশ্বর রায়।

নিরুদ্দেশ।

৭

রাধানাথ আরও ৩।৪ দিন কলিকাতায় থাকিয়া, রমেন্দ্রমোহিনীর নিকট বিদায় লইয়া বাটী যাইবার জন্ত যাত্রা করিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন। ষ্টেশন হইতে বাড়ী প্রায় এক মাইল পথ। বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয় নাই; মাঠে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, রাখালগণ গরু ছাড়িয়া দিয়া গ্রীষ্মের জন্ত গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছে, কেহ বা ঘুমাইতেছে, কেহ বা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে। গরুগুলিও যেন অন্তমনে দাঁড়াইয়া আছে, দুঃখেতে তাহাদেরও যেন চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, দূর হইতে শৃগাল, শকুনির বিকট চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া রাধানাথ ভাবিলেন, কি যেন একটা ভারী অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামের ভীষণতা মনোমধ্যে আঁকিয়া লইলেন। তিনি বরাবর গ্রামের দিকে না গিয়া, সেই বালকগুলির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমরা এমন বিষণ্ণমনে ব'সে রয়েছ কেন?" রাধানাথের কথা শুনিয়া একটী বালক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "খুড়ো-মহাশয়গো, কি আর বল্‌ব গো, বল্‌তে যে বুক ফেটে যায়গো, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার দুটী ভাই ও মা ওলাউঠাতে মারা গিয়েছে। শুধু আমাদের বাড়ী নয়, দেশে ঘরে ঘরে কি অবস্থা হ'য়েছে তার আর কি বল্‌ব! রামজীবন মুখুজ্যে ও তার বউ গত পরশ্ব মারা গিয়াছেন, আহা! মরবার সময় আমায় সুনীলকে দেখ্‌ব বলেছিলগো খুড়োমহাশয়, আহা! মাঠাকরুণ আমাদের কত ভালবাসতেন্‌গো" বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আর একটা ভীষণ কথা বলি, "আমাদের জমিদার-গিন্নীর কাল অসুখ করেছিল, সকাল বেলায় তাঁর অবস্থা বড়ই খারাপ শুনেছিলাম, এখন আছেন কিনা জানিনে।" রাধানাথ রায় বালক-প্রমুখাৎ আরও দুই একটী বাড়ীর দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন এবং তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার নিজের বাড়ীতেও হয়ত এই রকম কিছু কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এইজন্ত বাড়ীর খবর কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু শেষে কি ভীষণ কথা শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন অথবা জাগ্রৎ আছেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ওহে কি ব'ল্‌লে; আমার স্ত্রী ইহজগতে নাই! সাধ্বী-স্ত্রী আমার এত যন্ত্রণা পেয়ে এতদিন পরে আমায় ত্যাগ কর্‌লেন? যাক্, সব শেষ হ'য়ে গেল" বলিয়া রাধানাথ মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। আর বাড়ী ঘর কেন, আর সংসার কিসের জন্ত, বলিয়া ব্রাহ্মণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে এবং মনের আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে মনকে প্রবোধ দিলেন, যাক্ স্ত্রী গিয়াছে কিন্তু কন্যাগুলি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মানুষ করা ত চাই, না হয় আর একটা বিবাহই করিব।

তবে তাঁহার দুঃখের মধ্যেও একটী আনন্দ ছিল, তিনি ভাবিলেন "বেশ হইয়াছে, ভগবান্ আছেন ত? রামজীবন মুখুজ্যে যেমন জমিটে দিলে না, তেমনি ফল ফলেছে, এবার শুনলে কি ক'রে রক্ষে করে দেখি। বেটার ভিটায় ঘুঘু চরাব, তবে ছাড়্‌ব। আর মাগ্গীদেবী ছোঁড়াটার জন্যে একটু টান্‌বেন, তা তিনি বেঁচে বোধ হয় নেই।"

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছু দেরী আছে, এমন সময় রাধানাথ আছাড় খাইয়া উঠানে পড়িলেন। তাঁহার দিদি, অনেক বুঝাইলেন, এবং তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেলেন। মেয়েগুলোও মা, মা, করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, রাধানাথের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল। কয়েক দিন মধ্যেই রাধানাথ বেশ সুস্থ হইলেন, কি করেন সংসারধর্ম্ম ত রক্ষা করা চাই, এইজন্য স্ত্রী মরিবার চারিমাস পরেই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ করিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের রাধানাথ নবম বর্ষের এক বালিকাকে বধূরূপে গৃহে আনিলেন।

সেইদিন রাধানাথ বাড়ী আসিয়া রাত্রি ৭টার সময় জমিদার বাড়ী গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, চতুর্দ্দিকে লোকজন ছুটাছুটী করিতেছে, সকলেই বিষণ্ণ, একস্থানে যাইয়া দেখিলেন চার পাঁচ জন ডাক্তার দাঁড়াইয়া কি গুপ্তপরামর্শ করিতেছেন, দুই একজন ডাক্তারের সঙ্গে রাধানাথের পরিচয় ছিল, সুতরাং তিনিও যাইয়া তাহাতে যোগ দিলেন। একজন ডাক্তার বলিলেন, "তা এযাত্রা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন।" আর একজন বিজ্ঞ, বহুদিনের পুরাতন ডাক্তার তাঁহার দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "তোমরা সব ছেলে মানুষ তাই একথা বল্‌ছে, কোলাপ্স হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে, এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। আমি এ রকম রোগী আরও অনেক দেখেছি হে, অনেক দেখেছি! তা কৃষ্ণবিহারীবাবু পুত্রকন্যাকে টেলিগ্রাম করিতে চাহিতেছেন, তাহাই অবিলম্বে করুন, যদি তাঁহারা আসিয়া মাতাকে দেখিতে পান।" একজনকে টেলিগ্রাম করার কথা বলিতেই সে বলিল, "করা হইয়াছে, রাত্রি ৯টায় গাড়ীতে তাঁহারা আসিবেন।" রাধানাথ এই সমস্ত শুনিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং যাইয়া দেখেন, কৃষ্ণবিহারী বাবু স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন; রাধানাথকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "রাধানাথ তুমি কল্‌কেতা থেকে এলে কখন? রমেন, শান্তি ভাল আছে ত?" রাধানাথ বলিলেন, "কাঁদিয়া আর কি করিবেন? একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, কোন ভয় নাই। রমেন্দ্র শান্তি বেশ আছে।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে একটু দূরে একখানি চেয়ারে বসিলেন, নিকটে আসিতে তাঁহার ভয় করিতে লাগিল, কি জানি সংক্রামক রোগ দূরে থাকাই ভাল।

৮

কলিকাতার বাসায় সুনীলের ঘরে শান্তি বসিয়া সুনীলের ছবি আঁকা দেখিতেছে, তাঁর আর অন্য কোনদিকে মন নাই, আজ কয়দিন ধরিয়া শান্তির একখানি ছবি আঁকিতেছেন, অনেকগুলি ছবিই আঁকিলেন, কিন্তু কোনখানিই যেন তাঁহার মনঃপূত হয় না। আজও সেই ছবি আঁকিতেছেন, প্রত্যেক ছবিরই যেন কিছু খুঁত থাকিয়া যায়। সেই

চল্‌চলে মুখ, সরলতার প্রতিচ্ছবি, সেই আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, আলুলায়িত ভ্রমরনিন্দিত কেশরাশি, কিছুতেই যেন সম্পূর্ণ হয় না। শান্তি ব'লে উঠ্‌ল "দেখ সুনীলদা, আমি তোমার নিকট কি এতই সুন্দরী যে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁক, আর এই ছবিখানাই তোমার আঁকা হয় না? এর পর বৌ হ'লে তার ছবি আঁকতেই পার্‌বে না" বলিয়াই শান্তি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। তার পরে ব'লে উঠ্‌ল "বুঝেছি, আমি সব বুঝেছি, আমার ছবি তুমি আঁক্‌বে না।" "নারে না পাগ্‌লি, তোর মতন লোকের ছবি আঁকা আমার এক রকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি, তা এইখানাই একটু হয়েছে বোধ হয়, থাক্ এই খানাই শেষ কর্‌ব।" বলিয়া সুনীল তাকে একটু সান্ত্বনা দিল। "আচ্ছা সুনীলদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বলত বলি; বল বল্‌বে?" সুনীল হাসিয়া বলিল, "আরে পাগ্‌লি, কি বল্‌বি বল, উত্তর দেওয়ার হলে নিশ্চয়ই দেব।" "তুমি সত্যি কথা ব'লবে ত?" "আচ্ছা বল্‌ই না" বলিয়া সুনীল পুনরায় অঙ্কনে মনোযোগ দিলেন। তখন শান্তি একটু অভিমানের সুরে বলিল, "ওহো বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাস না? তা না হ'লে, আমি বক্‌চি, তুমি শুন্‌চ না, যাক্ আমি উপরে পিসীমার কাছে যাই" বলিয়াই শান্তি উঠিয়া কিছুদূর গেল, কিন্তু উপরে না যাইয়াই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুনীলদার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, তিনি মুখ নীচু করিয়া পেন্‌সিল হস্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। শান্তি আসিয়া ডাকিল, "সুনীলদা"। সুনীলদা চোখ তুলিতেই চারিচক্ষুর পূর্ণমিলন হইল, হঠাৎ উভয়েরই শরীরে একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, এই দৃষ্টিই যেন পরস্পরকে চিনিয়া লইল। কই এতদিন ত কিছুই হয় নাই? তবে আজ একি? ভাবিয়া কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তখন উভয়েই পুনঃ ঘাড় নীচু করিল। সুনীল বলিল, "বল, শান্তি তোমার কথার আমি সত্যি প্রকৃত উত্তর দেব।" শান্তি আবার সেইরূপ বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আচ্ছা সুনীলদা, এবার বাড়ী গিয়ে পূজার সময়, তোমার মাকে বলিব তোমার একটী বিয়ের ঠিক কর্‌তে, আর আমার মাকে ব'ল্‌ব দাদার বিয়ের ঠিক্ ক'র্‌তে, তোমায় মত জিজ্ঞাসা ক'রছি।" "তোমার দাদার বিয়ের কথা বল, কিন্তু আমার বিয়ের কথা ব'ল্‌তে হবে না।" সুনীল এতদিন কি আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রে রেখেছিলেন, তাহা আজ শান্তির নিকট ব্যক্ত করিতেই হইল, কারণ তিনি সত্য কথা বলিবেন বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে শান্তিকে ভালবাসেন, শান্তি কি তাহা একটুও বোঝে না? তবে কেন সে আমার হৃদয়ে আঘাত দিল? না না কখনই হইতে পারে না। সে নিশ্চয়ই বোঝে, সে তাঁহার মনের ভাব জানিবার জানিবার জন্যই হয়ত ঐরূপ বলিয়াছে? খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তার পর বলিলেন, "শান্তি, তোমার নিকট সত্য বলিতে প্রতিশ্রুত, কাজেই মিথ্যা বলিতে পারিব না। আমার বিয়ের কথা তোমায় বলিতে হইবে না, কারণ আমি যাকে বিয়ে ক'রব ঠিক ক'রে রেখেছি, এবং তাকে ছাড়া যে আমি বিয়ে ক'রব না এটাও ঠিক।

সে আমায় ভালবাসে কিনা জানি না, তবে আমি তাকে ছাড়া আর জানি না। কিন্তু তোমায় আমি তার নাম ব'লতে পারব না।" "আচ্ছা যদি তার পিতা মাতা অন্যস্থানে তার বিয়ে দেন? আমাদের দেশের মেয়েরা ত আর স্বয়ংবরা হ'তে পারে না, সুতরাং এ রকম ত হতেই পারে। যদি এরূপ হয় তবে কি করবে? আবার আর একটী বিয়ে করবে ত?" "এই জন্যই বলি, আমাদের দেশের ছেলেরই হউক অথবা মেয়েরই হউক বিবাহ দিতে হইলে, অভিভাবকদিগের বর ও কন্যার মত জিজ্ঞাসা করা উচিত, নচেৎ অধিকাংশস্থলেই আমার ন্যায় অবস্থা হয় এবং দাম্পত্যপ্রেমে সুখ হয় না। তবে যদি তাহার বিবাহ অন্য স্থানে হয়, তবে আর বিবাহ করিব না, বৃদ্ধ পিতা মাতা যতদিন সংসারে থাকেন সেবা করিব, তার পর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'রব।" সুনীলের কথা শুনিয়া শান্তির চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে সুনীলের ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, সুনীলও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। সুনীল চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" শব্দ হইল, "তার আছে।" সুনীল ছুটিয়া যাইয়া টেলিগ্রাম লইলেন, দেখেন রমেন্দ্রের নামে টেলিগ্রাম। খুলিয়া দেখেন, কি সর্ব্বনাশ! তাতে লেখা আছে, "তোমার মাতা অতিশয় পীড়িত, শান্তিকে সঙ্গে করিয়া অদ্য রাত্রি ৯টার ট্রেণেই বাড়ী আসিবে। তোমার পিতা"। রমেন্দ্র দোতালায় ছিলেন, সুনীল টেলিগ্রাম হাতে করিয়া দোতালায় ছুটিলেন, টেলিগ্রামখানি রমেনের হাতে দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেন্দ্র বলিলেন "কাঁদিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ভাই সংসারে পুরুষেরাও যদি স্ত্রীলোকের ন্যায় সহসা অস্থির হইবে, তাহা হইলে সংসার চলে কিরূপে? সংসারে কত দুর্ঘটনা অহর্নিশ ঘটিতেছে, সব সময় ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। তুমি যদি এরূপ করিয়া ক্রন্দন কর, তবে শান্তি কি করিবে? থাক্ তুমি বাসায় থাক, আমি, শান্তি আর রামধন বাড়ী যাই। মাতা আরোগ্যলাভ করিলেই ফিরিয়া আসিব।" সুনীলের যদিও বাড়ী যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রমেন্দ্রের অনুরোধে যাইতে পারিলেন না। কিন্তু সুনীলের বাড়ীতে যে কি হইয়াছে তাহা সে বুঝিবে কিরূপে? সে এখনও পর্য্যন্ত জানে না যে, পিতা মাতা তাহার জনমের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন।

৯

যথা সময়ে রমেন্দ্র, শান্তি ও রামধন ষ্টেশনে পৌছিলেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। রাত্রি ৯টার সময় তিন জনে গাড়ী হইতে নামিলেন, নামিয়াই শুনিলেন, "বাড়ী হইতে পাল্‌কী আসিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, রমেন্দ্র ও শান্তি পাল্‌কীতে উঠিলেন এবং শীঘ্রই বাড়ী পৌছিলেন।

মায়াদেবীর অবস্থা তখন অতিশয় খারাপ হইলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ হয় নাই। তিনি পুত্রকন্যাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, রমেন ও শান্তি মায়ের কোলের দিকে অগ্রসর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ সকলে কাঁদিলেন, তৎপরে মাতা রমেন্দ্রকে বলিলেন, "আমি ত

তোদের ছেড়ে চল্লাম, শান্তিকে বক্ষ করিস্, দেখিও যেন তোমার পিতার কোনরূপ অযত্ন না হয়। আহা সুনীলকে আন নাই কেন? সুনীলের আর কেউ নাই জগতে, তাহার পিতা মাতা মারা গিয়াছেন। তাহাকে বড় ভাল-বাসিস, তাহাকে ত্যাগ করিও না।" আর রমেনের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন,"দেখিস্ চেষ্টা ক'রে যাতে সুনীলের সহিত শান্তুর বিয়ে দিতে পারিস্।" সুনীলের পিতা মাতা নাই শুনিয়া রমেন্দ্র ও শান্তি অবাক্ হইয়া গেল এবং তাহাদের বোধ হইতে লাগিল যেন পৃথিবী ঘুরিতেছে। এমন সময় রমেন্দ্র ও শান্তিকে তাহাদের মাতার নিকট হইতে লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন প্রাতঃ-কালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়াদেবী জগতের মায়া কাটাইয়া বসন্তপুরকে অকূলে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিলেন।

সুনীলকে 'রমেন্দ্র পত্র লিখিলেন, "স্বর্গীয় মাতাঠাকুরাণী গত কল্য স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কলিকাতায় বাসায় কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, পিসীমাকে লইয়া কয়েক দিনের জন্য বাটী আসিও।" সুনীল পত্র পাইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আজ আমি প্রকৃত মাতৃহারা হইলাম।" আমার গর্ভধারিণী জীবিত সত্য, কিন্তু প্রকৃত মাতা আমায় ত্যাগ করিলেন। আহা! সুনীল জানেন না যে তিনিও এ জগতে নাই। পরদিনই মোহিনীকে লইয়া বাড়ী যাত্রা করিলেন। গ্রামের লোক সুনীলকে বড়ই ভালবাসিত। কারণ যেমন তিনি পরোপকারী, তেমনি মিষ্টভাষী ছেলে ছিলেন, কাহারও কোন অসুখ করিলে সুনীল দৌড়াইয়া তাহার বাড়ী যাইতেন, বাড়ী আসিলে অনেক গরীব লোক তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। গরীব লোকের ঔষধের ও পথ্যের ব্যবস্থা পর্য্যন্তও কখন কখন স্বয়ং করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় সকলে সুনীলকে সোনার চক্ষে দেখিতেন।

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, সূর্য্য প্রায় অস্তগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, পশ্চিম গগনের প্রায় প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অস্তাবলম্বী ভানুর কিরণে বৃক্ষ-পত্রগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে এবং সেগুলি যেন সুবর্ণনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইতেছে, এমন সময় সুনীল রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। বাড়ী হইতে পাল্‌কী আসিয়া-ছিল, মোহিনী ও মোহিনীর ছেলে তাহাতে উঠিলেন; সুনীল হাঁটিয়া চলিলেন। গ্রামের অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু গ্রামের অবস্থা, বাড়ীর অবস্থা কেহই স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিল না।

রামচরণ একটী অষ্টাদশবর্ষীয় বালক, মাঠ হইতে এক পাল গরু লইয়া বাড়ী যাইতেছে, সে ত সুনীলকে দেখিয়া কাঁদিয়াই অস্থির। সুনীল তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করেন কি হই-য়াছে, সে কোনই উত্তর করে না, কেবল কাঁদে আর বলে, "কি আর বল্‌ব দাদাবাবু বাড়ী গেলেই সব জান্‌তে পারিবেন।" সুনীল ভাবিলেন হয় ত মায়াদেবীর কথা বলিতেছে, সুতরাং অজ্ঞাতসারে তাঁহারও নয়ন হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। এইরূপে পথে যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় সকলেই অসম্পূর্ণ ভাবে কথা বলে, কাজেই সুনীল স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি ভাবেন, "তবে

কি আমার পিতা মাতা নাই ?" না, না, তা হলে আমি পূর্ব্বেই সংবাদ পাইতাম। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের বাড়ীর নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু প্রথমে বাড়ী না গিয়া রমেন্দ্রের বাড়ীর দিকে ফিরিলেন, সেখানে যাইতেই শান্তি আসিয়া সুনীলের নিকট কাঁদিয়া পড়িল, রমেন্দ্রও কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন সকলে একটু শান্ত হইলেন তখন সুনীল বলিলেন, "রমেন্দ্র, আমি এখন বাড়ী যাই, মা বাবার সহিত দেখা করিয়া আসি।" রমেন্দ্র বলিলেন, "এখানে হাত মুখ ধোও, একটু বিশ্রাম কর, তার পর যাইও।" রমেন্দ্রের কথা এড়াইতে না পারিয়া সুনীল হাত মুখ ধুইয়া জল খাবার খাইলেন, শান্তি সুনীলের জন্য একটু মিছরীর সরবৎ করিয়া রাখিয়াছিলেন আনিয়া দিলেন। সুনীল কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বলিলেন, "চল ভাই, তুমি ও আমি দুজনে বাইয়াই বাবা এবং মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।" তখন রমেন্দ্র সমস্ত কথা না বলিয়া কি করেন, সব বলিতে হইল। সমস্ত শুনিয়া তাঁহার পিতা মাতা ইহজগত হইতে প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া হঠাৎ তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া যখন তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইলেন, তখন সুনীল অজ্ঞান, নাসিকা দিয়া তপ্ত অগ্নি নিঃশ্বাস বহিতেছে। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে পাঠান হইল, ডাক্তার আসিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন, তবে বাঁচিতে পারেন, শুশ্রূষার ত্রুটী হইলে বাঁচিবেন না। ঔষধ প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইতে হইবে।" শান্তি পিতাকে যাইয়া বলিলেন, "আমি সুনীলদার পরিচর্য্যা করিব।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "মা, তুমি কি পারিবে ? আমি একজন সেবক নিযুক্ত করিয়া দিতেছি, সেই সেবা শুশ্রূষা করিবে। সুনীলের জন্য ভাবিও না।" একজন সেবক নিযুক্ত হইলেও শান্তি অধিক সময়ই সুনীলের নিকট থাকিতেন। এক দিন এক রাত্রি চলিয়া গেল, তবুও সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল না। দুই দিবস পর রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে শান্তি তখনও সুনীলের মাথার পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছেন, হঠাৎ সুনীল মা বলিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিলেন, এবং কিছু বলিবার নিমিত্ত শান্তির মুখের দিকে চাহিলেন, শান্তি ইঙ্গিতে বারণ করিল এখন কথা বলিও না। হঠাৎ এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু সুনীলের কপোলের উপর পতিত হইল, সুনীলের নয়ন হইতেও দুই এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সুনীল চক্ষু বুঁজিলেন।

আরও দুই দিন চলিয়া গিয়াছে, সুনীল সুস্থ হইয়াছেন। শান্তি তখনও সুনীলের নিকট প্রায়ই বসিয়া থাকে। এক সময় সুনীল বলিলেন, "কেন শান্তি তুমি দিবারাত্র আমার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছ ? তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছ কেন ?" শান্তি মনে মনে বলিল, "যার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেও মনে তৃপ্তি হয় না, তাহার জন্য জীবন পাত করিব না ত কাহার জন্য করিব ?" প্রকাশ্যে বলিল "কেন, সুনীলদা, তুমিই ত আমায় শিক্ষা দিয়াছ, "যে রোগীর সেবা করা জীবনের একটী প্রধান কার্য্য, তবে এখন

ওরূপ কথা বলিলে চলিবে কেন? আর তুমিও ত কলিকাতায় অনেক দিন সমস্ত রাত্রি বসিয়া রোগীর সেবা করিয়াছ শুনিয়াছি, তবে তোমারও না করা উচিত ছিল?" সুনীল শান্তির সঙ্গে যখন পারিলেন না তখন অগত্যা তাহার মতেই মত দিলেন। ক্রমশঃ।

গান*

[১]

তোমার আকুল সন্ধানে
কত যুগ গেল বহিয়া;
বিরহ-ব্যাকুল-ক্রন্দনে
তব পথ পানে চাহিয়া।
কত কাল বল তুমি-হারা
আঁধারে মরিব কাঁদিয়া;
ছাটের মাঝারে, হারায়ে আমারে,
ত্রাসে আঁখি আসে মুদিয়া॥
কতদিন হতে হারা-পথে
ঘুরিতেছি তব লাগিয়া,
কে জানে আমারে ধরা দিতে
কোথা আছ তুমি জাগিয়া।
তুমি আছ মম পথ চেয়ে
আমি গেছি পথ ভুলিয়া;
শত পথ মাঝে, আঁধারের সাঁঝে,
শত জনে যায় ছলিয়া॥
তোমার বিমল প্রেমালোকে
দাও মোর দীপ জ্বালিয়া,
কোন্ দিকে তুমি—কোন্ দিকে,
দেহ সেই পথ বলিয়া।
একলা কাঁদিব কত আর
গহন তিমিরে পড়িয়া?
আর কত দিন, নয়ন মলিন,
ঝরিবে তোমারে স্মরিয়া॥

[২]

গোপন নিথর চিদাকাশে
ধ্রুবতারা তুমি জাগো জাগো।
মোহন মধুর আধভাষে
মম প্রাণ অঞ্জলি মাগো।
সকল পুলক শোক মাঝে
বাজে মঙ্গল শঙ্খ;
তব নন্দন-সুরভি গন্ধ
অন্ধ তমস-বিনাশে গো॥
তোমারে জীবন সঁপিয়াছি—
মনে ছিল এই অভিমান;
সে সকল ভাণ মিছামিছি,
কণাটি ছাড়িতে কাঁদে প্রাণ।
সব হতে প্রিয় 'আমি' মোর,
চরণে করিব কবে দান!
নখর চুমিয়া, রহিব ঘুমিয়া,
অমিয়া-লহরে নাচিব গো॥
হে অসীম! যবে সীমা মাঝে
নব সাজে তুমি দাও ধরা,
সীমা ঘুমরিয়া মরে লাজে,
আপনা লুকাতে দিশেহারা।
তোমার কিরণ বিকীরণে
মুখর আমারে কর হারা;
সব অণু ছুটে' বাজ মধু সুরে,
লহ তনু-মন-জীবন গো॥

দরবেশ।

---

*রবীন্দ্রনাথের "ঘাটে বসে' আছি আনমনা"—সুর।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

সভ্যতা ও নারীর সৌন্দর্য্য

রক্ষা করিতে হইলে—মৃদৃশ্য ও সৌখিন অলঙ্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অলঙ্কার-নির্ম্মাণ সকলেই করিতে পারে—উহার ভিতর কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। কিন্তু আমাদের অলঙ্কারের সহিত বাজারের অলঙ্কারের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহা আপনি অবগত আছেন। বিনা পানে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। তারপর আমাদের দেখাদেখি অনেকেই এই কার্য্যে অবতীর্ণ হ'ন।—কিন্তু তন্মধ্যে কয়জন কথা ও কাজে ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন? আমাদের পানবিহীন অলঙ্কার যিনি একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই আমাদের স্থায়ী গ্রাহক হইয়াছেন। নূতন ক্যাটলগের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।

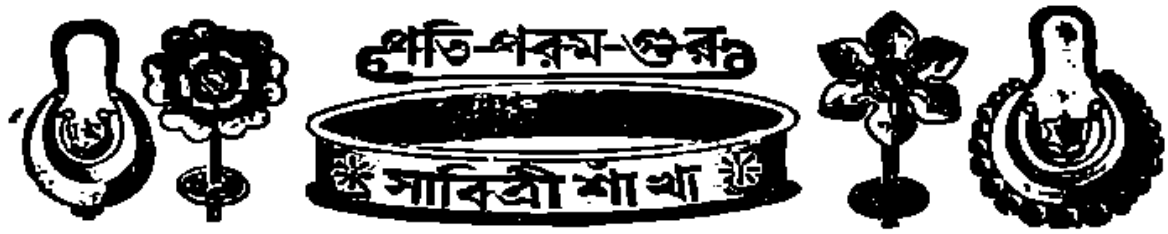

নূতন উপহার।

যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি উপদ্রবের পর বিশ্বজননীর ইচ্ছায় আবার বিশ্বজগতে সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—শরতের শুভ্র রৌদ্রকিরণের আলোক-সম্পাতে পৃথিবী পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বত্র নির্ম্মল হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া পড়িতেছে; আজ বিশ্বজননী অকূলে অজস্র আশীর্ব্বাদ লইয়া ঘরে ঘরে আনন্দ বিলাইয়া দিতেছেন, আজ বঙ্গবাসী আপনার অন্তঃপুরে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আনন্দ উপহার বিতরণ করিয়া অন্তঃপুরে অটুট সন্ধি সংস্থাপন করুন।

বিনামূল্যে আমাদের শারদীয়-পূজার নূতন ক্যাটালগের জন্য লিখুন—

আমাদের পূজার নূতন উপহার "নমস্কার" সেপ্‌টিপিন মূল্য ১৮৲ টাকা, জড়োয়া সাবিত্রী শাঁখা মূল্য ৩৫৲, করোনেশন ক্লিপ মূল্য ৬০৲, রমণীরঞ্জন ইয়ারিং মূল্য ২০৲।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড জেনারেল মার্চেণ্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময়, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আগ্রহের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা ভি পিতে ১৷৶৹, তিন শিশির মূল্য ২৷৹, ভি পিতে ২৷৷৶৹।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার। রমণীরঞ্জন চুড়ি। অলঙ্কারের যুগান্তর।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিম্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক্ সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদপত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ি কিনিবেন না। ইহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "[illegible]"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইঁহাদের গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহা ব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন। ইহা অযথা প্রশংসা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"সাপ্তাহিক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ি ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

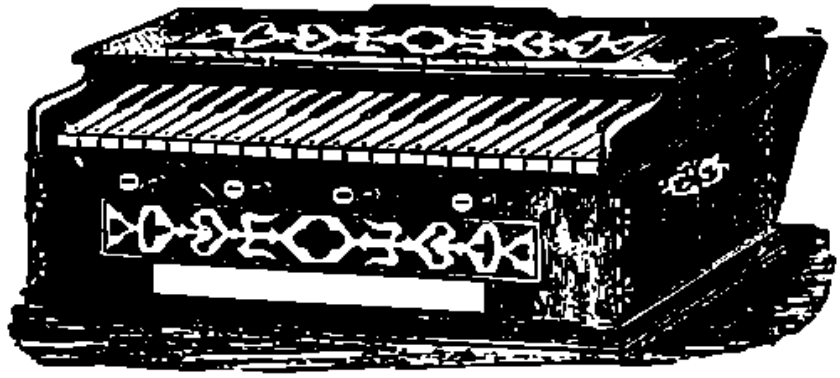

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, ঘিঁ ঘিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25
" Dble. " 5 " " 35, 40 & 45
Other Varieties— from " 50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
আলিবাবার গানের স্বরলিপি— 1-8

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ——২৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু"

মূল্য ১৷৷০

মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন্ :—".....সেখ আন্দু কর্ম্মবলে পোফেসারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,— তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য.....।" পরিচারিকা (কোচবিহার) :—"প্রবাসী' যখন এই সৌম্যদ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নম্র স্নিগ্ধ নির্ম্মলনয়ন স্নেহম-কোমল-কেশদাম-শোভিত যুবপতির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিতকরিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। • আন্দু-রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোময় চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অনাবিল প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিশ্চিত, আন্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব।

তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'যোড়শীর শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড়লোকের বদ্‌গাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-সতিকার—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুক্ত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রীতিদান,—জ্যোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার— দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম-রাজত্বের অনিন্দ্য-চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিকভাবে 'আন্দুতে'চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মন্দিরে কি শান্তি—প্রেমিক কিরূপে কোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আন্দুকে' গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র কুমার কাব্যতীর্থ এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে। পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—MASTER KAMAL KUMAR NANDI, C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী-স্বরূপ। ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারস সিটি।

বিজ্ঞাপন।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত নূতন পুস্তক "চিত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অন্নদেশীয় সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের কয়েকটী ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। উপহার দিবার এবং নিজে পড়িয়া সুখিমন আনন্দলাভ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও ৭৫।২ রূপনারায়ণ মিস্ত্রীর লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ভুবনে পাওয়া যাইবে। মূল্য ১।০।

৫৭ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

মাঘ, ১৩২৬—ফেব্রুয়ারী, ১৯২০।

সূচী

গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা
নিষ্কৃতি (উপন্যাস)	
আশা-মুকুল (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা
সোনার কমল (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র
একটী চিত্র (গল্প)	শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র
নিশীথের গান (কবিতা)...	শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০ ;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ৶০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।

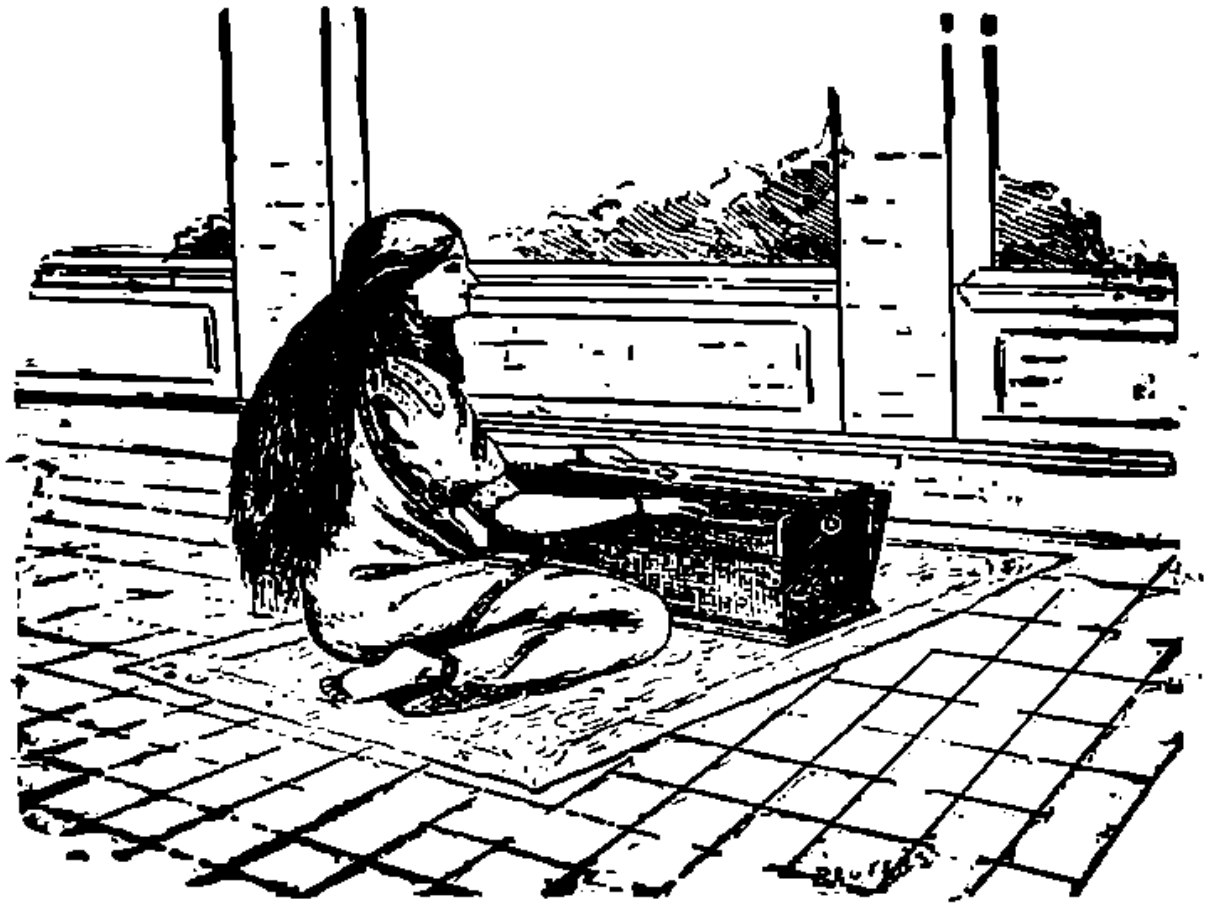

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৩০৲,৩৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

গেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং টালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

২১৮, নং বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

ব, বো, বিজ্ঞাপন।

বহুদিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্টলিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য ॥০। ২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য ॥০। ৩। নন্দন। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রশংসিত। মূল্য ॥০। ৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু কবিতা-পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস্ ও মেডিক্যাল লাইব্রেরী, যথাক্রমে ২২ নং ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

The All-India Hindu-Socio-Religious Association.

General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*, (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-forth price. PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১, ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১,

"মহীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন-কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইঁহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশই আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার মিত্র ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,

৪৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

রাজনৈতিক প্রহেলিকা—বিভীষিকাময় গ্রন্থরাজি!

কর্ম্মময় জগতে—এই জীবন-সংগ্রামের দিনে আর অসার উপন্যাস পাঠে আর সময় ও জীবন নষ্ট করিবার অবসর বাঙ্গালীর নাই।

জার্ম্মাণী সিরিজ!

জার্ম্মাণ গুরু, রাজনীতিবিশারদ

বিসমার্ক।

জার্ম্মাণসাম্রাজ্য-স্থাপয়িতার অমানুষিক বুদ্ধিচাতুর্য্য। কায়েল খাল—জার্ম্মাণ সব-মেরিণ ও রণতরী নির্ম্মাণের সুকৌশল—কৈসারের গুরু চাণক্যকল্প কূট রাজনৈতিকের পলিসি ও পলিটিক্স চাল। সচিত্র, বাঁধাই, তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸০ আনা।

সেই মহাবীর—বীরেন্দ্র—বিশ্বশত্রু

কৈসর

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রায় দ্বিগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত

বিশ্বত্রাস কৈসর জীবনীতে—

লয়েড্‌জর্জ্জের ওজস্বিনী বক্তৃতা, নেপোলিয়া-নৈরশ্রমিতবিক্রম, বিসমার্কের পলিটিক্স চাল, গ্লাডষ্টোনের প্রজারঞ্জন শক্তি, মুসো ভল্টে-য়ারের সাম্যমন্ত্রনিনাদ, নীয়ার স্বদেশশ্মশানে আনন্দতাণ্ডব, বলশেভিকের স্বার্থপরতা, নিউটনের বিজ্ঞানসাধনা সমন্বয়; হাফটোন চিত্রযুক্ত, সিল্ক বাঁধাই মূল্য ৸০ আনা।

জার্ম্মাণ যুবরাজ কৈসর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎসম

ক্রাউনপ্রিন্স

এর জীবন-কথা—বীরত্ব-লীলা ও প্রেম-খেলা।

সেই ক্রাউনপ্রিন্স—যিনি কোথায়, কোন রণক্ষেত্রে বসিয়া সহস্রচক্ষু হইয়া সংবাদপত্রের টেলিগ্রাফ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই ক্রাউনপ্রিন্স যিনি নামুর—এন্টোয়ার্প—ভারদুন বিধ্বংসী, সেই বিশ্বশত্রু, বিশ্বের শান্তি-অপহারক—ক্রাউনপ্রিন্স রক্তে আত্মহারা যুবরাজের লীলা-খেলা—রণচাতুর্য্য—শিক্ষা-দীক্ষা-পাণ্ডিত্য। এন্টিকে ছাপা সচিত্র বাঁধাই মূল্য ৸০ আনা।

রুসিয়ার বিপ্লববাদ।

সুবৃহৎ বীভৎস কাণ্ড বোমাবর্ষণের নানা ষড়যন্ত্র—নিহিলিষ্ট বিপ্লবের নানালীলার রুসিয়ার রিভলিউসন সিডিসন—বিপ্লব বিদ্রোহ দেখিবার যদি শিহরিতে চাও, তবে তাড়াতাড়ি সাগ্রহে পাঠ করুন মূল্য মাত্র ৸০ আনা

জার্ম্মাণীর গুপ্তচর বিভাগ

জার্ম্মাণীর সমর-বিভাগের গুপ্তকাহিনী।

আতঙ্কের ভূমিকম্প। রাজনৈতিক বাড়বানল! বিশ্ববিধ্বংসী লাভাপ্রবাহ! উদ্দীপনার অগ্ন্যুদ্গম! আগ্রহ-ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতময় ভীষণ ঊর্ম্মিমুখর জাগরতরঙ্গ! কৌতূহলের প্রবল বন্যা! গুপ্তরহস্যের পিরামিড! বুদ্ধিচাতুর্য্যের সার্চ্চলাইট! অধ্যবসায়ের অটল সুমেরু, ষড়্‌যন্ত্রের মহাপ্রলয়, বিস্ময়ের বজ্রনির্ঘোষ!

এন্টিকে ছাপা সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১।০।

নব-প্রকাশিত পলিটিক্যাল নভেল!

রঙ্গ বিলাসিনী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত

য়ুরোপের স্বাধীন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাগণের বিভীষণ বিদ্রোহ—স্বয়ং যুবরাজ ক্রাউনপ্রিন্স সেই বিদ্রোহের নেতা!!

অজস্র বোমাবর্ষণ!

যুবরাজের মাথার উপর আততায়ীর তরবারি—কথায় কথায় পিস্তলের গুড়ুম গুড়ুম—বিপ্লববাদী নেতৃগণের ছড়ুম ছড়ুম প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ী আক্রমণ—হীরক অলঙ্কার-ঝনি লুণ্ঠন! সাধারণতন্ত্রে প্রজাপ্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুঝি রাজমুণ্ডে কূটবল খেলা চলে।

তরবারি সাহায্যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

গুপ্তহত্যা—রাজহত্যা—

উচ্চরাজকর্ম্মচারী হত্যার বিপ্লবকাণ্ড—অসম-সাহসী যুবরাজের অত্যদ্ভুত সুকৌশল চাতুরী—সমাজতান্ত্রিক বলশেভিকগণের দেশ স্বাধীনতা—মানব-স্বাধীনতা—প্রজা স্বাধীনতা—মানব-স্বাধীনতা নামে স্বেচ্ছাচার।

ডবলক্রাউন ৩৮০ পৃষ্ঠায়—সম্পূর্ণ—সুপ্রকাণ্ড উপন্যাস বাঁধাই মূল্য এক টাকা।

নব্য ভারতী সাহিত্য-মন্দির—১৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মণ্ডল ফ্লুট।

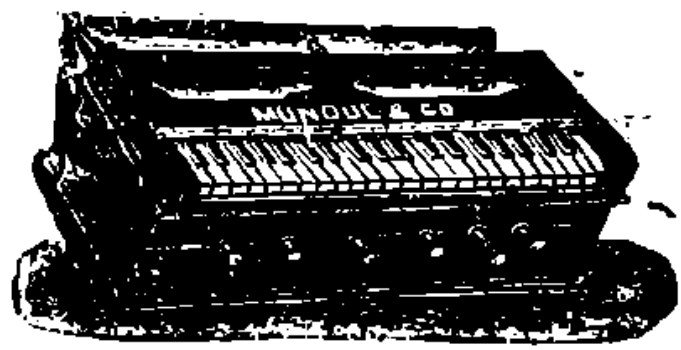

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—ইংরেজী এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা৪০৲ টাকা। ঐ দুই পেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিলনে ও প্রীতি-উপহারে

"গৌরীদের সুগন্ধি কেশতৈল"

ব্যবহার করুন্।

গুণে, গন্ধে, বিজ্ঞান-জগতে অভিনব সৃষ্টি।

মাথাধরা—ঘোরা, কপালব্যথা, অকাল পকতা, টাকপড়া, দৃষ্টিশক্তির অপ্রাখর্য্য ও কেশহীনতা অচিরে দূর হয়। এইরূপ প্রশংসিত বহুদিবস-স্থায়ি-গুণ-গন্ধ-বিশিষ্ট তৈল ব্যবহার করুন্। মূল্যবান্ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হইলেও সুলভ মূল্য চারি আউন্স বড় বোতল ১।০ মাত্র। আর অর্থ নষ্ট করিয়া বাজারের তৈল কিনিয়া হতাশ হইবেন না। কোন মহিলা ইহাতে উপকার অনুভব করিতে না পারিলে, আমায় জানাইবেন; মূল্য ফেরৎ দিব।

"অমৃতোলা" এসেন্স এক আউন্স ১৸০ মাত্র, ভি, পি, ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীগৌরিবালা দে, খড়্গপুর।

"সোল এজেণ্ট, আর, কে, দে এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ খড়্গপুর (মেদিনীপুর)

গ্রাহকগণ পত্রে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকার উল্লেখ করিবেন্।

আমাদের জীবন-দশা।

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, খার্মমিটার, ড্রপকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

February, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৮ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৬। ফেব্রুয়ারি, ১৯২০।	১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গানের স্বরলিপি। *

বেহাগ—একতালা।

চল্ ফিরে চল্ তারে পাওয়া যাবে না।
এই আঁকা—বাঁকা ঘুরো পথ যে আর ফুরাবে না!
তারে নিয়ে গেছে পরীর দেশে,
ধরার সনে আর কি মেশে?
ধরার আঁখি নিয়ে তারে দেখ্‌তে পাবে না
আমার যে আর পা চলে না,—
(তবু) "আহা" "বাছা" কেউ বলে না;
সে ছাড়া আর নয়ন-বারি কেউ মোছাবে না!
কত দূরে কিসের মত,
আলো—আঁধার ছুট্‌ছে কত!
রইল ছায়া, গেল কায়া, ফিরে আস্‌বে না॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

---

* এই গানটি "নারায়ণ" হইতে উদ্ধৃত। "নারায়ণে" লেখা আছে যে গানটি স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেনের অপ্রকাশিত গান। "নারায়ণে" গানটির উপরে যে সুর ও তাল দেওয়া আছে, সেই সুরে ও তালে আমি স্বরলিপি করিলাম। রচয়িতা যদি বেহাগ সুরেই গাহিতেন, তবে কি ভাবে যে ঐ সুরে গাহিতেন, অবিকল সেই ভাবে গীত হইতে আমার শোনা নাই। সুতরাং "নারায়ণে" তে দেওয়া বেহাগ সুরেই, কিন্তু আমার ভাবে, আমি স্বরলিপি করিলাম। তরসা করি সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক পাঠিকা গানটিকে এই স্বরলিপির মত গাহিয়াও আনন্দানুভব করিতে পারিবেন। শ্রীমোহিনী সেন গুপ্ত।

২´ ৩ ০ ১ ||
|| সা -া -া । গা গা মা । -পা -া পা । না -া না I
চ ল্ ০ ফে রে চ ল্ ০ তা রে ০ পা

২´ ৩ ০ ১
I -না র্সা র্সা । -া র্স না । -ধনা -া পা । মগা -রগা মা I
০ ওরা যা রে না ০ যা বে না ০ এই

৩ ০ ১
I ধা ধা -পা । ধা পা -া । মা গা -া । গা -া -মা I
আ কা ০ শী কা ০ ঘু রো ০ প ০ থ

২´ ৩ ০ ১
I পা না -া । -র্সা র্সা না । -ধনা -া পা । মা -রগা -া I
রে আ ০ ন্ কু রা ০০ ০ রে না ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা -া মা । গমপা -ধপা -মা । গা -া গরা । সা -নসা -া II
"যা ০ রে না ০০ ০০ ০ যা ০ রে ০ না ০০ ০"

২´ ৩ ০ ১
II । পা -া পা । না না না । র্সা ৎ র্সা া- । -া র্সা র্সা I
তারে ০ নি রে গে ছে প রী ০ ন্ রে শে

২´ ৩ ০ ১
I -া -া -া । -া -া -া । র্সা র্সা -া । র্সর্রা র্সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ধ রা ০ ০ন্ স নে

২´ ৩ ০ ১
I- না না -ধা । র্পা পধা নর্সা । -ধনা -া -া । -া -া -া } I
০ আ ০ বুঝি মে০ শে০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা -া । মা গা -মা । পা পা -া । না না -া I
ধ রা ন্ আ বি ০ নি রে ০ তা রে ০

২´ ৩ ০ ১
I -নর্সা র্সা -া । -া র্সা না । ধনা -া পা । মগা -রগা -া I
০০ রে ০ খ্ তে পা ০০ ০ রে না ০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা -া মা। গমপা -ধপা -মা। গা -া গরা। সা ন্‌সা -া II
"ণা • বে না • • • • • বা • বে • না • • •"

২´ ৩ ০ ১
II [সাসা -পা। পা পা -া। পা -া ধা। পা ধপা -মা I
আ মা র্‌ বে আ র্‌ পা • চ লে না • •

২´ ৩ ০ ১
I পপা পা -ধা। পা পা ধা। পা ধা পা। মা গা -া I
তবুআ হা • বা ছা • কে উ ব লে না •

২´ ৩ ০ ১
I -া -া -া। -া গা -া। গা গা -া। গা -া -া I
• • • • সে • ছা ড়া • আ র্‌ •

২´ ৩ ০ ১
I গা গা -া। গা গরা -গরা। -া -া রা। গা রা রা I
ন ব ন্‌ বা রি • • • • • কে উ মো ছা

২´ ৩ ০ ১
I -গা -া মা। পা -ধপা মা। গা -া রা। সা -ন্‌সা -া) I
• • বে না • • মো ছা • বে না • • •

২´ ৩ ০ ১
I [পা পা -া। না না -া। র্সা র্সা -া। র্সনা র্সা -া।
ক ত • দূ . রে • কি সে র্‌ ম • ত •

২´ ৩ ০ ১
। -া -া -া। -া -া -া। র্সা র্সা -া। র্সর্রা র্সা -া I
• • • • • • আ লো • আঁ • ধা র্‌

২´ ৩ ১
I না -া ধপা। পা পধনা -র্সা। -ধনা -া -া। -া -া -া) I
ছ ই ছে • ক ত • • • • • • • • • • •

২´ ৩ ০ ১
I পা -া পা। মগা গা -মা। পা পা -া। না না -া I
র ই ল ছা • মা • গে স • কা ঘা •

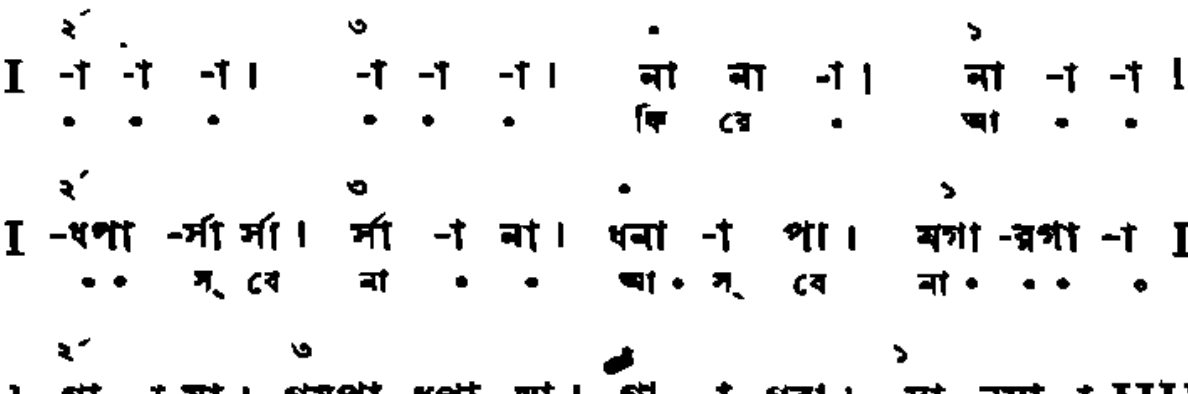

নিরুদ্দেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১০)

সুনীল সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী আসিল। ঘরে ঢুকিতে তাহার প্রাণ কাটিয়া যাইতে লাগিল। মাতাপিতার শূন্যকক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের সমস্ত স্মৃতিই রহিয়াছে, কিন্তু সেই মানুষ-দুইটী নাই। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "ভগবান্ যাহা করেন্ মঙ্গলের জন্যই। আমাকে তিনি সন্ন্যাসী করিবার অভিপ্রায়েই হয়ত মাতাপিতাকে—যাঁহারা সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ছিলেন, তাঁহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া গিয়াছেন।" এইরূপ আরও নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সুনীল গৃহে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একটী বাক্সে তাহার মায়ের কয়েক-খানি অলঙ্কার পাইল এবং পিতার বাক্সে নগদ একশত টাকা রহিয়াছে দেখিল; ভাবিল, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি এই অর্থ দিয়া করিতে হইবে।

সুতরাং, মাতার একটী কণ্ঠহার ব্যতীত সে সমস্ত অলঙ্কারই বিক্রয় করিয়া ফেলিল। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া প্রায় দেড়শত টাকা হইল। গ্রামের শ্যামকাকা, রামকাকা প্রভৃতি অনেকেই তাহাকে নানারূপ পরামর্শ দিতে আসিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন, "ওহে সুনীল, তুমি তোমার বাপ্-মায়ের এক ছেলে, আর তাঁরা যখন একদিনেই মারা গিয়েছেন, তখন দু'জনের শ্রাদ্ধ একটু জাঁক-জমক ক'রে করাই উচিত। তা কিছু টাকা দেনা ক'রতে হয়, তাও কর।" কেহ আসিয়া বলিলেন, "দেখ গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে একটু ভাল

রকম বিদেয় দেওয়াও উচিত। তা রাম-জীবন মুখুজ্যের ছেলে,' আহা, পুণ্যাত্মার ছেলে! এমন না হ'লে চলে!"

সুনীল কিন্তু কাহারও পরামর্শ শুনিল না সে দুই একজন ব্রাহ্মণ ও গ্রামের দরিদ্র কাঙ্গাল দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইল। কারণ, সে তাহার অন্ন-ভাবক্লিষ্ট দরিদ্র গ্রামবাসী কাঙ্গালদিগের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল; এবং ভাবিতেছিল যাহারা যথার্থই অন্নের কাঙ্গাল তাহাদিগকে খাওয়ানই উচিত। এই কার্য্যে রমেন্দ্র ও শান্তি তাহার প্রধান উৎসাহদাতা। বালিকাহইলেও শান্তি অনেক সময় সুনীলকে প্রৌঢ়ার ন্যায় পরামর্শ দিত।

এদিকে গ্রামের ভদ্র মহোদয়গণ, রাম-চাটুজ্যে, শ্যাম বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি, যাহারা নিমন্ত্রিতও হন নাই, এবং কিছু পানও নাই, তাহারা সুনীলের দুর্নাম রটাইতে লাগিল ও বলাবলি করিতে লাগিলেন, "সুনলে ছোঁড়া কি ভদ্র লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে জানে? যেমন ছোটলোক, তেমনি লোকের সঙ্গে ত ওর ব্যবহার হবে। আচ্ছা, ছোঁড়াটাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে তবে আমাদের আর কাজ। গ্রামের ছোটলোকগুলোর আর শাসন কর্‌বার উপায় নাই।" এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল, কিন্তু সুনীল তাহাতে মোটেই কর্ণপাত করিল না।

দুই দিন পরে জমিদার বাটীর শ্রাদ্ধ খুব সমারোহে সম্পন্ন হইল। কত ব্রাহ্মণ-ভোজন হইল, কত কাঙ্গালী-ভোজন হইল, কত সন্দেশ হইল, কত অপব্যয় হইল। কাজেই কৃষ্ণবিহারী-বাবুর নাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য মিটিয়া গিয়াছে, সুনীল-রমেন্দ্র কলিকাতায় যাইব যাইব করিতেছে। শান্তিও যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু শান্তির বিবাহের বয়স হইয়াছে, আর উহাকে কলিকাতায় যাইতে দেওয়া ঠিক্ নয় বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণবিহারীবাবু শান্তিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। রাধানাথ সুনীলের কলি-কাতায় বাসায় থাকার সম্বন্ধে কৃষ্ণবিহারী-বাবুকে বলিবেন্ ভাবিতেছিলেন, কিন্তু শান্তি যখন কলিকাতায় গেল না, তখন রাধানাথ আর কি বলেন্; সুতরাং, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। এবং তিনি বলিলেও কৃষ্ণ-বিহারী বাবু তাঁহার কথা, বোধ হয়, শুনিতেন না। কারণ, কৃষ্ণবিহারীবাবুর স্ত্রী মৃত্যুকালে সুনীলের সম্বন্ধে স্বামীকে যথেষ্টই বলিয়া গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণবিহারীবাবুও সুনীলকে পালন করিবার বিষয় প্রতিশ্রুত ছিলেন। আরও একটী কথা মায়াদেবী বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেটী কৃষ্ণবাবুর মনঃপূত হয় নাই।—তাহাতে মায়াদেবী বলিয়াছিলেন, "আমার কথা না শুনিয়া যদি শান্তির অন্য কাহারও সহিত বিবাহ দেও, তবে অবশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।" রাধানাথ গোপনে গোপনে জমিদারবাড়ীর কলঙ্ক রটনার অভিপ্রায়ে ঘুরিতে ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

চারিদিন পরে সুনীল ও রমেন্দ্র পিসীমাকে ও তাঁহার পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় বাসায় বাস করিতে লাগিল। এবার কলিকাতায় আসিয়া সুনীল সমস্তই ফাঁকা ফাঁকা বোধ করিতে লাগিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে দেড়মাস

কাটিয়া গেল। প্রথমে সুনীল ভাবিতেছিল, তাহার মাতাপিতৃবিয়োগই বুঝি তাহার এই শূন্যতা-বোধের কারণ, কিন্তু অল্পদিন পরেই সে বুঝিল আর একটী প্রাণীর অভাবই তাহার প্রধান কারণ। সে স্পষ্টই অনুভব করিল যে, অশেষ দুঃখ থাকিলেও সে শান্তির সান্নিধ্যে তাহার দুঃখের দিন সুখেই অতিবাহিত করিতেছিল।

ক্রমে শারদীয়া পূজার আগমনী চতুর্দ্দিকে গীত হইতে লাগিল। কলেজের ছুটি হইল। রমেন্দ্র বাড়ী যাইবে। বাটী যাইবার সময় রমেন্দ্র সুনীলকে বলিল, "বাড়ী চল। কালই রওনা হই।" সুনীল প্রথম একটু আপত্তি করিল; কারণ, পিতা নাই, মাতা নাই, জায়গা-জমি ত রাধানাথ নীলাম করিয়া লইয়াছেন!—সে কোথায় যাইবে? কিন্তু রমেন্দ্র সুনীলকে অনেক বুঝাইয়া বাটী লইয়া গেল। খুব ধুমধামে পূজা শেষ হইল।

আবার সকলের স্ব স্ব স্থানে ফিরিবার সময় আসিল, আবার নিজ নিজ কর্ত্তব্যে মনোযোগ দিবার সময় আসিল। সকলেই ফিরিবেন, রমেন্দ্র-সুনীলও ফিরিবে। এবার দেশে আসিয়াই সুনীল শুনিয়াছিল যে, আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যেই শান্তির বিবাহ হইবে। কাজেই বাড়ীতে দুইটী প্রাণীর মন সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখিত। সুনীল অনেক সময় বসিয়া কি ভাবে, অনেক সময় অন্যমনস্কভাবে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু কি সে ভাবে তাহা সে নিজেই সব সময় বুঝিতে পারে না। আজ চতুর্দ্দশী রাত্রি, সুনীল বহির্ব্বাটীতে একটী চেয়ারের উপর বসিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল শশীর প্রতি চাহিয়া আছে। চতুর্দ্দিক্ চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল! প্রকৃতি হাসিতেছেন। তদ্দর্শনে সুনীলের হৃদয়ও মুহূর্ত্তের জন্য হাসিল। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হইতে একখানি মেঘ আসিয়া নির্ম্মল চন্দ্রমাকে আবৃত করিয়া ফেলিল, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। সুনীলের হৃদয়ও অন্ধকার হইয়া গেল। সুনীলের মনে কি জানি কেন, একটা আঘাত লাগিল। তাঁহার মুখ হইতে কয়েকটী হতাশের কথা নিঃসৃত হইল—"তবে কি শেষ? আমি কেন ভালবাসি? তুমিই বা কেন ভালবাস? তুমি ত আমায় পাবে না, আর আমি ত সে আশাও করি না।" হঠাৎ পশ্চাদ্দিক্ হইতে নূপুরের ক্ষুদ্রধ্বনি সুনীলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দৃষ্টি ফিরাইয়া সে দেখিল—শান্তি! শান্তি সুনীলকে আহারে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। সুনীল হঠাৎ চমকিত হইল। তাহার এরূপ ব্রীড়াবনত মুখ ত সুনীল কোনও দিনই দেখে নাই! সুনীল ভাবিল—তবে কি শান্তি সব শুনিয়াছে? ইহা ভাবিয়া সে দুঃখিত হইতে লাগিল।

কলিকাতা-যাত্রা করিবার একদিন পূর্ব্বে সুনীল শান্তির নিকট আসিয়া বলিল, "শান্তি, তোমাকে একটী জিনিস দিতে ইচ্ছা করি। এইটীই বোধ হয়, আমার শেষ উপহার। কারণ, আর বোধ হয় তোমায় কোনদিন কোন উপহার দেওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু যদি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও, একটী নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে সেটী খুলবে না তবে সেটী তোমাকে দেই।" শান্তি প্রতিশ্রুত হইল। তখন সুনীল মখ্‌মলের একটী সুন্দর বাক্স শান্তির হাতে দিয়া বলিল, বিবাহের পরে

দখিও ইহার মধ্যে কি আছে।" পরদিন সুনীল ও রমেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেল।

এদিকে শান্তির ও রমেন্দ্রের বিবাহের জন্য নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু দুইজনের বিবাহই একসঙ্গে দিবেন ভাবিয়া রমেন্দ্রের পিতা রমেন্দ্রের পরীক্ষার পর বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন। পুত্রের বিবাহ এক উচ্চবংশ-মর্য্যাদাসম্পন্ন গৃহে ঠিক্ হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণবিহারীবাবু কিছুই দাবী করিলেন না। কন্যার বিবাহও ঠিক্ হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ-উপাধিধারী শিক্ষিত যুবকের সহিত। যুবকটী উচ্চোপাধি-ধারী, এজন্য তাঁহার পিতা দশহাজার টাকা চাহিয়াছেন। আরও সাড়ে তিন হাজার টাকার গহনা দিতে হইবে। কারণ, শুধু যে তিনি উচ্চ-শিক্ষিত তাহাই নয়, তাঁহারা মস্ত কুলীন; পিতা মহাজনী করেন এবং বিষয় সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। পাত্রটি রূপেগুণে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণবিহারীবাবুর মনোমত হওয়ায়, তিনি সকল বিষয়েই স্বীকৃত হইয়া-ছেন। এক্ষণে বিবাহ হইলেই হয়।

পরীক্ষার সময় আসিল। রমেন্দ্র ও সুনীল পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার পর রমেন্দ্র বাটী যাইবে। সে সুনীলকেও বলিল,—"চল বাড়ী যাই, দু'জনে বেশ থাকব।" কিন্তু সুনীল যাইতে অস্বীকার করিল। সে নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইতে লাগিল,—"আমি কি করে যাই; তা হলে আমার নাইট স্কুল আর থাকে না ইত্যাদি।" সে দরিদ্র বালক-দিগকে বিনা বেতনে রাত্রিতে শিক্ষা দিত। সুতরাং, তাহাই স্থির হইল যে, সুনীলকে কলিকাতায় রাখিয়া রমেন্দ্র বাটী চলিয়া আসিবে। রমেন্দ্রের পিসীমাতারও তাহাই ইচ্ছা।

পরীক্ষা শেষ হইলে, রমেন্দ্রের মনে বিশেষ স্ফূর্ত্তি! কিন্তু রমেন্দ্র দেখেন্ মাতাপিতার মৃত্যুর পর হইতেই সুনীলের আর সেরূপ স্ফূর্ত্তি নাই। অনেক সময়ই সে চুপ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কি ভাবে, মুখখানি মাঝে মাঝে উদাস ভাব ধারণ করে! রমেন্দ্র নানাভাবে বুঝিয়াছিল, শুধু পিতা-মাতার শোকে সুনীল ওরূপ হয় নাই, ইহার মধ্যে আরও একটী কারণ আছে। কিন্তু কি করিয়া সে এ-সমস্ত কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে? সুতরাং, বহুদিন তাহার মনের চিন্তা মনেই রাখিতে হইয়াছিল। সুনীল কষ্ট পাইবে ভাবিয়া কোনদিন কোনকথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা রমেন্দ্র যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে নাই। সে আরও ভাবিতেছিল যে, সুনীল তাহার বন্ধু হইলে কি হয়? সে দরিদ্র-পুত্র; তাহার পিতা যে শান্তির সহিত সুনীলের বিবাহ দিবেন, তাহা সম্ভব নহে। তাহার মাতার অনুরোধ যখন তিনি রক্ষা করিতেছেন না, তখন পিতাকে এতদ্বিষয় অনুরোধ করা সে ধৃষ্টতা মনে করিল। সুতরাং, রমেন্দ্র মহা মুস্কিলে পড়িল। তথাপি বাটী যাইবার পূর্ব্বে সুনীলকে সে এ-বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বিবেচনায়, বলিল, "আচ্ছা সুনীল, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি জবাব দাও। আমার বিয়ে বৈশাখ মাসের ১২ই, আর শান্তির বিয়ে ১৬ই ঠিক্ হয়েছে। তুমি কবে বাড়ী যাচ্ছ?"

সুনীল উত্তর করিল, "আমি না গেলে কি চল্‌বে না?" তখন রমেন্দ্র বলিল, "ভাই, তোমাকে এতদিন শুধু বন্ধু ভাবি নাই, আপনার ভাইয়ের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিয়াছি এবং চিরকাল বাসিবও। তোমার মনের ভাব আমি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি এবং সমস্ত খুলিয়া বলি। দেখ ভাই, মা'র বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, শান্তির তোমার সহিত বিবাহ দেন। তুমিও বোধ হয় ইহাতে অসম্মত হইতে না। কিন্তু তাহা হইবার নহে; পিতা ইহাতে মাতার নিকট অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমারও তোমাদের বিবাহে সম্পূর্ণ মত ছিল। ভাই, আমি পিতাকে একথা কোনদিন বলিতে পারিনাই এবং আর বলিয়া কিছুই লাভ নাই। কারণ, পিতা তোমাদের মধ্যে বিবাহ হইলে যে তাহা অতীব সুখকর হয়, তাহা জানিয়াও তাহার কোন চেষ্টা করেন্ নাই। সুতরাং, সে সমস্ত কথা ভুলিয়া যাও, মনকে দৃঢ় কর। ভাই, সংসারের সহিত সংগ্রামে ভাবপ্রবণতাকে দূর করিয়া দাও, হৃদয়কে পাষাণ কর, যাহাতে সংসারের সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পার।" এইরূপ আরও নানা উপদেশবাণী শুনিয়া সুনীল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দুই বিন্দু অশ্রুও তাহার গণ্ডবাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে সে রমেন্দ্রকে বলিল, "ভাই, তোমাদের এ-সকল কথা আমি যে পূর্ব্বে কিছু না শুনিয়াছি, তাহা নহে। কিন্তু আমার দুঃখের কারণ এই যে, তোমরা তোমাদের এই আশ্রিত হতভাগ্যটাকে এত ভালবাস কেন? আমার ত কোনও গুণ নাই, তবে তোমরা আমাকে তোমাদের নিজগুণে ভালবাস। তোমাদের এই মহত্ত্ব দেখিয়া ও আমার দ্বারা কোনও প্রত্যুপকার হইল না ভাবিয়া আমার ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয়। শান্তির কথা কি বলিব। মনে বড়ই দুঃখ হয় যে, আমার প্রতি তোমাদের স্নেহই তোমাদের শত্রুতা আচরণ করিতেছে! আমি প্রত্যহ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি শান্তির এরূপ একটী বর জুটাইয়া দিন্, যাহাকে লাভ করিয়া শান্তি সুখী হইতে পারে। আমার সহিত তাহার বিবাহের জন্য তোমরা চেষ্টা করিতেছিলে, তাহা জানিয়াছিলাম। কিন্তু দেবতার চরণে তাহা নিবারণ করিতে নিবেদন করিয়াছি। কারণ, আমি যে তাহাকে সুখী করিবার উপযুক্ত, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি এখন বুঝিতেছি, মায়াবন্ধন কাটানই শ্রেয়ঃ, নতুবা পরে মহা বিপদ হইবে। এজন্য আবশ্যক হইলে, এরূপ দূরদেশে যাইব, যে তোমরা আমার আর সন্ধান পাইবে না। এই জন্যই আর বাড়ীতে যাইতে চাহিতেছি না।"

সুদীর্ঘ কথোপকথনের পর রমেন্দ্র বলিলেন, "সে হইবে না, তুমি অবশ্য অবশ্য আমার বিবাহের সময় যাইবে। নচেৎ আমি বড়ই দুঃখিত হইব এবং সে দুঃখ আমার জীবনেও দূর হইবে না। শান্তির বিবাহের সময় তোমার থাকিতে ইচ্ছা হয় থাকিও, আর যদি ইচ্ছা না হয়, কলিকাতায় চলিয়া আসিও।"

ইহার দুই একদিন পরে রমেন্দ্র বাটী আসিলেন। শান্তি দাদাকে দেখিয়া খুব প্রফুল্ল হইল। কিন্তু কি যেন, কাহার কথা সে জিজ্ঞাসা করিবে এইরূপ ভাবে দাদার

মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিল প্রথমেই সুনীলদার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু যখনই এইকথা মনে হইতে লাগিল, তখনই তাহার চোখ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষে সুনীলের নামপর্য্যন্ত মুখে না আনিয়া দাদার কুশল, বাসার অন্যান্য কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মলিনমুখে চলিয়া গেল। মায়াদেবীর মৃত্যুর পর অনেকে সংসার-ভার-বহনের সূত্রে কৃষ্ণবিহারীবাবুকে বিবাহ করিতে বলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়চেতা পুরুষ, বিবাহ করেন নাই। বিধবা ভগিনীর উপরেই সংসারভার ন্যস্ত করেন। শান্তি সে-দিন পিসীমাতার নিকট গিয়া ভাত চাহিয়া খাইল; খাইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িল।

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

উপসংহার।

১২

এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল। অবশেষে শুভ বৈশাখমাস আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদার-বাটীর বিবাহের ঘটায় চতুর্দ্দিক্ উদ্বেল হইতে লাগিল। হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে গ্রাম মাতিয়া উঠিল। ভারে ভারে প্রজাগণ দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে লাগিল। কলাহারী ব্রাহ্মণেরা চারি পাঁচদিন পূর্ব্ব হইতেই যোগাড় লইতে আরম্ভ করিল। বালক-বালিকাগণ নিমন্ত্রণের নাম শুনিয়া আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল।

আগামী পরশ্ব জমিদার-পুত্রের বিবাহ। জমিদার-বাটী আজ লোকে লোকারণ্য। মাসী, পিসী, খুড়ী, জেঠাই, দিদিমা, মামীমা,—মেলা লোক আজ জমিদার-বাটীতে জটলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কেহ বলিতেছেন, "আহা! মায়া যদি আজ বেঁচে থাকৃত, তবে কি সুখই সে আজ পেত।" কেহ বলিতেছেন, "আহা দিদির অদৃষ্টে যে সুখ নেই, তা পাবেন কোথা থেকে?" এইরূপ নানা লোকে নানা কথা বলিতেছেন। কিন্তু রমেন্দ্র যেন কাহার জন্য অস্থির হইয়া আছে। হায়! বন্ধুত্ব এমনই পদার্থ। সুখের সময় বন্ধু কাছে না থাকিলে সে সুখ সুখ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। রমেন্দ্র কেবল ভাবিতেছে, "কই সুনীল আজও আসিল না কেন? তবে সে কি আসিবে না? যাক্, এই তাহার বন্ধুত্বের প্রতিশোধ? তবু সে কেন, জগৎই এইরূপ!" এমন সময় একজন খবর দিল, সুনীলবাবু পিসীমাকে লইয়া আসিতেছেন। রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে গিয়া বন্ধুকে আলিঙ্গন করিল। সুনীল ক্ষণেকের তরে শান্তি পাইল।

দেখিতে দেখিতে দুইদিন কাটিয়া গেল। বিবাহের দিন আসিল। রমেন্দ্র সুন্দরী লক্ষ্মীস্বরূপা নববধূ বিবাহ করিয়া গৃহে আনিল ও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল। কৃষ্ণবিহারীবাবুও পুত্রবধূর পূর্ণশশধরসন্নিভ মুখকমল-দর্শনে পুরাতন ব্যথা কথঞ্চিৎ ভুলিলেন। বাটীর সকলে, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই বধূদর্শনে প্রীত হইলেন। পুত্রের বিবাহ, প্রীতিভোজন প্রভৃতি আমোদের দিন কাটিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে শান্তির বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেন্দ্রের বিবাহের পর সুনীল চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু কৃষ্ণবিহারীবাবু নিষেধ করায় যাইতে পারে নাই।

ক্রমে বিবাহ দিবস উপস্থিত। বর আসিয়া সভা আলো করিয়া বসিলেন। সকলেই বরের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শুভ অথবা অশুভলগ্নে শান্তির সহিত শ্রীমান্ সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিনই সুনীল কোথায় নিরুদ্দেশ হইল, কেহ জানিতে পারিল না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করা হইল, খবরের কাগজে অনেক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, কিন্তু সুনীলের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ও দিকে সুকুমার তপ্তকাঞ্চনকান্তি বিদ্যা-গুণবিভূষিতা নববধূ গৃহে আনিলেন! তাঁহাদের বাটী আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রীতি-ভোজন সমাপন হইল। অদ্যই ফুলশয্যা। সুকুমার সূর্য্যের উদ্দেশে, দিবসের উদ্দেশে কত যে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার কেবলই একটী বাঞ্ছিত মুহূর্ত্তের আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিতেছে। অবশেষে সুখ অথবা দুঃখ-পরিপূর্ণ সেই মুহূর্ত্তটীকে লইয়া বিভাবরী উপস্থিত হইল। আনন্দোল্লাস হৃদয়ে সুকুমার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শান্তির অবস্থা দেখিয়া বারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শান্তির সুকোমল গণ্ড প্লাবিত করিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছে! তিনি ইহার অর্থ বুঝিলেন না; ভাবিলেন, "এ কান্না কি স্ত্রীলোকের একটী রহস্য? হইতেও পারে। নারীচরিত্র আমার সম্যক্ অপরিজ্ঞাত। স্বামীকে বশ করিতে হইলে, বোধ হয়, স্ত্রীলোকেরা এইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিতে যে কেহ কাঁদে এরূপ ত কখনও শুনি নাই? থাক্, প্রকৃত অবস্থা দেখাই যাক্।" মনে মনে এরূপ বলিয়া তিনি শান্তির কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "আজ প্রথম দিনেই কি মানভঞ্জন করতে হবে আমায়?" তখন শান্তি ধীরে ধীরে সরল মধুর বচনে বলিল, "দেখুন, আপনাকে আমার কয়েকটি কথা বক্তব্য আছে। আপনার নিকট তাহার প্রত্যুত্তর আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত মহাপুরুষ; দাসীর নিবেদন আপনি অবশ্যই গ্রাহ্য করিবেন্। নতুবা আমার এই নিবেদন শুনিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। পিতা আছেন, কিন্তু তিনি ইহা শুনেন্ নাই। আপনি দাসীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন্।"

সুকুমারবাবু আশ্চর্য্যান্বিত ত প্রথমেই হইয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা শুনিয়া আরও দ্বিগুণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন, "তোমায় দেখিয়া আমার বোধ হচ্ছে, তুমি বাস্তবিকই বিদুষী। তোমার কথা বল, আমি সাধ্যানুসারে উত্তর দিতে চেষ্টা করব।"

তখন শান্তি বলিল, "সে কথার উত্তর আপনি ব্যতীত আর কেহ দিবার নাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পতিই নারীর পরম ধন এবং সাধ্বী রমণীর একমাত্র আশ্রয়স্থল; পতিই তাহাদের স্বর্গ, পতিই তাহাদের ধর্ম্ম এবং হিন্দুরমণীর একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য পতি গ্রহণ করিবার প্রথা নাই। যে তাহার পতির বর্ত্তমানে অন্য পতি গ্রহণ করে,সে তাহার কুলে কলঙ্ক প্রদান করে। আমার মাতা পরম সতী ছিলেন, সতীর গর্ভে সতী ভিন্ন আর কিছু জন্মিতে

পারে না। সুতরাং সতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিচারিণী হই, পবিত্র হিন্দুজাতির রমণীকুলের কলঙ্কিনী হই ইহা কি আপনার অভিপ্রেত ?"

সুকুমার চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া, শান্তির অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত বদনখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সেই বীরবাণী শুনিতেছিলেন; কিন্তু তাহার মনের ভাব যে কি তাহা বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "না।" তখন শান্তি পুনরায় বলিল,—"যদি না হয়, তবে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ত্যাগ করুন্। আমি বহুদিবসাবধি মনে মনে এক পতির গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছি, পুনরায় আপনাকে কি করিয়া বিবাহ করিব? বিবাহের একটী মন্ত্রও আমি পাঠ করি নাই, তাহা আপনি জানেন এবং সকলেই জানিয়াছিলেন। সুতরাং আমি আপনাকে পতি বলিয়া স্বীকার করি নাই। আপনি মুক্তিদাতা হইতে পারেন, এই ভাবিয়া মাত্র ভ্রাতৃভাবে আপনার গলে মাল্য অর্পণ করিয়াছি। আপনি নিজকৃপাগুণে সত্বর আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিন্। আপনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়া সুখী হউন্। ভগবানের আশিস্ আপনার মস্তকে বর্ষিত হউক্।...আর যদি আপনি অবলা নারীর অবমাননা করেন, তবে আগামী কল্য আমাকে এ ধরাধামে আর দেখিতে পাইবেন্ না। আমার কথা প্রকৃত কি না এই সামান্য লিপিই তাহার প্রমাণ। এইখানি পাঠ করিলেই বুঝিবেন।" এই বলিয়া শান্তি সুনীল-প্রদত্ত সেই মখমলের বাক্সটী উন্মুক্ত করিয়া লিপিখানি প্রদান করিল।

সুকুমার বাবু স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন অথবা জাগ্রৎ আছেন। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন।

পত্র—

চিরায়ুষ্মতীষু,

ভগিনি শান্তি,

অনেকদিন হইতেই ভাবিতেছি তোমাকে একটী কথা জানাইব। কিন্তু ভাবিয়াছি, সে কথা হয় ত তোমাদের কোমল অন্তঃকরণে বেদনা জাগাইবে; তাই জানাই নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে আজ তাহা না জানাইয়া আর পারিলাম না। বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে, নয়নের বারি বাধা মানিতেছে না।

আমি প্রায় শিশুকাল হইতেই তোমাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত। শুধু প্রতিপালিত যদি হইতাম, তাহাতে দুঃখ ছিল না। তোমাদের সামান্যমাত্র কার্য্য আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে যদিও তোমরা কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিয়া আমার দ্বারা বহুপকৃত হইয়াছ, বলিয়াছ, কিন্তু তথাপি আমি দৃঢ়ভাবেই জানিয়াছি, তোমাদের উপকার অপরিশোধনীয়। তাহাতেও দুঃখ নাই। কিন্তু এই হতভাগ্য নির্গুণ জীবটাকে তোমরা এত স্নেহ, প্রীতি ও দয়া কিরূপে কর, তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাই। তোমাদের এই স্নেহ-প্রীতি আমি চিরদিনই আমার সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি। অগতির গতি ভগবান্ এইরূপেই অগতির গতি করিয়া দেন, ভাবিয়া চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া

যাইতেছে। সে যাহা হউক্, যখন দেখিতেছি, আমার প্রতি তোমাদিগের সেই অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি তোমাদিগের সুখ-নাশে সহায়তা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সে স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। আশ্রয়দাতাকে বিনষ্ট করা কি আশ্রিতের পক্ষে উচিত! কখনও নহে। মানুষ যতদিন নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখে ততদিন সে ব্যক্তিবিশেষের উপরেও দৃষ্টি রাখে, কিন্তু ইহা সত্য, স্থির সত্য জানিও,—মানুষ যে দিন আপনাকে ভুলিতে পারে, আপনার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে, সেই দিন হইতেই তাহার আর ব্যক্তিবিশেষের উপর দৃষ্টি থাকে না—বিরাট্ বিশ্বের অধিপতির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমার জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই। জগতের যে কল্যাণ-কার্য্য-সাধনে যুগে যুগে বহু মনীষী সংসার ও স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বন্ধনহীন আমারও আজ সেই আহ্বান আসিতেছে। সে কার্য্যে ক্ষুদ্রত্বের লেশ নাই, পার্থিব প্রণয়ের অবকাশ নাই। সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া হয় ত, তোমাদের সুখ-স্মৃতিও বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, যদি তোমরা সুখে কালাতিপাত করিতে থাক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তিনি তোমাদের মঙ্গল ও সুখবিধান করুন্। আমি সকল বৃত্তান্তই অবগত আছি।—তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও। না, না, এরূপ চাহিও না। ভগবান্ আমার অপেক্ষা উত্তম বর তোমাকে দিবেন;—রাজরাণী হইয়া থাকিবে। বালিকাসুলভ অজ্ঞানতা পরিহার করিয়া স্বকর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিয়া সংসারে তোমার কর্ত্তব্য সাধন করিবে। সর্ব্বদাই ভগবানকে হৃদয়ে আসীন রাখিও। ৺পূজনীয়া মাতৃদেবীর অবশিষ্ট একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন এই কণ্ঠহারটী তোমাকে উপহার দিলাম। ইহা আমার ৺জননীর উপহারই মনে করিবে। কারণ, তিনি তোমাকে যারপর নাই ভাল বাসিতেন। তোমার বিবাহের পরে ইহা দেখিতে যে অনুরোধ করিয়াছি, তাহার অর্থ, পাছে তুমি মনে কর, লব্ধ উপকারের প্রতিশোধের জন্য বুঝি উপহার দিতেছি। ইতি তোমার

সুনীলদা।

পত্রখানি পড়িয়া সুকুমারবাবু সমস্তই বুঝিলেন। কিন্তু এতাদৃশী চিরবাঞ্ছিতা রমণীকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। কয়েকদিন নানাবিধ পরীক্ষায় যারা শান্তির সুনীলের প্রতি অকপট গভীর প্রেম, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও চরিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া সুকুমার যারপর নাই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন এবং এই দেশে শান্তির ন্যায় পতিব্রতা রমণী যে একটীও আছে, তাহা দেখিয়া ও শান্তির ন্যায় রমণীর জন্মভূমি যে দেশে সেই দেশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ধন্য ধন্য মনে করিলেন। তিনি শান্তির হৃদয়ে সুনীলের সহিত মিলনের এক অপূর্ব্ব আশা জাগিতেছে, দেখিলেন। অবশেষে একদিন তিনি বলিলেন, "শান্তি, আমি তোমার পতিভক্তিতে যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছি। মানুষ যে মানুষকে এত ভক্তি করিতে পারে, ইহা আমার ধারণা ছিল না। ভক্তিই তোমাকে এই নির্ম্মল চরিত্র দান করিয়াছে। তুমি আমার গুরু। আমি তোমার আর অবমাননা করিব না। যে-সকল

পরীক্ষা প্রলোভন তোমাকে দেখাইয়াছি, তুমি তাহার অতীত। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। তোমার পিতার নিকটই আমি তোমাকে রাখিয়া আসিব এবং তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিব। তুমি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও আমি অদ্য হইতে তোমাকে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় দেখিব।"

পরদিন সুকুমার তাহার মাতাপিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে পরদিনই শান্তিকে তাহার পিত্রালয়ে দিয়া আসিলেন ও কৃষ্ণবিহারী বাবুকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণবিহারীবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন এবং সুকুমারের অন্যত্র বিবাহ দিবার প্রস্তাবে সুকুমারের পিতাকে অনুমতি দিতে পারিলেন না। সুকুমারবাবুর পিতা আর একটিবার পুত্রের বিবাহ দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর অর্থ লইতে পারিবেন ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণবিহারীবাবু শান্তির মনোগত দৃঢ়তা অবগত হইয়া মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না।

পিতৃগৃহে আসিয়া শান্তি ভাবিল, সুনীল যাহাকে লাভ করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছে, নারী কি এতই অধম যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। সে মনে মনে দৃঢ় প্রতীজ্ঞা করিল যে সুনীলের ন্যায় সেও ভগবদ্দর্শনে সচেষ্ট হইবে, কঠোর তপঃসাধন করিবে। এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আর সে পূর্ব্বভাব রহিল না। সেই পূর্ব্বের হাসিরাশি, সেই জল্পনা-কল্পনা, সব লুপ্ত হইয়া গেল। পরিবারস্থ কাহারও সহিত আর তাহার যেন সেই পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা নাই। সে যেন কোন্ মহাব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হইয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভেই কন্যার ঈদৃশ তপঃসাধনের চেষ্টা দেখিয়া মনে মনে কত যন্ত্রনাই কৃষ্ণবাবু অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং সে কষ্টের উপশম তাঁহার জীবনে আর হইবে না ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন্।

কৃষ্ণবিহারীবাবু কন্যার বিবাহ দিলেন, অথচ কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, ও জামাতার পুনরায় অন্যত্র বিবাহ হইয়া যাইল, ইহা কিরূপ ব্যাপার! প্রথমে লোকের নিকট ইহা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণবিহারীবাবুর ইহা অতীব অপমানজনক বোধ হইতে লাগিল। তথ্যটী সুবিস্তৃত হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইবেন স্থির করিলেন্। অবশেষে একদিন শুভাহে কৃষ্ণবিহারীবাবু পুত্রের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া কন্যাকে লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া গেলেন।

———

আশা-মুকুল।

কোন্ স্বপনের মোহে প্রবেশিয়া কানন মাঝার,
তোমার পূজার লাগি তুলেছিনু কুসুম-সম্ভার!
দীন-হস্ত-রচা অর্ঘ্য অর্পিয়া স্বর্ণবেদী-তলে,
ভাঙ্গিয়া স্বপন-মোহ, চাহিলাম যবে নেত্র মেলে,
সঙ্কোচে মলিন প্রাণ আপনাতে লুকাইল আসি,
দেখিলাম পুষ্প-ভ্রমে তুলিয়াছি কলিকার রাশি।
দেবি, তব পদপ্রান্তে যদি এর নাহি হয় স্থান,
এ কুণ্ঠিত উপচারে ঘটে যদি কোন অপমান,
সেই ভবিষ্যৎ ভাবি লুকাইয়া আশা তৃষা যত,
ফিরায়ে লয়েছি পূজা, বহুদিন হইয়াছে গত।
সে মুকুল বাড়িতেছে ধীরে সুগোপন দূর একবনে,
জগতের চোখের আড়ালে, অজানিত বিরলে বিজনে!
একদিন ফুটিবে মুকুল, এই দীপ্ত আশার কিরণ
কি আলোকে ভরিয়াছে একখানি অজ্ঞাত জীবন!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

সোনার কমল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪

কমল নাই, কমল চলিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সে শ্রীপতির সমস্ত হৃদয়টাও লইয়া গিয়াছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে শ্রীপতি যে কেমন করিয়া কমলকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। অতি অল্পদিন মাত্র কমলের সাহচর্য্য লাভ করিয়া শ্রীপতির প্রকৃতির সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে।

শ্রীপতি যে দিকে চাহিয়া দেখেন সেই দিকেই কমলের স্মৃতি বিজড়িত দেখিতে পান। কমলের গ্লাসকেসে কমলের পুতুল সজ্জিত, আলনায় কমলের কাপড়গুলি সযত্নে রক্ষিত, আয়না, চিরুণী, চুলবাঁধা ফিতা যেখানে যেটী যেমন থাকিত তেমনই সব যথাস্থানে রহিয়াছে; শুধু কমল নাই। শয়নকক্ষে হাস্যমুখী কমলের ফটোখানা দেখিয়া শ্রীপতির মনে হইতে লাগিল, আজ শ্রীপতির যন্ত্রণা দেখিয়া কমল বুঝি বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে।

শ্রীপতির আর কোন কাজেই মন লাগে না। পূর্ব্বের সে উৎসাহ উদ্যম কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেছে। গৃহের অবস্থা আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছে! চেয়ারের উপর ময়লা কাপড় গাদা করা, ভৃত্য তাহা সরাইয়া গুছাইয়া রাখে না, ধোপার বাড়ীর কাপড়গুলা বেঞ্চের উপর পড়িয়া থাকে তাহা আর কেহ যথাস্থানে তুলিয়া রাখে না। বাক্স্ দেরাজের চাবি কোথায় ফেলেন খুঁজিয়া পান না। টেবিলটা আবার পূর্ব্বের মতনই অগোছাল হইয়া থাকে কেহ তাহা গুছাইয়া রাখে না, দোয়াতে কালী থাকে

না কলমে নিব থাকে না, পাঠ্য পুস্তকগুলা একখানা একখানা করিয়া খাটের উপর জড়ো হইয়াছে, তাহা আর সেখান হইতে সরাইয়া কেহ রাখে না।

শ্রীপতি একখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাস" কমলকে উপহার দিয়াছিলেন, একদিন কমলের পুস্তকগুলি নাড়িতে নাড়িতে শ্রীপতি দেখিতে পাইলেন কমল 'সীতার বনবাস'খানির এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়াছে—

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন রায়—রাম,
শ্রীমতী কমলরাণী———সীতা,
সীতার বনবাস।

লেখাটুকু পাঠ করিয়া শ্রীপতির রুদ্ধ নয়নবারি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সীতার বনবাসই বটে।" সেই বইখানা বুকে করিয়া খুব খানিকটা কাঁদিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তাঁহার হৃদয়ের শোকবেগ কিছু প্রশমিত হইল, তখন কি ভাবিয়া তিনি উঠিয়া জনৈক ভৃত্যকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "কোচম্যানকে গাড়ী যুতিতে বল।" তখনি আদেশ মত কার্য্য হইল। শ্রীপতি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "দেবীপুরে যাব।"

তখন নিদাঘের দিবা-দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সমস্ত পৃথিবী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া শ্রীপতি গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলেন। তাঁহার সুদৃশ্য চকচকে—বেলযুক্ত গাড়ীখানি দেখিয়া পল্লী বালকগণ ছুটিয়া আসিল। শ্রীপতির সাহেবের পোষাক পরাছিল। তাহার উপর তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে সাহেব বলিয়া স্থিরীকৃত করিল। গ্রাম্য মহিলাগণ কেহ কেহ কলসী-কক্ষে জল আনিতে, কেহ উচ্ছিষ্ট বাসনের গোছা লইয়া ধৌত করিতে পুষ্করিণী-তটে যাইতেছিল; পথে সাহেব দেখিয়া বড় করিয়া ঘোমটাদিয়া সভয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চক্ষে সাহেবের মূর্ত্তিখানা দেখিয়া লইল। শ্রীপতি কোনদিন মাতুলালয়ে আসেন নাই কাজেই তিনি তাহার মাতামহ রামনিধি চৌধুরীর বাটীও জানিতেন না। এজন্য তিনি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "রামনিধি চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী কোনখানে?" সে লোকটি তাঁহাকে চৌধুরী-বাড়ী দেখাইয়া দিল। শ্রীপতি দেখিলেন বাটীতে কেহ নাই, গৃহদ্বার রুদ্ধ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীপতির মাতুল পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরি করেন, এবং সেইখানেই তিনি সপরিবারে বাস করেন।

রামনিধি চৌধুরী একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। তাঁহার নাম শুনিলে নর-নারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। তখনকার দিনে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের তিনিই ছিলেন এক প্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। রূপ-চাঁদের মহিমায় পুলিশ তাঁহার হস্তগত ছিল। কিন্তু এজগতে পাপের পরিণাম হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের হস্ত অলক্ষে থাকিয়া নিয়তই মানুষকে দণ্ড ও পুরস্কার দান করিয়া থাকে, ভ্রান্ত মানুষ তাহা বুঝিতে পারেনা। নানা প্রকার অসদ্ব্যয়ে রামনিধি চৌধুরীর সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল। শেষ দশায় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়া তবে

তিনি মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া সামান্য চাকুরি করিতেন। পৈত্রিক ভিটা শ্রীহীন হইয়া অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় তালা-বন্ধ রহিল। বাটীর অবস্থা দেখিয়া শ্রীপতি চিন্তিত হইলেন। সমভিব্যাহারী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রজনীমোহন ঘোষের বাড়ীতে কেউ থাকেন্ কি? সেইখানে আমার একটু দরকার ছিল।" সে ব্যক্তি বলিল, "আমরা যখন ছোট তখন তাঁর মৃত্যু হয়, তাঁদের খপর যদি জান্‌তে চান্, চলুন আপনাকে রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে নিয়ে যাই। ঘোষেদের পাড়াতেই তাঁর বাড়ী। আর তিনি প্রাচীন ব্যক্তি, আমাদের চেয়ে তিনি দেশের অনেক খবরই বল্‌তে পার্‌বেন্।" এই বলিয়া লোকটি শ্রীপতিকে সঙ্গে করিয়া রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত শ্রীপতির পরিচয় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শ্রীপতির পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ রাধানাথবাবু সযত্নে তাঁহাকে বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন— "তোমার ত কখন এখানে আসা নেই, কাজেই তোমাদের চিনি না। গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমার নাতি হও।" ইত্যাদি

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এ-কথা সে-কথা পাড়িয়া শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের পাড়ায় যে রজনীমোহন ঘোষ বাস কর্‌তেন, আপনি তাঁকে জান্‌তেন্ কি? রাধানাথবাবু বলিলেন, "কে?—রজনী? তা'কে আবার জানিনা। সে ত ছেলে বেলায় আমার কাছেই দিন রাত থাক্‌ত। আমার মেজ ছেলের সঙ্গে তার বড় ভাব ছিল। ছোক্‌রা বড় ভাল ছিল। আমাকে ঠিক্ বাপের মতন শ্রদ্ধা কর্‌ত। আমিও তাকে নিজের ছেলের মতন ভাল বাস্‌তুম্। আহা! ছোক্‌রা হঠাৎ হার্টফেল হয়ে মারা পড়্‌ল।" বলিতে বলিতে অতীতের স্মৃতি অন্তরে উদিত হওয়ায় বৃদ্ধের স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি বিগলিত হইল ও চক্ষু-দুইটী সজল হইয়া উঠিল। শ্রীপতি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁর বিধবা স্ত্রীর কি হ'ল? তিনি কোথায় গেলেন, কিছু জানেন কি?"

রাধানাথবাবু একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর সে সব পুরাণ কথায় দরকার কি ভাই! সে সকল কথা তোমার অপ্রীতিকর হবে।"

শ্রীপতি বলিলেন "কিছু মাত্র না।" শ্রীপতি ভাবিয়াছিলেন, তিনি যাহা শুনিয়াছেন রাধানাথবাবু হয়তো তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবেন মাত্র। তাই তিনি বলিলেন "কিছু মাত্র অপ্রীতিকর হবে না, আপনি যা জানেন, অনুগ্রহ করে আমাকে সব খুলে বলুন্। কিছুমাত্র গোপন কর্‌বেন না।"

বৃদ্ধ রাধানাথ মনে করিলেন, শ্রীপতি প্রকৃত কথা অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহার কথায় শ্রীপতির দুঃখিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তাই তিনি বলিলেন, "একান্তই আমার কাছে শুন্‌বে? কিন্তু শেষে যেন ভাই আমাকে গালাগাল দিও না।" শ্রীপতি বলিলেন "সেকি কথা। আমিই আপ্‌নাকে বল্‌বার জন্যে অনুরোধ কর্‌ছি আর আমিই আপনাকে গালাগালি দোবো? আপনি

নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথা বলুন্। তাতে আমার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হবেনা।

রাধানাথবাবু বলিলেন, "তোমার মাতামহ" রামনিধিবাবু যে কি রকম চরিত্রের লোক ছিলেন তা' বোধহয় জান?—তোমার বাপ সেই জন্যেই তোমার মাকে বাপের বাটীতে পাঠাতেন না।"

শ্রীপতি মাতামহর কোন বিষয়ই জ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তিনি কোনও উত্তর করিলেন না। রাধানাথবাবু উত্তরের জন্য কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় ধীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"পল্লীগ্রামের বউ ঝিদের সর্ব্বদাই ঘাটে পথে বা'র হতে হয়। সহরের মতন ত বাঁধাবাধি নেই। তা'দের ঘরের কাজও কর্‌তে হয়, আবশ্যক হ'লে বাইরেও যেতে হয়। রজনীর স্ত্রী দেখ্‌তে বড়ই সুন্দরী ছিল। রামনিধিবাবু হঠাৎ একদিন তাকে পথে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হন। তাঁর চরিত্র এমনই ঘৃণিত ছিল যে, তিনি কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেছেন তার সংখ্যা নেই! তখনকার দিনে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি এ গ্রামে কেউ ছিলনা। টাকার জোরে তিনি যে সব অত্যাচার কর্‌তেন, লোকে নীরবে তা সহ্য কর্‌ত।

যাহোক যে পথে রজনীর স্ত্রী ঘাটে যেত রামনিধিবাবু সেই পথে দাঁড়িয়ে থাকতেন; তাকে কত রকমে প্রলোভিত করবার চেষ্টা কর্‌তেন! সে সতীলক্ষ্মী এর কিছু জান্‌ত না। একদিন কিন্তু সে হঠাৎ রামনিধিকে ঘাটে দেখ্‌তে পেয়ে বাটীতে রজনীকে এসে সমস্ত কথা বল্লে আর সেই থেকে ঘাটে যাওয়াও সে বন্ধ কর্‌লে। রজনী এ-সব শুনেত রেগেই খুন! বলে,—লাঠি মেরে শালার মাথা ফাটিয়ে দোবো, তাতে ফাঁসী যেতে হয় সেও স্বীকার। আমরা কত ক'রে বুঝিয়ে তবে তাকে ঠাণ্ডা করি। কিন্তু এক দিন সে নিজের চ'খে রামনিধিকে মেয়েদের খিড়কীর পথে লুকিয়ে থাকতে দেখে একেবারে যাচ্ছে-তাই অপমান কর্‌লে। ঠিক্ তারই দিন কতক পরে একদিন রজনী আমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ীতে যাচ্ছিল, অন্ধকার রাত্রি,—রাতও একটু বেশী হয়েছিল, এমন সময় ঐ বাঁশ বাগানটার কাছাকাছি যাই গেছে অমনি কে তার মাথায় লাঠি মার্‌লে। তার চিৎকার শুনে আমরা সব ছুটে গিয়ে দেখি পথের মাঝখানে রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে রজনী পড়ে আছে। আমরা ধরা ধরি করে তাকে বাড়ীতে এনে তার মাথায় জলটল দিয়ে, ওষুধ পত্র দিতে তবে তার জ্ঞান হল। সে যাত্রা সে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু শরীর থেকে অনেক রক্তপাত হওয়াতে বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল। সব লোকেই বলে, এ রামনিধিরই কাজ! খুন করবার মতলবে ছিল। এই ঘটনার বছর-খানেক পরেই একদিন হঠাৎ বেচারা হার্ট ফেল হয়ে মারা গেল। তার স্ত্রীটী তখন ছ'মাস গর্ভবতী।" অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে শ্রীপতি বলিয়া উঠিলেন, "তারপর? —তারপর তিনি কোথায় গেলেন?"—

রাধানাথ আবার বলিতে লাগিলেন—"রজনীর মৃত্যুর পর তার সেই অসহায়া বিধবা পত্নীকে দেখ্‌বার আর কেউই ছিল না। এই সুযোগ পেয়ে রামনিধি রজনীর জায়গাজমি সমস্ত দখল করে নিলে, আর প্রকাশ্যভাবে রজনীর স্ত্রীকে বলে পাঠালে অবিলম্বে আমার

প্রস্তাবে যদি সম্মত না হও, তা'হলে আজ আর তোমার নিস্তার নাই।" "রজনীর স্ত্রীতো এই কথা শুনে, আহা, দৌড়্‌তে দৌড়্‌তে আমার কাছে এসে কেঁদে পড়্‌ল।" একথাগুলি এরূপ ভাবের সহিত রাধানাথ বলিতে ছিলেন যে তাঁহার চক্ষুর জলবিগলিত ধারা দেখিয়া শ্রীপতির মনে হইল যেন রাধানাথ সে চিত্র প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যাহা হউক্ রাধানাথ বলিতে লাগিলেন আমি ত শুনে একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। হিংস্র ব্যাঘ্রের সম্মুখে দুর্ব্বল হরিণী! আহা হা!—কি কর্‌ব ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না। রাম-নিধির সঙ্গে বিবাদ করে দেশে বাস করে, তখন এমন সাহস বা সামর্থ্য কা'রো ছিল না। আমি মা'কে আমার বাড়ীতে স্থান দিতে সাহস কর্‌লুম্ না! তবে একটা উপায় মনে হ'ল।—এখান থেকে সাত ক্রোশ দূরে পলাশ-পুরে আমার গুরুদেবের বাড়ী ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে মা'কে আমার সেইখানে পাঠানই স্থির কর্‌লুম্। রজনীর একটা বুড়ো বিশ্বাসী চাকর ছিল, সে রজনীকে মানুষ করেছিল; রজনীকে সে বড় ভালবাস্‌ত। রজনীর মৃত্যুর পরেও সে তার বাড়ী ছেড়ে যায় নি। রজনীর স্ত্রীকে সে খুব যত্ন কর্‌ত। আমি গুরু-দেবকে সমস্ত খুলে একখানা চিঠী লিখে, সেই বুড়োর হাতে সেই চিঠি দিয়ে এবং রাতা রাতি নৌকো করে সেই বুড়োকে সঙ্গে দিয়ে মাকে আমার পলাশপুরে পাঠিয়ে দিলুম্। বউটি কি লক্ষ্মীই ছিল! আর এত শান্ত ছিল, যে আমাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত কর্‌ত বটে কিন্তু তার পা ভিন্ন মুখ কখনও দেখিনি। যেদিন কেঁদে এসে আমার কাছে পড়্‌ল সেই দিন তাকে প্রথম দেখলুম্। আহা, মায়ের আমার কি রূপই ছিল! ঠিক্ যেন মা জগদ্ধাত্রী; এই কাল রূপই তার যত অনিষ্টের মূল। হাঁ, তারপর কি বল্‌ছিলাম্? হাঁ, আমার গুরুদেব শ্রীযুত দামোদর শর্ম্মা অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক। তিনি আমার চিঠি পেয়ে মাকে অতি যত্ন ক'রে নিজের ঘরে ঠাঁই দিলেন। তারপরে তাঁর বাড়ীর পাশেই একখানি চালা ক'রে মা আমার বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন। সেই বুড়ো চাকরটাই তাঁর অভিভাবক হয়ে রইল, আর গুরুদেব সর্ব্বদাই দেখ্‌তেন শুন্‌তেন্। এখনও মা আমার সেইখানেই বাস কচ্ছেন। তাঁর সে গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মেছে। আহা যদি একটী ছেলে হ'ত, তাহলে তবু রজনীর বংশটা থাক্‌ত।" এই বলিয়া বৃদ্ধ দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন না যে রজনীর জামাতা তাঁহার সম্মুখে। শ্রীপতি স্তম্ভিত! এরূপ কথা শুনিবার আশা তিনি আদৌ করেন্ নাই।

(৫)

শ্রীপতি রাধানাথের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গাড়ী বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া একাকী নৌকা-রোহণে পলাশপুরে চলিলেন্। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে কত চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন কেমন করিয়া সেই সতীসাধ্বীর কাছে মুখ দেখাইবেন, কি বলিয়া কমলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন "কমল, এক কথায় তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ছিলুম, আবার তোমাকে নিতে এসেছি," এই সমস্ত নানান্ চিন্তা, হর্ষ, বিষাদ, লজ্জা

একীভূত হইয়া তাহার হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। আবার ভাবিতে লাগিলেন "ওঃ নিন্দকের রসনায় বিষ কি ভয়ঙ্কর! তাহা বিষধর সর্পের অপেক্ষাও অধিক ভীষণ।" কিন্তু ক্রমে পলাশপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চিন্তা স্রোতঃ অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "যদি কমলকে দেখ্‌তে না পাই! যদি কমল সেখানে না থাকে?" এই কথা মনে উদয় হইবা-মাত্র তাঁহার বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। নৌকা যখন পলাশপুরের ঘাটে পৌঁছিল, তখন তাঁহার পা যেন আর উঠিতে চাহে না। কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিতে লাগিল —"বৃথা আশা। তারা নাই!" শ্রীপতির মনে হইতে লাগিল যদি বালিকা অভিমানে আত্মহত্যা করিয়া থাকে? আমি যে তাহার প্রতি নিতান্ত অবিচার করিয়াছি, কোন প্রমাণ না লইয়াই কেবল মাত্র নিন্দকের ভয়ে যথার্থই যে তাকে সীতাদেবীর মতন বিসর্জ্জন দিয়াছি তাহার পর ত আর তাহার কোনও সংবাদ লইনাই। যতই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই শ্রীপতির হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুটীরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। কুটীর মধ্যে কমল বা তাহার মাতা কেহই নাই। কপাটগুলা কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, চালের খড় লোকের গরু বাছুরে টানিয়া টানিয়া খাইয়াছে, মৃণ্ময় প্রাচীরের কতক কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কতক বা অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। গৃহ প্রাঙ্গণ জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবা মাত্র কতকগুলা চামচিকা সেই ভগ্ন গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার মাথার উপর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি দেখিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই জঙ্গল-পূর্ণ প্রাঙ্গণে ধূলার উপর হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন। একবার উন্মাদের মত বলিয়া উঠিলেন—"কমল! কমল!" গভীর প্রতিধ্বনি তাঁহাকে যেন উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিল—কমল! কমল!"

কিছুক্ষণ পরে শ্রীপতি ধীরে ধীরে উঠিয়া দামোদর শর্ম্মার বাটীতে গমন করিলেন। শ্রীপতিকে দেখিয়া দামোদর শর্ম্মা সযত্নে বসিতে আসন দিলেন। শ্রীপতি উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল আর তা'র মা কোথায় গেছেন্ বল্‌তে পারেন?"

দামোদর শর্ম্মা কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তারা নেই।"

ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে নৈরাশ্য কম্পিত কণ্ঠে শ্রীপতি বলিলেন, "নেই ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি, তবে তারা কোথায় গেছে, আপনি জানেন কিনা, সেই কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি।"

দামোদর শর্ম্মা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমি যে রাত্রিতে কমলকে পাঠিয়ে দাও, তারপর দিন থেকে আর তাদের কেউ দেখেনি। তবে, সাধু-জেলের মুখে শুনেছি, যে তারা মা-মেয়ে না-কি এক সঙ্গেই গঙ্গায় ডুবে মরেছে। 'সাধু' বলে, তাদের মা-মেয়ের চুলে চুলে, কাপড়ে কাপড়ে না-কি সের বাঁধা ছিল।"

শ্রীপতি এমনই একটা কিছু শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তবুও একেবারে আত্ম-সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। তিনি

মাথা ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে কোনও প্রকারে ভিত্তি-গাত্র অবলম্বন করিয়া আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইলেন। তাহার পর দ্রুতপদে সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটিতে লাগিলেন। না করিলেন বামাদের শর্ম্মাকে প্রণাম, না জানাইলেন বিধায় সম্ভাষণ। • • • •

উদ্‌ভ্রান্ত শ্রীপতি গৃহে আসিয়া শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া দ্বিগুণ বেগে রোদন করিতে লাগিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিলেন, "কমল, কমল, একবার দেখা দাও, আমি নিষ্ঠুরের মত তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি বটে, কিন্তু সত্যই আমি নিষ্ঠুর নই, দেখে যাও তুমি, আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে তুমিই বসে আছ। তুমি কি স্বর্গ থেকে তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না? না, আমার নিষ্ঠুরতার জন্য আমার এই কষ্ট দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে?"

(৬)

স্বদেশ স্বদেশবাসীর প্রতি শ্রীপতির আর কিছুমাত্র আকর্ষণ, ভালবাসা বা বিশ্বাস রহিল না। তিনি অহরহই ভাবিতেন, "এই আমাদের দেশ, এই আমাদের সমাজ! জাতি-বন্ধুর দ্বারা আমাদের এই উপকার! এর চেয়ে নির্জ্জন বনবাস ও সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! মানুষ হিংস্র শ্বাপদ অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর! ঈর্ষ্যায়, বিদ্বেষে মানুষ মনুষ্যত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে এমন ভাবেই লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে! বিদ্বেষ বশে এক জন এক জনের রক্ত পান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে না জানি, কত লোকেরই এমনি সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। আর জানি না, কত জন্মের পাতকের ফলে মানুষ বাংলার নারী জন্ম গ্রহণ করে! অহো! এই নিরপরাধা অভাগিনী দুটি রমণী সমাজের নিষ্ঠুর তাড়নায় সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য পুনরায় আত্মঘাতরূপ মহাপাপ অনুষ্ঠান কর্‌লে!

দিনে দিনে শ্রীপতির সুন্দর দীপ্ত মূর্ত্তি হতশ্রী হইতে লাগিল। মাতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। একদিন তিনি শ্রীপতিকে বলিলেন "যা হবার হয়ে গেছে, সেত আর ফির্‌বে না। এখন তুই আবার বিয়ে থা করে সংসারী হ, ঐ-অমুকের মেয়েটী দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ— তাকে আমি তোর বৌ কর্‌ব বলে পছন্দ করেছি।" শ্রীপতি বলিলেন, "আমায় ক্ষমা কর মা! আমি তোমার এ আদেশ পালন কর্‌তে পারব না। দুটি নারী হত্যার পাপ আমার দুই স্কন্ধে বোঝা হয়ে রয়েছে। ভেবে দেখ দেখি মা, এর জন্য দায়ী কে? যে অত্যাচারী এই অসহায়া বিধবার সর্ব্বনাশের মূল, সে সগর্ব্বে সমাজের শীর্ষ স্থানে দাঁড়িয়ে রইল! এ সংসারে তার মানমর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব হ'ল না, কেউ তাকে সমাজচ্যুত করলে না। আর যে নিরপরাধা অভাগিনী নারী, অযথা কলঙ্কের পসরা তার মাথায় উঠে সংসার থেকে তাকে সরিয়ে দিল! তোমার যাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কর্‌তে হবে।" বলিয়া শ্রীপতি চলিয়া গেলেন। মা আর কোন দিন শ্রীপতিকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন না। তিনি শ্রীপতিকে চিনিতেন। তিনি তখন সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার এ প্রস্তাবে শ্রীপতি সম্মত হইলেন। দেশ ত্যাগ করিয়া কিছুদিন স্থানান্তরে বাস করিতে তাঁহার ও অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি বিষয় কার্য্যের একটা বন্দোবস্ত করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীর উপর বাটীর সমস্ত ভার দিয়া মাতাকে লইয়া কাশীতে যাইলেন; এবং সহরের প্রান্তভাগে নির্জ্জন প্রদেশে একখানি ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। লোকালয়পূর্ণ গ্রাম অপেক্ষা এই নির্জ্জন প্রদেশই তাঁহার ভাল লাগিল। তিনি প্রাণে যেন অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু এমন লোক-সমাগম-শূন্য স্থানে বাস করিতে তাঁহার মাতার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীপতি অতি সামান্য ভাবে বাস করিতেন। বাটী হইতে কাহাকেও তিনি লইয়া যান নাই। কেবল মাত্র একটা স্থানীয় ভৃত্য তাঁহার কাজ করিত, আর তাঁহার মাতা নিজের জন্য যে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিতেন, শ্রীপতি তাহাই খাইতেন।

শ্রীপতির বাটীর অনতি দূরে একখানি খাপ্‌রার ঘরে অনেক বৃদ্ধা তাঁহার একটী-মাত্র কন্যা লইয়া বাস করিতেন। মেয়েটীর বয়স বাইশ তেইশ বৎসর হইবে। তাহার অপরূপ রূপ লাবণ্য সে যেন যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিত; কিন্তু তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকণার ন্যায় অনুমিত হইত। শ্রীপতির মাতা ক্রমশঃ এই বৃদ্ধাটির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া লইলেন। অবসর মত তিনি বৃদ্ধার কুটীরে সমাগত হইতেন। মেয়েটি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পড়িয়া শ্রীপতির মাতাকে শুনাইত। কোন কোন দিন বৃদ্ধাও মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে আসিতেন। কিয়দ্দিবস এইরূপ করিতে করিতে একদিন হঠাৎ শ্রীপতির মাতা পীড়িত হইলেন। একাকী শ্রীপতি মাতাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু উক্ত বৃদ্ধার কন্যাটি এ বিষয়ে তাঁহাকে বড়ই সাহায্য করিল। তাঁহার মাতার সমস্ত পরিচর্য্যার ভার সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াই সে নিরস্ত হইত না, সমস্ত গৃহকার্য্য গুলি পর্য্যন্ত অলক্ষিতে নিমিষে সম্পাদন করিয়া শ্রীপতির আহারান্তে স্বগৃহে চলিয়া যাইত। তাহার নিপুণ পরিচর্য্যা দেখিয়া শ্রীপতি বিস্মিত হইলেন। শ্রীপতি নিজে একজন মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার, কিন্তু এই দরিদ্র পল্লী-বাসীনী অশিক্ষিতা নারীর কার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। শ্রীপতি অবাক হইতেন্ যে সে তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াই নিমিষে শুশ্রূষার মধ্যে সকলের অসাক্ষাতে সকল কক্ষগুলির শ্রী ফিরাইয়া দিত; বিছানাটি অতি পরিপাটি রূপে পাতিয়া দিত, কাপড়ের আলনাটিকে এমন গুছাইয়া রাখে যে একখানা লইতে আর একখানা পড়িয়া যায় না। টেবিলটি এমন ভাবে সাজান হয় যে, একখানা বই আবশ্যক হইলে পাঁচখানা নামাইতে হয়না। কলম খুঁজিতে পানের ডিবা হাতড়াইতে হয়না, কালী খুঁজিতে বাক্স খুলিতে হয়না। সমস্তই হাতের কাছে দেখিতে পান। মায় জলখাবারের রেকাবিটি পর্য্যন্ত ত্রিপায়ের উপর সজ্জিত থাকে। প্রথমে শ্রীপতি, এসকল কে করিত কিছুই বুঝিতে পারিত না, কিন্তু পরে কোনও দিন কাহাকেও এ সকল করিতে

না দেখিলেও কন্যাটির কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। হঠাৎ গৃহের এই অবস্থা পরিবর্ত্তনে তাঁহার বহুদিনের পুরাতন এক-খানা স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিল। একদিন এমনই করিয়া একজন তাঁহার জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিত, এমন করিয়াই তাঁহার কক্ষটি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিত। একদিন কন্যাটি শ্রীপতির ঘরটি পরিষ্কার করিয়া শ্রীপতির জুতাগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিতে ছিলেন, এমন সময়ে অসতর্কভাবে শ্রীপতি বাহির হইতে আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণীকে এই হীনকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "একি! একি! আপ্‌নি কেন এসকল কাজ কর্‌ছেন। না, না, রেখেদিন্ রেখেদিন্। ওসব আমি করে নেব।"

কন্যাটি মুহূর্ত্তমাত্র শ্রীপতির মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর অবগুণ্ঠন টানিয়া দ্রুত-ভাবে অন্তরাল-পথে চলিয়া গেল। শ্রীপতি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চেয়ারের হাতলে মাথাটা রাখিয়া অনেকক্ষণ মুখে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীপতির এমন হইল যে সেই মহিলাটির আগমনের জন্য প্রত্যহই তিনি যেন উৎসুক হইয়া থাকিতেন, তাহার পদশব্দেই শ্রীপতি তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিতেন। তাহার সহিত কথা কহিতে তাহাকে দেখিতে তাঁহার অন্তর যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিত। কিন্তু রমনিটী শ্রীপতির সম্মুখে বাহির হইতেন না। কোনও দিন দৈবাৎ যদি শ্রীপতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িতেন, সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইত। আর শ্রীপতি নিজের মনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না পরস্ত্রীর প্রতি একি আসক্তি, না কৃতজ্ঞতা, কিম্বা আর কিছু!

কন্যাটির ঐকান্তিক যত্নে ও শ্রীপতির সেবায় শ্রীপতির মাতা ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিলেন। হঠাৎ একদিন মহিলাটি আসি-লেন না। পলে পলে শ্রীপতি উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি আসিলেন না। শ্রীপতির কক্ষগুলি আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই হতশ্রী হইয়া রহিল। তাহার সংবাদ লইবার জন্য শ্রীপতির মন অস্থির হইতে লাগিল কিন্তু কেমন একটা অজ্ঞাত লজ্জায় তাঁহাকে যেন কেমন সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল। কেন এ লজ্জা, কেন এ সঙ্কোচ, শ্রীপতি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীপতির মাতা সংবাদ লইয়া জানিলেন, সেই রমণীটীর মাতা অত্যন্ত পীড়িতা। সুতরাং তিনি পুত্র শ্রীপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা সেই মেয়েটির মার বড় অসুখ, তুই একবার গিয়ে দেখে শুনে একটু ওষুধ পত্র দিস্। আহা, ওরা বড় গরিব ডাক্তার ডাক্‌বার ক্ষমতা নেই। মেয়েটি আমার যে সেবা যত্ন করেছে, আমার পেটের মেয়ে থাক্‌লেও তার চেয়ে বেশী কর্‌তে পার্‌ত না।"

মাতার আদেশে শ্রীপতি বৃদ্ধার কুটীরে গিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধার অবস্থা অতিশোচনীয় মেয়েটি যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতেছেন্ বটে, কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এবার আর সে শ্রীপতিকে দেখিয়া সরিয়া গেল না। মাতার পার্শ্বেই বসিয়া রহিল। একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শ্রীপতির মুখের দিকে চাহিয়া, অল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। সেই

সজল চক্ষু দুটির সকরুণ দৃষ্টি শ্রীপতির অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। শ্রীপতি বলিলেন, "এঁর এমন অবস্থা হয়েছে আমাকে খবর দেননি কেন ?" রমণী কোনও উত্তর দিলনা। শ্রীপতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদিন থেকে এমন হয়ে পড়েছেন ?"

ধীরে ধীরে রমণী বলিল—"আজ তিন দিন হল।"

শ্রীপতি তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিলেন কিন্তু ঔষধ লইয়া আসিবার কেহ নাই। শ্রীপতি নিজেই ঔষধ আনিয়া বৃদ্ধাকে খাওয়াইয়া দিলেন। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত শ্রীপতি ঐকান্তিক যত্ন সহকারে বৃদ্ধার চিকিৎসা করিলেন, শুধু চিকিৎসা নহে, আত্মীয়ের ন্যায় দিন রাত্রি বসিয়া তত্ত্বাবধান করিলেন, রাত্রি জাগরণ করিয়া ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইলেন। কিন্তু কোনও ফল হইলনা। বৃদ্ধার জীবনের হিসাব নিকাশ শেষ হইয়া গিয়াছিল, ভগবানের ডাক পড়িয়াছিল, আর কাহার সাধ্য তাঁহাকে ধরিয়া রাখে ? মুমূর্ষু মাতার চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কন্যাটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মাগো, আমাকে কার কাছে রেখে যাবে ? আমি একা কেমন করে থাক্‌বো মা! চিরদিন আমাকে কাছে কাছে রেখেছ, এখন পরলোকেও আমাকে সাথী কর মা! একা আমায় কোথায় রেখে যাবে ? মুমূর্ষু জননী ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন "ওঁর কাছে" তোমায় রেখে যাচ্ছি। ওঁর নাম কখন ভুলো না। উনিই তোমায় রক্ষা কর্‌বেন।" এ দৃশ্য দেখিয়া শ্রীপতির চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি গৃহ বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর রাত্রি শেষে বৃদ্ধার দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবন-বিহঙ্গ কোন অজানিত দেশে চলিয়া গেল। তাঁহার দুঃখ পূর্ণ জীবনের ইতিহাস এতদিনে শেষ হইল। শ্রীপতি লোকজন লইয়া যথা-বিহিত বৃদ্ধার শবদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সৎকার করিলেন। শ্রীপতির মাতা কন্যাটীর নিকট গিয়া বহু সান্ত্বনাবাক্যে তাহার শোক প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার পর শ্রীপতিও ফিরিয়া আসিয়া রমণীর নিকট গিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; আরও বলিলেন "আপনি একা এই নির্জ্জন স্থানে কেমন করে থাক্‌বেন্ ? চলুন, আমাদের বাড়ীতে আমার মার কাছে থাক্‌বেন্। মা আমাকে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য বলে দিয়েছেন্। রমণী বলিলেন, "মায়ের দয়ার শরীর, তাই আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, কিন্তু ক্ষমা কর্‌বেন, আমি কারও গলগ্রহ হয়ে জীবন অতিবাহিত কর্‌তে পার্‌ব না।" তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তার কথা শুনিয়া শ্রীপতি কি বলিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ্‌ছি আপনি সধবা, আপনার সিঁথের সিন্দুর চিহ্ন রয়েছে, তবে আপনার স্বামীকে সংবাদ দিন্ না, কেন ?"

রমণী বলিলেন, "বিধাতা আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করেছেন। স্বামীকে সংবাদ দেবার অধিকার আমার নেই।"

আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীপতি বলিলেন "কেন ?"

রমণী বলিলেন, "আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন।"

শ্রী। কেন, আপনার অপরাধ?

রমণী। নত মস্তকে বলিলেন, "অপরাধ জানিনা।—আমার অদৃষ্ট। এই জানি।"

শ্রীপতি বলিলেন, আপনার মত গুণবতী স্ত্রীকে যে ত্যাগ করে সে পশু সে নরাধম!" কথাগুলি বলিয়াই চট্ করিয়া তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। রমণী বলিলেন, "না, না, অমন কথা বল্‌বেন না; তিনি মহাপুরুষ, তিনি দেবতা। আমি অভাগী, দেবসেবা আমার ভাগ্যে নেই, তা তিনি কি কর্‌বেন?

শ্রীপতি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সে মুখে যেন একটা স্বর্গীয় দীপ্তি প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা কি সুন্দর! কি পবিত্র জ্যোতিঃ! শ্রীপতি ভাবিলেন "হিন্দু-নারী ভিন্ন এমন স্বার্থগন্ধ-হীন নিষ্কাম পতিপ্রেম আর কাহার সম্ভবে!"

শ্রীপতি তাঁহাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি জন্ম দুঃখিনী, দুঃখিনী মায়ের গর্ভে জন্মেছি, দুঃখিনী মায়ের কুটীরেই এতদিন কাটিয়েছি, জীবনের বাকি দিনগুলো এই মায়ের কুটীরে অতিবাহিত কর্‌বো। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আর অনুরোধ কর্‌বেন না।

কিন্তু ইতোমধ্যে শ্রীপতি এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। রমণী যখন তাঁহার দুই হস্তে চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিতেছিল, সেই সময় তাঁহার বাহুর বসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সেইদিকে শ্রীপতির দৃষ্টি পড়িল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাম হাতটী ধরিয়া, কাছে টানিয়া আনিয়া দেখিলেন বাহু নিম্নে লিখিত রহিয়াছে—শ্রীশ্রীপতি রায়—সোনার কমল!" সুখের দিনে একদিন শ্রীপতি নিজের হাতে এই অক্ষর কয়টি কমলের বাহুতে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উন্মাদের মত কমলকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, কমল! কমল—আমার সোনার-কমল! কেন এতদিন আত্মগোপন করে ছিলে কেন আমাকে এতদিন কিছু বলনি? আমি চিনি চিনি ক'রেও তোমাকে চিন্‌তে পারিনি! ওঃ—আমি যে বিনা অপরাধে তোমাকে নির্ব্বাসিত করে ছিলুম্। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?"

আর কমল! কমল স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া অজস্র জলে তাহা সিক্ত করিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের বহুদিনের রুদ্ধ উৎস আজ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ পরস্পর এই ভাবে কাটাইলেন। পরে সকল কথা প্রকাশিত হইল, কমল বা তাহার মাতা কেহই আত্মহত্যা করেন নাই। ভীষণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তাঁহারা লোক সমাজে বাস করা দায় মনে করিয়া কমলের মাতা গোপনে কমলকে লইয়া কাশীতে আসিয়া এই নির্জ্জন পল্লীতে জীবনাতিপাত করিতেছিলেন। এমন কি দামোদর শর্ম্মাকে পর্য্যন্ত তিনি সকল কথা জানান নাই। লোকাপবাদ তাঁহাকে এমনই করিয়া তুলিয়া ছিল। তাঁহাদের হঠাৎ এই অন্তর্ধানে লোকে মনে করিল তাঁহারা গঙ্গায় আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এবং জন প্রবাদ চিরদিন যেমন অতিরঞ্জিত ভাবে প্রচারিত হয়, এস্থলেও সেই প্রকার হইয়াছিল।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

একটী চিত্র।

১

বৈশাখ মাস। মার্ত্তণ্ড দেব, মধ্য গগনে বসিয়া প্রখর কিরণ-জালে বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছেন। মানবগণ ক্লান্ত ক্লান্ত দেহে একটু সুশীতল স্থান অন্বেষণের জন্য ব্যস্ত ও পশুগণ ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতেছে। বিহগকুল ঘন তরু পত্রাবলী মধ্যে অঙ্গ ঢাকিতেছে। মধ্যাহ্ন সমীর হু হু শব্দে অনল বর্ষণ করিতেছে। চাতক আর্ত্ত স্বরে "ফটিক জল ফটিক জল" রবে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিতেছে।

এই দারুণ গ্রীষ্মে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য রামময় বসু মহাশয়ের একমাত্র আদরের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা লতিকা, জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ছট ফট করিতেছে, এবং এক এক বার ক্ষীণ কণ্ঠে মাতার নিকট জল চাহিতেছে। মাতা, পাষাণ প্রতিমার ন্যায় উপবিষ্টা। সে করুণ স্বর তাঁহার কর্ণ কুহরে পৌঁছিতেছে কিনা সন্দেহ। হায়! যে জননী সন্তানের বিমর্ষ মলিন বদন দেখিলে তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় পাগলিনীর ন্যায় হইয়া যান, যে জননী সন্তান নিদ্রিত থাকিলে তাহার ঘুমন্ত মুখের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকেন, কতক্ষণে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে সে আহার করিবে, যে জননী সন্তানের সামান্য পীড়া হইলে দেব মন্দিরে মস্তক খুঁড়িয়া রক্তপাত করেন, সন্তানের আরোগ্য কামনায় বুক চিরিয়া রক্ত প্রদান করেন, এ নশ্বর জগতে যদি কেহ চিরস্নেহময়ী থাকেন, যদি কেহ চিরহিতৈষিণী থাকেন, সে একমাত্র জননী। হায়! আজ সে জননী পাষাণীর ন্যায় কন্যার সে করুণ স্বরে কর্ণপাত করিতেছেন না! তাহার সে দারুণ তৃষ্ণায় এক বিন্দু জল প্রদান করিতেছেন না! ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি জননী না পিশাচী?

আমরা এইস্থলে রামময়বাবুর পারিবারিক বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। রামময়বাবু একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। কমলা তাঁহার গৃহে চির বিরাজিতা। সংসারে তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। নানা সদ্‌গুণ বিভূষিত প্রিয়দর্শন পুত্র, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি স্নেহময়ী কন্যা, সুখ দুঃখের সমভাগিনী ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণী—সংসারে যাহা কিছু সুখের, ঈশ্বর সকলই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু সুখ যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে দুঃখের অস্তিত্ব থাকিত না। যেমন আলোকের পার্শ্বে অন্ধকার, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা, তদ্রূপ সুখের পার্শ্বে দুঃখ। দুঃখ আছে বলিয়াই আমরা যেন সুখটাকে বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাই। যদি পৃথিবীর সুখ চিরস্থায়ী হইত, দুঃখ বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে বোধহয় সুখের জন্য এতটা কেহ লালায়িত হইত না। সুখের পার্শ্বে দুঃখ আছে বলিয়াই সুখটা বড়ই মধুর।

রামময়বাবু যেন তাঁহার সুখের ঘোল কলা পূর্ণ করিবার জন্য—কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তদ্ভিন্ন অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিয়া গৌরী

দানের ফল লাভের লোভটুকুও তিনি সম্বরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বিবাহের জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ধনবানের সুন্দরী কন্যার পাত্র মিলিতে বিলম্ব হইলনা। শীঘ্রই সুপাত্র জুটিল, মহাসমারোহে রামময় বাবু কন্যার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল লাভ করিলেন, কিন্তু হায়! অলক্ষ্যে যে নিষ্ঠুর ভবিতব্য বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল, তখন কি তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন? তাহা যদি জানিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে ভগ্ন-প্রাণে দুঃখের নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দিন যাপন করিতে হইত না।

বিবাহের ছয় মাস যাইতে না যাইতে কুসুমকোমলা সারলোর প্রতিমা রামময় বাবুর আদরের দুহিতা লতিকা বিধবা হইল। তাঁহার সুখের সুজে দাবানল জ্বলিল—সুখের সংসার বিষাদ হিল্লোলে ভাসিতে লাগিল। রামময়ের বড় আশার ছাই পড়িল। আজ পরিজন বিমর্ষ হইল, গৃহিণী শয্যা লইলেন, সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। কিন্তু এত দুঃখেও দিন যাইতে লাগিল। সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সে কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, দিন যেমন যাইবার যাইতে লাগিল কিন্তু দুঃখের হ্রাস হইল না। আজ একাদশী, লতিকা কয়েকবার জননীর নিকট আহার চাহিয়া পায় নাই, জীবনে সে কখনও জননীকে এমন নির্দ্দয়া দেখে নাই। দুই দিন পূর্ব্বে জ্বর হইয়া অনাহারে অবসন্ন আছে, এখন দারুণ পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে দারুণ যন্ত্রণায় বারম্বার জল চাহিতেছে। মাতা ধর্ম্ম ভয়ে একাদশীর দিন বিধবা কন্যার মুখে জল দিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কন্যার গাত্রে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন। কিন্তু হায়! যাহার প্রাণের ভিতর দাবানল জ্বলিতেছে তাহার বাহিরে বাতাস করিলে কি হইবে? অগ্নিতে ইন্ধন করিলে সে যেমন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে, লতিকার অবস্থাও তদ্রূপ। আজ গৃহিণীও জলস্পর্শ করিলেন না, তাঁহার প্রাণের দুহিতা এক বিন্দু জলের জন্য ছটফট করিতেছে, আর তিনি কোন মুখে অন্নাহার করিবেন? আজ রামময়বাবুর গৃহে যেন মূর্ত্তিমান বিষাদ বিরাজ করিতেছে।

ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িলেন, তাঁহার সে প্রচণ্ড তেজ ক্রমশঃ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইল। এখনকার সূর্য্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাঁহাকে আর বিশ্ব দগ্ধ-প্রদানী মধ্যাহ্ন তপন বলিয়া অনুভূত হয় না। জগতের নিয়মই এই—অন্ত যাহাকে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে দেখিতেছ, যাহার ছত্রতলে শত শত ব্যক্তি নত শির, কল্য হয়ত দেখিবে সে নিতান্ত জরা-গ্রস্ত, উত্থান শক্তি বিরহিত পরমুখাপেক্ষী।

অপরাহ্ন সময়ে রামময়বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর শুনেছ গিন্নি, রাসবিহারী ষাট বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুরোধে রাসবিহারীকে এ বিবাহ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কাহারও কথা না শুনিয়া এইমাত্র পুরোহিত সঙ্গে লইয়া বিবাহ করিতে চলিয়া গেল।" গৃহিণী সে কথার কোনও উত্তর করিলেন না। লতিকা,

পিতাকে দেখিয়া কহিল, "বাবা! আজ মার কি হইয়াছে? আমাকে সমস্ত দিন কিছু খাইতে দেন নাই। এখন জল তৃষ্ণায় যে আমার প্রাণ গেল।"

কন্যার এ সকরুণ উক্তি যে যেন রামময় বাবুর হৃদয়ে বজ্র শল্যের ন্যায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। তিনি গৃহিণীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন, "আজ একাদশী"। রামময় কহিলেন, "হউক একাদশী, তুমি জল লইয়া আইস।" গৃহিণী করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "আর জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই এ জন্মে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। আবার বিধবা মেয়ের মুখে জল দিয়া একাদশীর দিন অধর্ম্ম করিব?"

রামময় উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—একেই কি ধর্ম্ম বলে? এ যে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, আমার হৃদয়ের যাহা এক-বিন্দু জলের জন্য হাহাকার করিতেছে, সে কন্যা, তার মুখে একবিন্দু জল দিলে যদি অধর্ম্ম হয় হউক, আমি তেমন ধর্ম্ম চাহিনা। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র কি একথা বলিয়াছে যে, তোমরা পিতা, মাতা, কন্যার মৃত্যু সম্মুখে বসিয়া দেখ কিন্তু একাদশীর দিন বিধবা কন্যার মুখে জল দিয়া পাপ সঞ্চয় করিও না? শাস্ত্র যদি একথা বলে, আমি সে শাস্ত্র চাহিনা। আমি স্বামী, আমি তোমার গুরু, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শীঘ্র জল লইয়া আইস। ইহাতে যদি কোন পাপ হয়, সে ফল আমি ভোগ করিব। তাহাতে তোমার কোন দায়িত্ব নাই।"

গৃহিণী পতির হৃদয় ভাল রকমই জানিতেন। আজ যে অনেক দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে একথাগুলা বহির্গত হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন। তাই আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। একটী পাত্রে করিয়া একটু গঙ্গাজল লইয়া আসিলেন। রামময় কন্যার মুখের নিকট পাত্র ধরিয়া কহিলেন, "মানতী! জল খাও।" লতিকা ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "না বাবা! আর জল খাইব না।" রামময় কহিলেন, "কেন মা খাইবে না?" লতিকা কহিল, "বাবা! মা বলিয়া থাকেন, আর আপনিও বলেন যে কাজ করিলে পাপ হয়, তাহা প্রাণ গেলেও করিতে নাই।"

রামময় চমকিত হইয়া কহিলেন, "পাপ কিসের মা? লতিকা কহিল, "এই যে মা বলিলেন, আজ আমার জল খাইতে নাই; তাহা হইলে পাপ হইবে।" রামময় আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, মনে মনে কহিলেন, "হা ভগবান! যে বালিকার এত ধর্ম্মজ্ঞান, তাহার প্রতি এ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা না করিলে কি তোমার বিশ্বরাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইত?"

হায়! মূঢ় মানব তুমি সংসারে যখনই বেদনা প্রাপ্ত হও, তখনই সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপতিকে তাহার জন্য দায়ীকর, কিন্তু তুমি কি ভ্রমেও কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, মানব ইহ জগতে নিজ নিজ কর্ম্ম ফলই ভোগ করে? রামময়, নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "সত্য মা! যে কাজ করিলে পাপ হয়, তাহা প্রাণ গেলেও করিতে নাই। কিন্তু আজ তোমার জল খাইলে কোন পাপ হইবে না।"

বালিকার পবিত্র সরল হৃদয়ে একদিন যে পাপ ও পুণ্যের কাহিনী গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আজ তাহার পুণ্যফল প্রসূত

হইল। পাপী তাহার পাপ কার্য্যের জন্য ইহলোক ত্যাগের পর যে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিত, বালিকার সে কাহিনী মনে পড়িল— ভয়ে ক্ষুদ্র শরীরখানি কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল, আজ জল খাইলে যদি পাপই না হইবে, তবে তাহার স্নেহময়ী জননী এতক্ষণ কেনই বা খাইতে যেন নাই? এবং এখনই বা খাইতে অনুরোধ করিতেছেন না কেন? অতএব ইহা নিতান্তই পাপের কার্য্য। তাই লতিকা পিতার শত আগ্রহ ও অনুরোধ উপেক্ষা করিল, জল স্পর্শ করিল না। হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুর ভিন্ন এ দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না; বালিকা মৃত্যুপণ করিল—তথাপি জল গ্রহণ করিল না।

ক্রমে দিবা অবসান হইল, সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সূর্য্যদেব রক্তিম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিম গগণে অস্তমিত হইলেন। ঘরে ঘরে সান্ধ্যদীপ জ্বলিল, দেব মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ধূপধুনা ও গুগ্‌গুলের পবিত্র গন্ধ সান্ধ্য-সমীরে যুক্ত আকাশে ছড়াইতে লাগিল। নীল নভোমণ্ডলে দু একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, নিশামণি কৌমুদী ধারায় জলস্থল প্লাবিত করিয়া, মধুর হাসিতে বিশ্ববিমোহিত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি দিবসের সে রুদ্র মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক এখন সর্ব্বসন্তাপ হারিণী শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে ধরায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

দিবা অবসানের সহিত যেমন প্রস্ফুটিতা প্রফুল্ল নলিনী ধীরে ধীরে মুদিয়া আইসে, লতিকার ও নয়ন তদ্রূপ মাতৃ অঙ্কে ধীরে ধীরে অনন্ত নিদ্রার জন্য মুদিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে রজনী গভীরা হইল; গৃহিনী একবারও চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া, অবসন্ন কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। আর রামময়বাবু, আজ হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহার যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্র থাকিয়া, কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ব্যস্ত রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, না, পিতা হইয়া আর এ কষ্ট দেখা যায় না, আমি লতির আবার বিবাহ দিব। রাসবিহারী যদি পুত্র কন্যা পৌত্র প্রপৌত্র জামাতা দৌহিত্র সত্বেও ষাট বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিতে পারে, হিন্দু সমাজ যদি রাসবিহারীকে বিবাহ করিতে সম্মতি দিতে পারে, তাহা হইলে আমার সংসার-অনভিজ্ঞা অষ্টম বর্ষীয়া দুগ্ধপোষ্যা শিশুর পুনঃ বিবাহে কেন সম্মতি দিবে না? আর বিধবা বিবাহ যে ধর্ম্ম বহির্ভূত নয়, তাহারও প্রমাণ আছে।

যখন দেখা যাইতেছে, ত্রিকালদর্শী অর্য্য-ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম পুস্তকে বিধবা বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন ইহা যে কখনও অশাস্ত্রীয় নয়, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন একালের বিদ্যাসাগরের ন্যায় ধর্ম্ম-প্রবণ মনস্বী সাধু প্রকৃতির মহা-পণ্ডিত কখনও বালিকা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হইতেন না। তবে আমাদের হিন্দুসমাজ নানা আপত্তি তুলিবে। রামময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চিন্তার সাগর আলোড়িত করিয়া রজনীর সেই নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া তাঁহাদের পাড়ার নিমাই পাগল ইমন্ কল্যাণ সুরে গাহিতেছিল,—

"শুনভ্রান্ত মন !
ছাড় বিষয় বাসনা সংসার স্বপন।
সংসারে সুখের আশা, জান নাকি মৃগ তৃষা
প্রাণের পিপাসা হেথা মিটেনা কখন।
ধরিয়া নিবৃত্তি অসি, নাশরে প্রবৃত্তি দাসী,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ হবে অন্তর্দ্ধান !
সংসারে তন্দুর সবি, কি সুখে এখানে রবি,
স্ত্রীপুত্র আত্মীয় সব ছায়ার মতন।
হরি পদ করি ধ্যান, লভরে মন দিবা জ্ঞান,
পাবে সে বাঞ্ছিত ধন চির শান্তি নিকেতন।"

রামময় রুদ্ধ নিশ্বাসে মুগ্ধ চিত্তে সে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি এতদূর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বিহ্বল চিত্তে সে সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিলেন, যে, গান অনেকক্ষণ গীত হইয়া তাহার শেষ মূর্চ্ছনা টুকু কখন নৈশ বাতাসে মিশাইয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারেন নাই। তখনও তাঁহার কর্ণে সুর, তাল, লয়ের সহিত বাজিতেছে—

"সংসারে সুখের আশা, জাননা কি মৃগ তৃষা,
প্রাণের পিপাসা হেথা মিটে না কখন !"

অনেকক্ষণ পর তাঁহার মোহ অপসারিত হইল, তিনি মনে মনে কহিলেন, "নিমাইচাঁদ যথার্থই গাহিয়াছে—

'সংসারে তন্দুর সবি,
কি সুখে এখানে রবি,
স্ত্রী পুত্র আত্মীয় সব ছায়ার মতন !'

কিন্তু আমরা সেই তন্দুর সংসারের মায়া কাটাইতে পারিলাম কৈ ? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ষড় রিপুর দাস হইয়া 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণাতীত হিরণ্যগর্ভাখ্য পরব্রহ্ম বিরাট পুরুষকে হৃদয়ে ধরিতে পারিলাম কৈ ? নিবৃত্তি অসির সাহায্যে প্রবৃত্তি দাসীকে জয় করিবার আমাদের ক্ষমতা কৈ ? ক্ষমতা নাই বলিয়াই আজ আমরা সচ্চিদানন্দ আজ্ঞায় বশীভূত হইয়া সংসার অরণ্যে কেবল ঘুরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছি।"

অদূরে কন্যার ম্লান মুখচ্ছবি রামময়ের নয়নে পতিত হইল। এতক্ষণ নিমাই চাঁদের সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে যেটুকু শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অধীর চিত্তে গৃহপ্রকোষ্ঠে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিলেন, "এ বিবাহে হিন্দু সমাজ ঘোরতর আপত্তি তুলিবে।" রামময়ের এক-দিকে কন্যা স্নেহ, অন্য দিকে সমাজ। তিনি অতিশয় বিচলিত হইলেন। এই সময় রামময়ের হৃদয়-ভাব বুঝিতে হইলে দাঁড়ী পাল্লার প্রয়োজন। এক পাল্লায় কন্যা স্নেহ, অন্য পাল্লায় সমাজ। রামময়ের হৃদয় রূপ কাঁটা কন্যা স্নেহরূপ পাল্লার দিকে হেলিল, ওজনে কন্যা স্নেহরূপ পাল্লাই গুরু হইল— অতএব কন্যা স্নেহেরই জয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "না হয় সমাজ আমাকে একঘরে করিবে, তা করুক। পিতা হইয়া এ বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় দেখিতে পারিব না। আমি শক্তির পুনঃ বিবাহ দিব। এবিষয়ে আমি হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় অটল।"

৩

কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল, রামময় অনেকটা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। রামময়কে সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া নিদ্রাদেবী তাঁহার নিকট আসিতে সাহস করেন নাই, এখন

রামময়কে চিন্তা বিমুক্ত সুস্থচিত্ত দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বসন্তাপহারিণী বিরামদায়ক সুকোমল অঙ্কে তুলিয়া লইলেন।

রামময় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন—যেন কাষায় বস্ত্র পরিহিত এক দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পুরুষ, রোষ-কষায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শিয়রে দণ্ডায়মান আছেন। রামময় চিনিলেন এ তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেব। বহুদিবস পরে পিতৃ দেবের দর্শন পাইয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে যেমন চরণ স্পর্শ করিতে যাইবেন, অমনি দুই পদ পশ্চাৎ সরিয়া সেই পুরুষ যেন ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন 'কুলাঙ্গার! তুই আমার চরণ স্পর্শ করিস না।" রামময় যেন দুঃখিত চিত্তে বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, "কেন পিতা! এ অধম সন্তানের প্রতি কুপিত হইয়াছেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?" সেই পুরুষ তখন জলদ্-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কুলাঙ্গার! সমাজদ্রোহী তুই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিস কি করিয়াছি? তুই বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া আমার পবিত্র বংশে কালী দিতে উদ্যত হইয়াছিস। আমার রক্তে যে এমন কুলাঙ্গার জন্মিবে পূর্ব্বে জানিলে সূতিকাগারে বিনষ্ট করিতাম। আজ তুই সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছিস, কাল তোর দেখিয়া সমাজের আর একজন দিবে, এইরূপে ক্রমশঃ সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন হইয়া যাইবে, তখন হিন্দু সমাজের পবিত্র গৌরব লুপ্ত হইবে—হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য লোপ পাইবে, হিন্দুর যদি হিন্দুয়ানী লোপ পাইল তবে রহিল কি? কুপুত্র! আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি করিয়াছি?

রামময় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "পিতঃ! আপনি যে সমাজের কথা বলিতেছেন, সে সমাজ নহে, সে শ্মশান। ঐ দেখুন আমার অষ্টম বর্ষীয়া দুগ্ধের শিশু একবিন্দু জলের জন্য হাহাকার করিতেছে কিন্তু দেশাচার বলিতেছে—উহার মুখে জল দিও না, আজ একাদশী। বলুন পিতা, সন্তানের পিতা হইয়া কি এ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়? হিন্দু সমাজের অধঃপতন কখনই আমার বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু যে স্বামী চিনে না, সংসার জানে না, তেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু বালিকার পুনরায় বিবাহ কি দোষের বলুন? পিতা! আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করুন।"

এবার সে পুরুষকণ্ঠে কোমলস্বর উচ্চারিত হইল—"বৎস! সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়া কাপুরুষের লক্ষণ। চতুরাশ্রমের মধ্যে সংসার আশ্রমই প্রধান। উক্ত আশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিয়া রাজর্ষি জনকাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব কর্ম্মকরা সংসারী মাত্রেরই আবশ্যক মনু বলিয়াছেন—

"আরে তেঁতব কর্ম্মানি প্রারম্ভঃ প্রারম্ভঃ পুনঃ পুনঃ
কর্ম্মণ্যার ভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে॥"

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এ কথা স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ বলিয়াছেন। যখন সংসারীর কর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তখন কি সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়া প্রকৃত সংসারীর কর্ত্তব্য? দেখ ঝড় আরম্ভ হইলে অনেক তরু অল্প আঘাতেই ধরাশায়ী হয়, তাহারা জগতের কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু যে মহীরুহ সেই ভীমপ্রভঞ্জনের ভীমবল উপেক্ষা করিয়া সবলে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়, কালে তাহার পত্র পুষ্প

কল বীজ ছায়াদ্বারা জগতের মহান উপকার সাধিত হয়, তদ্রূপ মানব সংসারের বিপদ-রূপ ঝঞ্ঝার যদি ধৈর্য্যরূপ বলের সাহায্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়, কালে সে অনেকের আশ্রয়স্থল হইয়া সৎকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সাধন পূর্ব্বক জগতের অশেষ উপকার সাধনে সক্ষম হয়। অতএব অল্প আঘাতে না ভাঙ্গিয়া বরং আঘাতের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, দয়া, মায়া, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, সাহস ও বলের সহিত সংসার পালনে প্রবৃত্ত হও। বিধবা-বিবাহ ন্যায়সঙ্গত কি না, এ প্রশ্নের উত্তর আমাপেক্ষা আপনাদের আর্য্যশাস্ত্রকার মনু ভাল বলিতে পারেন।

তুমি নির্ব্বোধ নহ, যাহা বলিলাম, ইহাই যথেষ্ট বিবেচনা করি, কিন্তু তোমার যদি আরও কিছু শুনিতে বাসনা থাকে, আমার পার্শ্বদেশ অবলোকন কর। "রামময় যেন দেখিলেন, তাঁহার পিতার পার্শ্বদেশে এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবা পুরুষ নতবদনে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাহার সেই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ফুল্ল কমলের ন্যায় মুখমণ্ডল বিষাদের গভীর রেখায় অঙ্কিত। বিশাল নয়ন যুগলে গাঢ় কালিমা লেপিত। রামময়ের সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়ায় যুবক করুণকণ্ঠে কহিল, "পিতঃ! এত শীঘ্র যে আপনার স্মৃতির মন্দির হইতে আমাকে বিসর্জ্জন দিবেন তাহা জানিতাম না। আপনার কন্যার পুনরায় পরিণয় দিবার সংকল্প করিয়াছেন। আপনার কন্যার সহিত ইহলোকের সকল সম্বন্ধ শেষ হইলেও পরলোকের সম্বন্ধ শেষ হয় নাই। তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাহার আশাপথ চাহিয়া আছি, আপনি সে মিলনের —সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন কেন? তাহাকে অপরের অঙ্কশায়িনী করিয়া ব্যভিচারিণী করিতেছেন কেন? তাহার স্বর্গের পথ রোধ করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিতেছেন।"

রামময় কহিলেন, "বৎস! অন্যায় কথা কহিতেছ। আমার কন্যা দুগ্ধের শিশু, সে সংসার জানে না, তোমাকে চিনে না। তোমার স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিতে পারে এরূপ কোন ঘটনাও ঘটে নাই, এমত অবস্থায় তাহার বিবাহ দিলে সে ব্যভিচারিণী হইবে না।"

যুবক কহিল, হিন্দুর গৃহের অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা স্বামীর স্মৃতি যথেষ্ট স্মরণ রাখিতে পারে। কিন্তু সে কথা যাক্ আপনার কথাই ধরিলাম, সে বালিকা সংসার-অনভিজ্ঞা কিছুই বুঝে না, জানে না কিন্তু আপনি ত তাহার পিতা—জন্মদাতা—তাহার অভিভাবক, আপনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমার হস্তে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। আজ কোন পাপ মন্ত্রনার বলে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমার ধর্ম্মপত্নী অপর বরে সমর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, আপনার পাপ সঙ্কল্প কখনই সফল হইবে না।"

রামময় ইহার কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ গৃহিণীর করুণ ক্রন্দনে তাঁহার সেই বিস্ময়জনক দীর্ঘ স্বপ্নের অবসান হইল। গৃহিণী অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিতেছেন, "ওগো উঠে দেখ এসে, আমার লতিকা কেমন করিতেছে।" রামময় এক লম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া কন্যার পার্শ্বে আসিয়া

বসিলেন। হায়! তিনি কি দেখিলেন? প্রভাতের চন্দ্র যেমন ধূসর পাণ্ডুর মলিন নিষ্প্রভ, লতিকার সেই চল চল অতুল শ্রীসম্পন্ন লাবণ্য জ্যোতিঃ ও আজ তদ্রূপ নিষ্প্রভ। বসন্ত বল্লরী যেমন নিদায়-আতপে শুখাইয়া পড়ে, আজ লতিকাও তদ্রূপ দারুণ কালের আতপে মাতৃ অঙ্কে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রামময় কন্যার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "লতিকা মা! সে স্নেহার্দ্র স্বর আসন্ন মৃতপ্রায়া লতিকার কর্ণকুহরে আঘাত করিল। আকর্ণ বিস্ফারিত কৃষ্ণ তারকাযুক্ত কমল-নয়ন দুটী ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। আজ সে বিশাল নেত্র-যুগলে আর সে চঞ্চল সরল কটাক্ষ নাই; তাহা আজ জ্যোতিঃ ও দীপ্তিহীন। লতিকা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা!" পর মুহূর্ত্তে মাতৃ অঙ্কে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। পিতা মাতার শত অশ্রু জলে, শত সাধনায়, শত প্রাণ পাতেও আর মুহূর্ত্তের জন্য সে চক্ষু উন্মীলিত হইল না।

তখন প্রভাত রৌদ্রে দিগন্ত উদ্ভাসিত। জীবকুল নিদ্রার শান্তিপ্রদ ক্রোড় হইতে নয়ন উন্মীলিত করিয়া মস্তক উত্থিত করিতেছে, বিহঙ্গকুল প্রভাতী কূজনে শ্রবণে পিযুষ বর্ষণ করিতেছে, বালারুণরঞ্জিত হরিৎ বর্ণ তরুলতা প্রস্ফুটিত পুষ্প সম্ভারে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া প্রভাত বায়ুতে নাচিয়া নাচিয়া সুরভী শ্বাস ঢালিতেছে।

সেই মধুরোজ্জ্বল প্রভাতে পার্শ্বের বাটীতে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া বাজিয়া রাস বিহারীর চতুর্থ পক্ষের নববধূর অভ্যর্থনা বিঘোষিত করিতেছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রামময়ের গৃহে যে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল তাহা লেখনী মুখে প্রকাশ করা অসাধ্য।

রামময়ের সংসার নন্দনের প্রফুল্ল পারিজাত কালের ঝঞ্ঝায় ছিন্ন হইয়া কোথায় অদর্শন হইল! যিনি জনক জননীর ক্রোড়ে সন্তান দিয়া আবার কাড়িয়া লন, সেই লীলাময় অন্তর্যামী ভিন্ন তাহা আর কে বলিতে পারে।

শ্রীমতী সরলা সুন্দরী মিত্র।

নিশীথের গান।

(ভাবানুবাদ)

হে কুসুম গন্ধ-বাহী সুমন্দ পবন,
ধীরে ধীরে হও প্রবাহিত।
শান্ত, সমাহিত, নীল সমুদ্র-হৃদয়
মৃদুস্পর্শে করি দোলায়িত।
অস্তগামী হিমাংশুর ম্লান ছায়াখানি,
পড়িয়াছে সাগর-সলিলে,
ধীরে ধীরে চুমি' তারে হও প্রবাহিত
মন্ত্রমুগ্ধ স্তব্ধ নিশাকালে।

মুক্ত বাতায়ন পথে শশি গৃহমাঝে,
আলোকিত হের কক্ষখানি,
সুকোমল শয্যাতলে লভিছে বিরাম
সুখসুপ্ত শিশু ও জননী।
শোন মুগ্ধা নিশীথিনী আপনার মনে
কি করুণ গাহিতেছে গান;
নিম্ন মৃদু মৃদুতর প্রশান্ত কল্লোলে
সে সঙ্গীতে মিশাইছে তান।
সুদূর পশ্চিম হ'তে আসিছে তরণী,
তিতাইয়া আন তারে তটে,
আন ফিরাইয়া গৃহে প্রবাসী পিতারে
প্রিয়তম শিশুর নিকটে!

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।

সভ্যতা ও নারীর সৌন্দর্য্য

রক্ষা করিতে হইলে—সুদৃশ্য ও সৌখিন অলঙ্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অলঙ্কার-নির্ম্মাণ সকলেই করিতে পারে—উহার ভিতর কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। কিন্তু আমাদের অলঙ্কারের সহিত বাজারের অলঙ্কারের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহা আপনি অবগত আছেন। বিনা পানে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। তারপর আমাদের দেখাদেখি অনেকেই এই কার্য্যে অবতীর্ণ হ'ন।—কিন্তু তন্মধ্যে কয়জন কথা ও কাজে ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন? আমাদের পানবিহীন অলঙ্কার যিনি একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই আমাদের স্থায়ী গ্রাহক হইয়াছেন। নূতন ক্যাটলগের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।

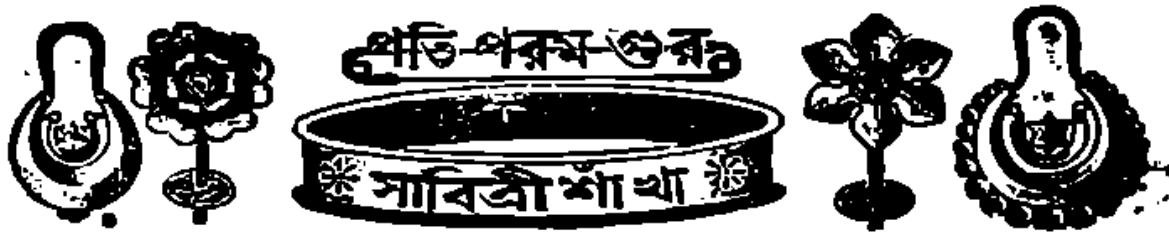

নূতন উপহার।

যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি উপদ্রবের পর বিশ্বজননীর ইচ্ছায় আবার বিশ্বজগতে সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—শরতের শুভ্র রৌদ্রকিরণের আলোক-সম্পাতে পৃথিবী পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বত্র নির্ম্মল হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া পড়িতেছে; আজ বিশ্বজননী অকূলে অজস্র আশীর্ব্বাদ লইয়া ঘরে ঘরে আনন্দ বিলাইয়া দিতেছেন, আজ বঙ্গবাসী আপনার অন্তঃপুরে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আনন্দ উপহার বিতরণ করিয়া অন্তঃপুরে অটুট সন্ধি সংস্থাপন করুন।

বিনামূল্যে আমাদের শারদীয়-পূজায় নূতন ক্যাটালগের জন্য লিখুন—

আমাদের পূজার নূতন উপহার "নমস্কার" সেপ্‌টিপিন মূল্য ১৮৲ টাকা, জড়োয়া সাবিত্রী শাঁখা মূল্য ৩৫৲, করোনেশন রুলি মূল্য ৬০৲, রমণীরঞ্জন ইয়ারিং মূল্য ২০৲।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং বরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাম এড্রেস্—নেকলেস্।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময়, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা ভি পিতে ১৷৶০। তিন শিশির মূল্য ২৷০, ভি পিতে ২৷৷৶০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

মেহনীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৲০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার। রমণীরঞ্জন চুড়ি। অলঙ্কারের মুগাঙর।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিম্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদপত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"বঙ্গবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইঁহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ি কিনিবেন না। ইহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহাদের গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহা-ব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন। ইহা অবশ্য গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ডিজাইনে প্রস্তুত হইয়াছে।

"সাপ্তাহিক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ি ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গড়পাড়ার রোড, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

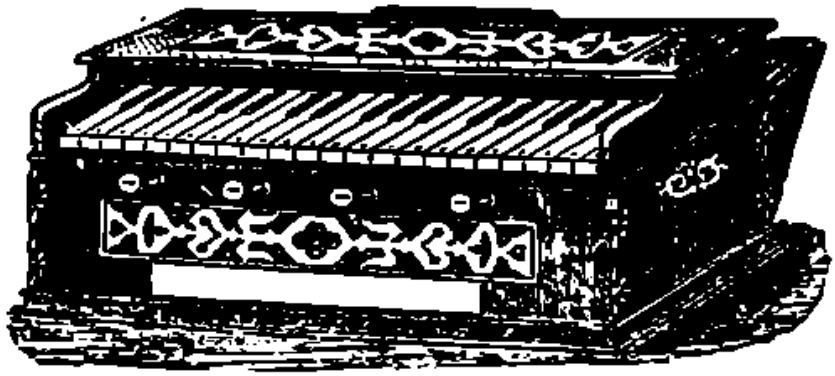

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, খিঁ খিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25	হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
„ Dble. „ 5 „ „ 35, 40 & 45	আলিবাবার গানের স্বরলিপি— 1-8
Other Varieties— from „ 50 to 300	

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ——২৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু"

মূল্য ১৷৷০

মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন্ :—".....সেখ আন্দু কর্ম্মবলে শোকেয়ারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,— তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য.....।" পরিচারিকা (কোচবিহার) :—"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নগ্ন স্নিগ্ধ নির্ম্মলনয়ন রেশম-কোমল-কেশদাম-শোভিত মূর্ত্তির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। • আন্দু-রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমদ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিন্দিত, আন্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব।

তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড়লোকের বল্‌গাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-প্রতিকার—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুক্ত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার— দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম-রাজত্বের অনিন্দ্য চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিকভাবে 'আন্দুতে'চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মক্কায় কি শান্তি—প্রেমিক কিরূপে কোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আন্দুকে' গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে। পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—MASTER KAMAL KUMAR NANDI, C/o Dr. N.-M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী-স্বরূপ। ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়। প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বৈদ্যনাথ সিটি।

বিজ্ঞাপন।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত নূতন পুস্তক "চিত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অন্নদেশীয় সামাজিক ও গার্হস্থ জীবনের কয়েকটী ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। উপহার দিবার এবং নিজে পড়িয়া সুবিমল আনন্দলাভ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও ২৫।২ রূপনারায়ণ নন্দনের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ভবনে পাওয়া যাইবে। মূল্য ১।০।

Reg. No. C. 1/3

১৭ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

চৈত্র, ১৩২৬—এপ্রেল, ১৯২০।

সূচী

১।	এই কি জীবন ? (কবিতা)	শ্রীঃ	৩৬৯
২।	মাধুরী (উপন্যাস)	শ্রীযুক্তা কুলবালা দেবী	৩৮১
৩।	গান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৭৬
৪।	আমার প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)		৩৭৬
৫।	এপ্রেল ফুল (গল্প)	শ্রীযুক্তা সরলাসুন্দরী মিত্র	৩৮৫
৬।	ভাবের অভিব্যক্তি (গল্প)	শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী	৩৮৯
৭।	বসন্ত-প্রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল	৩৯৫
৮।	সাময়িক প্রসঙ্গ		৩৯৬

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারে জিনিসের মত নয়।

বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৩০২, ৩৫৲, ৫০৲ হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোন্সার্টিনা—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲ ২৫৲ ও ৩৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

রাজনৈতিক প্রহেলিকা—বিভাবিকাময় গুপ্তরাজ্য

কর্ম্মময় জগতে—এই জীবন-সংগ্রামের দিনে আর ঝঁসার উপন্যাস পাঠে আর সময় ও জীবন নষ্ট করিবার অবসর বাঙ্গালীর নাই।

জার্ম্মাণী সিরিজ।

জার্ম্মাণ গুরু, রাজনীতিবিশারদ

বিসমার্ক।

জার্ম্মাণসাম্রাজ্য-স্থাপয়িতার অমানুষিক বুদ্ধি চাতুর্য্য। কায়েল খাল—জার্ম্মাণ সর্ব-মেরিণ ও বৃণতরী নির্ম্মাণের সুকৌশল—কৈসারের গুরু চাণক্যকল্প কূট রাজনৈতিকের পলিসি ও পলিটিক্স চাল। সচিত্র, বাঁধাই, তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য ৸০ আনা।

সেই মহাবীর—বীরেন্দ্র—বিশ্বশত্রু

কৈসর

দ্বিতীয় সংস্করণে আর দ্বিগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত

দ্বিশতাব্দ কৈসর জীবনীতে—

লয়েড জর্জ্জের ওজস্বিনী বক্তৃতা, নেপোলিয়া-নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিসমার্কের পলিটিক্স চাল, জার্ম্মাণীর পরাধীনতা শক্তি, মুনো ডক্টে-রাজের সাম্যমন্ত্রনিনাদ, নীরার ধ্বংসশ্মশানে জীবন্মৃতাওক বলশেভিকের স্বার্থপরতা, নিউটনের বিজ্ঞানসাধনা সমন্বয়; হাফটোন চিত্রযুক্ত, সিল্ক বাঁধাই মূল্য ৸০ আনা।

জার্ম্মাণ যুবরাজ কৈসর রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎসম

ক্রাউনপ্রিন্স

এর জীবন-কথা—বীরত্ব-লীলা ও প্রেম-খেলা।

সেই ক্রাউনপ্রিন্স—যিনি কোথায়, কোন রণস্থলে বসিয়া সুদীর্ঘচক্ষু হইয়া সংবাদপত্রের টেলিগ্রাম বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সেই ক্রাউনপ্রিন্স যিনি নামুর—এন্টোয়ার্প—ভারডেন বিধ্বংসী, সেই বিশ্বশত্রু, বিশ্বের শান্তি-অপহারক—কালশক্তির দণ্ডে আত্মহারা যুবরাজের লীলা-খেলা—রণচাতুর্য্য—শিক্ষা-দীক্ষা-পাণ্ডিত্য। এ্যান্টিকে ছাপা সচিত্র বাঁধাই মূল্য ৸০ আনা।

রুসিয়ায় বিপ্লববাদ।

হৃৎকম্প বীভৎস কাণ্ড বোমাবর্ষণের নানা ষড়যন্ত্র। নিহিলিষ্ট বিপ্লবের নানালীলার রুসিয়ার রিভলিউসন সিডিসন—বিপ্লব বিদ্রোহ দেখিয়া যদি শিহরিতে চান, তবে ভাড়া স্পেক্টেটর সাগ্রহে পাঠ করুন মূল্য মাত্র ৸০ আনা।

জার্ম্মাণীর গুপ্তচর বিভাগ

জার্ম্মাণীর সমর-বিভাগের গুপ্তকাহিনী!

আতঙ্কের ভূমিকম্প! রাজনৈতিক বাড়বানল! বিশ্ববিধ্বংসী লাভাপ্রবাহ! উদ্দীপনার অগ্ন্যুদ্গম! আগ্নেয়-বাটিকা-বিক্ষুব্ধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতময় ভীষণ ঊর্ম্মিমুখর সাগরতরঙ্গ! কৌতূহলের প্রস্রবণ! গুপ্তরহস্যের পিরামিড! বুদ্ধিচাতুর্য্যের সার্চ্চলাইট! অধ্যবসায়ের অটল সুমেরু, ষড়্‌যন্ত্রের মহাপ্রলয়, বিস্ময়ের বজ্রনির্ঘোষ!

এ্যান্টিকে ছাপা সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১।০।

নব-প্রকাশিত পলিটিক্যাল নভেল!

রঙ্গ বিলাসিনী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

য়ুরোপের স্বাধীন রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাগণের বিষাদময় বিদ্রোহ—স্বয়ং যুবরাজ ক্রাউনপ্রিন্স সেই বিদ্রোহের নেতা।

অনন্ত রোমাঞ্চময়।

যুবরাজের মাথার উপর আততায়ীর তরবারি—কথায় কথায় পিস্তলের গুড়ুম গুড়ুম—বিপ্লববাদী নেতৃগণের হুড়ুম হুড়ুম প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ী আক্রমণ—হীরক অলঙ্কারের রাশি লুণ্ঠন! সাধারণতন্ত্রে প্রজাপ্রভুত্ব! প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুঝি রাজমুণ্ডে ফুটবল খেলা চলে।

তরবারি সাহায্যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস!

গুপ্তহত্যা—রাজহত্যা—

উচ্চরাজকর্ম্মচারী হত্যার বিপ্লবকাণ্ড—অসম-সাহসী যুবরাজের অত্যদ্ভুত সুকৌশল চাতুরী—সমাজতান্ত্রিক বলশেভিকগণের দেশ স্বাধীনতা—মানব-স্বাধীনতা—প্রথা, স্বাধীনতা—মানব-স্বাধীনতা নামে স্বেচ্ছাচার!

ডবলক্রাউন ৩৮০ পৃষ্ঠায়—সম্পূর্ণ—সুবৃহৎ উপন্যাস বাঁধাই মূল্য এক টাকা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা। সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৩৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, মিথসকোপ, ষ্টবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ভাক্তারবন্ধু জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵৹;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 680. April, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮০ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩২৬। এপ্রেল, ১৯২০।	১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

এই কি জীবন ?

এই কি জীবন ?—
এত সাধ এত আশা, প্রাণভরা ভালবাসা,
নিত্য মনুষ্যত্ব তরে এত আয়োজন ;
জীবিতের যাহা ভক্ত, যাহা সত্য যাহা ধ্রুব,
তা'ও দিয়ে করনীর আত্ম বিসর্জ্জন।
তবু লোকে বলে স্বার্থ, তবু খ্যাতি—"অপদার্থ",
সংসার এমন তর কে জানে কেমন!
এতখানি ব্যর্থতায় তবু না কি সহা যায়,
এ হেন জীবন বহি কোন্ প্রয়োজন!
কেন বাড়ী কেন ঘর, কেন মিছা আত্ম-পর,
কেন হাসি, কেন অশ্রু বিচ্ছেদ-মিলন ?
আমি বলি মন খুলে, সকলেই যাও ভুলে,
খুলে দাও মহাপাশে মমতা-বন্ধন,
এই শেষ দীর্ঘশ্বাস দুর্ব্বহ জীবন।

শ্রী—যা।

মাধুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মাধুরী। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখিতেছিলাম ; "আমি তোমার কোন চৈকিৎসা দিতে চাহি না ; তুমি যাও, আমার শরীর অসুস্থ।

চন্দন ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "আমি তোমার কাছে আসিলেই তোমার শরীর অসুস্থ হয়, কিন্তু অনন্ত ভীল কাছুকে দেখিবার জন্য, গবাক্ষে আসিয়া অপেক্ষা করাতে, বোধ হয়, ক্লেশ হয় না। মাধুরি, তোমার অন্তঃকরণ যে এত নীচগামী তাহা জানিতাম না।"

মাধুরী এইবার দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল এবং চন্দনসিংহকে তৎর্সনা

করিয়া বলিল, "দেখ চন্দন, তুমি যদি আমাকে এইরূপভাবে জ্বালাতন কর, আমি পিতাকে বলিয়া দিব। হাঁ, আমি কাহাকে দেখিতেছিলাম, তুমি তাহাকে অসভ্য ভীল বলিলে তাহার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না; আজ সমস্ত রাজপুরী জানিয়াছে যে, সে রাজা মহিম-সিংহের পুত্র। প্রথম দর্শনাবধি আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছি; আজও আমি তাহাকে সেইভাবেই দর্শন করিতেছিলাম। তুমি আর কখনও আমার সম্মুখে তাহার নিন্দা করিও না।" এই বলিয়া মাধুরী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র উষার আলোক দেখা দিয়াছে; অরুণদেব পূর্ব্বদিক্ এখনও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করেন্ নাই; এরূপ সময়ে মাধুরী একটী মাত্র পরিচারিকার সহিত পূর্ব্ব-বর্ণিত কালিকা-মন্দিরে পূজার্থে আগমন করিয়াছে। কল্য রাত্রিতে বরাহশিকার করিতে যাঁহারা গমন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মঙ্গল-কামনা মাধুরীর পূজার উদ্দেশ্য। মন্দিরের পুরোহিত এখনও আসেন্ নাই দেখিয়া মাধুরী মন্দির-সংলগ্ন সরসীর সোপানে বসিয়া স্বভাবের প্রাতাতিক-শোভা দর্শন করিতেছে। ক্ষণ-পরেই পুরোহিত আসিলে, মাধুরী মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে কালিকাদেবীর পদতলে রাশি রাশি জবাপুষ্প ও সচন্দন বিল্বপত্র প্রদান করিয়া সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল; সহসা তাহার অন্তরে কাননের মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার পর সে চন্দন-সিংহের মঙ্গল-প্রার্থনা করিল ও চন্দনকে পূর্ব্বদিন তিরস্কার করার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত হইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পূজা শেষ করিয়া বাহির হইবামাত্র মাধুরী দেখিল, অঙ্গন-মধ্যে একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক মন্দিরের সম্মুখীন হইয়া ধ্যানমগ্না রহিয়াছেন্। রমণীর সদ্যঃস্নাত কেশরাশি ভূমিস্পর্শ করিতেছে, মস্তকে সামান্য একটুখানিমাত্র বস্ত্র দেওয়া। রমণীর বেশ দেখিলে দরিদ্রা বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে রাজরাণী বলিয়া ভ্রম হয়। রমণীর যৌবন শ্রী এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। মাধুরী তাঁহাকে দেখিয়া চলচ্ছক্তি-রহিত হইল এবং মনে মনে ভাবিল, 'আমি ত এতদিন এই; মন্দিরে আসিতেছি, কখনও ত ইহাকে দেখি নাই যাহা হউক অপেক্ষা করি; ধ্যানভঙ্গ হইলে পরিচয় লইব।' ইহা স্থির করিয়া মাধুরী সেইস্থানে কতকগুলি পুষ্প লইয়া মালাগ্রথনায় প্রবৃত্ত হইল। রমণীর ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি মাধুরীকে দেখিলেন, এবং মাধুরীও তাঁহার দিকে চাহিল। রমণী বীণাবিনিন্দিত স্বরে মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মা তুমি এরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া বনদেবীর ন্যায় মন্দির আলোকিত করিয়া রহিয়াছ?" মাধুরী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "মা, আমি মহারাজ বিনোদ সিংহের কন্যা। কল্য রাত্রিতে পিতা ও অন্যান্য অনেকেই বরাহ-শিকারে গিয়াছেন; তাঁহাদের মঙ্গল কামনায় মায়ের পূজা দিতে আসিয়াছিলাম।—আপনি কে মা? আপনাকে ত কখন এখানে দেখি নাই!" রমণী সস্নেহে মাধুরীর হস্ত ধারণ করিয়া চুম্বন

করিলেন এবং বলিলেন, "না মা, আমি প্রায়ই আসি না। দুই তিন বার মাত্র দেবীদর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছি।" মাধুরী বলিল, "যখন দর্শন দিয়াছেন্ তখন আমাদিগের প্রাসাদে পদধূলি-দানে কৃতার্থ করুন্। মা আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইবেন। এখনই সকলে মিলিয়া স্বীকার করিয়া ফিরিবেন, আপনি দয়া করিয়া আসুন্, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।" রমণী কহিলেন, "না মা, আজ নয়, তোমার বিবাহের সময় আশীর্ব্বাদ করিতে যাইব, প্রতিশ্রুত হইলাম।" মাধুরী কহিল, "মা আপনি কে? আপনার পরিচয় পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব।" তখন রমণী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সামান্য ক্ষত্রিয়া মাত্র। আসি মা তবে।" এই বলিয়া ধীরপদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন। মাধুরীও এই অলোকসামান্যা রমণীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পরিচারিকার সহিত প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই অদূরে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল; দেখিতে দেখিতে বিপুল জনস্রোত মহোল্লাসে রাজপথ মথিত করিয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে 'জয় কানন সিংহের জয়'-বাক্য উচ্চারিত হইল। রাজপথ-পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ হইতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল এবং বিবিধ পুষ্প ও মাল্য বর্ষিত হইতে লাগিল। মাধুরীর হৃদয়ও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল;—সে গবাক্ষ হইতে দেখিল ধবলের উপর আরোহণ করায় কাননকে বাদরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার পার্শ্বে স্বয়ং মহারাজ ও পশ্চাতে চন্দন সিংহ। চন্দনের মুখজ্যোতি ম্লান ও নয়নে ঈর্ষ্যাবহ্নি প্রজ্বলিত। গবাক্ষের নিকট আসিবামাত্র মাধুরী একটী স্বহস্ত-রচিত সুন্দর পুষ্পমাল্য এরূপভাবে নিক্ষেপ করিল যে তাহা কাননের কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া শোভিত হইতে লাগিল। বঙ্কিমনয়নে কানন দেখিল তাহার আরাধ্য প্রতিমা গবাক্ষ হইতে সরিয়া যাইল। ক্রোধে চন্দনসিংহ অধরোষ্ঠ দংশন করিল। তৎপরে সকলে পুর-প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ অবসাদ দূর করিবার পর সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

রাজা ও কানন সিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দন সিংহ ইতোমধ্যেই সকলের অলক্ষ্যে ক্ষিপ্রপদে মাধুরীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাধুরী কক্ষতলে শয়ানা রহিয়াছে। হঠাৎ চন্দন সিংহকে কক্ষমধ্যে দেখিয়া মাধুরী উঠিয়া বসিল এবং বলিল, "তুমি এরূপ সময়ে কেন আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে আসিলে?"

চন্দন বলিল, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

মাধুরী কহিল, "কি?"

চন্দন কহিল, "কাননের গলায় কে মালা দিল?"

মাধুরী ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি দিয়াছি। তুমি কি তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছ? অদ্য মায়ের পূজা দিতে গিয়া মন্দিরে এই মাল্য রচনা করিয়াছিলাম এবং শিকারে যে ব্যক্তি জয়লাভ করিবে, তাহার গলায় দিবার জন্য মনঃস্থ করিয়াছিলাম্। কাননের জয়ধ্বনি শুনিলাম, সেই জন্য তাহারই গলায়

মালা দিয়াছি ; ইহাতে তোমার ক্রোধের কোন কারণ ত দেখি না।"

চন্দন কহিল, "দেখ মাধুরি তুমি জান যে মহারাজ আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত। আমিও জানি যে, তুমি আমারই। কিন্তু কানুর আবির্ভাবের পর হইতেই দেখিতেছি যে, তাহার প্রতি তুমি বিশেষভাবে অনুরাগিণী হইয়াছ। এবং আমিও যেন সেই হইতে তোমার চক্ষুঃশূল হইয়াছি। কিন্তু ইহা স্থির জানিও, মাধুরি, আমি তোমাকে বিবাহ করিবই করিব। কানুর কথা ভুলিয়া যাও।—আমি অদ্যই তোমার পিতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিব এবং যাহাতে তুমি অচিরাৎ আমার গৃহলক্ষ্মী হও, তাহার ব্যবস্থা করিব।"

মাধুরী নীরবে চন্দনের কথা শুনিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে আর ধৈর্য্য-সংবরণ করিতে না পারিয়া রোষরক্ত-বদনে বলিয়া উঠিল, "কিসের ভ্রূকুটি দেখাইতেছ চন্দন ? পিতাকে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া তুমি আমাকে বিবাহ করিবে! সে কল্পনাকেও স্থিতিতে স্থান দিও না। তাহা কখনই হইবে না। তোমার ন্যায় পাষণ্ড চরিত্রহীন কাপুরুষকে বিবাহ করার অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, মহাদেব সিংহের কন্যা মালতীকে প্রলোভনে করায়ত্ত করিয়াছ বলিয়া সকলকেই প্রলুব্ধ করিতে পারিবে ? ধিক্ ধিক্ যাও, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও আমাকে ভয় দেখাইতে বৃথা চেষ্টা করিও না। তোমার যাহা সাধ্য, তাহা করিও। মনে করিয়াছ, আমার পাণি গ্রহণ করিয়া রাজালাভ করিবে ও মালতীকে রাজরাণী করিয়া আমাকে তোমার বিলাসের সামগ্রী করিয়া রাখিবে ? তাহা মনেও স্থান দিও না। মনে করিও না যে, মালতী-ঘটিত ব্যাপার আমি কিছুই জানি না।"

মনের উত্তেজনায় মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিল ; পরে বলিল, "চন্দন, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি ; মনে কিছু করিও না। বাল্যাবধি আমরা একত্রে পালিত হইয়াছি ; আমাদের যে সদ্ভাব হইয়াছে, আশা করি, তাহা ভ্রাতা-ভগিনীর মতন রক্ষিতে চেষ্টা করিবে। আমার হৃদয় এখন অপরে সমর্পিত। কানন সিংহ ভিন্ন সেখানে আর কাহারও স্থান নাই।" এই বলিয়া মাধুরী ত্বরিত পদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

চন্দনসিংহ কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল ; পরে 'আজই ইহার বিহিত করিতে হইবে' বলিয়া রাজ-সমীপে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বহুক্ষণ সদালাপের পর কানন সিংহকে বিদায় দিয়া মহারাজ বিনোদসিংহ বিশ্রাম-আগারে পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মনে মনে গত শিকারের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দনসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দনের হঠাৎ আগমনে মহারাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, চন্দন ?"

চন্দন অবনতমস্তকে বলিল, "আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমি এখনই এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিব।"

রাজা চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং চন্দনকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "কি বলিতেছ, চন্দন? বিদায় লইতে আসিয়াছ কি? স্পষ্ট করিয়া বল, কি হইয়াছে? ব্যাপার ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

চন্দন তখন মহারাজ-সমীপে অল্পক্ষণ-পূর্ব্বে মাধুরীর সহিত তাহার যে সমস্ত বাক্যালাপ হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল; এবং কিছু অতিরঞ্জিত করিতেও ত্রুটী করিল না। কারণ, মহারাজ তৎক্ষণাৎ পালঙ্ক হইতে নামিয়া চন্দনকে বলিলেন, "আইস আমার সঙ্গে।"

চন্দন বুঝিল, ফল হইয়াছে। নীরবে সে মহারাজের অনুগামী হইল।

রাজা মাধুরীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মাধুরি।" মাধুরী পিতার সহিত চন্দনসিংহকে দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিয়া মৌনাবলম্বনে রহিল। রাজা অধিক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মাধুরি, চন্দন আমার নিকট যাহা বলিয়াছে, তাহা কি সত্য?" চন্দনসিংহ কি বলিয়াছে, তাহা মাধুরী জানে না; কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল।

মাধুরীকে নীরব দেখিয়া, রাজা ক্রোধবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মাধুরীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি জান যে, আমি তোমাকে চন্দনের হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমার এ প্রতিজ্ঞাবন্ধন শিথিল হইবার নহে। তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি কন্যাস্নেহে সত্যপালন হইতে বিরত হইব? শুনিলাম, তুমি না-কি কানুর পক্ষপাতিনী? বেশ, আজ হইতে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। 'আমার রাজ্যে আজ হইতে কানুর প্রবেশ নিষেধ' এই আদেশ এখনই প্রচার করিতেছি।" তৎপরে তিনি চন্দনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কেমন চন্দন, সন্তুষ্ট হইয়াছ ত? আমারই অমনোযোগিতায় তোমাদের বিবাহে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; যাউক, শীঘ্রই ইহা সম্পন্ন করিব।" এই বলিয়া চন্দনসিংহকে লইয়া মহারাজ চলিয়া যাইলেন।

মাধুরী চিত্রিতপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্টা রহিল। তাহার কর্ণে ক্ষণে ক্ষণে 'কানুর রাজ্য-প্রবেশ-নিষেধ' রাজার এই আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। পিতার তিরস্কারে অভিমানে নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল। মনে মনে মাধুরী বলিল, "হা ভগবন্! আজ এই হতভাগিনীর জন্যই কানুর বিজয়শ্রির নত হইল। যাহার ললিত সুঠাম বীরবপু দর্শকবৃন্দের নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল, অদ্য হইতে আর কেহই তাহাকে দেখিবে না। এই বজ্রকঠোর আদেশ যখন তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, হয় ত সে অভিমানে—।" মাধুরী আর ভাবিতে পারিল না, ভাবনা-সমুদ্র ভেদ করিয়া অশ্রুর উত্তাল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। প্রথম-দর্শনাবধি প্রত্যেক কথা মনে করিয়া মাধুরী অশ্রুসিক্ত-নয়নে কক্ষতলে পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া অবধি

মাধুরী কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়াছেন, কিন্তু কেহই রোগনির্ণয় করিতে সমর্থ হন্ নাই! সকলেই এক প্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রাণী, মাধুরীর রোগ-প্রতিকারের নিমিত্ত নানা দেবদেবীর নিকট মানসিক করিয়াছেন। রাজা চন্দনসিংহকে আশা দিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই তাহার সহিত মাধুরীর বিবাহ দিবেন, কিন্তু এক্ষণে মাধুরীর বিবাহের পরিবর্ত্তে তাহার চিরবিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। চন্দনসিংহ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মাধুরীর শুশ্রূষা করিতেছিল। মনে মনে ভাবিতেছিল, 'হায়, আমিই বোধ হয় উহার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইলাম। কেনই বা মহারাজকে মাধুরীর সম্বন্ধে বলিলাম! তাহা না হইলে, মহারাজ ত উহাকে তিরস্কার করিতেন না এবং মাধুরীও মনোবেদনায় এইরূপ ভীষণরোগে আক্রান্ত হইত না। যাহা করিলে মাধুরী এক্ষণে আরোগ্য লাভ করে, আমি জীবন বিনিময়েও তাহা করিতে প্রস্তুত। এইরূপ অহর্নিশ ভাবিতে ভাবিতে চন্দনসিংহের চিত্তপরিবর্ত্তন ঘটিল এবং মাধুরীকে তাহার মনোভাব বুঝাইবার জন্য সে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

মাধুরীর আজ দশ দিন অজ্ঞানাবস্থার পর একটু জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দনকে তাহার শয্যোপরি বিমর্ষ বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মাধুরী বলিল, "কে চন্দন! আর কেন আমার আশা করিতেছ! আমি ত চলিলাম। তোমাকে কত ভৎর্সনা করিয়াছি, ছোট ভগিনীর অপরাধ বলিয়া ক্ষমা করিও।"

চন্দন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিয়া উঠিল, "মাধুরি, দিদি আমার, আমা হইতেই তোমার এই দুর্দ্দশা। তোমাতে আর আমার কোন স্পৃহা নাই। আজ হইতে আমরা ভাই-বোন। তুমি নীরোগ হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কানন সিংহের সহিতই তোমাকে মিলিত করিব।"

মাধুরীর চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার রোগক্লিষ্ট বদনে যেন একটু আনন্দের ছায়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই মাধুরী নিদ্রিতা হইল।

কি আশ্চর্য্য! পরদিন সকলেই দেখিল যে, মাধুরীর রোগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ মাধুরী যেন অনেকটা সুস্থ। চন্দনের মুখে কাননের সহিত মিলিত হইবার আশা তাহার এই কঠিন রোগে মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছে!

যে রাজ্য মাধুরীর অসুস্থতায় শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আজ সেই রাজ্যে আনন্দের লহরী জাগিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কিছুদিন পরে মাধুরী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে, চন্দনসিংহ মহারাজ বিনোদসিংহের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজের নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে; আশা করি, মহারাজ আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন্।"

রাজা বলিলেন, "কি প্রার্থনা তোমার, চন্দন সিংহ? মাধুরী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেই তোমাদের বিবাহ দিব। এতদিন এ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাইত, যদি মাধুরী পিড়ীতা না হইত।"

চন্দনসিংহ অবনত মস্তকে বলিল, "মহা-

রাজ, আমার প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। আমি মাধুরীকে বিবাহ করিতে পারিব না। তাহার অপেক্ষা মাধুরীর সহিত অতিপবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। মাধুরী আমার ছোট ভগ্নী। কাননের সহিত তাহার বিবাহ দিন্।"

মহারাজ চন্দনের কথায় চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দন, তুমি কি বলিতেছ? তুমি কি জান না যে তোমাকে মাধুরী সমর্পণ করিতে আমি তোমার পিতার নিকট সত্যবদ্ধ। তুমি কি আমাকে সেই সত্যের অপলাপ করাইতে চাও! নিশ্চয়ই ইহা তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র। এইরূপ আর কখনও বলিও না।"

চন্দন সিংহ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না মহারাজ, ইহা আমার বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল নহে। ইহা অতি পরিষ্কার সত্য কথা। তবে শুনুন, আমি রাজ্যলোভেই মাধুরীকে বিবাহ করিতে অভিলাষী ছিলাম। মাধুরীকে বিবাহ করিলে আপনার অবর্ত্তমানে আমি সিংহাসনে বসিব, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমি মাধুরীর সহিত সত্বর বিবাহের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলাম এবং আপনার নিকটে মাধুরীর বিপক্ষে অভিযোগ করিয়াছিলাম। এই অভিযোগের ফলই তাহাকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু জানি না মাধুরীর অবস্থা দেখিয়া কোন্ অজ্ঞাত কারণে আমি তাহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিলাম এবং তাহার রুগ্ন শয্যায় কাহুর সহিত বিবাহ দিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার সেই প্রতিজ্ঞা মাধুরীকে মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইয়া আনিল। আপনি এখন স্বচ্ছন্দচিত্তে কাহুর সহিত মাধুরীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করুন্। ইহাতে আপনাকে সত্যভঙ্গের কোন পাপ স্পর্শ করিবে না। আমি এ-বিষয়ে পিতারও সম্মতি লইব।" এই বলিয়া চন্দনসিংহ দ্রুতপাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল।

মহারাজ বিনোদসিংহ চন্দনের এইরূপ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে স্তম্ভিত হইলেন ও "তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক্," এই বলিয়া পুনঃরায় শয্যাগ্রহণ করিলেন্। মাধুরী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে মন্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে মহারাজ বিনোদসিংহ বহু অন্বেষণে কাননকে আনাইয়া তাহার সহিত মাধুরীর ও চন্দনসিংহের সহিত মালতীর পবিত্র পরিণয়কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন এবং কাননসিংহকে রাজপদে ও চন্দনসিংহকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, কাননের মাতা যথাসময়ে মাধুরীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীকুলবালা দেবী।

গান।

ঘরের ছেলে আন্‌লি ঘরে,
সেই ভালো মা, সেই ভালো!
খুলে গেল অন্ধ-নয়ন,
দেখা দিল নূতন আলো!
ভুলেছিলাম হট্টগোলে
চেয়ে সবার মুখ-পানে!
ছুটেছিলাম ক্ষেপার মত
মত্ত হয়ে অভিমানে!
সে মোহ আজ টুটিলি মাগো,
পরশ করি দুচ্ করে!
বুঝিয়ে দিলি ধরার আশা—
মায়া কেবল মরু প'রে।
স্বপনখানি ঘুচ্‌ল যদি
জীবন-ধারা তবে চালো!
আমার ছোট কুটীর-কোণে
পূজার বাতি শুধু জ্বালো।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আমার প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

সে-দিনও এমনি করিয়া বসন্তবাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছিল, এমনি করিয়া জ্যোৎস্নাকিরণ আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এমনি করিয়া সেদিনও ভাগীরথীর জ্যোৎস্নামাখা ঢেউগুলি ভাগীরথী-বক্ষে নাচিতে নাচিতে সমুদ্রমুখে ছুটিতেছিল। কিন্তু সে-দিন আর আজ! জটিল মানব-জীবনের একটি দুরূহ সমস্যা ভেদ করিবার জন্য সেদিন আমি শান্ত-সলিলা ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম, আর আজ অতীতের তীব্র বিস্মৃতি লইয়া নিভৃতে তাহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

সে-বার আমি বিলাত হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বাড়ী আসিয়াছি। অনেক দিন হইতে আমরা এলাহাবাদে বাস করিতেছিলাম। বাবা যখন আমাদের লইয়া প্রথম এলাহাবাদে আসেন, তখন আমার বয়স দশ বৎসর মাত্র। সহরের যে-দিকে আমরা থাকিতাম, সে-দিকে অধিক লোকের বসতি ছিল না। প্রথম প্রথম লোকজনাভাবে আমাদের অত্যন্ত নির্জ্জন বোধ হইত। আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে চারিদিকে বাগানবেষ্টিত একখানি দ্বিতল গৃহ ছিল। এই গৃহের গৃহকর্ত্তা অতুলচন্দ্র রায় অনেক দিন হইতে তাঁহার এলাহাবাদের বাড়ী ছাড়িয়া মিরাটে বাস করিতেছিলেন। আমরা এলাহাবাদ যাইবার দুইবৎসর পর তিনি সপরিবারে এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। দুইবৎসরের নির্জ্জনতার পর তাহাদিগকে প্রতিবেশিস্বরূপ পাইয়া মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষতঃ নিকটে আর কোনো খৃষ্টীয়ান পরিবার ছিল না; এইজন্য তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপেই আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কেমন একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। অতুলবাবুর পাঁচবৎসরের কন্যা লীলার সহিতও

আমাদের সকলের বিশেষ ভাব হইয়া গেল। এমন কি সে-দিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, মা একাকী জানালার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমার যে ছোট ভগ্নীর কয়েকবৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল,লীলাকে দেখিয়া মায়ের তাহার কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি কাঁদিতেছেন। বলা বাহুল্য, সেইদিন হইতে লীলা মায়ের হৃদয়ের শূন্য স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল।

তাহার পর কয়েক বৎসর কাটিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম আলাপেই অতুলবাবুদের সহিত আমাদের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল; ক্রমে তাহা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মা প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন, অতুলবাবুর স্ত্রীও যখনই সময় পাইতেন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিতেন। লীলা আমার খেলার সাথীরূপে আমারই সহিত খেলা করিত, আমারই সহিত বেড়াইতে যাইত। আমি ফল, ফুল, পাখীর ডিম প্রভৃতি যেখানে যাহা পাইতাম তাহা তাহাকে আনিয়া দিতাম, সেও এই সকল খেলার সামগ্রী পাইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইত।

আমার বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন এফ্-এ পরীক্ষার পর বাবা আমাকে বিলাত যাইয়া ডাক্তারি শিখিতে বলিলেন। আমারও ছেলেবেলা হইতে ডাক্তারির দিকে বিশেষ একটা ঝোঁক ছিল। বাবাকে ঔষধপত্র চালাচালি করিতে দেখিয়া আমি ছেলেবেলা হইতেই মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, বড় হইলে ডাক্তারি শিখিব। সুতরাং, বাবার প্রস্তাবে আমার আপত্তির কোনই কারণ রহিল না। কিছুদিনের মধ্যে আমি সুফলা জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে ডাক্তারি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বাবার আদেশমত আমাকে কিছুদিন বিলাতে থাকিতে হইল। বিলাত যাইবার পর প্রথম প্রথম আমি অতুলবাবুকে পত্র লিখিতাম। এক বৎসর পর মায়ের পত্রে জানিলাম অতুলবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং লীলাকে লইয়া তিনি মিরাটে তাঁহার ভ্রাতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন।

ছয় বৎসর পর আমি বাড়ী ফিরিলাম। সেই দীর্ঘ প্রবাসের পর জন্মভূমির উপকূল দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মাতৃভূমি বহুদিনের বিচ্ছেদের পর আপন সন্তানকে বক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন। মাতৃদেবীও অনেক দিনের পর তাঁহার একমাত্র সন্তানকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে অতুলবাবু তাঁহার এক ভগ্নী ও লীলাকে লইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মিরাটে তাঁহার শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না, এইজন্য তিনি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

অতুলবাবুর বয়স কিছু অধিক হইয়াছিল, লীলা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বার বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই।

পরদিন বৈকালে আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। সম্মুখে বারান্দায় তাহাদের সহিত আমার দেখা হইল। অতুলবাবু একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ

পড়িতেছিলেন ; পার্শ্বে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যা লীলা মাথা নীচু করিয়া সেলাই করিতেছিল। লীলার কালো কালো কোঁকড়া চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখখানি ঈষৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ছয়বৎসর পূর্ব্বের তাহার হাসিমাখা বালিকা-মুখখানি আমার মনে পড়িল। অতুলবাবু আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নির্ম্মল, কখন এলে ?"

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, আমি লীলার দিকে ফিরিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম। সে তাহার স্নিগ্ধ সলজ্জ চক্ষু-দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া আমার নমস্কার প্রত্যর্পণ করিল। কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর সে-দিন বাড়ী ফিরিলাম।

(২)

অনেক বৎসর পর লীলার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, সুতরাং প্রথমে সে আমাকে কিছু লজ্জা করিত, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে লজ্জা তিরোহিত হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় আবার সে অসঙ্কোচে আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। মা তাহাকে কন্যাধিক স্নেহ করিতেন, সেও প্রত্যহ একবার করিয়া আমাদের নিকট আসিত। আমি আবার মধ্যে মধ্যে তাহাদের বাড়ী যাইয়া গল্প জুড়িয়া দিতাম।

একদিন মা আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন সমস্তই হ'ল, এইবার একটা বিবাহ কর।" মায়ের গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি নাকি ?" কিন্তু তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "না বাবা, হাসির কথা নয়। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি এখন বিবাহ করিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব। তোমাকে সংসারে সুস্থির করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলে, তোমার পুত্রের মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলে, আমাদের সকল সুখ, সকল আশা পূর্ণ হইবে।"

আমি কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় বলিলাম, "এখন কি, বিবাহের অনেক সময় প'ড়ে আছে !" মা আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "লীলাকে দেখেছ ত ? তাকে তোমার কেমন লাগে ? মেয়েটি দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, তার স্বভাবও তেমনি মিষ্টি। তাকে বিবাহ ক'র্‌বার কোনো আপত্তি আছে ? তুমি হয় ত তাকেই পছন্দ ক'রে রেখেছ ? আমরা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করি ; সুতরাং, এ বিবাহে আমরা অতিশয় সুখী হইব। তাহাকে বিবাহ করিলে আমার প্রাণের শেষ আশাটি পূর্ণ হইবে। বল বাবা, তাহাকে বিবাহ করিয়া আমাদের সুখী করিবে।'

মায়ের কথা শুনিয়া আমি কিছু চিন্তিত হইলাম। লীলাকে আমি বিবাহ করিব, একথা যেন কি রকম নূতন বোধ হইল। সত্য কথা বলিতে কি, আমি তখনও বিবাহের কথা একবারও ভাবি নাই। মাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম ; লীলাকে বিবাহ করিলে তিনি সুখী হইবেন, শুনিয়া তাঁহার কথায় সম্মতি দিলাম। লীলাকে বিবাহ করিবার কোনো আপত্তির কারণও দেখিলাম না। সুতরাং মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমাকে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সে-দিন বিকালে অন্যান্য দিনের ন্যায় লীলা মাকে দেখিতে আসিল। বাড়ী ফিরিতে কিছু দেরী হইল দেখিয়া, মা আমাকে তাহার সহিত যাইতে বলিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দুই বাড়ীর ভিতর বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছিল। সুতরাং, লীলার সহিত আমার যাওয়া কোনই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া কাহারও বোধ হইল না। সকালে মায়ের সহিত যে কথা হইয়াছিল, তাহা আমার মনে ছিল। সে-দিন লীলার সহিত যাইবার সময় তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলাম। বুঝি বা আমার দৃষ্টিতে কিছু ছিল, কারণ অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিন লীলা তেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা বলিতে পারিল না। আমি যতবার তাহার দিকে চাহিতেছিলাম, সে যেন বিশেষ অপ্রস্তুত হইতেছিল। সে-দিন তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম; মনে মনে ভাবিলাম, পরদিন বাড়ী ফিরিবার সময় লীলার সহিত যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইব। কিন্তু পরদিন লীলা আর আমাদের বাড়ী আসিল না। তাহার পর এক দুই করিয়া চারিদিন কাটিল, লীলা আমাদের বাড়ী আসিল না। আমি বুঝিলাম এ আমারই অপরাধের প্রতিফল। তিন চারি দিন সে না আসাতে আমারও কিছু একা একা বোধ হইতে লাগিল। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, আমি তাহাকে ভালবাসি।

পরদিন আমি নিজেই তাহাদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। লীলা বাগানে দাঁড়াইয়া গাছে জল দেওয়া দেখিতেছিল। নিকটে যাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "লীলা, তুমি যে আমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে? মা ত তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।" সম্মুখ হইতে একটি গোলাপ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে লীলা বলিল, "আজ ক'দিন থেকে বাবার শরীর ভাল নাই, সেই জন্য কোথাও বেরুতে পারি নাই।"

ভিতরে যাইয়া দেখিলাম অতুলবাবুর শরীর কিছু অসুস্থ, কিন্তু সে অসুস্থতার জন্য লীলা বাড়ীর বাহির হইতে পারে নাই, এ কথা তত বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল না। সে-দিন কিন্তু কিছুতেই সে আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। আমার সহিত মাকে দেখিতে যাইবে বলিয়া স্বীকৃতা হইল। সেইদিনই সুবিধা বুঝিয়া আমিও তাহার হস্ত প্রার্থনা করিলাম। উত্তরে লীলা আমাকে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার লজ্জিত আরক্তিম মুখখানি, নিম্ন আনত চোখ-দুটি, তাহার হৃদয়ের সম্মতি আমাকে জানাইয়া দিল। পরদিন অতুলবাবু ও বাবার সম্মতিক্রমে আমাদের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ হইয়া গেল।

(৩)

আমাদের বিবাহের তখন আর একমাস বাকি। দিন তারিখ স্থির হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহে মায়ের আনন্দের সীমা রহিল না। অতুলবাবু আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "নির্ম্মল, লীলাকে তোমার হাতে দিয়া আমি যে কতদূর সুখী হইয়াছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। জীবনে আমার যে জিনিষটি সকলের অপেক্ষা বহুমূল্য ছিল, তাহাই তোমার হাতে দিলাম। তুমি

তাহার উপযুক্ত বর করিও।" আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "সমস্ত শক্তি, সমস্ত সামর্থ্য দিয়া করিব।"

এন্‌গেজমেণ্টের পর আমি প্রত্যহ লীলাদের বাড়ী যাইতাম; কখন কখন তাহাকে লইয়া আমাদের শৈশবের ক্রীড়াস্থান-গুলি দেখিতে যাইতাম। লীলা যখন তাহার সুন্দর কালো কালো চোখদুইটি আমার মুখের দিকে তুলিয়া আমার সহিত কথা বলিত, তখন তাহার চোখের উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাহার হৃদয়ের গভীর আনন্দ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। আমার সহিত বিবাহে সে যে কত সুখী, তাহা তাহার নীরব চোখের অবাক্ চাহনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিত।

আমাদের বাটী হইতে কয়েক মাইল দূরে যে উপাসনা-গৃহ, সেখানে আমাদের বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল। অতুলবাবুর ইচ্ছা ছিল, তাঁহার ভ্রাতা সপরিবারে আমাদের বিবাহে যোগ দেন, কিন্তু কোনো অসুবিধা-বশতঃ তিনি আসিতে পারিলেন না। লীলার জন্য তিনি সুন্দর একটি উপহার পাঠাইয়া লিখিলেন যে, "মায়ার ছুটি হইলে সে বিবাহে যাইতে পারিবে।" তাঁহার কন্যা মায়া কলিকাতায় পড়িতেছিলেন। লীলার ইচ্ছা-মত তাহাকে Bride's maid (মিড-কোনে) করা হইবে স্থির হইল।

ইহার পর লীলা প্রায়ই আমার নিকট মায়ার গল্প করিত। মিয়াটে থাকিতে তাহারা দুইজনে সমস্তক্ষণ কি করিত, কি ভাবে সময় কাটাইত ইত্যাদি নানা গল্প করিয়া সে আমাকে শুনাইত। তাহার কথাবার্ত্তায় আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, মেয়েটি তাহার নিতান্তই প্রিয়। বলিতে লজ্জা হইতেছে, লীলার নিকট মায়ার অতিরিক্ত সুখ্যাতি শুনিয়া প্রথম হইতেই তাহার উপর আমার একটা অনুরাগের ভাব জন্মিয়া গেল।

একদিন বিকালে আমি অতুলবাবুদের বাড়ী গেলাম; ড্রয়িংরুমে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পার্শ্বের ঘরে পর্দা উড়িতেছিল; বোধ হইল, লীলা কৌচের উপর বসিয়া আছে। নিঃশব্দে ভিতরে যাইয়া তাহাকে হাসাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গিয়া দেখিলাম একখানি বই পড়িতে পড়িতে সে কৌচের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বইখানি তাহার হাত হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার মুক্ত কুঞ্চিত চুলগুলি মুখের উপর গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া মুখখানিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! তথাপি তাহার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ তাহাকে অতিসুন্দর দেখাইতেছিল! আমি একমুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিলাম, পরে ধীরে ধীরে ডাকিলাম—"লীলা"!

আমার কণ্ঠস্বরে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া সে যখন আমার দিকে চাহিল, তখন আমি বুঝিলাম, কি ভুলই করিয়াছি। মায়া আমাকে অপ্রতিভ দেখিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি বসুন, আমি দিদিকে ডেকে আন্‌চি।" পর-মুহূর্ত্তে লীলা আসিয়া আমাকে বলিল, "একটু বস, আমি এখনি আস্‌চি" এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে মায়াকে আমার নিকট

আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বল ত কা'কে এনেছি ?"

মায়া একবার অর্থপূর্ণ হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, তোমায় আর আলাপ করিয়ে দিতে হবে না, আলাপ আগেই হয়ে গেছে। নির্ম্মলবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না কেন ?" ইহা বলিয়া সে কৃত্রিম সহানুভূতির সহিত আমাকে বলিল, "বলেন ত ক্ষতিটা পূরণ করে দিই।" কথাগুলি বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লীলা ডাকিল "মায়া।" আমিও ডাকিলাম—"মায়া।"

"পিসিমা ডাকচেন" বলিয়া মায়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাগানে চলিয়া গেল। আমি লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মায়া তাহার কতদিনের ছোট ? সে বলিল, দেড় বৎসরের।

তাহার পর আমি যখনই তাহাদের বাড়ী যাইতাম, মায়া সুবিধা পাইলেই আমার নিকট আসিয়া আমাকে নানাভাবে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। আমাকে ঠকান, আমাকে রাগান, আমাকে হাসান যেন তাহার কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে সে যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিত। আমরাও তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতাম। সে তাহার চঞ্চল অথচ সরল ভাব, মিষ্ট অথচ উচ্চহাসি, তাহার ছেলেমানুষী দ্বারা বাড়ীর সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমি বুঝিতে পারিলাম, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আমি লীলাকে দেখিতে যাইতাম কিন্তু যে-দিন মায়া না আসিত সে-দিন সকলই শুষ্ক, সকলই নীরস বোধ হইত। বাড়ী আসিয়াও মায়ার মুখ, মায়ার হাসি, মায়ার চঞ্চলতা সমস্ত সময় আমার মনে হইত। আমাদের বিবাহের তখন দশ-বার দিন বাকি ছিল। যতবার আমি সে বিষয় চিন্তা করিতে চেষ্টা করিতাম, ততবার কে যেন সকল চিন্তা ঠেলিয়া মায়ার ছবিখানি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিত। মায়াকে ফেলিয়া লীলাকে বিবাহ করিব, এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হইত। যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আমার অজ্ঞাতে মায়া আমার হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে! মাতার উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল ; ভাবিলাম তাঁহার জন্যই ত আমি না বুঝিয়া লীলাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। মায়া ব্যতীত যে আমার সমস্ত জীবন শূন্য, সমস্ত জীবন অন্ধকারময় হইবে! লীলার কথাও আমার মনে পড়িল। সে যে আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে! তাহার গভীর বিশ্বাসে কি করিয়া কুঠারাঘাত করিব ? নিজের উপর আমার ঘৃণা হইতে লাগিল। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, কপালে সুখ-দুঃখ যাহাই থাকুক, লীলাকে কখনই প্রতারণা করিব না।

কিন্তু প্রত্যহ এইভাবে মায়ার সহিত আলাপ, মায়ার সহিত কৌতুক করিলেও যে চলিবে না, তাহাও বুঝিলাম। উপাসনা-মন্দিরে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আমি লীলার পাণি-গ্রহণ করিব, আর মায়া তাহা অবাধে দেখিবে, তাহা লইয়া আমোদ করিবে, এ চিন্তাও আমার একেবারে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। আমি স্থির করিলাম, বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে কোনো প্রকারে অন্যত্র পাঠাইতে হইবে।

মনে মনে এই সংকল্প করিয়া তাহাদের বাটী গেলাম। তখনও বিবাহের এক সপ্তাহ বাকি। লীলার সহিত ড্রয়িংরুমে দেখা হইল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অতুলবাবু বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে মায়াকে আমার নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

মায়ার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি তাহাকে বলিলাম, "মায়া, তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।....."

আমি যে তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ী যাইতে বলিতেছি, তাহাকে আমাদের বিবাহে bride's maid হইতে বারণ করিতেছি, একথা শুনিয়া প্রথমে সে বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্, তাই ত! আমাকে ঠকাবেন্ ভেবেছেন! আমি যাচ্ছি যাই কি?" আমার কথা শোনা দূরে থাক্, তাহার সুন্দর ছোট হাতদুইখানি আমার সম্মুখে ঘুরাইয়া সে বলিল, "দাঁড়ান্, দিদির কাছে নালিশ কচ্চি।"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "না মায়া, আমি ঠাট্টা কর্‌চি না। সত্যই তোমাকে বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ী যাইতে বলিতেছি। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমার দিদি যেন এ বিষয় কিছু জান্‌তে না পারেন্। তুমি কি কোনো কারণ দেখিয়ে যেতে পার না?"

মায়া প্রথমে কিছুতেই আমার কথায় কান দিতে চাহিল না। শেষে আমার অস্বাভাবিক গম্ভীর্য্য ও অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আপনাদের বিবাহেই এসেছিলাম। আপনি নিজেই যখন যেতে বল্‌ছেন, আমি যাব।" কথাগুলি বলিয়া সে তাহার হাসিমুখ-খানা একেবারে ম্লান করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "মায়া, যদি জানিতে কেন আমি এতটা আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত কর্‌চি, তা হ'লে আমাকে এত নিষ্ঠুর এত হৃদয়হীন ভাব্‌তে না।" সে আমার কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহার সুন্দর পাতলা ঠোঁট-দুইখানি একটু ফুলাইয়া চোখ্‌ভরা জল লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। কি করিতেছি, কি বলিতেছি, কিছু বিবেচনা না করিয়াই উন্মাদের ন্যায় তাহাকে সকলই বলিয়া ফেলিলাম।

আর মায়া?—মায়া যখন আমার প্রলাপের অর্থসংগ্রহ করিতে পারিল, তাহার সে চঞ্চল বালিকামূর্ত্তি নিমেষের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল! বুঝি বা লজ্জার ঘৃণায় তাহার কর্ণমূল-পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সে আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিল, আমার কথা শুনিবে না বলিল এবং শেষে তাহার সুন্দর হাতদুইখানি দ্বারা দুইকর্ণ চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "ছিছি, দিদি শুন্‌লে কি বল্‌বে!!"

যখন আমি কথা শেষ করিলাম, বোধ হইল, পার্শ্বের ঘরে কাহারও মৃদুপদ-শব্দ শুনিলাম, মায়াও সেই মুহূর্ত্তে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল। সে দিন আর লীলার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার শরীর ভাল নাই, ইহা লীলার জন্য লিখিয়া রাখিয়া আমি বাহির হইয়া গেলাম।

(৪)

কতক্ষণ আমি ভাগীরথী-তীরে আমার দুঃসহ হৃদয়ভার লইয়া পাদচারণা করিয়াছিলাম, জানি না। যখন আমার চৈতন্য হইল, দেখিলাম বসন্তের নৈশবায়ু ধীরে ধীরে আমার গাত্রে হাত বুলাইয়া আমার হৃদয়ের তাপ জুড়াইয়া দিতেছে; মেঘের আঁধার ঠেলিয়া ফেলিয়া চাঁদ আকাশে উঠিয়া দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে। রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিলাম। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এখনো খাওয়া হয় নাই। এস খাবে এস।"

বাবা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিলেন; আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি অতুলবাবুদের বাড়ী থেকে আস্‌ছো না-কি?" আমি বলিলাম, "না।" তিনি আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন,'দেখ ত ও-দিক্‌টা যেন লাল হ'য়ে উঠেছে। কাহারো বাড়ীতে আগুন লাগ্‌লো না ত? একবার দেখে এলে হ'ত।"

তখনি আমি আবার অতুলবাবুদের বাড়ী ছুটিলাম, যাইয়া দেখিলাম, সত্যই তাঁহাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে অতুলবাবু, পিসিমা ও লীলাকে বাড়ীর ভিতর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইলাম। নিকটে যাইয়া লীলা অথবা মায়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ব্যস্ত হইয়া অতুলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথায়? দেখিলাম, উপরের ঘরে একটি জানালার নিকট লীলা মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভয়ে তাহারা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। সিঁড়িতে তখন আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমার চীৎকারে কে যেন একখানি মই লইয়া আসিল, তাহা আমার জানালা হইতে দুইহাত ছোট। তাড়াতাড়ি তাহাই লাগাইয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলাম। উঠিবার সময় শুনিতে পাইলাম, লীলা মায়াকে আগে নামিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সে মায়াকে বলিতেছিল, "ভয় ক'র না, এই যে নির্ম্মলবাবু আস্‌ছেন, আমাদের দু'জনকেই নামিয়ে নেবেন, কিন্তু তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত আগে যাবে, কেমন?" মায়া বলিল, "না দিদি, তুমি আগে যেও।" আমি দেখিলাম তর্কের সময় নাই। তাহাদের মধ্যে কাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম জানি না; দেখিলাম, আমার কণ্ঠস্বরে মায়া অগ্রসর হইয়া আসিল। আমি তাহাকে লইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিলাম। মায়াকে রাখিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, লীলার চতুষ্পার্শ্বের দরজায় আগুন লাগিয়া গিয়াছে, প্রগাঢ় ধূমরাশিতে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। আবার দ্রুতপদে উপরে উঠিলাম, নিকটে যাইয়া তাহাকে ডাকিলাম। অগ্রসর না হইয়া লীলা মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, "তুমি আমার একটি কথা রাখিবে কি?" আমি বলিলাম লীলা কোন্ দিন তোমার কোন্ কথা রাখিতে ত্রুটি করিয়াছি? এখন যে কোনো কথার সময় নাই।" এই বলিয়া আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু এ কি! আমি শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলাম। কে তাহার চিরহাসি-মাখা চিরোজ্জ্বল মুখখানির উপর এমন মলিন কালিমার আবরণ দিয়া চলিয়া গেল? কে

এত অল্পকালের মধ্যে তাহার শুভ্র কোমল ললাটের উপর এতগুলি কঠিন বেদনার রেখা আঁকিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে?

লীলা অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল আজ মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে অনুরোধটি করবো তা তুমি পার ঠেলতে পারবে না। আজ মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে মায়াকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি তাহাকে বিবাহ করিও। তোমরা সুখী হও, ইহাই অন্তরের সহিত কামনা করিতেছি। কিন্তু তোমার দীর্ঘ সুখময় জীবনে দুই একবার লীলাকে স্মরণ করিতে পারিবে কি? জেনো তোমার—" আমি আর শুনিতে পারিলাম না। সে কি আর্ত্ত ব্যথিত কণ্ঠ! সে কি করুণ প্রশান্ত মূর্ত্তি! কিন্তু সে মূর্ত্তিও যে তাহার হৃদয়ের তীব্র বেদনা লুকাইতে পারিতেছিল না! তাহার সে নিরাশ ব্যথিত কণ্ঠ আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়া আঘাত করিল। পশ্চাৎ হইতে অগ্নি তাহার ভীষণ শিখা প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে লেহন করিতে আসিতেছিল। আমি তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া লীলাকে লইয়া বাহির হইলাম। তাহাকে সঙ্গে লইয়া দুই এক পদ নীচে নামিলাম। পূর্ব্বেই বইএর নিম্নভাগে আগুন লাগিয়া পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। লীলাকে স্কন্ধে লইয়া নামিতে চেষ্টা করিলাম তখনি কি একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। তাহার পর? তাহার পর সব অন্ধকার।

যখন চৈতন্য হইল, দেখিলাম আমি আমাদের বাটীতে বিছানায় শুইয়া আছি। উঠিতে চেষ্টা করিলাম, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব হইল; আবার শুইয়া পড়িলাম। মাতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমরা পড়িয়া যাইবার পর লীলার মৃত্যু হইয়াছে, বৃদ্ধ অতুল বাবুও কন্যা-শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মায়া তাহার পিসীমার সহিত মিরাট গিয়াছে।

আমি গত কয়েক মাসের ঘটনাগুলি একে একে চিন্তা করিতে লাগিলাম। সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। লীলার নিকট আমার বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার ন্যায় প্রতারক, বিশ্বাসঘাতকের সুখের জন্য লীলা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইল না। লীলা! লীলা! তুমি যে স্বর্গের দেবী, আমি সংসারের ক্ষুদ্র মানব, তাই তোমাকে ধরিতে পারি নাই।

* * * * *

তাহার পর পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আমি একবার মিরাট গিয়াছিলাম। মায়ার বাবার নিকট মায়ার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম, মায়া এ বিবাহে অসম্মত।

তাহার পর আজ কতদিন চলিয়া গিয়াছে। আজ কত দিনের পর তেমনি করিয়া মায়ার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তাহার সে চঞ্চল চাহনি এখনো তেমনি রহিয়াছে, কেবল তাহার সেই বালিকাসুলভ সরলতার মধ্যে কেমন একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব আসিয়া তাহাকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

আজ অনেক দিনের পর তাহার সহিত এই শান্ত-সলিলা ভাগীরথীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আজও তেমনি করিয়া চাঁদ উঠিয়াছে, তেমনি করিয়া ভাগীরথীর ঢেউ-গুলি জ্যোৎস্না মাখিয়া নদীবক্ষে নৃত্য

করিতেছে। তেমনি করিয়া বসন্ত বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া আমাদের অঙ্গস্পর্শ করিতেছে, কিন্তু সে স্পর্শে সে যেন রহিয়া রহিয়া পুরাতন স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। আমি ফিরিয়া মায়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মায়া তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে কেন?"

অশ্রুভরা দুটি চোখ মায়া আমার দিকে তুলিয়া বলিল,—

"পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই কি?"

এপ্রেল ফুল।

শারদ শশীর ক্ষুদ্র জ্যোৎস্নার মত ফুটফুটে সুন্দরী 'জ্যোৎস্নাময়ী' যখন সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া, প্রভাতকুমারের নিকট দাঁড়াইল, তখন প্রভাত সে মোহিনী প্রতিমার অতুল রূপরাশি অনিমেষ লোচনে অনেকক্ষণ দর্শন করিয়া আত্মহারা ভাবে পত্নীকে কহিলেন, "একি! কোথায় যাইতেছ?"

জ্যোৎস্নাময়ী, একটু মধুর হাসি বিদ্যুতের মত অধর প্রান্তে চমকাইয়া বলিল, "সেকি এর মধ্যে ভুলে যাইতেছ? আজ যে মেজদিদির বাড়ী নিমন্ত্রণ।"

"এক্‌ষ্যাক্ট, আজ যে তাঁর বাড়ীতে একটা 'ইভনিং পার্টী' আছে। আমাকেও যে যেতে হবে। তা ও-দিকে ত বারিষ্টার মিত্র পা ভেঙ্গে বসে আছেন।"

"জামাই বাবু আসতে পারেননি বলে পাছে তুমি না যাও, সেই জন্যই ত মেজদিদি নিজে এসে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন।"

প্রভাত একটু পরিহাসের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "তা তন্নীর বাড়ী যাইতেছ অত সেজেছ কেন?"

জ্যোৎস্না ভ্রূভঙ্গি করিয়া কর্ণের নীল দুল দুলাইয়া কহিল, "হিংসা হয়েছে নাকি? বলত খুলে ফেলি। তোমরা কি নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে সাজনা, এইত আজই কিট বাবু সাজবে।"

"কথায় পারবার যো নাই। বলছিলাম তাদের জন্যে—আজকার উৎসবের দিনটায় কেন তোমার মেজদিদিকে কাঁদাবে?"

"আমার অলঙ্কার, আমার বস্ত্র, আমার সাজগোজ দেখে, মেজদিদি কাঁদবে, এ জীবনে কখন এমন আশ্চর্য্য কথা শুনি নাই।"

"শোন নাই, তা আজ শোন। ঐ মণি-মাণিক্য-বিভূষিত ও ললিত-লাবণ্যময়ী রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখলে, কি আর বারিষ্টার মিত্রের মস্তিষ্ক ঠিক থাকবে? তাই বলিতেছিলাম, কেন মেজদিদি বেচারাকে কাঁদাবে?"

"তামাসা! আমি মনে করেছিলাম, সত্যই বা কিছু হবে। তা পরের জন্য এত মাথাব্যথা কেন? আগে নিজের মাথা ঠিক রাখ তারপর পরের জন্য ভেব। এখন তবে যাই, মেজদিদি অনেকক্ষণ গাড়ী পাঠিয়েছেন।" বলিয়া জ্যোৎস্না প্রভাত-নলিনীর ন্যায় একটু মধুর হাসিতে প্রভাতকুমারের হৃদয় আলোড়িত করিয়া, বসন্ত বল্লরীর ন্যায় হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্র-গমনে চলিয়া গেল।

(২)

রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় বারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ মিত্রের হ্যারিসন রোডস্থ বৃহৎ ভবনের ফটকে একখানা প্রকাণ্ড মুটর আসিয়া দাঁড়াইল। লম্ফ দিয়া প্রভাত ভূমে অবতরণ পূর্ব্বক ফটকে প্রবেশ করিলেন। রামসিং পাড়ে, সুন্দরসিং ভেওয়ারী দ্বয় সেলাম ঠুকিয়া দুই পাশে দাঁড়াইল, কিন্তু প্রভাত সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, দেখিলেন বাড়ীখানা বড়ই নিস্তব্ধ—উৎসবের কোনই লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। প্রভাতকুমার ভাবিলেন, "নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা কি এর মধ্যেই চলিয়া গেল? ব্যাপার কি? একবার দারবানদের জিজ্ঞাসা করা যাউক।" কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভাবিলেন 'দ্বিতলে গেলেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইবে, এখানে অনর্থক বিলম্বের প্রয়োজন নাই।' দ্রুতপদে দ্বিতলের সোপান আরোহণ করিতে মধ্য পথে জোৎস্না কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইলেন।

জোৎস্না কহিল, "সেকি তুমি এত রাত্রিতে এলে। নিমন্ত্রিতেরা সবাই যে চলে গেছে।"

"এত শীঘ্র!"

"তা রাত কি কম হয়েছে?"

"এইত সবে সাড়ে নয়টা, মেজদিদি ত এই সময়ের কথা বলেছিলেন।"

"তোমার শোনবার ভুল; মেজদিদি কখন এমন কথা বলেন নি।"

"তা যাক্ বারিষ্টার মিত্র কোথায়? আর মেজদিদিই বা কই?"

"মেজদিদি 'পার্লারকমে' 'পিয়ানো' বাজাইতেছে। জামাই বাবুও সেখানে আছেন।"

"আমি এসেছি তাঁদের খবর দিয়ে এস।"

"আজ আবার নূতন হইতেছ কেন? মেজদিদি জানে তুমি এসেছ।"

অগত্যা প্রভাতকুমার জ্যোৎস্নার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মলয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া দিব্য আরামে 'পিয়নো' বাজাইতেছে, আর বারিষ্টার মিত্র একখানা আরাম কেদারায় আড় হইয়া 'পিয়নো' শুনিতেছেন। মলয়ার চম্পক অঙ্গুলিগুলি কেমন উঠিয়া পড়িয়া নামিয়া পিয়নোর পরদে পরদে সুরলহরী সৃষ্টি করিতেছিল, মিত্র তাহাই মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন।

প্রভাত, মলয়াকে এ প্রকার নিশ্চিন্ত ভাবে 'পিয়নো' বাজাইতে দেখিয়া, স্তম্ভিত হইলেন। প্রভাতকে দেখিয়া ত্রস্তে চেয়ার ত্যাগ করিয়া মলয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এই যে প্রভাত, এতক্ষণের পর, ভদ্রলোকেরা সব চলিয়া গেল এখন তুমি চোরের মত চুপি চুপি দর্শন দিলে। তোমার নামে কোন গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট আছে নাকি? কেহ ধরাইয়া দিবার ভয়ে এত রাত্রিতে তাই বুঝি এসেছ? নচেৎ এত বিলম্বের অন্য কোন কারণ ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভাবিয়া পাই না।"

ততক্ষণে বারিষ্টার মিত্র ও গাত্রোত্থান করিয়া প্রভাতের করকম্পন পূর্ব্বক বলিলেন, "হালো মিষ্টার ঘোষ! 'হাউ ডু ইউ ডু।' পথ ভুলে নাকি? আজ আমার 'প্রস্-পারিটীর' সীমা নাই।" তাহার পর প্রভাতের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কোথাও 'ইন্‌ভিটেসন' আছে নাকি?"

"বারিষ্টার মিত্র! আমার 'টাইম লেট'

হয়ে গিয়াছে তাই রহস্য করিতেছেন, কিন্তু আপনার 'সেরিমানি' যে এত শীঘ্র শেষ হবে তাহা জানিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিতাম।"

"সেরিমানি? আমার বাটীতে! সেকি? মলয়া ঐ ভাবের কি কথা তোমাকে বলিতেছিল বটে।"

প্রভাতকুমার কহিলেন, "কেন? আপনি কি জানেন না, পরশু মেজদিদি আমার বাটী গিয়া 'ইনভাইট' করে এসেছেন যে, আজ আপনার বাটীতে একটা 'ইভিনিংপার্টি' আছে। আপনার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই মেজদিদি আপনার 'সারকিটিউট' হয়ে আমাকে বলে এসেছিলেন।"

বারিষ্টার মিত্র বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত নয়নে প্রভাতের মুখের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার পা ভাঙ্গিয়াছে। আমার পা! আ—মা—র—পা—! 'ওয়াণ্ডার!' আমার পা ভাঙ্গিয়াছে, অথচ আমি জানি না! আমি আশা করি মিটার ঘোষ তোমার 'ব্রেণ' ঠিক আছে।"

তাহার পর মিষ্টার মিত্র চরণদ্বয় সজোরে নাড়া দিয়া কহিলেন, "নো'—'নো,' আমার 'বুট,' 'সোল,' 'হীল,' 'টো,' 'আঙ্কল' সবই ত ঠিক আছে। কোন ত বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না 'রিয়েলি' আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। ব্যাপার কি মলয়া?" এই সময়ে বাহিরে একটা অস্ফুট হাস্যধ্বনি শোনা গেল আর সে সময়ে কেহ যদি মলয়ার মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিত, তবে সে বুঝিত মলয়া অনেক কষ্টে ক্ষুদ্রদন্তে নিম্নাধর চাপিয়া হাস্যসম্বরণ করিতেছে। প্রভাতকুমার দেখিলেন রহস্য মন্দ নয়। কি বলিবেন, কি করিবেন কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বাকভাবে বসিয়া পড়িলেন। মলয়া কহিল, "ব্যাপার আবার কি? তুমি সেদিন বল্লে না পা ভাঙ্গিয়াছে, যাইতে পারিব না; প্রভাত ও জ্যোৎস্নাকে বলিয়া আইস?"

"ব্রাভো!' 'ব্রাভো!' এর কাছে কোথা বা লাগে 'আবেবিয়েন নাইট' এখানে যদি কোন 'অথর' উপস্থিত থাকৃত, তা হলে এ'সিনারী' রেখে, একখানা 'ড্রামা' লিখ্‌তে পারত। আচ্ছা, আমার যে পা ভাঙ্গিয়াছে তার 'এভিডেন্স' কি? তার 'উইটনেস' কই?"

মলয়া একটু দৃঢ়তার সহিত কহিল, "তুমি এমনভাবে যে অভদ্রতা করিবে, পূর্ব্বে জানিলে, অবশ্য প্রমাণ সাক্ষী রাখিতাম। এখন বুঝেছ প্রভাত। যেন ইনি কিছুই জানেন না, এমনি ভাবে ন্যাকা সাজিতেছেন। আসল কথা কি জান, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা যে যাহার আহারাদি করিয়া চলিয়া গিয়াছে, নিজেরও যোড়ষোপচারে উমরমেষের পূজা হইয়া গিয়াছে, এখন নিদ্রাদেবীর আরাধনার সময়, তুমি এসে ব্যাঘাত জন্মালে, কাজেই মিথ্যা কথা বই আর উপায় কি? তাই সাফ্ জবাব পা ভাঙ্গে নাই, উৎসবও হয় নাই। তা এমন ভাবে যে বাড়ীতে বসিয়ে ভদ্রলোকের অপমান করতে; তা জান্‌লে আমি কখনও নিমন্ত্রণ করিতে যাইতাম না। এ অপমান ত শুধু প্রভাতের একা হয় নাই, আমারও হয়েছে।"

মলয়া এমনভাবে কথাগুলা বলিল যে, প্রভাতের সন্দেহ হইল যে, মলয়া যাহা বলি-

ভেছে সবই সত্য আর বারিষ্টার মিত্র যথার্থই অপমান করিবার মতলবে ডাকা সাজিয়াছেন। প্রভাতের মুখ-কমল ম্লান ও বিষণ্ণ হইল। একখানা কাল মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিলে যেমন হয়, তদ্রূপ প্রভাতের মুখ অন্ধকারে মলিন হইয়া গেল। মলয়া তাহা বেশ লক্ষ্য করিল। আর বারিষ্টার মিত্র, যিনি হাইকোর্টে দাঁড়াইয়া লম্বা লম্বা স্পীচ ঝাড়েন, তাঁহার আর একটী কথা কহিবারও সামর্থ্য রহিল না। নির্ব্বাকভাবে মলয়ার মুখ প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বারিষ্টারকে এরূপ নীরব থাকিতে দেখিয়া বিশেষতঃ মলয়ার এরূপ কথার কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে বারিষ্টার সাহেবকে উদ্যত না দেখিয়া, প্রভাতের সন্দেহ ধ্রুব বিশ্বাসে পরিণত হইল। প্রভাত সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "গুড নাইট' মিষ্টার মিত্র।" তাহার পর মলয়াকে কহিলেন "আমার জন্য আপনাদের কোন প্রকার মনোমালিন্য হয়, এরূপ ইচ্ছা করি না। আমি চলিলাম, আপনার 'সিষ্টার' কে এর পরে পাঠিয়ে দিবেন।"

মলয়া ভাবিল বেশী চটকাইলে তিক্ত হয়, অতএব আর নয়। তাহার পর যেন কতই দুঃখিত ভাবে কহিল, "তুমি যে ভাবে আমাদের বাটীতে বসিয়া অনর্থক অপমানিত হইলে, তাতে করে তোমাকে আর কি বলে বসতে অনুরোধ করি? তা জ্যোৎস্নাকে তুমিই সঙ্গে করে লইয়া যাও আজকার দিনটা আমার নিকট চিরস্মরণীয় থাকবে। অদ্যকার এ চিত্রটি আমার হৃদয়-ফলকে চিরদিন অঙ্কিত থাকবে। অদ্য-কার তারিখ কি জান প্রভাত। 'পয়লা এপ্রেল'।"

'পয়লা এপ্রেল' বলিয়া মলয়া উত্তরের মুখ প্রতি চাহিয়া একটু মিষ্ট মধুর হাস্য করিল।

সহসা বারিষ্টার সাহেব হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, মলয়া কহিল "ও আবার কি? কত ভেল্‌কীই দেখাইতেছ।"

বারিষ্টার বলিলেন, "তা সত্য, তবে তোমার মত অতটা নয় এই যা দুঃখ। ব্রাদার-ইন-ল এতক্ষণে ব্যাপারটা কি বোধ-হয় বুঝ্‌তে পেরেছ? বিলাতে এই দিন 'এপ্রেল ফুলডে'—"

পরমুহূর্ত্তে প্রভাতের মুখের কাল মেঘখানা সরিয়া গেল। বিমল হাস্য-জ্যোৎস্না মুখে ফুটিয়া উঠিল। বাধা দিয়া কহিলেন, "মেজ-দিদির চাতুরী এতক্ষণে বুঝ্‌তে সক্ষম হইলাম। আমাকে বোকা বানাইয়া মজা করিবার উদ্দেশ্য ছিল, তা আপনার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।"

মিত্র সাহেব বলিলেন, "শুধু তোমাকে 'ফুল' বানান উদ্দেশ্য ছিল বল কেন? আমার উপরেই চারগুণ লক্ষ্য ছিল। চারগুণ বলি কেন? চার দুগুণে আটগুণ লক্ষ্য ছিল। ধন্য 'উওম্যান'! দু-দুটো 'ইয়ং ম্যানকে' 'ফুল' করে ছেড়ে দিলে। কিন্তু মলয়া! তোমার ও প্রকার মারাত্মক তামাসা ভাল হয় নাই। মিষ্টার ঘোষ তুমি 'ওথ' করে বল দেখি, মনে মনে একটু 'এ্যারি উইথ' হয়ে ছিলে কিনা?"

প্রভাত হাসিয়া কহিলেন, "তা একটু রাগ করেছিলাম বৈ কি। বারিষ্টার বলিলেন, "মলয়া! তোমার চাতুরী এখন

ভলের মত বুঝ্‌তে পাচ্ছি। বুঝ্‌লে মিষ্টার ঘোষ! অপরাপর দিন আট্টা বেজে গেলে আমার 'সাপারের জন্য' ব্যস্ত হয়ে পড়েন আজ নির্দ্দিষ্ট 'টাইম' উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তথাপি কোনই উদ্যোগ না দেখিয়া, আমি নিজেই সে বিষয়ে উল্লেখ করিলাম, কিন্তু তথাপি কোন উদ্যোগের লক্ষণই দেখিলাম না। উপরন্তু জ্যোৎস্না পিয়নো শুনিতে চাহিতেছে বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, আমিও সানন্দ চিত্তে সম্মত হইলাম। এখন বুঝিতেছি আমার অজ্ঞাতে তুমি নিমন্ত্রিত হইয়াছ। অগ্রে গৃহস্বামীর আহার করাটা সভ্যতা বিরুদ্ধ অথচ বলিলেও 'মিষ্টী' পণ্ড হইয়া যায়, কাজেই 'টাইম' কাটাইবার জন্য একটা কিছু চাই। তাই পিয়ানোর অবতারণা। কেমন ঠিক হইয়াছে কি না?" বলিয়া মলয়ার মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যারিষ্টার মিত্র হাসিতে লাগিলেন।

মলয়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার বক্তৃতা প্রভাত শুনিতে চায় না। এখন খাবারগুলি যে টেবিলের উপর অনাথ ভাবে পড়ে কেঁদে কেঁদে জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, তাদের সনাথ করে উদর নামক ধ্বংস-পুরে পাঠিয়ে সদ্গতি কর্‌বে চল।"

"আমার সে বিষয়ে আপত্তি নাই। আশা করি মিষ্টার ঘোষ তোমারও নাই।"

উভয়ের ভোজন গৃহে এসময়ে বড় একটা আলাপ হইল না, কিন্তু কাঁটা, চামচ, সানকীর সহিত যে প্রকার আলাপ হইতে লাগিল, সে ভাষা সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ অনভিজ্ঞ কাজেই এখানে তাহা লিপিবদ্ধ হইল না।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

ভাবের অভিব্যক্তি।

গল্পটি বেশ জমিয়া আসিতেছিল। নাট্য-জগতের ছোট বড় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই একে একে এই গল্পের মধ্যে স্থান পাইতেছিলেন। কে কখন কি ভাবে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন উপস্থিত তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ চলিতেছিল।

রমেশ বলিল "ভাবের অভিব্যক্তিতে অচলেন্দু কি ক'রে এতখানি দখল নিয়ে আজ দেশের মধ্যে সর্ব্বোত্তম অভিনেতার নাম নিতে পেরেছে সে সম্বন্ধে তোমরা বোধ হয় বিশেষ কিছু জান না। অচলেন্দু আর আমি তখন আমরা দুজনেই নাট্যকলা শেখ্‌বার জন্যে অসীম অধ্যবসায়ে কাজে লেগেছিলাম। আমাদের তখন কেউ মান্ত ও না পুঁছ্‌তও না। নগণ্য চুনোপুঁটীর দলেই আমরা পড়েছিলাম। আমরা দুজনে এক সঙ্গে একটা মেসে থাক্‌তাম। যে, যে কাজে নীচে থেকে খুব উঁচুতে উঠ্‌তে পারে তার কিছু লক্ষণ বোধ হয় গোড়া থেকেই তা'তে পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম যখন অচলেন্দুকে খুব ছোট ছোট পার্ট দেওয়া

হোত তার মধ্যেও একটু বিশেষত্ব সে দেখাতে পারত। সে পরিশ্রমীও খুব ছিল। যখন তাকে কেউ চিনত না তখনও সে যেমন ছিল, এখন যে মাসে সে হাজার টাকা উপায় কচ্চে, এখনও তার স্বভাব ঠিক তেমনিই আছে। "ওরিয়েন্টাল" থিয়েটারের অবস্থা তখন খুব খারাপ যাচ্ছিল। দর্শক হোতই না। সবাই ভাব্‌ছিল থিয়েটারটি এইবার উঠে যাবে, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ অচলেন্দুর একদিনের একটি অভিনয়ে থিয়েটারের, আর তা'র নিজেরও ভাগ্য ফিরে গেল। নাটকের বিষয়টি অতি সামান্য। পুলিষ স্ত্রী হত্যাকারী সন্দেহে হতা নারীর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে, বেচারা স্বামীটি কিন্তু সম্পূর্ণই নিরপরাধ।

অচলেন্দু সে নাটকখানিতে স্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নিরপরাধ স্বামীর, গ্রেপ্তারের পর যে মুখের ভাব সে প্রকাশ করেছিল সেই আশ্চর্য্য, ভয়, বিস্ময় ও দুঃখ মিশ্রিত যে অদ্ভুত ভাব সত্যের চেয়েও সজীব ভাবে, সে দর্শকদের চোখের উপর প্রকাশ কর্ত্তে পেরেছিল সেইটিতেই তা'র ভাগ্য ফিরে গেছ্‌ল। কিন্তু আমি জানি এই ভাব সংগ্রহে তা'কে বড় অল্প চেষ্টা কর্ত্তে হয়নি। সেই গল্পই আজ বল্‌ব।

ভূমিকা গ্রহণ ক'রে পর্য্যন্ত বেচারীর আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল। রাত্রে প্রায়ই দেখ্‌তেম সে ঘুরে বেড়াচ্চে। হয় ত সারারাতই সে এম্‌নি ঘুরে বেড়াত। তিনচার দিনে তার চেহারা যে রকম খারাপ হয়ে গেছ্‌ল তাকে দেখ্‌লে ভয় হোত। একদিন রিহার্সাল থেকে ফিরে সে হতাশ ভাবে বল্লে 'যতেশ আমার আশা ভরসা সবই শেষ্ হয়ে গেল, আমার দ্বারা এ ভূমিকার অভিনয় হ'বে না।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লাম, 'ব্যাপারটা কি বল দেখি দিনরাত খাটচ, এত ভাব্‌চ, হ'বে নাই বা কেন?' সে জবাব দিলে, 'খাট্‌লেই যদি হোত তাহলে আর ভাব্‌না ছিল না। যখন ছোট খাট পালাগুলো কর্ত্তাম কত রকম ভাব আপনিই মুখে আস্‌ত কিন্তু এ হতভাগা পালাটার নায়ক ক'রে আমায় পাগল করে দিয়েচে।' কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরের বড় আর্শিখানার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে বল্লে, 'দেখ দেখি এ মুখ কি খুনী অপরাধে অভিযুক্ত কোন নিরপরাধীর মুখের মত দেখাচ্চে? ও মুখ দেখে লোকে গায়ে ধুলো দেবে না, ছিঃ ছিঃ কর্‌বে না কি?'

আমার কিন্তু তার অভিনয় বেশ ভালই লাগছিল। তার পাগলামীতে বাধা দেবার জন্যে বল্লাম, 'কোথায় দোষ আছে? বেশই ত হচ্চে।' ক্ষোভে দুঃখে তার গলা পর্য্যন্ত বুজে আস্‌ছিল; সে দুঃখের চাপাহাসি হেসে জবাব দিলে, 'কোথায় ভুল হচ্চে? সবই ত ভুল। চিড়ীয়াখানার পোষা বানরকে একটা কলা খেতে দিয়ে কেড়ে নিলে তার যেরকম মুখের ভাব হয় এ যে তেমনও হচ্চে না। যতেনদার যদি আমায় অন্য ভূমিকা দিত তা'হলে আমি বেঁচে যেতুম; এযেন আমার কান্না পাচ্চে।' আর্শির সাম্‌নে আরও খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন চেষ্টায় বিফলকাম হয়ে সে হতাশভাবে তক্তপোষের উপর ব'সে পড়্‌ল। আমি

বল... ...ল থেকে নিয়ে
এ... নিয়ত তরণের যা ভয়
কে ... —'ত্রিভুবন কি করে?
...ডা ছেড়ে কি ঘুম আছে?' আমি অত্যন্ত
চাপের সহিত নেমে,—'থাকলে আমি
তোমায় সংকল্প করতাম, কিন্তু কি করব
নাই, তোমার মত আমার ত প্রতিভা নেই,
নক্ষিও নেই। আমি ব অ
আমে নিয়ে মুখে চোখের ভাব আনবার
চেষ্টা করায়। অকস্মাৎ চোখের হাসি থেকে
বলে ও আর কেন?' তোমার তুমি
...ও যাও বা আমি বোঝাতেম, দর্শকদের
কাছে ... ন হয়ে তারা হয়
হেসে লুটো পুটি খাবে এই মনে সম্বরে আমা-
হৃদয় দ্বন্দ্বের গোল ঘটেছে। কাজ নেই
ভাই কথা নাও।' আমি তার কথা শুনে
হেসে উঠলে সেও কৃত্রিমতা ভাবে যোগদান
করে। তারপর দুজনেই চুপ করে রইলাম।
...ের ঘরের বাতির আলোটা বারা-
কাপুনির আর তার সঙ্গে আমার বিকৃত
ছায়া দুটোও দেয়ালের মাঝে নাচছিল। সেই
দিকে চেয়ে চেয়ে আমার ভাবনা হচ্ছিল, কি
উপায়ে এর করা যেতে পারে। হঠাৎ একটা
কথা আমার মনে হওয়ায় আমি লাফিয়ে
উঠলাম। তাড়াতাড়ি ঘরের পিঠে একটা
থাবড়া মেরে বলে উঠলাম 'হয়েছে ভাই
হয়েছে। একটা মতলব বেরিয়েছে।'
আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'কি হয়েছে?' আমি
বললাম 'অব্যর্থ উপায়—যাতে তোমার ঠিক
কাজ হবে, যেমন দুষ্টের ভার ছুঁড়ি চাকে
তার আর ফিরে যাবে।'
সে আশ্বাসের হাসি হেসে বলে

...ল
...ব
...ে
...ে
...ে

না ভাই [illegible] থাকতেই [illegible]
তাকে [illegible] বৈকি।
সে যদি [illegible] তা ছাড়া

এবার মতলবের কথা না দেখে আমার যে জ্ঞান একটোট খুবও আসবেনা ছাই। আচ্ছা মহৎ বার করেচ কিন্তু। নাটকীয় সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, সত্যের অপূর্ব্ব উদাহরণ তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির করে দেওয়া, তারপর ওয়ারেন্ট বুজরুকি দেখান। তবে, আগে দেখা যাক ওয়ারেন্টের মত ধরণের কাগজ কিছু ভেজে দেওয়া যায় কি না। ওয়ারেন্ট দেখেই রোকটাকে হতাশ ভাব, তার সাশ্চর্য্য দৃষ্টি, তার মুখে ভয়-ভাবনা-বেদনার মিশ্রিত ভাব, আমি যেন চোখের উপর ম্যাজিকের মত এক নিমেষে দেখতে পাচ্চি, আর এক মিনিটও দেরী করা নয় হরেন, চল একখানা গাড়ীর যোগাড় দেখা যাক। এই বলে এই নাম কাগজটাকে, ওয়ারেন্ট বলে চালান যাবে। আমি একটু ভেবেই বল্লাম, 'সমস্যাটা কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত। আর যে-আইনী হ'বে। একটা নির্দ্দোষী মানুষকে খুনী বলে ওয়ারেন্টের ভয় দেখাতে যাওয়া নেহাৎ তামাসার ব্যাপারও ত নয়! অবশ্য সে বেচারী এখন দুঃখে পড়েচে এই যা' ভরসা। হাতে বক্‌সিস্ উপরিক দিয়ে পরে তাকে শান্ত করতে পারা যেতে পারে। তবে একটা উপায় করতে হবে।' অচলেন্দু বল্লে 'নিশ্চয়ই,—তা' নয় বই কি। আমি সঙ্গে যাচ্ছি, বেশী ত লাগবে না, তবে আগে রাত্রের জন্যে দশটি টাকা দেব। আর থিয়েটারের একখানা টিকিট দেব। সে আমাদের এ চেষ্টায় খুব বেশী বাধা দিতে পারবে না।' আমি বল্লাম,—'বেশ, কিন্তু আর দেরী করা নয়, তাহলে এরপর আমি একাজে সাহায্য কর্তে পারব না। 'যখন মতলবটা বার ক'রে এখন মনে মনে আমার লজ্জাই হচ্চে।' সে আমার কথায় কানও দিলে না। তাড়াতাড়ি মাথা মুখে একটা দাড়ী গোঁপ বার করে মুখে আঁটতে লেগে গেল। আমায় বল্ল,—'হরেন শীগ্‌গির হাত চালিয়ে চেহারা ফিরিয়ে নাও। ইউনিফরমের দরকার নেই, এসব কাজে ডিটেক্‌টিভেরা সাদা কাপড়েই কাজ করে থাকে;—তাছাড়া এই রাত্রে বস্তিতে গিয়ে পুলিশের পোষাকে হৈ চৈ করতে আমার সাহসও হয় না। বাঃ, দাড়ী পরেই তোমায় খাসা গম্ভীর গম্ভীর ভারিকি চেহারা দেখাচ্চে। আর কিছুর দরকারও নেই, চল।'

তা'র কথা বা কাজে বাধা দেবার বা অসম্মতি প্রকাশের সময় বা ইচ্ছা কিছুই যেন তখন আমার ছিল না। তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ীতে উঠে কে কি করব ঠিক্‌করে নিলাম। আমিই ওয়ারেন্ট বল্লাম, কথা বার্ত্তা কওয়া সব তারই আর সে পাশে দাঁড়িয়ে তার ইঙ্গিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করবে। কথা শেষ হতে হতেই আমরা খিদিরপুরে এসে পৌঁছলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি এসে গাড়ী ছেড়ে দিলাম। গরীব পল্লী। তখনও কেউ কেউ বাড়ী ফিরছে। খবর নিয়ে জানলাম সে এই অল্পক্ষণ মাত্র বাসায় ফিরেছে। সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে 'রাটু'-কাম্পুর একখানি ঘর কয়ের

...ছে দি, অবশ্য। দাঁড়ালাম ...ঠোর—কে চাও? আমি বল্লাম ...

এতক্ষণে বাড়ীতে অনেকগুলি ভাড়াটে অধিবাসীর ঘরই বন্ধ সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ বেশী না করে আমরা সরাসরি তার ঘরের কাছেই এসে দাঁড়ালাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার একবার বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠেছিল। এই ঘুমন্ত রাতে, সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বেচারা এইবার বিশ্রামের অবসর পেয়েছে। হয়ত ক্লান্তিতে চোখের পাতা এতক্ষণ বুজে গিয়েছে। হয়ত বা চেষ্টা করে খাবার জোগাড়ও সে করে নি, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় এমন করে অতর্কিত আঘাত! চুপি চুপি অচলেন্দুকে বল্লাম,— 'চল ফিরে যাই—এখনও সময় আছে—কাজ নেই ভাই—' অন্ধকারে বজ্রমুষ্টিতে সে আমার ডান হাতখানা সজোরে চেপে ধরলে, ক্রোধ-বিকৃত-স্বরে উত্তর দিলে,—'অসম্ভব! এখন তুমি ফিরতে পার—আমার ফেরবার আর উপায় নেই। তবে বেশ মিনিট দুইয়ের অপেক্ষা, আমিও তার মুখের ভাবটি মনে এঁকে নেব ...টাকার নোটখানি বাগানে ছুড়বে। ...দিওনা এগোও।"

যে বৈদ্যুতিক শক্তির বলে ভারতবর্ষ-...কে এখনও সে আকর্ষণ করতে ...সে শক্তির অঙ্কুর তখনও তার ভেতরে ...রেই ছিল। তা'র মত বদল করতে ...আমার শক্তি হোল না। আমি তার ইচ্ছার ...পুতুলের মতই নিজেকে চালিয়ে ...চোর বটই ছিল। আমরা এক-...জোরে ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে চাপা ...আওয়াজ এল, 'কে'। এতরাত্রে কে

...ঘরের আওয়াজের সোপাই বাবা ...আগে আগে দরজার ওপাশে পদ ...পেলাম। ঘরে আলো ছিল সে তখনও ...কাপড় খোলেনি, দোর খুলে একটু পাশে সরে ...দাঁড়াল! আমরা ঘরে ঢুকলাম সে ...হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। আমি সে সময়েও অচলেন্দুর মুখের দিকে না চেয়ে ...পারলাম না। শিকারী বিড়াল যেমন ...অসতর্ক ইঁদুরের দিকে চেয়ে থেকে ঠিক তেমনি করে সে তখন তার শিকারের পানে চেয়ে ছিল। তা'র মুখের প্রত্যেক আঁকু-বিকুঞ্চনটিও যেন তার চোখ থেকে এড়িয়ে না যায় এমনি একটি সতর্ক সাবধানতার ভাব যেন তার মুখে ফুটে উঠেছিল।

ওয়ারেণ্ট খানা পকেট থেকে বার ...তার সামনে ধরে বল্লাম 'আমি পুলিশের ...চারী। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোককে খুন করার অপরাধে তোমায় আমি বাবার হুকুমে গ্রেপ্তার করলাম।' মুহূর্ত্ত মধ্যে তার মুখের অদ্ভুত ভাব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। একবার দরজার দিকে, একবার জানলার দিকে তার চোখ ঘুরে এল। পলায়নেচ্ছু পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর মত চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল। চিরকর কোনও দৃশ্য আঁকবার পূর্ব্বে যেমন করে তার আদর্শের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে থাকে অচলেন্দু তেমনি করেই তার সামনের অভিযুক্ত আসামীর পানে চেয়ে দেখছিল। তারপর আচম্বিতে সে ঘটল ঘটল তাতে বিস্ময়ে ক্ষুব্ধে আমার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। আজ পর্য্যন্ত তাঁর সেই ...সের সুর আমার কানে বাজছে,—এখনও যেন আমি সে স্বর শুনতে পাচ্ছি! সে যেন

উঠে "শেষ শেষ,—সব শেষ,—আমার আর কিছু নেই! যা' তোমরা বলছ, আমি সবই স্বীকার করছি। আমাকে কি ক'রে যে তোমরা খুঁজে বার করলে তা আমি জানিনা—জানতে চাইও না।' সে তার মাথার কৃত্রিম চুল আর দাড়ীগুলি এক টানে খুলে ফেলে দিলে। আমরা সাশ্চর্য্যে দেখলাম সে মুক্তি খুব অপরিচিত নয়—তার ফটো থানায় থানায় অনেক জায়গায়ই এঁটে হয়ে ছিল। তিন বছর আগে সে তা'র স্ত্রীকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছল। গয়াধর তার আসল নাম নয়,—তার নাম হরকান্ত মাইতি।

হরকান্ত তার নিজের কাহিনী বলেছিল। সে বলেছিল,—'আপনারা জেনেছেন আমি খুনী, আমার স্ত্রীকে আমি খুন করেছি। কিন্তু কেন যে করেছি, মানুষ হয়ে মানুষের বুকে,—একদিন যা'কে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল বেসে ছিলাম,—তা'র বুকে কেমন ক'রে যে ছুরী বসেছিলাম, কতবড় আঘাতে, কতখানি যন্ত্রণায় সে মানুষ দানব হয় তা আমি জানাতে চাইনি বা। তবে তাকে নিজের হাতে মেরে —আমি যে অনুতপ্ত হই নি এ কথা এখনও বলতে পারি। এখানে আর এখানকার উপরকার যে আদালতেই আমার বিচার হোক আমি হাসিমুখেই সে দণ্ড নেব। তবু নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করব না। আমি তৈরী হয়েই আছি—মরতে আমার ভয় নেই—ফাঁসীতে কেবল ভয় করেছিলাম। তাক্ মানুষ মারাপ যে পাপ তার শাস্তি হয়েই যাক্—চলুন কোথায় যেতে হবে চলুন।' সে অগ্রসর হয়—আমি অচলেন্দুর পানে চেয়ে দেখলাম। এতবড় ঐন্দ্রজালিক সাপারেও সে কেমন অবিচলিত ভাবে তার আদর্শ সংগ্রহ করে নিচ্ছিল। একটি কথাও সে বলেনি। এতটুকু আশ্চর্য্যভাবও দেখায় নি। শেষ পর্য্যন্ত সে যেন কেবল চোক দিয়েই ঘটনাটিকে গ্রাস করছিল। নাটকলাই ছিল তার প্রাণ—মনুষ্যত্ব তার নীচে। প্রতারিত স্বামীর নিজমুখের স্বীকারোক্তি তৎকালীন মনোভাবের প্রকাশ,—শুধু "বিরজা নাটকে নয় "ও খেলো" নাট্যাভিনয়েও তার মনের সিংহদ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল। সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ কিন্তু তা থেকেই আজ প্রকাণ্ড মহীরুহের উৎপত্তি করেছে।

"ওরিএন্টাল" থিয়েটারে অচলেন্দু নায়ক "বিকাশে"র পার্ট নিয়ে প্রথম দিনেই যে আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখিয়েছিল, তাতে দর্শকদের শুধু মুগ্ধ করা নয়—একেবারে কিনেই ফেলেছিল। সেই এক রাত্রের অভিনয়ে টলটলায়মান বরফুমি আর তার গরীব অভিনেতা দু-একই ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছল। উপর্য্যপরি প্রতি শনিবার ঐ একই নাটকের অভিনয়, আর একই প্রকার লোক সমাগম চলছিল। থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়না। পুলিশ দিয়ে ভিড় কমাতে হয়, বেলা দু'টো না বাজতেই টিকিট ঘরের সামনে অভিনয় দর্শনেচ্ছু লোকের ভীড় জমতে থাকে। সেই একটি মাত্র দৃশ্যে "পুলিশ কর্ত্তৃক স্ত্রীহত্যাকারী বিকাশের গ্রেপ্তার দৃশ্যে" অভিনয়ের সকল ত্রুটিই সেরে নিয়েছিল। অভিনেতার আশ্চর্য্য স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশের দক্ষতা মুখে মুখে সংবাদপত্রে দেশব্যাপী জয়গানে ভরে উঠেছিল।

সে অভাগা নিজের দুর্ভাগ্য দিয়ে অন্যদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিলে, বিচারক তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম দিয়াছিলেন। সে তার দুর্ব্বহ জীবন বইতে পারছিল না বলে ফাঁসিকেই কিন্তু কামনা করেছিল।

গল্প শেষ করিয়া ধূমমলিন রাজপথের দিকে তাকাইয়া একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল, আজ এই খানেই উপসংহার করা যাক। ভাবের অভিব্যক্তির বিষয়ে আরো কিছু আমার বলার ছিল! কিন্তু আজ আর নয়—বারোটা বেজে।"

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বসন্ত-প্রাতে।

বল্ল বসন্তে আজ এত কোকিল ডাকে
বউল-ভরা আম্র-গাছের শাখে,
বাহিরে আজ এত ফুলের মেলা,
হরিৎ শ্যাম রঙের হোরি-খেলা!
শুভ্র-মর্ম্মর দক্ষিণ বাতাসে
এমন মধুর গন্ধ ভেসে আসে!—
তারি মাঝে আমিই রহিবো দীন
রইবো এমন পুষ্প-গীতি-হীন?
বসন্তে আজ সরস নিখিল ধরা,
রূপে রঙ্গে বর্ণে গন্ধে ভরা;
কুঞ্জতরু মুঞ্জরিত আজি;
শ্যাম-বসনে বাহির হ'ল সাজি
নিশীথ-রাতে কি যে শোভা জাগে,
রূপের ঢেউ হৃদয়-তটে লাগে
বিশ্বে যখন কেহই নহে হীন,
আমি র'ব পুষ্প-গীতি-হীন?
মোরে তুমি নবীন করি লহ,
মোর সকল বোঝা আপনি তুমি বহ;
দুঃখ-ব্যথা হরণ করি মোর—
আজকে গাঁথ নব প্রেমের ডোর;—
বসন্তেরি বস্ত্রমাঝে আজ
মোরেও তুমি পরাও রাঙ্গা সাজ;
তুষিয়ে তোমা নূতন মোহে রঙ্গ
প্রেমে গানে গন্ধে হৃদয় ভর॥

শ্রীনিখিলচন্দ্র বড়াল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতার স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী।

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলে শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। লর্ড রোণাল্ডশে এই প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটনকালে লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন;—"বঙ্গের জনসাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ বলিয়াই এদেশ এরূপ স্বাস্থ্যহীন ও এত অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।"

গত বৎসর বঙ্গে ১৬ লক্ষ ৪১ হাজার ১ শত ১১ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে সকল রোগে এই মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে সকল রোগের অধিকাংশই নিবার্য্য। এই মৃত্যু সংখ্যার ভিতর ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত ৫৫টী দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক, ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৩ শত ৭০টী এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশু। কলিকাতা সহরে গড়ে প্রত্যহ ১৬টী শিশু মারা গিয়াছে; আর এই যে ১৬টী শিশুর মৃত্যু,—ইহার ভিতর ১৪টী শিশু,—তাহাদের পিতামাতা প্রভৃতি পরিপালক গণের অজ্ঞানতা নিবন্ধনই মারা পড়িয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এই শিশু মৃত্যু রোধের প্রতিকার পরায়ণ হইয়াছেন। এই শিশু-মঙ্গল প্রদর্শনীর এক উদ্দেশ্যও তাহাই। এই প্রসঙ্গে আগামী বৎসরের বজেটে ৩০ হাজার টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

এই প্রদর্শনীতে বক্তৃতা ও চিত্রাদির দ্বারা নানা উপায়ে রোগ-নিবারণ ও শিশুপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দানকরা হইয়াছে।

এফ, আর, এস—সার ওমাদীশচন্দ্র বসু লণ্ডনের রয়াল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ রয়াল সোসাইটীর সভ্য হইতে পারে না।

পাটনায় মেডিকেল কলেজ—পাটনা সহরে একটী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর বিহার উড়িষ্যার ছোটলাট সার এডওয়ার্ড মেটের হস্তে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ছোটলাট বাহাদুরও মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়া ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

দেশীয় চিফ জষ্টিস—কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস সার লাঙ্গলট জাকার্ড সাহেবের স্থানে জজ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্থায়ী চিফ জষ্টিস নিযুক্ত হইয়াছেন।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত
শ্রীযুক্ত সতীশকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—৪র্থ ভাগ।

১৩২৬ সালের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
অন্তরের বিশুদ্ধি ও অভিসন্ধির সরলতা	শ্রীযুক্ত দেবকুমার কাব্যতীর্থ	২৭১
অপরাহ্নের গান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি,এল,	৬১
অভ্যাসের বিধি	শ্রীযুক্ত দেবকুমার কাব্যতীর্থ	
অযোধ্যা (কবিতা)	শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা	
অরুণ-মিলন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ, বি, এল, বিদ্যারত্ন ২৩,৬৩,৯৮,১২২, ১৩২,১৭৮,২১৪,২৬১	
আকুরের ভিক্ষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাতদেব মুখোপাধ্যায়	
আত্মবিসর্জ্জন (নাটক)	শ্রীমতী সরোজবালা মিত্র	
আমার কাহিনী (গল্প)	শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ বি, এস্-সি (ইঞ্জিনিয়র)—	১৩০,১৮৮
আমার পিতৃদেব	শ্রীমতী হেমলতা সরকার	১২৯
আমার প্রায়শ্চিত্ত (গল্প)		৩৭০, ৩৭৬
আমাদের পাত্রী মহাশয়	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	২৫৬
আশা-সুকুল (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা	৩১৮
আশা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	১৮১
উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অরুণেশ্বর রায়	২২৭
[illegible]না (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত	
[illegible]বাস ? (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	
[illegible]ছুটি	শ্রীনিশ্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল,	
[illegible] কবিতা)	শ্রীমতী [illegible] গুপ্ত	
[illegible]-চিত্র (গল্প)	শ্রীমতী [illegible]সুন্দরী মিত্র	
[illegible] ফুল	শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র	৩৮৫

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঔপন্যাসিকের বিপদ্ (গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	২৫
কৃতজ্ঞতা	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৩৩৭
কৃষ্ণভাবিনী দাস (জীবনী)	শ্রীমতী শরৎকুমারী দেব	৭
খাঁটি থাক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ	১৩৭
গান	শ্রীযুক্ত নিশ্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল,	১৫৭
গান	শ্রীযুক্ত দরবেশ	৩০৪
গান	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৭৬
গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	২, ৪১, ৭৮, ১০৫, ১৪১, ১৮০, ২০৯, ২৪৫, ২৭৪, ৩০৫, ৩৪৩
গোধূলি তারা (কবিতা)	শ্রীমতী চারুবালা দত্ত গুপ্তা	
গৃহিণীপণা	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	
ছুটি কখন হবে ? (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত	
জাপ-কৌতুক		
জিজ্ঞাসা (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা	
দুষ্টের কাহিনী (কবিতা)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	
নিদ্রা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	১৩৫
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	৯৮
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	২১৮
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	২৭৩
নিরুদ্দেশ (গল্প)	২৩৬, ২৫৯, ২৯৮,	৩০৮
নিরুপায় (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা	২০৮
নিশীথের গান (কবিতা)	শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা ...	৩৩৬
নূতন সংবাদ	...	৩৩৪
পঙ্কে পতদল (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নিশ্মল চন্দ্র বড়াল বি, এল,	২৫১
পরলোকগতা কৃষ্ণভাবিনীর স্মৃতি	শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	২২২
পরের জীবন হইতে দৃষ্টি ফিরাও	শ্রীযুক্ত দেবকুমার কাব্যতীর্থ	১০৩
পালামৌ ভ্রমণ	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্ত ঘোষ	১০০
পুস্তক-সমালোচনা	...	৩৫
প্রথম কবিতা (কবিতা)	শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা ...	২৫

বিষয়	লেখক/লেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠা
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শৈলবালা ঘোষজায়া	৬৩৫
প্রাণের দেবতা	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল,	৩৮৫
"বন্ধু মোরে বলেছিল" (কবিতা	শ্রীযুক্ত প্রভাতদেব মুখোপাধ্যায়	
বরষা রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গোপীকা কান্ত দে	
বর্ষা-সঙ্গীত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি, এল,	
বসন্ত প্রাতে (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এল,	
বসন্ত বাহার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু	
বসন্তে (গান)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল,	
বাইগ্রস্ত ননীবালা (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	
ব্যথা (কবিতা)	শ্রীহেমন্তবালা দেবী	
বিবিধ		
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও স্ত্রীশিক্ষা	শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন প্রধান	
ভাবের অভিব্যক্তি (গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	
ভুবনেশ্বর দর্শন (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সে	
ভ্রম-সংশোধন		
ভ্রাতৃভাব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	
মন্ত্র (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
মাধুরী (উপন্যাস)	শ্রীমতী কুসুমবালা দেবী	
মিসেস্ গার্ণার্জি (গল্প)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	
যাদুর কল (গল্প)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	
যাত্রিপোড়া (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	
শিবনাথ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৫৫৬
শিব প্রণাম (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	২৮৬
শিল্প-শিক্ষা (সচিত্র)	শ্রীমতী	৩৫.৭৯.১৩৭
শিশু		৩৬১
শুভাশিস্ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রচাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৮
সন্ধ্যা-পূজা (কবিতা)	শ্রীমতী সরলীবালা দেবী	
সপ্তাহিক (কবিতা)	শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা	
সমাজের বর্ত্তমান গতি	শ্রীমতী মণিকা রায় চৌধুরী বি, এ,	
সংক্ষিপ্ত নূতন পত্রিকা		
সার্থক (কবিতা)	শ্রীমতী অতিবা দেবী	

বিষয়	লেখক/লেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
সাময়িক প্রসঙ্গ		৬৬, ৭৫, ১০২, ১৫৮, ২০৭, ২৩৪, ৩৬৭, ৩৯৮
স্বদেশলি মিদং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্	৺ উমেশচন্দ্র দত্ত	২৬৬
সোনার কমল (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	২৪৮, ২৭৬, ৩১৮
হিন্দু জ্যোতিষ	শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-জ্যোতিষতীর্থ	৪৮, ৯২, ১৫৭
হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৫, ৪৪, ৭৯, ১০৮, ১৪৩, ১৮৪, ২০৮

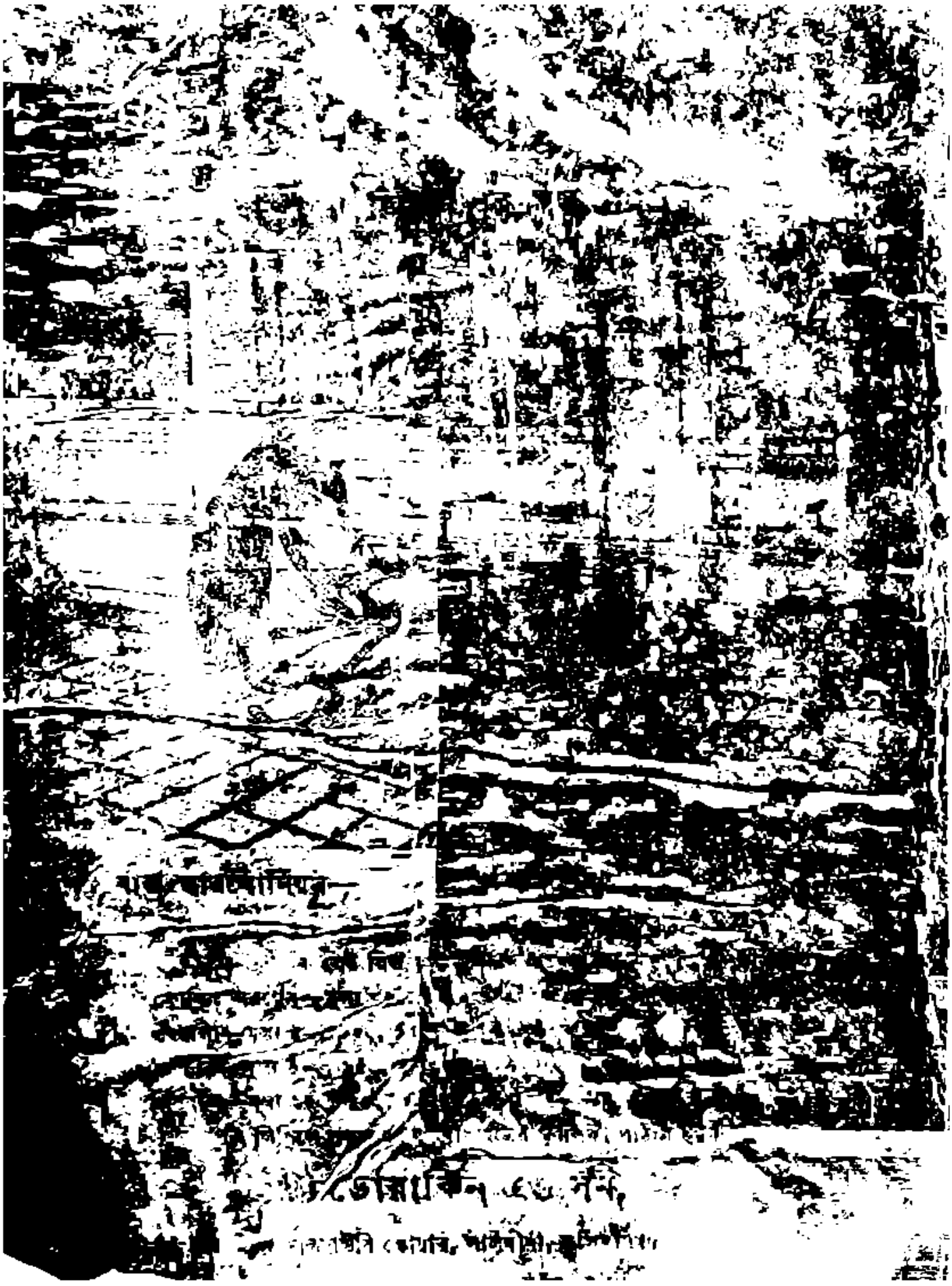

বামাবোধিনী পত্রিকা।

P3025

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮৭ সংখ্যা।	শ্রাবণ, ১৩২৭ । আগষ্ট, ১৯২০।	১২শ ... ৪র্থ ...

সংকল্প গান।

কেবল তব প্রীতির তরে
তোমার এই কঠিন প্রেম
নিলাজ শঠ কপট মোরে
সাজে কি এত প্রবল-মান!
তব অমিয়-ধারা,
লোহাগ-মাখা নয়ন-তারা,
অকূল প্রেমে করিতে হারা
কত না তব চাতুরী জান।
নিলাজ শঠ কপট মোরে
সাজে কি এত
শোধিব কিসে তোমায় হে
আমি যে সখা, অতীব দীন
সকল দিয়া তোমারে দিয়া
সফল করে লইবে প্রাণ?
তৃষিত মম অলস আঁখি,
হারিবে পথে আবেশে থাকি,
চরণ-তলে পরাগ মাখি
জীবন যাবে নিদয় গান!

রমেশ।

নীনার শিক্ষা।

(উপন্যাস)

(২)

উত্তরে টেশনে আসিয়া 'প্লাটফরমের' প্রান্তে একটা বেঞ্চির উপর বসিলেন। নীনার হাত হইতে খবরের কাগজখানা লইয়া কিয়ৎক্ষণ ঔৎসুক্য করিয়া, নীনাকে বাতাস করিতে করিতে পার্লন এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনাকে অত্যন্ত নিস্তেজ বোধ হচ্ছে, একটু চায়ের চেষ্টা দেখব না কি?"

সবিনয়ে নীনা বলিল, "ধন্যবাদ, ট্রেণের আর অল্প দশ মিনিট মাত্র বিলম্ব, এইটুকু সময় শান্ত হয়ে বিশ্রাম করলেই স্বস্থ হব। দেখুন দেখুন, ও-দিকের প্লাটফরমে ঐ যে মহিলাটি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি কে বলতে পারেন? ওঁকে প্রায়ই ওখানে দেখি।"

পার্লন নির্দ্দিষ্ট মহিলাটির দিকে চোখ ফিরাইয়া কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "উনি কোন একটা থিয়েটারের অভিনেত্রী, নাচেন। শুনেছি, এখন উনি 'জয়পুরে' অভিনয় করছেন।"

কথাটা বলিয়াই পার্লন বই খুলিয়া চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। অগত্যা নীনা চুপ করিয়া গেল। পার্লন বই পড়িতে পড়িতে নীনাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। নীনা মুখ ফিরাইয়া লইয়া, একাগ্র দৃষ্টিতে মহিলাটিকে দেখিতে লাগিল।

মহিলাটির দেহ যেমন লম্বা চওড়া। তাহার পরিধেয় হইতে পরিচ্ছদ ছিল, তাহা যাহা হউক একটা কিছু হইতে পারে। প্রচুর স্বাস্থ্যের নিটোল সুগোল মুখের উজ্জ্বল গোলাপী রং দেখিলে হঠাৎ তাঁহাকে খাটি ইংরেজকন্যা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু পিঠের উপর দোলায়মান ঘুঙ্ঘুঙে কোঁকড়া চুলের রিঙ্গনী এবং চোখের কালো তারা হইতে তাঁহার বর্ণসঙ্করত্বের প্রমাণ ধরা পড়িতেছে। মেয়েটির পরণে গোলাপী রঙ্গের ঘাগ্‌রা ও জামা, তাহার উপর বক্ষ হইতে আপাদলম্বিত সাদা রেশমের Apron বা অঞ্চলখানি। গলায় মাঝারি গোছের সোণার চেইন্ ছড়া। মাথায় টুপি বা ঢেকা কিছুই ছিল না। মেয়েটি অত্যন্ত গর্ব্বিত ভঙ্গীতে প্লাটফরমের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। হাতে অলস সিগার। মাঝে মাঝে এ-দিক্ ও-দিক্ গর্ব্বদৃপ্ত কটাক্ষ হানিতে হানিতে তিনি সিগারে প্রচণ্ড টান মারিতেছিলেন। এই প্লাটফরমে ট্রেণের প্রতীক্ষায় অনেকগুলা দেশীয় লোক বসিয়াছিল। তাহারা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া মেয়েটিকে,—কেহবা মেয়েটির আচরণ দেখিতেছিল।

অজ্ঞাতেই নীনার চোখে বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটাইয়া উঠিল।—হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিস্মিত স্বরে সে বলিয়া ফেলিল, "কি অদ্ভুত!"

পার্লন চমকিয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কি সে?"

নীনা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া উঠিল,—এই-প্লাটফরমে ওরা লোকগুলা তীব্র কৌতূ-

বলে নীনার সম্পর্কে বিদেশ-প্রবাসী ও সিগারেট-ভক্ষণীরা দেখিতেছে, সে যে তাহারই মত একজন ফিরঙ্গী-যুবতী,—সে-কথাটা হঠাৎ মনে উদয় হইয়া এক মুহূর্ত্তে নীনার আত্ম-বিশ্বাসের কথার নিস্তার কণাঘাত করিল। নীনা ঘুরিয়া গেল। পার্সন যতই উচ্চ-প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মহিলা হউন,—তবু তিনি শ্বেত ইংরাজকন্যা, সে-পার্থক্য-বোধটা নীনার মনের উপর ভারে সবল হইয়া। এই পার্থক্যই আজে নিজের স্বজাতি এতটি বিদেশিনীর আচরণ-ভঙ্গির কল অকপটে, প্রকাশ করিবার অপমান-ভয়ে, নীনা কিছুতেই মন্ত্র করিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু অকস্মাৎ ঘুরিয়া কথার আঘাত যখন করিয়া দেখিয়াছে, তখন—যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ একটা কিছু দেওয়া চাই!.....মাথা হুলাইয়ার ছলে টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া, নীনা মৃদুস্বরে বলিল, "কি জানেন, এ দেশের ঐ অসভ্য যুগগুলা। আনোয়ারের মত নির্লজ্জ বর্ব্বর দৃষ্টিতে দেখে আছে।"

পার্সন চাহিয়া দেখিলেন; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নিতান্তই কথার কথা! নারীজাতি-সম্বন্ধে ওদের ধারণা-বোধটা খুব চমৎকার সুন্দর!"—

পার্সন নিজের টুপিটা টানিয়া কপাল ঢাকিয়া দিয়া বইটা চোখের সামনে ধরিলেন। পরক্ষণেই কি একটা মনে পড়ায়—হঠাৎ চোখের সামনে হইতে বইটা সরাইয়া নীনার মুখপানে চাহিয়া মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "তবে একটা কথা আছে। সভ্যসমাজের ভেতর ছুরন্ত আত্মবিশ্বাসক মনুষ্যের বিরুদ্ধে তর আলাপ-চোখ চেয়ে ওদের নীরব-অভিযোগ ... বিলাতে থেকে ... আসবার সময়, জাহাজে পৌঁছে ... অনভ্য-শিষ্টাচারী সংযাত্রীর ব্যবহারে আমাদের এত বেশী উত্যক্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গিনী একটি লক্ষ্মহিলা থেকে বেত্র-ব্যবহার করে তাহাদের বাঁদরামীর উপর পানাতে বাধ্য করেছিলেন।"—কথাটা শেষ করিয়াই পার্সন ম্লান হাতে বইয়ের দিকে চোখ ফিরাইলেন। ওঠাধর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

নীনার মুখও গম্ভীর হইয়া গেল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "অকপট অসভ্যতাই বলুন, আর কপট-সভ্যতাই বলুন, দুই-ই মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় একই বর্ব্বরতার বিধা-বিস্তারিত পাতের।—একই শ্রেণীর, একই-সামগ্রী!

মৃদুস্বরে পার্সন বলিলেন, নিশ্চয়ই।—পাশবিক বর্ব্বরতা, ইউরোপের পোষাক পরেই আসুক, আমেরিকার পোষাক পরেই আসুক, আর এশিয়া ... মানুষের অনিষ্ট করতে, সকল ... শক্তিই সমান। বাইবেলের হিসাব থেকে ... উনিশ বিশ গণনা করি, আর ... পৃথিবী অভ্যাচার-পীড়িতা হচ্ছেন কিন্তু ... সমান ওজনে!"—

নীনা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। অনেক দিনের ঘানা, অনেক অনেকের সংস্রবে অনেক ভিন্ন ভাবের মনের উপর ঢেউ খেলিয়া গেল। সে চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

ইংরেজ নারীর চঞ্চল-কোমল ভাব

নিকট মুখরিত করিয়া —ট্রেণ
ছাড়িয়াছে।

ঘুইজনে চকিত-নয়নে দূর মাঠের দিকে
চাহিয়া রহিলেন সভাই ট্রেণ ছুটিয়া আসিতেছে!
ক্রমে আসন্ন-অঞ্চল নীল ধূম-ছুইটি নীনার
মুখের উপর ছাপন করিয়া পার্সনি প্রেম-
ভাবে কহিলেন, "এইবার রমাকান্তের শুভ
সম্মিলন কাল হইতে আনন্দ-সঙ্গ" অভিনন্দিত
করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অভ্যন্ত
হয়ে গেছে,—আমি অনুভব করি—।"

পার্সনের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া
নীনা দৃঢ় উৎসাহের সহিত
ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট উপযুক্ত
একটা স্থানের কামনার জন্য নাই।—কেমন,
ঠিক, নয় বলেন,—এখন ঐনাবরাক
উপস্থিতিক সভই নির্ভয় চাঞ্চল্যে
নির্দ্বিধভাবে অভ্যর্থনা করে চলুন, কিন্তু—"

পার্সন বক্তৃতার ঝোঁক ছাড়িয়া উঠিয়া
পড়েন, "হাঁ হাঁ ও পর্য্যন্তই থাক্! 'মন'—
এই মহাভাবের উপর মায়া ছাড়াই নিশ্চিন্ত।
ছোটা মুহূর্তে আমি ধারা আছি, কিন্তু পৃথিবী
পুরু মানুষের হাসি-কান্নার আমি আর্থপর
উদাসীন হয়ে নির্দ্দিয় হয়ে যাব, এটা
কখনো আমার হবে। আর কথন, নীনা,
আমাদের বন্ধু-সম্প্রীতির মিলন-উৎসবে
আমি নিজে প্রথম হয়ে থাকব, আপনি
আমাকে করে দেবার জন্যে মনের মত

কাল। আমি তার
আমার যাদুকে নিয়ে
খাটী।" ষ্টেশনের
একটা নালিকার দীকে

ঘণ্টার একটা ট্রেণ পশ্চিমে যাইতে
দেখিতে পাইয়া, নীনা কথা বলিতে বলিতেই
বাহু ও উরুদেশ ভালরূপে ঝাড়িয়া লইল।

প্লাটফর্মে দাঁড়াইতেই, সৌম্যদর্শন
ছাত্র উজ্জ্বল রক্ত-রঙের এপোষাকপরা,
সুন্দর-কান্তি কুলী, খাটি ইংরেজদের শিক্ষিত
সাহেব ভৃত্যের মত খুলিয়া দাঁড়াইল। চাকরদের
গাড়ী হইতে তাঁহার ভৃত্য পোষাকের ব্যাগ ও
বিছানার বস্তুক প্রভৃতি ছোট খাট কতকগুলা
মালপত্র নামাইয়া একটা কুলীর মাথায়
চাপাইয়া, দল হইতেই প্রভু ও প্রভু-পত্নীর
উদ্দেশে নীরবে অভিবাদন করিয়া, বাসার
দিকে চলিল। শিকক, "একদম বিলাতের
মাইল-সুদূরবর্ত্তী.....শহরের অবশ্যই ম্যাজিষ্ট্রেট
সাহেবের যোগ্য বিরাট গাম্ভীর্য্যপূর্ণমুখে—
অগ্রসর হইয়া, পত্নী ও পত্নীবন্ধু পার্সনের
সহিত কেতাদুরস্ত শিষ্টাচার-বিনিময়ান্তে
সম্ভাষা করিলেন।

উত্তেজনা-চাঞ্চল্যে নীনার দুর্ব্বল
হৃদ্‌যন্ত্র অত্যন্ত স্পন্দিত হইতেছিল। আবেগের উচ্ছ্বাসে
বাষ্পস্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "আমার আমরী
কেমন আছে, বেচারা মামুলী?"

পার্সনের চোখ আড়াল করিবার জন্য
ছট করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া, নীনার মুখের দিকে
চাহিয়া শিকক তীব্র ভ্রূকুটি করিলেন।
নীনার মাথা ঘুরিয়া গেল,—হৃদ্‌যন্ত্র তৎক্ষণাৎ
ভীষণ বেগে স্পন্দন বন্ধ করিয়া দিল। নীনা
কাতরভাবে চোখ নামাইল। শিকক্ তো
ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, সশব্দে চুরুটটা
ঠোঁট হইতে নামাইয়া, একজনে ম্যাকএলের
বাহিরে ফলিয়া দেয়া যাক্ সোজা, করিয়া,
প্রবল গাল-ভীর কণ্ঠে বলিতেছে, "ভালই

আজ, তার ভাগে অতটা যদি না হ'লেও চলে।"

লীনা মরমে মরিয়া গেল। এই প্রচণ্ড রাশভারী মহাযান্ত্রিক স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা যে লীনার এতটুকুও নাই, সেটা লীনা খুব জানিত। নিজের ভাগ্য-বিধাতার সহিত তর্ক-প্রতিবাদে বিরোধ বাধাইতে লীনা ভয় পাইত। কাজেই অকাতর সহিষ্ণুতায় নিঃশব্দে স্বামীর সব কিছু উগ্র বিরক্তিকর আচরণ তাহা পরিপাক করা ভিন্ন তাহার গতি ছিল না। ঘনিষ্ঠ পরিচিত পুরুষ-বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ লীনার অগাধ ধৈর্য্যটা আদর্শ পাতিব্রত্যের লক্ষণ বলিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখরিত করিতেন, কেহ বা শুধু গম্ভীর হইয়া থাকিতেন। মহিলা-বন্ধুরা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও, নিভৃত আড়ালে স্বামীর অন্যায়-সম্ভোগে উদাসীনতার জন্য লীনাকে কর্ত্তব্যপরায়ণা মুখ পত্নী বলিয়া নিন্দা করিতেন। অখ্যাতিটা লীনার কানে মোটেই পৌঁছাইবার পথ পাইত না, কিন্তু সুখ্যাতিটা পৌঁছাইত খুব প্রবলভাবেই নিজের সহিষ্ণু ভাগ্যের একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস-মর্ম্মর যে লীনার অন্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন না ছিল,—তাহা নয়। কিন্তু স্বামীর কঠোর ব্যবহারের বাজায় লীনার সে গর্ব্বের ফণা-বাহক গ্রন্থি খুবই লোচনীয় হইয়া পড়িত।

আজিও তাহাই দাঁড়াইল। বিশেষ করিয়া এই অপরিচিতা পার্সনের সামনে এই অকারণ ব্যবহারটা যে কিছুতেই আদর্শ পাতিব্রত্যের পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারা যাইবে না, সেই খেদটাই লীনার অন্তর বড় বাজিল। কিন্তু কিছু বলিয়া, কিংবা চুরি না করিলে, তাহা নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। কাজেই নিরুপায়।

মুখের বিরক্তিটা যথাসাধ্য গোপন করিবার জন্য জোর করিয়া মুখের উপর খানিকটা শুষ্ক হাসি টানিয়া কম্পিতস্বরে লীনা বলিল, "না, না, অধিক হই নি, তুমি ভুল বুঝছ—।"

ক্রকুটি করিয়া সিকদার বলিলেন, "আমি ভুল বুঝছি!—" কথাটা বলিয়াই সিকদার কি ভাবিয়া কে জানে কণ্ঠস্বর সংযত করিলেন; পার্সনের দিকে চাহিয়া বক্রহাস্যে বলিলেন, "জানেন মিস পার্সন, ভুলনা অবশ্য করণ মেয়েদের মত নিরীহ জীব আর দুনিয়ায় নাই।—"

পার্সন তাহার কোন উত্তর দিলেন না। শুধু ভ্রূকুঞ্চিত বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে লীনার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, সে মুখ লজ্জায় অপমানে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। পার্সন প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণরূপে চাপা দিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "এখানকার ভিড়ে লীনা অসুস্থ বোধ করছেন, বাড়ী যাওয়া যাক্, চলুন।"

"চলুন"—বলিয়া সিকদার হাতের সিগারেটটা ঘুরাইয়া বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে লাগাইতে পা বাড়াইলেন। লীনার হাত ধরিয়া পার্সন অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা যখন পা চালিতে না চালিতে গাড়ীটা আসিয়া, হাঁপাইয়া হুস্ করিয়া ব্রেক কষিয়া, মুখ মাঠের দিকে ঘুরাইয়া, প্লাটফর্ম-ঘরের সামনে দাঁড়াইল। সেই দিকের প্লাটফরমের দিকে চোখ পড়িতেই সিকদার হঠাৎ একটা ছোট চীৎকার সামলাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।—সিকদার তাঁহাদের সোজাসুজি ও প্লাটফরমে তখন সেই কিরিঙ্গি

[illegible] পিকক [illegible] নিকটে [illegible] অবাক্ হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। নীনা ও পার্সন যে তাঁহার [illegible] সকলকথা তিনি যেন মুহূর্ত্তের [illegible] সঙ্গে ভুলিয়া গেলেন।

নীনা নিতান্তমনস্ক ভাবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিকক্‌ের আচরণ লক্ষ্য করিল না; কিন্তু পার্সন সকলই লক্ষ্য করিলেন। চকিতে দৃষ্টি তুলিয়া তিনি ফিরিঙ্গী-যুবতীর দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অস্বাভাবিক বিদ্বেষজ্বালা-ভরা চোখে তাঁহাদের দিকেই চাহিয়া আছেন। পার্সন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

হঠাৎ পার্সনের দিকে চোখ পড়িতেই, পিকক্ চোরের মত সন্ত্রস্তভাবে চোখ নামাইয়া লইয়া হাঁটিতে সুরু করিলেন। দুই মুহূর্ত্ত পরে, [illegible] ফিরাইয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বোম্বাইয়ের অবস্থের জন্য তুমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছুটে [illegible] ভাল কাজ করেছ, নীনা! যাওয়া [illegible] মিনিটের পথ আমি ত এখনি গোপনে দিয়ে পৌঁছিতুম। কেন কষ্ট করে এলে?"

স্বামীর [illegible] সন্তাষণে নীনার মনের ভাব [illegible] একটা [illegible] ফ্যাকাসে-মলিন মুখে [illegible] হাসি ফুটাইয়া মধুর স্বরে উত্তর দিল, "শুধু বাঙ্গলীর অবস্থের জন্য নয়, আমার বৈকালিক [illegible] একটা শেষ করবার দরকারও ছিল।"

[illegible] হল, এই বলিয়া পুনঃ [illegible] নীনার আত্মসম্বরণ-চেষ্টার [illegible] হইয়া নিঃশব্দে [illegible] করিয়া [illegible] পার্সন ইতঃপূর্ব্বে [illegible] পিককে [illegible] এমন [illegible] দেখেন নাই, এবং সে সময় পত্নীর উপর পিককের ব্যবহার খুব সদয় অনুগ্রহপূর্ণ ই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বাকেই সহসা নীনা কখনও একটু কাতরতা প্রকাশ করিলেই পিকক্ যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, সেটুকুও পার্সন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আজ পিককের মেজাজটা গোড়া হইতেই পার্সন নেহাৎ একটু অস্বাভাবিক 'গরম' টের পাইতেছিলেন। তার উপর আবার সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ। পার্সন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পিককের মুখ পানে চাহিলেন,—এই বুঝি হয় বুঝি!

কিন্তু পিকক্ কোন সাড়া শব্দ দিলেন না। নীনার বৈকালিক কার্য্যের মধ্যে কি ছিল বলা শক্ত, কিন্তু তিনি আর নীনার দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, অত্যন্ত উদাস ভাবে, চারিদিক্ চাহিতে চাহিতে চলিলেন। পিককের আকস্মিক অনমনস্কতার ভাণে নীনা যেটারা বেকসুর খালাস পাইল দেখিয়া পার্সন [illegible] দিকে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, অন্য দিকে তেমনি একটা অদ্ভুত বিস্ময়ও অনুভব করিলেন,—গুপ্ত অন্তরে, খুব সঙ্গোপনে!

(৩)

ষ্টেশনের বাহিরে, পার্সন [illegible] ডাকিয়া তিনজনে বাংলোর দিকে চলিলেন। তিনজনেই নীরব। কিছু দূর আসিয়া একটা চৌমাথার মোড়ে পৌঁছিয়া পার্সন ডাইনের রাস্তার দিকে চাহিয়া, হঠাৎ ব্যস্ততাভাবে মিনিট-খানেক দাঁড়াইয়া [illegible] করিয়া, নীনার হাত ছাড়িয়া সেই রাস্তার দিকে চলিলেন। নীনা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথায়?" চলিতে চলিতেই

...ব ..., কিছু মনে করবেন না,
...লির সঙ্গে একটু দলাদলি হয়েছে, ওরা ভয়ানক মারামারি শুরু করেছে আপনারা তাড়াতাড়ি যান। আমার যেতে দেরী হবে বোধ হয়।"

...ইনের পশ্চিম রাস্তার শেষ সীমায় চারটি ভিখারী বালক কি একটা টুকরা খাবার লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি জুড়িয়াছিল। বড়টি ছোটকে ভূমে ফেলিয়া দিয়া তাহার হিস্যাটুকু লইয়া মুখে পুরিয়া দিল, ছোট দুজনের উপর লাফালাফি দিয়া আকুল আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিল। পার্সনি ...করিয়া, ...রা তিনজনের মাঝে পড়িলেন,—বড়টির কাঁধ ধরিয়া বেশ একটা ...লাথির পাক লাগাইয়া, তৎক্ষণাৎ বগল ঝাড়িতে ঝাড়িতে ছোটটীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। নিকটেই একটা খাবারের দোকান ছিল; পার্সনের ইঙ্গিতে দোকানদার একটা ঠোঙায় করিয়া কিছু খাবার আনিয়া ছেলেটির হাতে দিল। পার্সনি ...র প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া কমালে করিয়া ছেলেটির হাত, মুখের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতেই—ছেলেটি সমস্ত লোকের মাথা ভুলিয়া তৎক্ষণাৎ ধূলার উপরই খাবারের ঠোঙা খুলিয়া, বসিয়া পড়িয়া, দু হাতে খাবার তুলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে মুখে পুরিতে সুরু করিয়া দিল। তাহার কাণ্ড-ভরা ক্ষুধা-আগুনের ছটিতে ভরিয়া উঠিল!—পার্সনি ...মুখে তাহার কোকড়ানো চুল-ভরা মস্ত মাথাটার উপর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ...ইতে, খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। বড় ...কিছুতেই তাহার পা টানা দিয়াছে।

...ধরে নিকট একটি ...য়াইয়া, ...ছাত্রের অঙ্ক পাশে বসিয়া ...ঝিয়াইয়া, ...লাইটে ঠোঙা টুকিতেছিলেন। ...একটু ঠাহরাইয়া সুযোগ পাইয়া, একবার মুখটুকু তুলিয়া, ...বিস্ময়ে ...দেখিতে লাগিল ...ছেলেটির খাওয়া

পড়িয়া ...—নিজের ছেলেকে ...করণা-বিগলিত ...মন ভরিয়া ...মাই, মাই-কোঁটা-কোঁটা ...মাতৃত্বের ...বুকে কত অপর্যাপ্ত ...

সে, সেই ছোট ...অনাথ ছোট ...অন্যত্র সেবা-প্রয়োগ-নীরতার ...সময়ে ...করিতে পারে? ...ধাত্রীরা ...তাহার উপর ...গভীর রাত্র ...ঝিনিস লুকাইয়া ...আর—অবশ্য না জানি, তাহা ...

...নার চোখ ...হয়, ...মুখের ...ভিতর ...সে তাকিয়াই রহিল

চুপটি করিয়া পিতৃক ...বলিলেন,—"কই, ...

চমকিয়া ...লীনা ...—তিনি—...লীনা বলিতে ...শব্দের ...সমাবেশ ...স্থানীয় ...মনের ...ঠিক ...পরিচয় ...নিতে কিছুই ...নার ...নাই। পুলিনীর ...কিন্তু ...চোখে ...দেখিবার ...নয়নভাবে ...ক্ষমতা ...তাহার কিছুমাত্র ...না থাকিলেও, ...অনুষ্ঠিত সকল ...ব্যাপারকে নিজের ...খেয়ালী ...খুসী, ...উপর ...

"তোমাদের নিজেদের দুইটি মেয়েকে তো এত কিছুতে অসন্তোষে প্রকাশ করিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তথাপি ছেলে লইয়া পরমের এই বাড়াবাড়ি, নিরুপায় হইয়া কিরণময় সন্তোষের দৃষ্টিতে দেখিলেন না, তাহাতে একবিন্দু সন্তোষ ছিল না। লীনা পরমের পায়ের কাছে সাড়ি চাপিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি গতির বেগ ছাড়িয়া আস্তাইয়া চলিতে সুরু করিয়া ঠোক গিলিয়া, সংক্ষেপে বলিল, "তিনি এই দিক্ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে গেলেন।"

"এই দিকে!"—বলিয়া ও কুঁচ্‌কাইয়া কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়া এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া থামিয়া গেলেন। সমুদ্র ও দিগন্ত হইতে অনেকগুলি ইতস্তত পথিক আসিতেছিল। তাহাদের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কেতা-বাফিক সভ্যতার প্রমাণ দেখাইবার জন্য, বাঁধা-দস্তুর সাহায্যের বুলি আওড়াইয়া লীনার দিকে গভীর ভাবে আর তাকাইলেন। দুইজনে নীরবে চলিতে লাগিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া একটা পাটিল-ঘেরা প্রশস্ত হাতার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট বাড়ীর দেখিতে পাওয়া গেল। বাংলো-দুইটির একটায় লীনার 'আড্ডা', অপরটায় ক্লিনারা নেয়-দুইজন থাকিতেন।

গাড়ীচালক ফটক খুলিয়া হাতায় ঢুকিয়া খানিক আস্তে-ধীরে চালাইয়া বলিল, "এইবার ভাড়া মিটিয়ে দেন্। আর ঘণ্টা-টাক্ খানেক পরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আস্তে হবে না, সাপ করেন্। তুমি চা-খেয়ে ততক্ষণ ছুটি নিয়ে বেরোও, আমি খেয়ে খোকার ঘরে শুচ্ছি।—ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসব।"

অবাক্ত বিরক্তি-ভরা আস্তে ধীরে পিতৃ বলিলেন, "বেশ তো, যাও না কে তোমায় বারণ করছে!"

লীনা নীরবে একবার শুধু গভীর মুখে পানে চাহিল, কোন কথা বলিল না; মাথা হেঁট করিয়া শ্রান্ত অলিন্দ চরণে বাংলোর বারান্দায় উঠিয়া, মুহূর্তের জন্য একটু ইতস্তত করিয়া কণ্ঠস্বরে খুব জোর টানিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "চল, চায়ের টেবিলেই বসা যাক্! রোজ একলা চা খাওয়ার কষ্ট সইতে হয়, আজ সুযোগ ছাড়লে পোষাবে কেন। কি বল অধ্যায়!" স্বামীর মুখ-পানে চাহিয়া লীনা সহজভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

পিতৃ অবিচলিত গাম্ভীর্য্যে বলিলেন, "পাঁচ মিনিট অন্তর মত পরিবর্তন তোমার চিরদিনের অভ্যাস, সেটা খুব জানি; সেই জন্যেই তোমায় প্রশ্রয় দিই না।"

লঘুহাস্যে লীনা বলিল, "বড় দার্শনিকের মতনই তাই! 'অরণ্যরোদনের এক কথা' প্রবাদ তাদের ক্ষেত্রে খাটে না, জানো তো! .....আর, আমার জন্যের লিপি চায়ের টেবিলে দিয়ে যাও।"

প্রভু-দম্পতির আগমনে, দুটির খানসামা, বাবুর্চি ও আয়া-দুইজন তটস্থ হইয়া সেলাম দিয়া ছুটাছুটি করিয়া নিজ নিজ কাজে লাগিল।

দুইজনে আসিয়া ড্রয়িং রুমে ঢুকিলেন। লীনার ঔষধের গ্লাস ও বিবি আনিয়া আয়া মুহূর্তে ড্রয়িংরুমে ঘরে ঢুকিল। লীনা টেবিলের একটু দূরে একটা সোফা ঘসটাইয়া

...কে চেয়ার লইয়া বসিয়াছিল,—বোধ হয় ...ওয়া পাইবার অভিপ্রায়ে। শিবু টেবিলের উপর কুনুয়ে ভর দিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া অকুটি-কোমলনে টেবিলের উপরকার আয়ার মেহের আলোটার দিকে চাহিয়াছিলেন। দুইজনেই নীরব নিস্তব্ধ।

আয়া লীনার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে অন্ত হস্তের দিয়া লীনার কুঠিত চাকর 'বয়' চায়ের সরঞ্জাম সাজানো ট্রে লইয়া ঘরে ঢুকিল। টেবিলের উপর ট্রে নামাইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে সে লীনার দিকে চাহিল,—চা কি সে-ই পরিবেশন করিবে?

গ্লাসের ঔষধ মুখে ঢালিতে উদ্যতা লীনা হাত নাড়িয়া নীরব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল। শিবু চোখ ফিরাইয়া লীনার নিষেধ-ইঙ্গিত দেখিয়া মুহূর্তে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জিয়া উঠিলেন,—"চা দিই না।"

ঔষধগন্ধ-ভরা, তীব্র তিক্ত ঔষধ মুখে ঢালিয়া লীনা গিলিতে ভুলিয়া গেল; নির্নিমেষ-নয়নে আয়ার দিকে কয়েক চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে অন্যদিকে চোখ ফিরাইল। ফলে উদ্যতা ঘনাহতকরণা হইয়া, আয়ার হাতে গ্লাস ফিরাইয়া দিয়া, সে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। আয়া চলিয়া গেল।

'বয়' পলায়ন করিতে ব্যস্ত হইয়া চট্ পট্ ক্ষিপ্র হস্তে ট্রে গুছাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মুহূর্ত-পরেই শিবু আবার, কি ভাবিয়া কে জানে, চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"দূর হ তুই, পাজী! তোকে চা করতে হবে না।"—সঙ্গে সঙ্গে ধড়্ ধড়্-শব্দে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়া বয়ও উঠিয়া পড়িল; কটমট করিয়া শিবুর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া নিজের অধঃস্তন ভৃত্যকে ডাকিল, "কোন্ হ্যায়!"

বেলন হইতে মোট-ঘাড়ে বহিয়া [illegible] পৌঁছিয়া অপর বেহারার হাত-পা ধুইয়া বাবুর্চিখানায় ডালের খাইতে ঢুকিয়াছে প্রকৃত চীৎকার শুনিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া। প্রভু তাহার কান মলিয়া এক কাঁচুনী লাগাইয়া ঘরের দিকে দেখিয়া দিয়া বলিলেন, "কাহাঁ রে। ডাক্তার, কলকি'তা জানো।"

আর্দ্র ডাল মাখানীর সহিত নিশ্চেষ্ট কর্ণের আলা পরিপাক করিয়া, ভৃত্য নিকদ্বরে ঘরে ঢুকিল। বয় তখন অকদিকের দেয়ালের পর্দার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া ভীতিগ্রস্ত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে;—আর লীনা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আয়নার দিকে মুখ ফিরাইয়া উদাস করুণ দৃষ্টিতে বাহিরের ভরা জগৎ দেখিতেছে। গৃহ নিঃশব্দ।

'টী-পট' হইতে গোলাপী-দুইটায় চা ঢালিয়া ভৃত্য প্রভুর দিকে এক গ্লাস বাড়াইয়া দিয়া ক্যাম্ বিস্কুট কেস্ ভরা পাত্রটা সম্মুখে রাখিয়া ঘরের ডান দিক হইতে বাঁ দিকে চেয়ার আনিতে লীনার দিকে চাহিয়া বলিল, "মেম সাহেব!"

লীনা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। চায়ের কাপ যে তখন তাহার কর হইতে একেবারেই চলিয়া গিয়াছে, সেলভাটা মুখ ফুলিয়া ঢলিবার প্রচুর ইচ্ছা সত্ত্বেও লীনাকে তাহার সাম্মুখে ফুলাইল না। ভৃত্য চেয়ার লইয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে উদ্যত দেখিয়া বলিল, "থাক্, আমি টেবিলেই রাখছি, তুমি যেতে পারো।"

টেবিলের কাছে নীনাই একা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কাজ চালিয়া গেল। নীনা বসিয়া ছিল চেয়ারের বাহিরে। কিন্তু চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া এক চুমুক গ্রহণ করিয়াই বুঝিল, উহা তাহার পক্ষে অসহ্য-তপ্ত! বিনা-বাক্যে পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া, একটা বিস্কুট তুলিয়া লইয়া কম্পিত হস্তে চায়ে ডুবাইতে লাগিল।

পিকক ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে, হঠাৎ সবেগে মুখ তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "আচ্ছা মিস্ পার্সন যে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! কোথায় গেলেন? নিশ্চয় ভবসনের কুঠিতে নিশ্চয়!"

প্রশ্নটা বিচিত্র নয়, কিন্তু স্বামীর প্রশ্নের ভঙ্গীতে হঠাৎ নীনা ভয়ঙ্কর চমকিয়া উঠিল! মুহূর্ত-কাল তাহার কথা বাহির হইল না। তাহার পর পাংশু মুখে জড়িত স্বরে সে বলিল, "ভবসনের কুঠি? না, না—কৃষ্ণ-পল্লীতে বোধ হয়—।"

পিকক কুটিল কটাক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ-পল্লী? সেখে মিথ্যে কথা বলো না!—ঐ দিকেই ভবসনের কুঠির রাস্তা—

নী। হাঁ, তা ঠিক্, কিন্তু মিসেস্ ফ্রাউডেন্ কি মিঃ ভবসন কেউ তো আজ কুঠিতে নাই—।

নীনার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে ডুবাইয়া দিয়া সহসা কুটা ঠুকিয়া কঠোর গর্জনে পিকক বলিলেন, "নেই? আমার মিথ্যে দিয়ে পার্সিকে ঢাকবার চেষ্টা? ঘোর মিথ্যাবাদী তুমি! আচ্ছা, চল্লুম আমি, দেখি তারা কেমন কুঠিতে নেই!—"

লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে, টুপিটা বগলে চাপিয়া পিকক তীরবেগে বাহির হইলেন। নীনা হতবুদ্ধি বিহ্বলের মত বসিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

পথিক

(১)

আমি শুধু চলি কেবল চলি—
কোন্ দেশেতে ঘরখানি মোর
পথ তাহার কেহ না ত কেউ বলি!
সকাল থেকে কেবল হেঁটে হেঁটে,
যায় দিনটা যায় সে আধেক কেটে,
রাত্রি বেলায় ঘুমায় নাকো তবু—
শ্রান্ত-দেহ পড়তে থাকে টলি!
—শুধু আমি চলি কেবল চলি!—

(২)

সকল চলা ঘুচি আমার যেই,
জানি কোন্ শুভক্ষণে মিলিবে মোর সেই।
প্রিয়া আমার সেই—তবে
ঘুচে যাবে হাহাটা ভবে,
পূর্ণ-কথা দিয়ে আমার
সারা অঙ্গ ছেয়ে—
—কেবল চুমো খেয়ে!

সুখের দুখের মাঝে
প্রেমের বাঁশী কানে বাজে,
আঁধার হিয়া' পরে আমার
বুলায় স্বপ্ন-তুলি,
—তাই ত আমি চলি।—

(৩)

বর্ষা আসে ঘটা মাথায় করি,
ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাপ্‌ড়া লেগে
দুঃখ দেহ উঠে গো থরহরি!—
আকাশ ভেঙ্গে নামতে থাকে জল—
ভিজে ভিজে হিম হয়ে যাই,
সাইক আমার নাই কিছু সম্বল।
পথের কাঁদা গায়ে মাখি,
আঁধার ঠেলে চলা থাকি,
সঙ্গী কেউ নাইক যেন—
কারে এ-সব বলি।
বিজন-পথে চলি কেবল চলি!—

(৪)

এমনি করে কাটিয়ে ছেঁড়ি
কত দীপ কত শীতের দিন।
গায়ের ভরাট যৌবন
তবু আমি চলি বিরামহীন
বসন্তের ওই পাখীর গানে
মনটী আমার কোথায় টানে!
না জানি কোন্ হারা-হরিণ
নিত্য আমায় ডাকি'
—আমি ওগো চলি কেবল চলি!—

(৫)

করে আমার নামবে বেলা
সাঙ্গ হবে যাত্রা—
টিকানা নাই তার।
কোন্ অজানা পুরের পানে
ছুটি কেবল উধাও প্রাণে।
হয় ত ওগো হবে আমোর
চলাই কেবল সার।
পাখীরা সব ফিরে নীড়ে,
বাতাস আজি বহে ধীরে—
ক্লান্ত-দেহে অবশ-পায়ে
ধূলা পড়ে চলি—
—তবু আমি চলি কেবল চলি।—

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য।

জলপাত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

যখন ম পাইউ বাহিরা—কাহিরাও সে সময় নিরূপণ করিতে পারেন নাই। যি লিখন লেখ [illegible]—বাঙ্গালা কোরাণের লেখা লিখিয়াছেন।

তিনি যাই বঁ যোগী আইন—যোগী ব্যক্তিরাও তিনি কোথায় জানেন না। কতী মাত্র নর কোই—কেহই [illegible] যে যাহা জানেন না।

প্রশ্ন। কবে কে আছে, যখন সেই নিরাকার ব্রহ্ম এই সাকার জগতের সৃষ্টি করিলেন?

উত্তর। যা কছু তিনি ঠিকই জানে—তিনি এই জগতকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন।

• ৩৭৫ কালে যে-ভাবেই আপনি জানেন, কেন সুরূপ তিনি আপনাকে এই রূপরূপে প্রকাশ করেছেন।

৩৮ ঋষি আখ্যা—এমন মহান্ পুরুষের কথা ক্ষুদ্র মানুষ কি বলিবে? কিবা লীলাই—সেই মহান পুরুষের ভক্তি করিবার মানুষের কি শক্তি আছে? কিউ বরণী—কি শক্তি আছে যে তাঁহার বর্ণনা করিব? কিব জানা—কি জ্ঞান আছে যে তাঁহাকে জানিতে পারিব? যথা শ্রুতি—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'—যাঁহাকে মন এবং বাক্য জানিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে।

নানক—নানক বলিতেছেন। আখনি নাকো আবৈ—তাঁহার কথা এক জনের নিকট শুনিয়া আর একজন বলে, এইরূপ শুনে শুনেই চলিয়া আসিতেছে। ইক হু ইক সিয়াপা—এক শাস্ত্রকারের নিকট আর এক শাস্ত্রকার শুনিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ একজনের নিকট হইতে আর একজনের জ্ঞানের উৎপত্তি।

বড়া সাহিব—সেই প্রভু মহান্। কীতা পাকা হোবৈ—তাঁহার নাম মহান্। কীতা যাকা হোবৈ—যাহারই এই সৃষ্টি।

নানক—নানক বলিতেছেন। বেকো—একার। আপো জানৈ—অহংজ্ঞান আছে। আপে দয়া করোহে—সে অভিমানে অগ্রসর হইতে পারেনা।

তাৎপর্য্য—ভগবানকে ভক্তি করিতে না পারিলে, ভূতসেবা, তপস্যা, যজ্ঞ, দান,—এ সকল কিছুতেই মায়া মানুষ ত্যাগিতে পারিবে না; আবার হৃদয়ে ভক্তি প্রেমের করিয়া ইহাদের যে কোনও একটি অনন্যমাত্র অনুষ্ঠান করিলেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। সেই মহান্ পুরুষ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সগুণ।—সগুণ ভাবে না মেলিলে ভক্তি লাভ হয় না। শাস্ত্রকারেরা যদি নির্গুণ ব্রহ্মের বিচার করিতে চেষ্টা করেন, সগুণ ব্রহ্ম কি-প্রকারে আপনাকে জগদ্রূপে প্রকাশ করিলেন—তাহার বিচার করিতে গিয়া, তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে; কারণ, নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় ক্ষুদ্র মানব কি বলিবে? সগুণ ব্রহ্মের ধারণা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই পথ ব্যতীত ভক্তিলাভ হয় না। অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়কে ভক্তিতে ভরপুর করিয়া সেই সগুণ ব্রহ্মের ভাবে আপনাকে ডুবাইতে হইবে।

পাতাল পাতাল লখ, আগাস আগাস। উড়ক উড়ক ভালি থকে বেদ কহনি ইক বাত। সকল আঘাড়হ কহনি কহেবা, অনন্ত, ইক ধাত। লেখা হোই তো লিখিয়ৈ, লেখৈ হোই বিনাশ। নানক, বড়া আখিয়ৈ, আপে জানৈ আপ।

পাতাল পাতাল লখ—লক্ষ লক্ষ পাতাল তাঁহার সৃষ্টি। সৃষ্টির অনন্তত্ব দেখাইতেছেন। আগাস আগাস—আকাশের অনন্ত লোক সৃষ্টি করিয়াছেন।

উড়ক উড়ক ভালি—উড়ক অর্থে খুঁজিয়া। ঋষিমুনিগণ তাঁহার সৃষ্টির অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে। থকে—ক্লান্ত হইয়া যায়। বেদ কহনি ইক বাত—বেদও সেই এক কথা বলে।—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্মসত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ।

মহন্ত আঠারহ কহনি কতেবা—অষ্টাদশ পুরাণ এবং শত শত গ্রন্থে পুরুষত্ব এই কথাই

সাহিয়া যাবে। অনন্ত ইক ঘাত—এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সার পদার্থ। লেখা জোই তো লিখিবৈ—অনন্ত সৃষ্টির বিষয় লেখা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লেখা হইত। লেখৈ জোই বিনাশ—সৃষ্টি-সংখ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সংখ্যা নাই, অর্থাৎ সৃষ্টি অনন্ত।

নানক বড়া আখিয়ৈ—নানক বলিতেছেন, তাঁহাকেই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। জাপৈ জাপৈ আপু—আপনার সৃষ্টির বিষয় তিনিই আপনি জানেন।]

অর্থ।—লক্ষ লক্ষ পাতাল তাঁহার সৃষ্টি; আকাশের অনন্ত লোক তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঋষিমুনিগণ তাঁহার অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে ক্লান্ত হইয়া যান্। অষ্টাদশ পুরাণ এবং সহস্র সহস্র ধর্ম-পুস্তক এই কথাই বলে যে, অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই ব্রহ্মই সার পদার্থ। অনন্ত সৃষ্টির বিষয় লেখা সম্ভব হইলে লেখা যাইত, কিন্তু সংখ্যা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সংখ্যা নাই। নানক বলিতেছেন, তাঁহাকেই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আপনার সৃষ্টির বিষয় তিনি আপনিই জানেন।

২৮

সালাহী সালাহি এতী সুরতি ন পাইয়া। নদীয়া অতে বাহ পবহি সমুন্দনা সাহিবহি॥ সমুন্দ সাহু কেতা গিরহা কেতী মালবী। কীড়ি তুলি ন হোবনী জে তিস মহেনি বিসরহি॥

[সালাহী—স্তুতি পাইবার যোগ্য যে পরমেশ্বর। সালাহি—স্তুতি করিব। এতী—এত। সুরতি—প্রেম। ন পাইয়া—নাই; অর্থাৎ কোথায় পাই? যিনি স্তুতি পাইবার যোগ্য এমন পরমেশ্বরকে স্তুতি করিব, সে প্রেম কোথায়? নদীয়া অতে বাহ পবহি সমুন্দনা সাহিবহি—নদী-সকল বহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে জানিয়াছি—কিন্তু সমুদ্র যে কত বৃহৎ নদী-সকল তাহা জানে না। মহুরা বেহ্ন সমুন্দ আত্মার মধ্যে বাস করিতেছে, কিন্তু জানে না যে সেই ব্রহ্ম কিরূপ অপরিমেয়। সো কিউ মনহু বিসরহি—যে সাধক সেই পরমেশ্বরের মন হইতে বিস্মৃত হয় না, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি প্রেম করে। সমুন্দ সাহু সরীরানি—তাহার নিকট সমুদ্রের রাজা মহারাজ। গিরহা কেতী—রাজপ্রাসাদান্বিত। মালধনী—ধনসম্পত্তি। কীড়ি তুলি ন হোবনী—কীটের তুলার হয় না; অর্থাৎ কীট অপেক্ষাও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।]

তাৎপর্য্য:—স্তুতি পাইবার যোগ্য যে পরমেশ্বর, তাঁহার স্তুতি করিব, এমন প্রেম কোথায়? নদী-সকল সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, কিন্তু তাহারা কি জানে যে সমুদ্র কি মহৎ পদার্থ! যদি কোনও সাধক ভাগ্যবশে তাঁহার প্রতি প্রেম লাভ করে তাঁহার মন হইতে বিস্মৃত হয়, সেই সাধক সমুদ্রের রাজা, মহারাজ এবং তাহাদিগের ধনসম্পত্তি কীট হইতে তুচ্ছতর কীটের তুল্য তুচ্ছ মনে হয়।

২৯

অন্ত ন সিফতী, কহনি ন অন্ত।
অন্ত ন করণৈ, দেনি ন অন্ত॥
অন্ত ন বেখনি, সুননি ন অন্ত।
অন্ত ন জাণৈ, কিআ মনি অন্ত॥
অন্ত ন জাপৈ, কীতা আকার।
অন্ত ন জাণৈ পারাবার॥

অন্ত করণানি যেষ্টেবিদন নাহি
তাকে অন্ত ন পাদে যাহি।
যে অন্ত কথনে কোই।
বহুতা কহিবে বহুতা হোই।
বড়া সাহিব উচা থাউ।
উচে উপরি উচা নাউ।
এহ উচা হোবে কোই।
জিস্ উচে কউ জানে সোই।
যে বড় আপি জানে আপি আপি।
নানক, নদরী করমী দাতি॥

[অর্থাৎ অসিকলী—পরমেশ্বরের গুণগানের অন্ত নাই।

তুলনি ন পড়—তাঁহার কথা বলিয়া শেষ হয় না।

অন্ত ন করণে—তাঁহার কার্য্যের অন্ত নাই।

তেরি ন অন্ত—তাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই।

অন্ত ন বেখনি—তাঁহার দৃষ্টির অন্ত নাই।

তেরি ন অন্ত—তাঁহার শ্রবণের অন্ত নাই।

গীতায়—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" ইত্যাদি

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার নেত্র, সর্ব্বত্র তাঁহার মস্তক, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রবণ। তিনি স্থান ব্যাপিয়া সেই বস্তু বিরাজমান রহিয়াছেন।

অন্ত ন জাণে—অন্ত জানা যায় না।

কিয়া মুখি অখ—সেই পরমেশ্বরকে কতটুকু জানিতে পারি? অন্ত ন জাণে—অন্ত জানা যায় না। যিনি আকারে—কি রূপের, তিনি মায়াশক্তি-দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। অন্ত ন জাণে—অন্ত জানা যায় না। পারাবার—সেই পরাৎপর অর্থাৎ জ্ঞানাতীত পুরুষের।

অন্ত কারণ দেখতে বিলমাহি—অন্ত হোয়া ভার; অন্ত ইহাঁর তাঁহারই বলিয়া কত কত মুনিঋষি ব্যাকুল হইয়াছেন।

তাকে অন্ত ন পায়ে যাহি—তাঁহার অন্ত পাওয়া যায় না।

এহ অন্ত ন জানে কোই—এই অনন্ত পুরুষের অন্ত কেহ জানে না।

বহুতা কহিয়ে বহুতা হোই—যদি তাঁহার কথা অনেক বলা যায়, তাহা হইলেও অনেক বলিবার বাকি থাকে।

বড়া সাহিব উচা থাউ—তিনি মহান্ দেবতা, তাঁহার স্থান অতিশয় উচ্চে। উচে উপরি উচা নাউ—তাঁহার নাম (অর্থাৎ তাঁহার) উচ্চ হইতেও উচ্চ। এ বড় উচা হোবে কোই—যদি কেহ তাঁহার তাই বড় হয়। তিস্ উচে কউ জানে সোই—তবে ত সে সেই মহান্ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে।

যে বড় আপি জানে আপি আপি—তিনি যে মহান্ পরমেশ্বর, তিনি আপনাকে আপনিই জানেন। নানক, নদরী করমী দাতি—নানক বলিতেছেন, সেই পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে এবং শাস্ত্রোক্ত শুভকর্ম-অনুযায়ী তিনি আপনাকে জানিবার শক্তি সাধককে দেন।]

তাৎপর্য্য।—সেই পরমেশ্বরের গুণগানের অন্ত নাই, তাঁহার কথা বলিয়া শেষ হয় না। অনন্ত তাঁহার কার্য্য, অনন্ত তাঁহার জ্ঞান, অনন্ত তাঁহার দৃষ্টি, অনন্ত তাঁহার শ্রবণ। তাঁহার ইচ্ছার অন্ত কেহ জানে না।

তাঁহ... ... ...

[illegible] যাহার
প্রতি [illegible] প্রতি
দান করেন।

নামক্রোতমারী গাত সাহেব—নানক বলি
যে [illegible], তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের দূত।]

অর্থ:—ভগবানের অনন্ত কৃপা নিবন্ধন [illegible] দান করেন, তিলমাত্র তাঁহাতে অবহেলা নাই যে, 'এত দিতেছি,' এ কথা বলিয়া কতই বাসনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। সংসারের ধন-সম্পত্তি পুত্রাদি [illegible] কত ব্যক্তি চাহিতে ছাড়ায় ইহা নহে। কত ব্যক্তি ভগবানের নিকট পাইতেছে আবার তাহা অস্বীকার করিতেছে। কত কোটি কোটি কেবল খাইয়াই যাইতেছে। আবার কত কত ব্যক্তি ক্ষুধাতে মরিয়া যাইতেছে। হে প্রভো! মানুষের যে যেই সকল দুঃখ, ইহাও তোমার দান; কারণ, কর্ম্মফল-প্রদাতা তুমিই। মানুষ এমন মোহান্ধ [illegible]। ইচ্ছা হইয়া থাকে। আবার যে [illegible] দান, তাহা বলিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। যে তাঁহার দান পাইয়া অস্বীকার করে, সে জানিতে পারিবে কাহার মুখে কিরূপ আঘাত লাগে। তিনি আপনিই আনেন, যাহা তিনি দিতেছেন। কেহ কেহ তাঁহার দানের কথা কিছু কিছু বলিয়া থাকেন। যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করিয়া প্রসাদ ও ভক্তি প্রদান করেন, নানক বলিতেছেন, তিনিই পরব্রহ্মের দান।

২৮

অমূল গুণ অমূল ব্যাপার।
অমূল বনজারিয়ে অমূল ভণ্ডার॥
অমূল [illegible]
অমূল [illegible]
অমূল [illegible]
অমূল তুল অমূল [illegible]॥
অমূল [illegible] অমূল লিখোয়।
অমূল কর্ম্ম অমূল [illegible]॥
অমূলো অমূল আখিয়া ন যাই।
আখি আখি রহে লিবলাই॥
আখহি বেদ পাঠ পুরাণ।
আখহি পড়হি কথহি বখ্যান॥
আখহি সরমে আখহি ঈস
আখহি দেবী তে গোবিন্দ॥
আখহি ঈশ্বর আখহি সিধ।
আখহি কেতে কেতে বুধ॥
আখহি দানব আখহি দেব।
আখহি সুরি নর মুনিজন সেব।
কেতে আখহি আখন পাহি।
কেতে কহি কহি উঠি উঠি যাহি॥
এতে কীতে হোর করেহি
তা আখি ন সকহি কেই কেই॥
যে বড় আখৈ তে বড় হোই।
নানক আখৈ সাচা সোই॥
যে কো আখৈ বোলু বিগাড়ু।
তা লিখিউ সির গাবার গাবাক॥

অর্থ। সেই পরমেশ্বরের দয়া প্রভৃতি গুণ অলৌকিক এবং সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপারও অলৌকিক। তাঁহার নামের ব্যাপারি অর্থাৎ ভক্তজন অলৌকিক, এবং ভক্তজনের হরি-নামের ভাণ্ডারও অলৌকিক। জীব-উদ্ধারের জন্য তাঁহার ভক্তজনের সংসারে আসা অলৌকিক। তাঁহার ভক্তগণ এই সংসার হইতে ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-[illegible] অমূল্য পদার্থ লইয়া

যান। ভগবানের প্রতি প্রেম
বৃদ্ধি এই প্রেম-দ্বারা অমূল্য সম্পদ লাভ
হয়। যে প্রকৃতিতে তিনি অমূল্য ধর্ম্মের
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার আমাদের উদ্ধা-
রের এক অমূল্য আচার্য্য ও অধিপতিকে
সৃষ্টি বিলাইয়াছেন। সেই আচার্য্যগণের
অমূল্য মুক্তির তুলাযন্ত্রে অধিকারী নির্ণয়
করিয়া যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাও
অমূল্য। আচার্য্যগণ শিষ্যকে অমূল্য বস্তু লাভ
করাইয়াছেন। তাঁহাদের চিহ্ন অলৌকিক।
তাঁহাদের মূর্ত্তি অলৌকিক। তাঁহাদের
আদেশও অলৌকিক। মহাত্মাদের ব্যাপার
সকলই অলৌকিক; তাহা বিবৃত করা যায়
না। তাঁহারা ভগবানের গুণ গাহিতে গাহিতে
প্রেমে নিমগ্ন হইয়া যান। বেদ আপনার মন্ত্র-
দ্বারা এবং পুরাণ ইতিহাস-দ্বারা ভগবানের
স্তুতি করিতেছে। সাধকগণ বেদ-পুরাণ পাঠ
করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের স্তুতি
করিতেছেন। ব্রহ্মা ও ইন্দ্র সেই পরমেশ্বরের
স্তুতি করিতেছেন। গোবিন্দের গোপ-গোপিনী
সব তাঁহারই স্তুতি করিতেছেন। শিব তাঁহার
নিজ মূর্ত্তিতে বাঁহারই আরা-
ধনা করেন। কত কত বুদ্ধ তাঁহার স্তব
করিয়াছেন। দেবতা এবং দানবগণ তাঁহারই
স্তুতি করেন। দেবতা, মনুষ্য, মুনি এবং
উপাসকগণ তাঁহারই স্তুতি করেন। কত কত
ব্যক্তি এখন তাঁহারই স্তুতি করিতেছে এবং কত
কত ব্যক্তি ভবিষ্যতে তাঁহার স্তুতি করিবেন।
কত কত সাধক তাঁহার স্তুতি করিয়া উদ্ধার
লোকে চলিয়া গিয়াছেন। কত লোক তাঁহার
স্তুতি করিয়াছে এবং কত অসংখ্য লোক
তাঁহার স্তুতি করিবে। কিন্তু তাঁহার স্তুতির
অন্ত কেহ করিতে পারিবে না। যত অধিক
তাঁহার স্তুতি করা হইবে, তিনি তাহা হইতেও
মহত্তর হন। নানক বলিতেছেন, সেই সত্য-
স্বরূপ নিজেই নিজের স্তুতির অর্থ জানেন;
যদি কেহ বলে যে, তাঁহার স্তুতির অর্থ সে
জানে, এমন কথা তাহার অজ্ঞতার
যে তাঁহার মহিমার অন্ত নির্ণয় করিতে পারে,
তাহার বুদ্ধি মূর্খ হইতেও মূর্খতরের ন্যায়

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

প্রতিধ্বনি।

যে সুর বঁধু, বাজিয়েছিলে
সান্ধ্য ক্ষণে
সে সুর আজি এই নিখিলে
সঙ্গোপনে—
ছড়ায় চারু চাঁদের হাসি,
ফুলে ফুলে রঙ্গ-রাশি,
আমার কথা—'ভালবাসি'
জানায় মনে।

তাহার তব মিলায় মিলে
ভুবন-মাঝে,
অন্তরে তাম-অন্তর দিলে
চির বাঁধা!
বিচিত্র হে, তোমার বাঁধনে
বাঁধবে প্রাণে সুরের রাখী?
পাষাণ হয়ে হইব না-কি
পূজন ধনে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঝুলন-গীতি ।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—দাদ্‌রা ।

আভীর-বধূ, ভাণ্ডীর-বালা,
তুলবি আয় !
আপনি কালা নাগরদোলা
ঐক্ত কোলায় !

শাঙন-ঘন গগন ঘিরে,
থাকেই যদি, ভাবিস কি রে—
নাচ্‌ছে শিখী পেখম ধরে
তমাল-ছায় !

মাতিয়ে যায় অধীর করে,
কদম্ব কেয়া সুবাস হরে—
কাণের বেণু মোহন সুরে
আন মাতায় ।

কবিতা—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় । সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ।

আস্থায়ী ।

II (রা মাঃ -রঃ | মা পা -া) | না নাঃ -র্সঃ | র্সা র্সা -া I
আ ভা ব ধূ ও | ভা ণ্ডী র বা লা ও

I নাঃ -র্সঃ র্সা | পা -া -া) I
তু ল বি আ য়

I (মাঃ -পঃ মা | রা সা -া) I রা মা -পা | না র্সা -া I
আ প নি কা লা | কা লা ও না গ র দো লা ও

I নাঃ -র্সঃ না | র্সা -া -া) II
আ ন মা তা য়

অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০
II { মা পা -া | না না -া I র্সা র্সাঃ -র্রঃ | না র্সা -া I
  পা ও ণ ব ন ০ গ গ ন বি রে ০

১´ ০ ১´ ০
I না র্সাঃ -র্রঃ | র্রা র্রা -া I র্সা র্রাঃ -র্সঃ | না পা -া } I
  থা কে ই ব দি ০ তা বি স্ কি রে ০

১´ ০ ১´ ০
I { মাঃ -ঃ পা | না পা -া I মা পা -মা | রা রা -া I
  না চ্ ছে শি খী ০ পে খ ম্ ব রে ০

১´ ০
I সা রা -ন্া | সা -া -া } II
  ত মা ল ছা য ০

সঞ্চারী।

১´ ০ ১´ ০
II { সা মাঃ -ঃ | ন্া সা -া I প্া ন্াঃ -ঃ | সা রা -া I
  ম ধি র বা য ০ অ ধী র ক রে ০

১´ ০ ১´ ০
I মা রাঃ -ঃ | মা পা -া I মা রাঃ -মঃ | রা সা -া } I
  ক দ ম কে য়া ০ স্থ বা স হ রে ০

১´ ০ ১´ ০
I { মা পাঃ -ঃ | না র্সা -া I র্রা র্মাঃ -র্রঃ | র্সা র্সা -া I
  কা ণ ন বে ণু ০ মো হ ন সু রে ০

১´ ০
I নাঃ -র্সঃ না | পা -া -া } III
  ম ন মা তা য ০

জাহাজ-তুবি।

(৪)

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। রৌদ্রতপ্তা ধরণী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। দূর বৃক্ষরাজি হইতে ঘুঘুর করুণ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা কাক "কা কা"-রবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে শ্রান্তক্লান্ত ভাবে ইা করিয়া গৃহপ্রাচীরে বা বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইতেছিল। উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া চাতক 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' বলিয়া করুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, কিন্তু নির্দ্দয় জলধর তাহার পিপাসা-নিবৃত্তির কোন ব্যবস্থাই করিল না! জগতের নিয়মই এই। ভিক্ষুর কাতর প্রার্থনায় ধনী বধির হইয়া থাকে। ধনীর দ্বারে কেবল 'দাও' 'দাও' করা বাতুলতামাত্র। এ সময়ে পল্লী-পথে লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ। দৈবাৎ দুই একটা দুরন্ত বালক আম-তলায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, এবং ঢিল ছুড়িয়া কাঁচা আম পাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছিল; আবার পরস্পর বিবাদ বাঁধাইয়া শেষে হাতা-হাতি পর্য্যন্ত করিতেছিল। যে হারিয়া গেল সে কাঁদিতে কাঁদিতে "বাড়ী গিয়ে মাকে বলে দিইগে" বলিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিতেছিল। এই সময়ে আমাদের অমরকুমার একখানা 'সোফা'র উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আশালতা একখানা রঘুবংশ পাঠ করিতেছিল। অমরকুমার নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিতেছিলেন, এবং যেখানে যেখানে বাধিয়া যাইতেছিল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আশালতাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। গ্রীষ্মাতিশয্য-হেতু কক্ষের বাতায়নগুলি সমস্তই মুক্ত কিন্তু সিক্ত খস্‌খসের আবরণে কক্ষটি বেশ স্নিগ্ধ ছিল। বারান্দায় বসিয়া অনেক ভৃত্য টানাপাখার দড়ী ধরিয়া পাখা টানিতেছিল। মাঝে মাঝে অমরকুমার অন্যমনে কি চিন্তাও করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়ভৃত্য কানাই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া আনত হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। অমরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, খবর কি?"

কা। আজ্ঞে বাইরে একজন লোক এসে আপনাকে খুঁজ্‌ছে।

অ। আমাকে?

কা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অ। কি রকম লোক?—ভদ্রলোক?

কানাই একবার উপর দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, 'আজ্ঞে তা আমি বল্‌তে পারব না।"

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বল্‌তে পার্‌বি না কি রে?"

কানাই বলিল, "তা আমি কেমন করে বলবো?"

আশালতা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই দেখে এলি, তুই বল্‌তে পার্‌বি না, ত' কি আমি বলব? ভদ্দর লোক কি, ছোট লোক এটা আর চিনিস্ না?"

কানাই বলিল, "মাগো, তাকে দেখে চেনা আমার বাবারও সাধ্যি নেই!"

কানাইয়ের হাত মুখ নাড়া দেখিয়া আশালতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

অমরকুমার সহাস্যে বলিলেন, "কেন বল দেখি?"

কানাই পূর্ব্ববৎ ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "কি দেখে চিনব, বলুন? চেহারা? —পোষাক? না কথায়? গায়ের রংটা তো তার আমার চেয়েও একপোঁচ কাল বার্ণিশ করা, চোখ দুটো রাঙ্গা জবার মতন টক্ টক্ করছে, মাথার চুলগুলো আংচড়ান সহিসের মতন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় মূলোর মতন দাঁত। চিম্‌ড়ে হাড়গুলো জির্ জির্ করছে। মুখময় বসন্তের দাগ। এই তো গেল চেহারা। তারপর পোষাক। —গায়ে একটা আধময়লা জামা, কাপড়-খানা কালো চিরকুট; উড়ুনি-খানা কিন্তু ধপ্ ধপে কর্সা; পায়ে একজোড়া ছেঁড়া শতেক তালি দেওয়া জুতোও আছে। বাবু বুক ফুলিয়ে মস্ মস করে বৈটকখানায় বসে পড়্‌ল! আমি তো প্রথমে মনে করেছিলুম বুঝি, পাগল কাগল হবে! তারপর তাঁর কথা শুনেই তো আক্কেল গুড়ুম! ব্যাটা যেন লাটসাহেব। চেয়ারে বসে মুরুব্বি-আনা চালে আপনার নাম করে বল্লে-'বাড়ীতে আছে?' আমি বল্লুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন।" উত্তর হল, তাকে একবার ডেকে দে। সেই হুকুম নিয়েই ত ছুটে আস্‌ছি, এখন আপনিই বিবেচনা করুন, সে কি রকম লোক?"

অমরকুমার হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাটা আমার গোপাল ভাঁড়! হাসিয়ে হাসিয়ে মার্‌লে! দেখি, লোকটা কে এল, কি বলে।" বলিয়া তিনি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কানাইয়ের বর্ণিত লোকটা ভদ্র লোক কি না অমরকুমারই চিনিতে সমর্থ নহেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কি বলিয়া তিনি লোকটিকে সম্বোধন করিবেন, তাহা হঠাৎ খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কক্ষমধ্যে নির্ব্বাগ্‌ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আগন্তুকই আগে কথা কহিল। সে তাহার কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য নম্র করিয়া বলিল, "আপনিই কি জমীদার উপেন্দ্র-কিশোরবাবুর পালক পুত্র অমর কুমার?" এই শিষ্টাচার-রহিত নীতিবিরুদ্ধ প্রথম আলাপে অমরকুমার কিছু বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি সে—ভাব প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন, "হ্যাঁ"। আগন্তুক একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "বসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।" অমরকুমার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার নির্দ্দেশ মত চেয়ারে বসিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক পকেট হইতে একখানা সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া একটা বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ দেখাইয়া বলিল, "আপনিই কি এই বিজ্ঞপন দিয়েছিলেন?" অমরকুমার বলিলেন, "হ্যাঁ।" আগন্তুক কাগজখানা পাট করিয়া পূর্ব্ববত পকেটে রাখিয়া বলিল, "আমিই সেই উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে অমরকুমার।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অমরকুমার বলিয়া উঠিলেন, "বলেন্ কি!"

আগন্তুক দৃঢ়স্বরে বলিল, "হ্যাঁ। আশ্চর্য্য হচ্ছেন্ যে?"

অমরকুমার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "আপনা সঙ্গে আমার তো কোন

দিন চাঁকুষ পরিচয় নেই, তাজেই আমি আপ্‌নাকে চিনি না। আপনি যে তাঁর ছেলে, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পার্‌লেই আমরা সন্তুষ্ট হব।"

আগন্তুক দক্ষিণ পদের পাদুকা খুলিয়া পাদাঙ্গুলী গণিয়া অমরকুমারকে দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন্ প্রথম নিদর্শন—আমার পায়ে ছ'টা আঙুল—।"

অমরকুমার বলিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন্, জেঠা-ম'শাইকে ডেকে পাঠাই আগে।"

বিরক্ত হইয়া আগন্তুক বলিল, "আঃ—বিষয় তো তুমি দখল কোচ্ছ! বোঝাপড়া তো তোমার সঙ্গে হবে। তা জেঠামশাইকে আবার কেন? জেঠামশাইটে আবার কে?

অমরকুমার বলিলেন, "জেঠামশাই হচ্ছেন দেওয়ান। সকল বিষয়ে তিনিই হচ্ছেন কর্ত্তা, আমি তাঁর আজ্ঞাবহমাত্র।" এই বলিয়া অমরকুমার কানাইকে ডাকিয়া রাধাগোবিন্দবাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু পরে রাধাগোবিন্দবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধাগোবিন্দবাবুকে দেখিয়া অমরকুমার বলিলেন, "জেঠামশাই, ইনিই হচ্ছেন আজিমগঞ্জের জমিদারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।"

রাধাগোবিন্দবাবু তাঁহার কোটের পকেট হইতে চশমা-জোড়াটা বাহির করিয়া বসনাগ্রভাগ দ্বারা তাহা মুছিয়া চক্ষে পরিয়া ভাল করিয়া আগন্তুকের মুখখানা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এর চৌদ্দ পুরুষেও কেউ উপেন্দ্রকিশোর ঘোষের বংশে জন্মায় নি।"

ক্রুদ্ধ হইয়া আগন্তুক বলিল, "তুমি চাকর, চাকরের মতন থাক। বোঝাপড়া তোমার সঙ্গে নয়।" আগন্তুকের কথা শুনিয়া অমরকুমার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহাকে তিনি পিতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন, উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্ররূপী আগন্তুক যে আগমনমাত্রে তাঁহাকে এরূপ অবমাননা করিতেছেন, তাহাতে অমরকুমার দুঃখিত হইলেন। রাধাগোবিন্দবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি চাকর বটে, তবে তোমার বাপের নয়।" অমরকুমারকে দেখাইয়া বলিলেন, "এঁর বাপের।"

অমরকুমার মস্তক নত করিয়া ভূতলে দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। আগন্তুক ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাবে কা'র বাপের! আমার বাপের খেয়ে বুড়িয়ে গেছ, আজ আমার শত্রুতা কর্‌তে এসে! যে বিষয় আছে তার কাছে বুঝে নেব। তুমি মধ্যস্থতা কর্‌বার কে?"

অমরকুমার বাধা দিয়া বলিলেন, "অনর্থক মানী লোককে অপমানিত কর্‌বেন না। বিষয় বুঝে নিতে হলে, ওঁর কাছ থেকেই নিতে হবে। আমি ত বল্লুম, আমি কিছুই জানি না।"

আগন্তুক পূর্ব্ববৎ ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বলিল, "আচ্ছা বেশ। বিষয় ছেড়ে না দাও, আদালত খোলা আছে।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "বেশ, সেই পথই দেখ।"

তেমনি ভাবেই গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আগন্তুক বলিল, "এতদিন ফাঁকি দিয়ে বিষয় ভোগ করে বুক বেড়ে গেছে কি-না। তাই ছাড়্‌তে মন কেমন কর্চ্ছে, এখন। নয়?"

P30272

অমরকুমার তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "আপনি অন্যায় বল্‌ছেন। বিষয়ে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নেই! তা যদি থাক্‌ত, তা হ'লে আর আমি ইচ্ছা করে ডেকে বিষয় দিতে চাইতুম না। আমি যে তাঁর পুত্র নই তা তিনি ঘুণাক্ষরেও কোনও দিন কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। আমি কোনও বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, আমি তাঁর ঔরসজাত পুত্র নই; তাঁর পুত্র শৈশবে অপহৃত হয়েছেন। তিনি পুত্রশোক বিস্মৃত হ'বার জন্যে আমাকে প্রতিপালন ক'রে আমাকেই সর্ব্বস্ব দিয়ে যান্। আমিই মনঃস্থ করেছি, যদি তাঁর ঔরসজাত পুত্রকে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকে সর্ব্বস্ব দিয়ে যাব। আপনি যে প্রকৃতই তাঁর পুত্র, তা'র সন্তোষজনক প্রমাণ দিন্, নইলে অমনি মুখের কথা বল্লেই ত হবে না।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "অমর, তুমি ক্ষেপেছ? এই চোয়াড় অন্যায় বেঁটে, কালো ভূতটা উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে!! সত্যই যদি তুমি উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে না হও, তা হলে তাঁর যে ছেলে ছিল, সে ছেলে ঠিক তোমারই অনুরূপ। তোমারই মতন অমনি চলচলে মুখের উপর তার উজ্জ্বল দু'টী চোখ ছিল। সে তো আর দু'মাসের ছেলে হারায় নি? তাকে সাত বছরের দেখেছি। তোমারই মত আকৃতির সৌসাদৃশ্য বলে আমরা কোন দিন বুঝতে পারি নি, এবং এখন পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা যে, তুমি সত্যিই সে অমর নও। এ তোমার একটা খেয়াল। এ একটা প্রহেলিকা বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার এতখানি বয়েস হ'ল, মাথার চুল পাকল, এমন রহস্য আমি জীবনে কখনও শুনি নি। যাই হোক, তা বলে এই চোয়াড় লোকটাকে তুমি উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে মনে করো না।"

অমরকুমার অনান্তিকে রাধাগোবিন্দবাবুকে বলিলেন, "জ্যেঠামশাই, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে পড়লে মানুষের আকৃতি ত খারাপ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া বসন্তরোগ মানুষের সৌন্দর্য্যকে একেবারে নষ্ট করে দেয়। আর লেখা-পড়া না শিখে নীচ সংসর্গে বাস করলেও ত ভদ্রলোকের প্রকৃতি নীচভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব।"

রাধাগোবিন্দবাবু অমরকুমারের কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগন্তুককে বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে, তার প্রমাণ দেখাও।"

আগ। কি প্রমাণ দিতে হবে, বল। জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর দিচ্ছি।

রাধা। উপেন্দ্রবাবুর ছেলে চুরি গেছে—সে তো আজ পঁচিশ বছরের কথা, এতদিন তুমি আস নি কেন?

আগ। বাড়ীর ঠিকানা ভুলে গেছ্‌লুম।

রাধা। তার পর বিজ্ঞাপনটা দেখে বুঝি মনে পড়ে গেল?

রাধাগোবিন্দবাবুর শ্লেষবাক্যে আগন্তুক ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল, "ঠাট্টা কচ্ছ কি? আমি যখন এখান থেকে গেছলুম, তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ, সে-সব কথা কি আর মনে থাকে!

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তবে হঠাৎ আজ কি করে মনে পড়্‌ল?"

আগন্তুক অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে বলিল, "কাগজে আমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা রয়েছে, দেখেই সব মনে পড়ে গেল।"

রাধা। এতদিন কোথায় ছিলে?

আগ। তার কি আর ঠিক্ আছে? আমি পনেরো ষোল বছর পর্য্যন্ত চোরেদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিচি। তারা আমাকে এক দণ্ডের জন্যেও ছেড়ে দিত না। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখ্‌ত। চাকরদের মতন খাটিয়ে নিত। তার পর অনেক ক'রে একদিন সুযোগ পেয়ে আমি পালিয়ে আসি।

রাধা। পালিয়ে যখন এলে, তখন কোথায় থাক্‌তে?

আগ। তার কি ঠিক আছে? পথে ঘাটে গাছতলায় যেখানে হোক্ পড়ে থাক্‌তুম, ভিক্ষে করে খেতুম। তারপর কুলিগিরি মুটেগিরি পর্য্যন্ত করেছি।

অমরনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দীনবেদনার সুরে বলিয়া ফেলিলেন, "আহা!"

রাধা। তুমি হঠাৎ নিরুদ্দেশই বা হলে কেন?

আগ। আঃ আমার কপাল। আমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছল, আমি কি আর সাধ করে গেছলুম?

রাধা। কেন তোমাকে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছ্‌ল?

আগ। আমার গলায় খুব দামী একছড়া হীরের হার ছিল কি-না, সেই লোভে। আমি যখন বাবার সঙ্গে নোয়াখালিতে যাই, সে-কথা আমার বেশ মনে আছে, তখন তো আর আমি নিতান্ত কচি খোকা নই। আমার বয়েস তখন সাত বছরের। আমাদের একটা বুড়ো চাকর ছিল, সেটার নাম শঙ্কর। তার সঙ্গে আমি রোজ বেড়াতে যেতুম। তার পর হ'ল কি না, একদিন ইয়ে যে—

অমরবাবুর জনান্তিকে রাধাগোবিন্দ-বাবুকে বলিলেন, 'তবে জ্যেঠামশাই, এ সত্যিই তাঁর ছেলে। এই যে শঙ্করের কথা বল্‌ছে। আমি তো শঙ্করের কোন কথা বিজ্ঞাপনে লিখি নি।"

রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "চুপ কর না, শোন না কি বলে।"

আগন্তুক বক্র দৃষ্টিতে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শেষ করিল—"আমার গলায় সেই হার দেখে দুটো চোরের খুব লোভ হয়। হার চুরি করবার জন্যে তারা তর্কে তর্কে ফির্‌তো। আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরত। কিন্তু বুড়ো শঙ্কর আমাকে এমন ভাবে আগ্‌লে নিয়ে বেড়াতো যে তারা কিছুতেই আমার গলা থেকে হার নিতে পারত না। তারপর হল কি, একদিন ইয়ে যে,—আমরা বেড়াতে বেড়াতে সহর ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে পড়লুম্। মাঠে একটা মস্ত পদ্মপুকুর ছিল। আমি ছেলে-বেলায় পদ্মপুকুর বড় ভাল বাসতুম। বুড়োকে বল্‌তেই বুড়ো আমাকে পুকুরের পাড়ে দাঁড় করিয়ে জলের ধারে গিয়ে একটা বাঁশ দিয়ে পদ্মফুলের একটা দল টেনে আনবার চেষ্টা করতে লাগল। আর সেই অবসরে কোথা থেকে চোর-দুটো এসে আমাকে কোলে করে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। আমি বুড়োকে ডেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম। তারা আমার মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে ধরলে, ব্যস্। আমি অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লুম। আর আমার কিছুই মনে নেই। এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সে-রুমালে 'ক্লোরোফরম' মাখানো ছিল।"

করিয়া রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "তার পর কি হল ?"

আগ। তারা আমাকে নিয়ে কত জায়গায় বেড়াতে লাগল ; কখন খুব বনের ভিতর থাকতো, কখনও তাদা পড়ো বাড়ীতে আমাকে লুকিয়ে রাখ্‌ত ; আমি খুব কাঁদতুম বাবার কাছে পৌঁছে দিতে বলতুম। কাঁদলে পরে তারা আমাকে কেটে ফেল্‌বে বলে ভয় দেখাতো। আমি যখন ষোল সতের বছরের হলুম্ তখন তারা একটা সন্ন্যাসীর কাছে বেচে ফেল্লে। সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে যেন হাপ্ ছেড়ে বাচ্‌লুম্। একদিন সন্ন্যাসী আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে ভিক্ষে করতে গেল, আর আমি সেই অবসরে চম্পট দিলুম।

রাধা। তোমার গলার সে হার কি হল।

আগ। তা' বলতে পারি না। বোধ হয়, যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলুম, তারা খুলে নিয়েছিল।

রাধা। যখন পালিয়ে এলে, তখন পুলিষের আশ্রয় নিলে না কেন ? তখন উপেন্দ্রকিশোরবাবুও বেঁচে ছিলেন। পুলিশের কাছে সব খুলে বল্লেই পুলিশের লোক তোমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যেত, চোরও এত দিন ধরা পড়্‌ত।"

পুলিশের নাম শুনিয়া আগন্তুক চমকাইয়া উঠিল ; বলিল, "ও,—বাপ রে। আমি তখন ছেলেমানুষ, অত সাহস কি আমার তখন ছিল ? তা ছাড়া পুলিশের লোকের কাছে গেলে পয়সার দরকার। আমি ন্যাকড়া-পরা ভিখিরি, পয়সা কোথায় পাবো ?

রাধা। আমিনগঞ্জের জমিদারের ছেলের পয়সা অভাব হোত না। উপেন্দ্রকিশোর-বাবুর ছেলে বলে পরিচয় দিলে পুলিশের লোক তোমাকে যত্ন করে এখানে নিয়ে আস্‌ত।

আগন্তুক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ঐ যে বল্লুম, তত বুদ্ধি কি আমার তখন হয়েছিল ?"

অমরকুমার এত ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। এখন বলিলেন, "সে কথা ঠিক। মানুষের অল্প বয়সে বুদ্ধিরও অল্পতা থাকে।"

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার সে বুড়ো চাকরটার কি হ'ল, জান ?"

আগ। না, আমাকে তারা চুরি করে নিয়ে এল। বুড়োর কি হ'ল তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব ?

রাধা। আচ্ছা, যারা তোমাকে চুরি করে নিয়ে গেছ্‌ল, তাদের দেখলে চিন্‌তে পারবে ?

আগন্তুক আবার যেন চম্‌কিয়া উঠিল, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "এখন ? এখন তাদের কোথায় দেখ্‌তে পা'ব ?"

রাধা। যদির কথা বল্‌ছি। যদি দেখ্‌তে পাও, তা হলে চিন্‌তে পার কি ?

জড়িতস্বরে আগন্তুক বলিল, "তা বোধ হয়, পারি ; বোধ হয় পারি না।"

রাধাগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "বোধ হয় পারি, বোধ হয় পারি না—কি-রকম কথা ? তুমি ত অনেক দিন তাদের সঙ্গে ছিলে ; তারা অবশ্যই তোমার বেশ্ চেনা হয়ে গেছল্।

আগ। তা হলেও আমি অনেক দিন তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, এখন আর কেমন করে—কেমন করে চিন্‌তে পারব ?

রাধাগোবিন্দবাবু ও অমরকুমার কক্ষান্তরে গিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আগন্তুক যে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র সে-বিষয়ে অমর কুমারের মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। রাধাগোবিন্দবাবু কিছু স্থির করিতে না পারিয়া "আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু পরে তিনি উকিল চন্দ্রশেখরবাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে ভিটেকটিভ বিজনকুমারবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখরবাবু অভিবিচক্ষণ ব্যক্তি, বহুদর্শী উকিল। তিনি আসিয়া আগন্তুককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক জেরা করিলেন, আগন্তুক সকল কথারই ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিল। কিন্তু বিজনকুমারবাবু একটী কথাও বলিলেন না। তিনি কেবল কথাগুলি শুনিতে ছিলে। চন্দ্রশেখরবাবু অমরকুমারকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "লোকটীর প্রতি কি তোমার কোনও সন্দেহ হয়?"

অমরকুমার বলিলেন, "না, আমার তো কোনও সন্দেহ হয় না। লোকটী ত সকল কথারই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়াছে। তবে চেহারার কথা যদি বলেন, সেটা সন্দোষে আকৃতি ও প্রকৃতি সবই বিকৃত হ'তে পারে।

রাধাগোবিন্দবাবু বলিলেন, "আমার কিন্তু মনে হয়, লোকটা পাকা জুয়োচোর। কোন রকম করে এ-কথা গুলো সংগ্রহ করেছে—বিজনবাবু কি বলেন?"

বিজনকুমার অতিবিনীত ভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনারা বিজ্ঞ বহুদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনাদের চেয়ে আমার কি বিবেচনা শক্তি বেশী।

চন্দ্রশেখরবাবু অমরকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাই বল বাপু, রাবণের রাজত্ব বানরে লুঠ করবে। এ ব্যাপারও সেই উপেন্দ্রকিশোরবাবুর ছেলে হয় আগাগোড়া অসৎসঙ্গে বাস করে এর গুণ যা হয়েছে, তা ওর কথাবার্ত্তা আর চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি যা করে ফেলেছ তার তো আর কোনোও উপায় নাই! যে রকম চোখা চোখা কথা বলছে, এ যদি এখন আদালতের আশ্রয় নেয়, তা হলে ওরই জিত হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি তোমার বিজ্ঞাপনটা দেওয়া ভাল হয় নি।"

যাহা হউক সকলে মিলিয়া বাদানুবাদের পর আগন্তুককে উপেন্দ্রকিশোরবাবুর পুত্র বলিয়াই বিবেচিত করিলেন। অমরকুমার তখন তাহাকে সাদরে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। চন্দ্রশেখরবাবু এবং বিজনবাবু চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে আহারাদির পর অমরকুমার আগন্তুকের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া বৈষয়িক কথাবার্ত্তা এবং গল্প গুজব করিতে লাগিলেন; শেষে বলিলেন, "এত দিন পরে আপনাকে দেখে বড় সুখী হলুম। আপনার সম্পত্তি আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম। কাল আমি এখান থেকে চলে যাব।"

আগন্তুক কহিল, "না না, যাবে কেন? যাই হোক্, আমার বাপ তো তোমাকে এতদিন খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছেন। তোমায় একটা বিলি আমি করে দোব। থাক না তুমি। যাই হোক্ তুমি সম্পর্কে আমার

এক রকম তাই হচ্ছে। তাঁরি ছেলে ত আমি, এতটা অধর্ম্ম আমি কর্ব্বো না।"

মৃদু হাসিয়া অমরকুমার বলিলেন, আপনার অনুগ্রহে ধন্য হলুম। কিন্তু তার কোনও দরকার নেই আমার মহানুভব প্রতিপালক আমাকে যা দু' কলম লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তার দ্বারা আমার যা হোক্ করে চলে যাবে।

মাথা নাড়িয়া আগন্তুক বলিল "হাঁ, হাঁ, তা বটে! তা বটে। তুমি অনেক লেখাপড়া শিখেছ, তবে আর তোমার ভাবনা কি?"

অমরকুমার নিজ শয়ন-কক্ষে শয়ন করিতে আসিলেন। মনটা কিছু চিন্তাযুক্ত, কিন্তু প্রফুল্ল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল তাঁহার মস্তক হইতে যেন একটা গুরু কর্ত্তব্যের বোঝা অপসৃত হইয়া গেল। চিন্তিত এই জন্য যে, কাল এখান হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবেন, কেমন করিয়া একটা চাকরি বাকরি যুটাইয়া লইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গান।

যখন যাহা পাস্ রে ভাই,
　　নিস্ রে ও মন! অবিচারে;
যা' আছে তোর ভাগ্যে লেখা,
　　খণ্ডাতে তা' কেউ না পারে!

তুই রে ছিলি রাজার ছেলে,
　　সিংহাসনের অধিকারী,
ধন্য হ'ত বিশ্বভুবন
　　পেলে রে তোর কৃপাবারি!

আজ রে সব হেলায় ছেড়ে
　　দাঁড়ালি তুই সবার দ্বারে,
সাজে কি তোর মানাভিমান,
　　নাই-ক জোর আর ত কারে'।

আপন ভাবে আপনি চল্,
　　ওরে পাগল! সৃষ্টিছাড়া।
জীবন যদি টুটেই থাকে,
　　ফেলিস্ নে রে অশ্রুধারা!

সুখের আশ অনেক পেলি,
　　দুঃখে এবার পরখ কর্;
ফুলের মালা আস্‌লি ফেলে,
　　বজ্র নয় মাথায় ধর্।

সকল কিছু দু' ঘণ্ডেরি,
　　মিলাবে সব অন্ধকারে,—
ভাবনা তবে কিসের তরে?—
　　ডুব্ দে মনে! কাল-পাথারে।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

একখানি পত্র।

কলিকাতা
৩১।৩।২০

কল্যাণীয়ে!

তুমি আমাকে মাতৃস্থানীয়া মনে করে মন খুলে প্রাণের কথাগুলি লিখেছ, তা'তে আমার কত আনন্দ হইয়াছে! তোমার তাতে প্রগল্‌ভতা হয়েছে মনে করিতেছ কেন? তোমরা যদি সত্যই মনে কর, আমার বিশ্বাস-ভক্তি-লাভ হইতেছে, তবে তো আমাকে আরও বেশী করে মন খুলে তোমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী করে নেওয়া উচিত।

তবে দেখ, ব্রাহ্মসমাজ আমাদের কত বড় একটা উচ্চ জিনিষ দিয়াছেন। পরব্রহ্মের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়া আমরা শিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি অনেক সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, আবার আত্মার অমরত্ব ও পরলোকে উজ্জ্বল বিশ্বাস লাভ করিলাম। বাল্যকাল হইতে 'মৃত্যু' একটা ভয়ানক ব্যাপার—এ-কথা শুনে শুনে মৃত্যুর করাল মূর্ত্তিই মনের সম্মুখে জাগিত; কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে শ্মশানের ভিতর দিয়া গমন করিয়া মৃত্যু যে প্রকৃতই অমৃতের সোপান, সেই বিশ্বাস লাভ করিলাম। আমার প্রিয়—জীবন্ত, চিরনূতন, অক্ষয় ও অবিনাশী। শ্মশান তাঁহাকে বিনাশ বা গ্রাস করিতে পারে না, এবং তিনি আমার অতি-নিকটে নিত্যকাল থাকিবেন ও রয়েছেন।

প্রিয়তম পুত্রকে শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া আবার যখন ভগবৎ-কৃপায় তাঁকে সত্য চিরনূতন, জীবন্ত, চিন্ময় সত্তারূপে বুকের অতিনিকটে পেলাম, তখন সেই পাওয়ার পরলোক আমার নিকট জাগ্রৎ হইল। এই জাগরণে সন্তানের সঙ্গে নিত্যযোগ আরম্ভ হইল। যোগে যোগ ক্রমশই বিস্তৃত হইতেছে। আজ স্বামীর সঙ্গেও সেই শুদ্ধযোগে যুক্ত থাকিয়া বীতশোক ও বিগতক্লেশ হইতেছি, এবং আপনি আপনার সুখে তৃপ্ত না থাকিয়া কিরূপে দীন ভগিনীদিগের নিকট এই শুভসমাচার ব্যক্ত করিতে পারি, তজ্জন্য ভগবৎ-করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

কল্যাণীয়ে! তোমরাও যোগের পথ ধরিয়াছ! তোমাদের সম্বন্ধে আমি খুব আশান্বিত আছি। তোমাদের ব্যাকুল ক্রন্দন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে না। আরো শ্রদ্ধা দেও, আরো পবিত্র ও সুন্দর হও। আরো অকপট শুদ্ধ হৃদয়ে তিনি পুত্র হইতেও প্রিয় হইয়া সময়ে প্রকাশ পাইবেন। তাঁহাকে ডাক, দেখিবে, দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে যথাসময়ে যথাবিধানে প্রিয়ের দ্বারা সুরক্ষিত সন্তান কত সুন্দর হইয়া স্বর্গের বার্ত্তা লইয়া তোমাদের হৃদয় আলোকিত করিয়া দিয়া যাইবেন। এখন যে একাকিত্বের ক্লেশ অসহনীয় হইতেছে, তাহা চলিয়া যাইবে, হারাণর ক্লেশ ঘুচিয়া গিয়া এমন নিশ্চিন্ত ভাব, এমন জীবন্ত সত্তার আবির্ভাব—এমন পুণ্য-প্রেমের শুভ পরশ লাভ হইবে, যাহা "বলিতে বচন হারে, কে বাখানে তায় রে।"

আহা, শোকতাপিত জনকে আর কে এমন করে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে? ঈশ্বর করুন তোমাদের এই নিশ্চিত শান্তি লাভ হউক্। শুভাকাঙ্ক্ষিণী

তোমার মাসীমা।

বিশ্ব-জাগরণ।

আজ একি অনুভূতি। যে দিকে নয়ন মেলি, সেথি বিশ্ব জাগ্রৎ,—সর্ব্বত্রই জাগরণের পালা। তবে আমি কি কেবল সুপ্ত এ জাগরণের মাঝে? হে চিরসুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্য নয়ন মেলে দেখি, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না কেন? ওই তো জাগরণের সাড়া—ঐ যে প্রভাতে নবোদিত রবির অংশুর বিকাশ—তাহা তোমার জাগরণে জাগ্রৎ; ঐ যে বিহগের কাকলীধ্বনির বন্দনাগীতি প্রভাতী-রাগে, তাহাও তোমার জাগরণের সঙ্গীত; ঐ যে পুষ্পনিচয় শাখা-পরে সকল অঞ্জলি তোমাকে প্রদান করে, সেও জাগ্রৎ; ঐ যে পবন গতিশীল হইয়া কোন্ অজ্ঞাতপুরে বহে যায়, সেও জাগ্রৎ; ঐ যে ঊর্ম্মিমালা বারিধি-বক্ষে নানা ভঙ্গীতে ক্রীড়া করে, সেও জাগ্রৎ; আর ঐ যে সান্ধ্য তিমিরে ধূসরিতা ধরণী, সেও জাগ্রৎ; নিশীথে তারকার দামে সজ্জিত গগন-থালায় চন্দ্রমার দীপ্তি, তাহাও জাগরণের পরিচায়ক। আমার নয়ন মুদিত নাই, ভাষা মুখর, শ্রুতি উন্মুক্ত, তবে কেন আমি জাগ্রৎ নই? কোথায় জাগ্রৎ আমি! তোমার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখি মাত্র। ভিতরের সত্তার বোধ নাই কেন? নবোদিত রবির অংশুতে যে তোমার রূপের বিকাশ, বিহগের গীতিতে তোমার উদ্বেলের স্তুতি, কই সে ভাষা তো বুঝি না। কুসুমে তোমারই কোমলতার প্রকাশ, তাহাও দেখি না; পবন নিয়ত যে তোমার বার্ত্তাবহ—অজানা পুরের দূত, তাহাও জানি না; তরঙ্গভঙ্গের ধ্বনিতে তোমার গৌরব প্রতিশব্দে উচ্চারিত হইতেছে, তাহাও ত শুনিতে পাই না! তারকার দাম যে তোমারই মন্দিরের দীপাবলি, চন্দ্রিকার আভা যে তোমারই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কান্তির ভাতি—তাহাও জানি না! তবে কেমন করিয়া জাগ্রৎ আমি? তোমার যোগ কোথায়, তাই জানি না। হে মোর দেবতা, তবে মুখর ভাষাকে নীরব কর, শ্রবণ-শক্তিহীন করে বধির কর, নয়ন নিমীলিত কর, স্পন্দন-চেতনা-রহিত কর, তবে যদি আমি জাগরিত হই। আমার সকল অঙ্গ জাগ্রৎ থাকিতেও যখন আমি সুপ্ত, তখন তাহাদিগকে সুপ্ত করে আমাকে জাগ্রৎ কর।

* * * *

আজ আমি জাগ্রৎ। হে কন্যা, আজ কেন আমি জাগ্রৎ, তাহা আমি জানি না। আজ যে আমি সকল-বন্ধন-হীন, শোকাঘাতে হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন, সে পুলকবীণা আর বাজে না, নয়নের অশ্রুজল সারমাত্র, মায়ার কোন আকর্ষণ নাই, তাই এ জাগরণ। কি মোহের সৃষ্টি!—আজ মরণে জীবন! জীবনে মরণ পেয়েও তো কিছুই হয় নাই, আজ রুদ্র-মূর্ত্তিতে শোকের মধ্যেও তোমার ভিতরের সৌম্য কান্তির বিকাশ দেখে আমি জাগরিত! হে বরেণ্য, আজ তোমায় বরণ করিতে সমর্থ। সকল আসন-সজ্জিত হৃদয়-মন্দিরে, ভক্তি-পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করে অশ্রু চন্দন-রসে অভিষিক্ত হও। ওগো এমনি করে কি জাগরিত কর—সকল হৃদয়-তন্ত্রীকে অবশ করে তোমার জীবন-বীণা এমনি করে বাজাও

না-কি? সংসারের প্রচণ্ড মিথ্যার মধ্যে হারানো নিজেকে সুপ্তি থেকে এমনি করে কি তোমার সত্যেতে জাগাও? তোমার ছবি সারা বিশ্বে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তোমার মিলনের ছায়া!—এই তো জাগরণ! আমার জীবনবীণা তোমার দান। আমি জাগ্রৎ হয়ে তোমার গীত গাই।—প্রকৃতি শ্রোতা হয়ে ছন্দে তাল দিক্।

শ্রীমণিকা রায় চৌধুরী।

উদ্যানলতা।*

শিবেশ্বর একজন ধনী গৃহস্থ। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জন করা এবং সম্পূর্ণ নব্য ঢংএ সমস্ত চাল-চলন দোরস্ত করে তোলা, এইটিই হচ্ছে তাঁর প্রধান বাতু। তাঁর মা কিন্তু একেবারে সেকেলে ধরনের। ছেলের চাল-চলন ধরন-ধারন নিয়ে প্রায়ই মায়ে ছেলেতে একটু খিটি মিটি চল্‌ত। অনেক চেষ্টায়ও মা ছেলের চাল-চলন শোধ্‌রাতে পারেন নাই। কারণ, শিবেশ্বর ছিলেন একজন ভারি গোঁড়া ধরণের সংস্কারক। কোনও কুসংস্কারকে তিনি কোনও মতেই আমল দিতেন না এবং যেমনটি বুঝ্‌তেন ঠিক তেমনিটিই করে যেতেন, মায়ের বাধায় বড় কিছু ফল্ হত না। শিবেশ্বরের স্ত্রী অল্পবয়সেই মুক্তি নামে একটী মেয়ে রেখে মারা যান। এই মেয়ের শিক্ষা নিয়ে মা মোক্ষদাদেবী ও শিবেশ্বরের সঙ্গে প্রায়ই মতের অমিল হত। শিবেশ্বর যতই মেয়েকে 'বোর্ডিং'এ দিয়ে সম্পূর্ণ নব্য ধরণে তৈরের কর্‌তে লাগলেন, এবং মেয়ের বয়স বাড়া সত্ত্বেও তার বিবাহ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাক্‌তে লাগলেন, তাঁর মাও ততই মেয়ের বিবাহের সুনিষ্পত্তির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে শিবেশ্বরের একটী ছেলে পোষবার সখ হল। তিনি তাঁর চাকরকে দিয়ে একটি ছেলে সংগ্রহ করিয়ে এনে তাকে রীতিমত স্কুল কলেজে পড়িয়ে মানুষ করে তুল্‌তে লাগ্‌লেন। মুক্তি প্রায়ই 'বোর্ডিং'এ থাক্‌ত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে প্রায়ই বাড়ীতে আস্‌ত এবং সেই উপলক্ষে ক্রমশঃ ঐ 'জ্যোতি'-ছেলেটির সঙ্গে তার বেশ পরিচয় জমে উঠ্‌ল। জ্যোতি প্রায়ই মুক্তিকে নানা আমোদ প্রমোদে সঙ্গ দিত। দুজনের মধ্যে তুচ্ছ মান অভিমানের ঝগড়া-ঝাটিও যে না হত, তা নয়। দু'জনেরই মন এত স্বচ্ছ, সরল, উচ্ছল ও আনন্দ প্রবণ ছিল যে, এই মেশামেশির মধ্যে একটি নির্দ্দোষ সোহার্দ্দ ছাড়া আর যে কোনও যৌবনসুলভ ভাবের কোনও যায়গা ছিল, এমনটি মনে কর্‌বার কোনও কারণ ছিল না। জ্যোতির সঙ্গী ছিল ধীরেন; এই ধীরেন পিতালয়ের দিক্ দিয়া মোক্ষদাদেবীর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। মোক্ষদাদেবীর ইচ্ছা ছিল যে এই ছেলেটির সঙ্গে মুক্তির বিবাহ দেন। ধীরেন যখন মুক্তির সহিত পরিচিত হল, তখন তাহারও মনে মুক্তিকে পাওয়ার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, এবং সে শিবেশ্বরের সঙ্গে নানা বাহানায়

* একখানি উপন্যাস, শ্রীশান্তাদেবী ও শ্রীসীতাদেবী প্রণীত। ২১০-০-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করতে লাগল। ইতিমধ্যে জ্যোতিকে শিবেশ্বর বিলাত পাঠালেন। জ্যোতিকে জাহাজে বিদায় দেওয়ার প্রবল উত্তেজনায় মুক্তির চিরদিনের সৌহার্দ্দটুকু তার আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলে দিয়ে মুক্তির যুবতী-হৃদয়ের কাছে তাকে তার আপন রূপে প্রকাশ করল। তারপর থেকে, ধীরেন অনেকবার মুক্তির মন বোঝবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাধা পেয়ে ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে মোক্ষদা-দেবী একবার একাকী তাঁর পিত্রালয়ে গণ্ড-গ্রামে যান। মুক্তির তখনও বিয়ে হয় নি,—এ সংবাদটা সেই পাঁড়াগাঁয়ে একেবারে যেন দাবা-নল জ্বালিয়ে দিল। মোক্ষদাদেবীর ভাই, মোক্ষদাদেবীর অসুখের ভান করে মুক্তিকে কলিকাতা বোর্ডিং-এ থেকে একেবারে পাঁড়াগাঁয়ে নিয়ে হাজির করল। শিবেশ্বরের তখনি স্বাস্থ্যসঞ্চয়ে সিমলা শৈলে। মোক্ষদা দেবী ও তাঁর ভাই, যার সঙ্গে মুক্তির সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন, সে হচ্ছে সেই ধীরেন। গায়ে হলুদের কাপড় পরাবার সময় মুক্তিকে জানতে দেওয়া হল কোন এক হাবলার (ধীরেনের নাম) সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

সে শুনেই দরজায় খিল দিল, এবং কোনও এক সুযোগে সকলের অজ্ঞাতে রেল ষ্টেশনের অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। পথে ধীরেনের সঙ্গে দেখা। মুক্তির জানা ছিল না যে, ধীরেনই তার বিবাহপাত্র হাবলা। তাই সে ধীরেন-কেই আশ্রয় করিয়া কলিকাতা রওনা হইল। ধীরেনের মন নানা সন্দেহে দুলিতেছিল, তবে ষ্টেশনে এসে জ্যোতির জন্যই মুক্তি অপেক্ষা করে আছে, এ কথা মুক্তির মুখে শুনে, তার আপন কামনার ব্যর্থতা স্পষ্টই বুঝতে পারল। (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিলাতে নারীশিক্ষা-সঙ্ঘ।—লণ্ডন-নগরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাগণ একটী আন্তর্জাতিক মহিলাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সঙ্ঘে ব্রিটন, মার্কিন যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অপর নানা রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য নারীদিগের অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকরণে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্য অতিমহৎ।

বিমানপোতে বেগমসাহেবা।—সম্প্রতি ঢাকার পরলোকগত নবাব সার আসান উল্লার পত্নী ও কন্যাগণ কতিপয় য়ুরোপীয় মহিলার সহিত বিমানপোতে আরোহণ করিয়া বিমান ভ্রমণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কাষ্ঠপ্রদর্শনীতে ভারতের কীর্ত্তি।—ভারতবর্ষ হইতে একশত প্রকার কাষ্ঠ ইংলণ্ডের কাষ্ঠ-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়া-ছিল। তথাকার লোকে ভারতের কাষ্ঠ-সম্পদ্ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। সুজলা সুফলা ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের তুলনা হয় না। কিন্তু তথাপি দুর্ভাগা ভারতবাসীর দুর্দ্দশা ঘোচে না, ইহাই দুঃখ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পপ্রদর্শনী।—আগামী

১৯২৩ সালে ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সহায়তায় লণ্ডন-নগরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পসম্পৎ প্রদর্শনের নিমিত্ত এক মেলা খোলা হইবে। সাম্রাজ্যের সকল দেশ হইতে শিল্প দ্রব্য প্রেরিত হইবে। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রদর্শনীর আয়োজনের নিমিত্ত ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিবেন। নানা দেশ হইতে ও নানা লোকের নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। যুবরাজ এই প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি হইবেন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্তা বালিকা।—নিম্নলিখিত বালিকাগণ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—

শান্তিপ্রভা দাসগুপ্তা, বেথুন কলেজ। সরিৎ ঘোষ, বেথুন কলেজ। সুধা রায়চৌধুরী, ডাওসেসন কলেজ। দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, ডাওসেসন কলেজ। যোশেফাইন নরোনহা, লোরেটো হাউস। রেণুকা দাসগুপ্তা, বেথুন কলেজ। সকিনা মুখিয়াদা, ডাওসেসন কলেজ। ঊষাময়ী সেন—বেথুন কলেজ। ঊষালতা বিশ্বাস, বেথুন কলেজ। রেণুকা মজুমদার, ডাওসেসন কলেজ কমলা। বসু, লোরেটো হাউস। স্বর্ণকুমারী গুহ, বেথুন কলেজ। রমা মুখি, ডাওসেসন কলেজ।

যুবরাজের ট্রেণপতন।—পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিজটাউনের সমীপবর্ত্তী বানবেরী-নামক স্থানে ইংলণ্ডের যুবরাজের ট্রেণ লাইন-চ্যুত হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় যুবরাজের কোন আঘাত লাগে নাই। তিনি অক্ষতদেহে জানালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বি-এ পরীক্ষার ফল।—নিম্নলিখিত মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

ইংরাজী অনার্স।

দ্বিতীয় বিভাগ।

বেগমসুলতানা মজিদ্‌জাদা—ডাওসেসন কলেজ

২। নলিনীবালা রুদ্র—ডাওসেসন কলেজ
৩। লতিকা মুখার্জ্জি—বেথুন কলেজ
৪। এ্যাডিথ মেরী ষ্টেটউই—প্রাইভেট
৫। মন আকাশা—ডাওসেসন কলেজ
৬। গ্যারেট কনষ্টন্‌স্—প্রাইভেট
৭। ডরোথি থাইরিণী হামিলটন
৮। কোহেন ফ্লোরা "

বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণা।

১। সুষমা বন্দ্যোপাধ্যায়—বেথুন কলেজ
২। অরুণা বেজ বড়ুয়া—ডাওসেসন কলেজ
৩। ললিতা বসু— "
৪। ডালোষ্টা গ্রাডিস—প্রাইভেট
৫। আশা দত্ত—বেথুন
৬। বেলা ঘোষ "
৭। বীণা রায় চৌধুরী—ডাওসেসন কলেজ
৮। রাইট জেসি "

পাশ লিষ্ট।

১। ডলি চারুলতা ব্যানার্জ্জি—ডাওসেসন
২। কেথেলিন বেরী—প্রাইভেট
৩। রাজবালা বড়ুয়া—ডাওসেসন
৪। লাবণ্যলতা দাস—প্রাইভেট
৫। হিরণবালা সে— "
৬। ডাএডুলি ন্যারিয়ান—ডাওসেসন
৭। নলিনী ঘোষ—প্রাইভেট
৮। ছিলদাশেলা বাজুদ্—ডাওসেসন
৯। সুমতি মজুমদার—বেথুন কলেজ
১০। লতিকা রায় "
১১। লীলা রায়—প্রাইভেট
১২। সুবালা রায়—বেথুন
১৩। বিনোদিনী সারদী—ডাওসেসন

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও [illegible] হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না;
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং কেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

সভ্যতা ও নারীর সৌন্দর্য্য

রক্ষা করিতে হইলে—সুদৃশ্য ও সৌখীন অলঙ্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অলঙ্কার-নির্ম্মাণ সকলেই করিতে পারে—উহার ভিতর কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। কিন্তু আমাদের অলঙ্কারের সহিত বাজারের অলঙ্কারের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহা আপনি অবগত আছেন। বিনা পানে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। তাহার পর আমাদের দেখাদেখি অনেকেই এই কার্য্যে অবতীর্ণ হ'ন।—কিন্তু তন্মধ্যে কয়জন কথা ও কার্য্যে ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন? আমাদের পানবিহীন অলঙ্কার যিনি একবার ব্যবহার করিয়াছেন, তিনিই আমাদের স্থায়ী গ্রাহক হইয়াছেন। নূতন ক্যাটলগের জন্য সত্বর পত্র লিখুন।

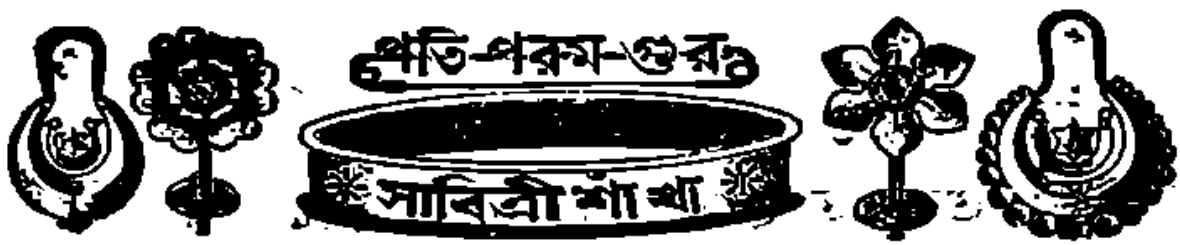

নূতন উপহার।

যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি উপদ্রবের পর বিশ্বজননীর ইচ্ছায় আবার বিশ্বজগতে সুখ ও শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—শরতের শুভ্র রৌদ্রকিরণের আলোক-সম্পাতে পৃথিবী পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বত্র নির্ম্মল হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়া পড়িতেছে; আজ বিশ্বজননী অঞ্চলে অজস্র আশীর্ব্বাদ লইয়া ঘরে ঘরে আনন্দ বিলাইয়া দিতেছেন, আজ বঙ্গবাসী আপনার অন্তঃপুরে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আনন্দ উপহার বিতরণ করিয়া অন্তঃপুরে অটুট সন্ধি সংস্থাপন করুন।

বিনামূল্যে আমাদের শারদীয়-পূজায় নূতন ক্যাটালগের জন্য লিখুন—

আমাদের পূজার নূতন উপহার "নমস্কার" সেপ্‌টিপিন মূল্য ১৮৲ টাকা, জড়োয়া সাবিত্রী শাঁখা মূল্য ৩৫৲, করোনেশন রুলি মূল্য ৬০৲, রমণীরঞ্জন ইয়ারিং মূল্য ২০৲।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেক্‌লেস।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ডি পিতে ১৷৵৹, তিন শিশির মূল্য ২।৹, ডি পিতে ২৷৷৵৹।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ দেড় টাকা, ডি পিতে লইলে মোট ২৵৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

৫৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার। রমণীরঞ্জন চুড়ি। অলঙ্কারের মুগান্তর।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিম্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদপত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত, বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা সিসা নহে, ধাতু বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"ব্রহ্মবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ি কিনিবেন না। ইহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সোনারি জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাদের গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপুলার মহাব্যাপার।

"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন। ইহা অবিকল গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে। গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"সাপ্তাহিক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে। বিলাতী চুড়ি ও কৈত্রিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।

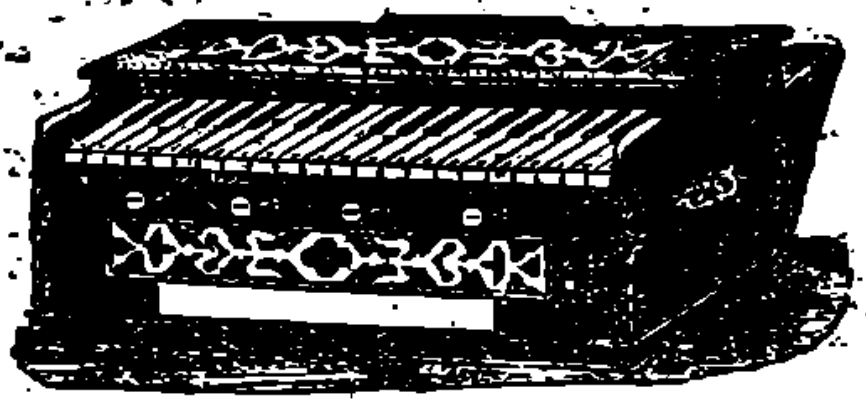

যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না ; সুর নামিয়া যাওয়া, ঝিঁ ঝিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25	হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
„ „ Double. „ 5 „ „ 35, 40 & 45	আলিবাবার গানের স্বরলিপি— 1-8
Other Varieties— from „ 50 to 300	

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ) দ্বিতীয় সংস্করণ—রেশমী বাঁধাই—১।৹ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ)—সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ——২৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Bamabodhini Patrika, No. 69. Registered No. C. 134. August 1920.

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত।

মেঘ আন্দু—১৷৷০ (উপন্যাস।)

নমিতা—২৲ (উপন্যাস।)

আড়াই চাল—১৷৷০ (উপন্যাস ও ছোটগল্প-সমষ্টি)

মিষ্টি সরবৎ—১৷৷০ (উপন্যাস।)

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য।

জন্ম অপরাধী—১৷৷০ (উপন্যাস।

মঙ্গল মঠ (যন্ত্রস্থ) (উপন্যাস।

কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিংস, কলিকাতা—

কর, মজুমদার এণ্ড কোংর নিকট প্রাপ্তব্য।

সাহানা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের কোমল মধুবাণী-স্বরূপ। ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি-আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বেনারস সিটি।

বিজ্ঞাপন।

প্রবীণ সুলেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত নূতন পুস্তক "চিত্র" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদেশীয় সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের কয়েকটী ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। উপহার দিবার এবং নিজে পড়িয়া সুবিমল আনন্দলাভ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও ২৫।২ রূপনারায়ণ নন্দনের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ভবনে পাওয়া যাইবে। মূল্য ৷৷০।